ফারাইয

كتـــاب الفـــرائض

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

Muslim Law of Inheritance

মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া

এম কম, এল এল বি

রোদ্দুর প্রকাশনী

২৬/৩ ঝিগাতলা, পুরাতন কাঁচাবাজার,
ঢাকা-১২০৯

ফারাইয

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া

প্রথম সংস্করণ:
প্রথম প্রকাশ: মে, ২০২৩

প্রকাশক :
সাহিন আক্তার বেগম
রোদ্দুর প্রকাশনী
২৬/৩ ঝিগাতলা, পুরাতন কাঁচাবাজার, ঢাকা-১২০৯।
ফোন: ০১৫৫২৩৭০৮৮২

I S B N-984-70074-0011-10

Cover Design by Faria Binte Firoz,
Bachelor of Fine Arts, Canada

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে : এম. আর প্রিন্টিং,
শ্রীশদাস লেন, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০,
ফোন : ৭১২৪৮৭৭

মূল্য : ৪২৫/- টাকা

ফারাইয

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া

প্রথম সংস্করণ:
প্রথম প্রকাশ: মে, ২০২৩

প্রকাশক :
সাহিন আক্তার বেগম
রোদ্দুর প্রকাশনী
২৬/৩ ঝিগাতলা, পুরাতন কাঁচাবাজার, ঢাকা-১২০৯।
ফোন: ০১৫৫২৩৭০৮৮২

I S B N-984-70074-0011-10

Cover Design by Faria Binte Firoz,
Bachelor of Fine Arts, Canada

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে : এম. আর প্রিন্টিং,
শ্রীশদাস লেন, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০,
ফোন : ৭১২৪৮৭৭

মূল্য : ৪২৫/- টাকা

ফারাইয

كتـــاب الفـــرائض

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

Muslim Law of Inheritance

মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া

এম কম, এল এল বি

রোদ্দুর প্রকাশনী

২৬/৩ ঝিগাতলা, পুরাতন কাঁচাবাজার,

ঢাকা-১২০৯

ফারাইয

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া

প্রথম সংস্করণ:
প্রথম প্রকাশ: মে, ২০২৩

প্রকাশক :
সাহিন আক্তার বেগম
রোদ্দুর প্রকাশনী
২৬/৩ ঝিগাতলা, পুরাতন কাঁচাবাজার, ঢাকা-১২০৯।
ফোন: ০১৫৫২৩৭০৮৮২

I S B N-984-70074-0011-10

Cover Design by Faria Binte Firoz,
Bachelor of Fine Arts, Canada

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে : এম. আর প্রিন্টিং,
শ্রীশদাস লেন, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০,
ফোন : ৭১২৪৮৭৭

মূল্য : ৪২৫/- টাকা

লেখকের কথা

ফারাইয শিখ এবং অন্যকে শিখাও[১]

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিলিবন্টন সংক্রান্ত শাস্ত্রই ফারাইয়। ফারাইযকে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন হিসেবেও অভিহিত করা হয়। ফারাইয এর নীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। ফারাইযের এ নীতির উৎস যথাক্রমে আল-কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা।

ফারাইযের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে এর পূর্ণাংগতা। উত্তরাধিকার বিষয়ে এমন কোনো অবস্থা বা সমস্যা নেই, যার সমাধান ফারাইয অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য নয়। এছাড়া ফারাইয এর অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফারাইয অপরিবর্তনীয় এবং কঠোরভাবে অনুসরণীয়। ফারাইযে বিচ্যুতি বা অনুমানের কোনো স্থান নেই। ফারাইয ধারণার ভিত্তিতে সম্পত্তি বন্টনের নীতিকে সমর্থন করে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা ধারণা পরিহার কর, কেননা ধারণা হচ্ছে সর্বাধিক মিথ্যা।[২]

ফারাইযেই সর্ব প্রথম মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ফারাইয অনুযায়ী মিরাসের অংশ পাওয়া ওয়ারিশদের অধিকার হিসেবে গণ্য এবং এ অধিকার থেকে কোনোভাবেই কোনো ওয়ারিশকে বঞ্চিত করা যায় না। উন্মাদ হওয়া, অন্ধত্ব বা তৃতীয় লিঙ্গ বা অন্য যে কোনো ধরনের শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা ওয়ারিশী স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় কোনোরূপ বাঁধা নয়।

ফারাইয ইসলামের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মিরাসের সমুদয় বিষয়ই পবিত্র কুরআনে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদিসেও ফারাইযের বর্ণনা ও ফযীলত তুলে ধরা হয়েছে। হাদিসে ফারাইয শেখার এবং মানুষকে শেখানোর জন্য নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে।[৩]

---

১ তিরমিযী-২০৯৪, ইবনে মাজাহ্-২৭১৯।

২ বুখারী-৬২৬৯।

৩ ফাতওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২২ এবং তাফসীরে ইবনে কাছীর: ২খণ্ড, পৃ-৭৫৫।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, প্রকৃত জ্ঞান তিন প্রকার, যথাঃ কুরআনের জ্ঞান, (২) সহিহ ও সঠিক হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান, এবং (৩) ইনসাফের সাথে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের জ্ঞান।[৪]

ফারাইযের আইন মানব রচিত আইন নয়। তা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রেখা। যারা নির্ধারিত এই সীমা রেখা লঙ্ঘন করবে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির বিধান রয়েছে।[৫] মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির যার যা অংশ তা তাদেরকে দিয়ে দেওয়া বিশ্বস্ত লোকদের কর্তব্য। তাই প্রত্যেকের ফারাইয সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন একটি আবশ্যিক কর্তব্যও।

ফারাইয বা মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অত্যন্ত জটিল বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অত্যন্ত সহজ ও জটিলতাবিহীন। অবশ্য এর ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির কারণে অনেকে একে জটিল বলে মনে করে, যা আদৌ সত্য নয়।

বইটি লেখার ক্ষেত্রে আল্ কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফেক্হ গ্রন্থসহ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য AL SIRAJIYYAH (SIR WILLIAM JONES অনুদিত) অনুসরণ করা হয়েছে।

এছাড়া Muslim Family Laws Ordinance, 1961 দ্বারা সৃষ্ট প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে বাংলাদেশে হানাফি ও শিয়া উত্তরাধিকার আইনে মিরাস বন্টনে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। হানাফি ও শিয়া আইনের মূল নীতি অক্ষুন্ন রেখে এই ব্যাপক পরিবর্তন বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া
অতিরিক্ত সচিব (অব)

তারিখ : ২০ মে, ২০২৩

[৪] আবূ দাউদঃ হাদিস নং ২৮৭৫ এবং তাফসীরে ইবনে কাছীরঃ ২খণ্ড, পৃ-৭৫৫।

[৫] বেহশতী জেওরঃ পৃ-২৩৭।

সূচিপত্র
প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	ফারাইয	০১
২।	ফারাইয বিদ্যার সূচনা	০৫
৩।	ফারাইয বিদ্যা শিক্ষার গুরুত্ব	০৬
৪।	প্রাক ইসলামীক যুগের উত্তরাধিকার আইনের নীতিসমূহ	০৭
৫।	ফারাইয দ্বারা কৃত নীতিমূলক সংস্কার	০৮
৬।	ফারাইযের অনুসরণীয় নীতিসমূহ	০৮
৭।	মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বন্টনের সাধারণ নীতি	০৯
৮।	ফারাইয আইনের বৈশিষ্ট্য	১০
৯।	মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের উৎকৃষ্টতা	১১
১০।	নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা	১২
১১।	ফারাইযে নারী ও পুরুষের অংশ	১৪
১২।	পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে করণীয় কার্যাদি	১৫
১৩।	মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের উৎস	১৬
১৪।	মিরাস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী	১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিরাস বন্টন

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	মিরাস বন্টনের ধারণা	১৯
২।	মিরাস বন্টনের বিধান অপরিবর্তনীয়	২০
৩।	মিরাস বন্টনের ভিত্তি আত্মীয়তা	২০
৪।	মিরাস বন্টনের সাধারণ নীতি	২২
	(১) অধিকতর নিকটবর্তী আত্মীয় অধিকতর দূরবর্তী আত্মীয়কে মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত করে	২২
	(২) ওয়ারিশের মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম	২২
	(৩) একই অগ্রাধিকারক্রমের পুরুষ ও নারীর মধ্যে অংশ বন্টন	২২
৫।	মিরাসের আওতাভুক্ত সম্পত্তি	২৩
৬।	মিরাসের আওতা বহির্ভূত সম্পত্তি	২৫
৭।	মিরাসের অংশ গণনা পদ্ধতি	২৬
৮।	মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিষয়ে আবশ্যকীয় করণীয় কর্তব্য	২৭
৯।	হেবাকৃত সম্পত্তির মিরাস	২৮
১০।	পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর আবশ্যকীয় ব্যয় ও দাবিসমূহ	২৯
	(১) কাফন-দাফন ব্যয়	২৯
	(২) মৃত ব্যক্তির ঋণ	৩০
	(ক) ব্যক্তিগত ঋণ	৩১
	(খ) দেনমহরের দাবি	৩৪

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	(৩) মৃত ব্যক্তির অছিয়ত	৩৭
	(৪) ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টনযোগ্য সম্পত্তি	৪৩
১১।	মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দান-খয়রাত	৪৩
১২।	দেশের ভিন্নতার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন	৪৪
১৩।	ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তির মিরাস	৪৪
১৪।	মিরাস প্রাপ্তির অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ	৪৫
	(ক) সম্পত্তির মালিকের হত্যাকারী	৪৫
	(খ) ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী	৪৭
	(গ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বী	৪৮
১৫।	মিরাস বন্টন স্থগিত রাখা	৫০

তৃতীয় অধ্যায়
প্রতিনিধিত্বের বিধান

১।	মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এবং মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে প্রতিনিধিত্বের বিধান	৫১
২।	মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রয়োগ পরিধি	৫৩
৩।	বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিক এর ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধান	৫৩
৪।	বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ওয়ারিশের মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অধিকার	৫৪
৫।	মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান আরম্ভের তারিখ	৫৫

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৬।	বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সম্পত্তি	৫৫
৭।	Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর section 4 এর প্রয়োগ	৫৫
৮।	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ	৫৭
৯।	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশের শ্রেণি	৫৮
১০।	যাবিল আরহাম ওয়ারিশ দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর যাবিল ফুরুয ও আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হওয়া	৫৯
১১।	আসাবা ওয়ারিশ পৌত্র এবং যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ পৌত্রীর আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হওয়া	৬০
১২।	হানাফি আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইনের তুলনামূলক চিত্র	৬১
১৩।	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির নিয়ম ও শর্ত	৬২
১৪।	দ্বিতীয় প্রজন্মের ওয়ারিশে যে পরিবর্তন হয়েছে	৬৮
	(১) প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে প্রথম শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন	৬৯
	(২) যাবিল আরহাম ওয়ারিশের অগ্রাধিকারক্রমে পরিবর্তন	৬৯
১৫।	যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হওয়া	৭২
১৬।	প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়	৭৬

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১৭।	হানাফি আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইনে যাবিল আরহাম প্রথম শ্রেণির ওয়ারিশের তুলনামূল উদাহরণ	৭৯
১৮।	হানাফি আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তিত অবস্থা সংক্রান্ত তুলনামূলক চিত্র	৮০
১৯।	মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীনে প্রতিনিধিত্বের বিধানের উদাহরণ	৮৭
২০।	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টনের বিভিন্ন অবস্থা	৯১
২১।	মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীনে মিরাস বন্টনের কতিপয় উদাহরণ	৯৫
২২।	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ গর্ভস্থ সন্তান হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধানের প্রয়োগ	৯৭
২৩।	রাদ মতবাদ এবং মুসলিম পারিবারিক আইন (উদাহরণ: টেবিল-১ ও টেবিল-২)	৯৯
২৪।	আউল মতবাদ এবং মুসলিম পারিবারিক আইন	১০২
২৫।	প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে হানাফি আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তিত অবস্থা সংক্রান্ত টেবিল-১ ও টেবিল-২	১০৩
২৬।	প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে হানাফি আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইনে পরিবর্তন না হওয়ার টেবিল	১১১
২৭।	শিয়া আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইন	১১২

চতুর্থ অধ্যায়
ওয়ারিশ

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	ওয়ারিশ	১১৫
২।	মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অধিকারী ব্যক্তি	১১৬
৩।	ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি	১১৬
	(১) সম্পত্তির মালিকের মৃত্যু হওয়া	১১৬
	(২) সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর সময় ওয়ারিশের জীবিত থাকা	১১৮
	(৩) সম্পত্তির মালিকের সাথে আত্মীয়তার যোগসূত্র	১১৮
৪।	ওয়ারিশী স্বত্ব বাধ্যতামূলক মালিকানা যা পরিত্যাগ করা যায় না	১১৯
৫।	ওয়ারিশী স্বত্বের ভিত্তি	১২০
	(ক) বৈবাহিক সম্পর্কিত ওয়ারিশ	১২০
	(খ) রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশ	১২০
৬।	সৎ পিতা-মাতা ও সৎ সন্তান ওয়ারিশ হয় না	১২১
৭।	যে সকল আত্মীয় কখনো ওয়ারিশ হয় না	১২১
৮।	স্বামী ও স্ত্রীর ওয়ারিশ হওয়ার শর্ত	১২২
৯।	ওয়ারিশী দাবি তামাদি হয় না	১২২
১০।	জন্মসূত্রে উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী ওয়ারিশ	১২৩

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১১।	শর্তাধীন ওয়ারিশ	১২৪
	(১) নিখোঁজ ওয়ারিশের মিরাস এবং নিখোঁজ ব্যক্তির মিরাস	১২৪
	(ক) নিখোঁজ ওয়ারিশ	১২৫
	(খ) নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পত্তির মিরাস	১২৬
	(২) আইনগতভাবে বৈধ নয়, এমন সন্তানের মিরাস	১২৭
	(৩) গর্ভস্থ সন্তানের মিরাস	১৩০
	(ক) গর্ভস্থ সন্তান জীবিত ভূমিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন	১৩২
	(খ) গর্ভস্থ সন্তান প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন	১৩৫
	(৪) ইদ্দতপালনকারী স্ত্রী এবং মৃত্যু শয্যায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মিরাস	১৩৬
	(৫) গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর মিরাস	১৩৭
	(৬) তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানের মিরাস	১৩৮
১২।	প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দূর্ঘটনা, ইত্যাদি কারণে একত্রে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মিরাস	১৪০
১৩।	একত্রে মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধানের প্রয়োগ	১৪১
১৪।	কারাদণ্ডভোগরত ব্যক্তির মিরাস	১৪২
১৫।	কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানের মিরাস	১৪২
১৬।	পোষ্যপুত্র (পালক পুত্র) পুত্র হিসেবে গণ্য নয়	১৪৩
১৭।	কোনো ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারী	১৪৪

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকার ওয়ারিশ

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	কুরআনিক ওয়ারিশ	১৪৫
২।	কুরআন নির্ধারিত অংশসমূহ	১৪৬
৩।	কুরআন নির্ধারিত ছয়টি অংশের প্রাপ্যতার বিভিন্ন অবস্থা	১৪৬
৪।	কুরআন নির্ধারিত অংশ যৌথভাবে প্রাপ্য ওয়ারিশগণ	১৪৮
৫।	নির্ধারিত অংশ বন্টনের টেবিল	১৫১
৬।	মুখ্য ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ	১৫৬
	(১) মুখ্য ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ সংক্রান্ত টেবিল	১৫৬
	(২) স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশগণের অংশপ্রাপ্তির অধিকার সক্রান্ত নীতি	১৫৭
৭।	স্থলাভিষিক্তবিহীন ওয়ারিশ	১৫৮
৮।	True and False grandparents এর পরিচিতি চার্ট	১৫৮
৯।	বিভিন্ন শ্রেণির ওয়ারিশ	১৫৯
১০।	আসহাবুল ফুরুয বা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ	১৫৯
	(ক) যে সকল যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না	১৬২
	(খ) যে সকল যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হতে পারে	১৬২

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	(গ) যে সকল যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয় না	১৬২
	(ঘ) যাবিল ফুরুয ওয়ারিশগণের মিরাসের অংশ সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশ	১৬২
	(ঙ) যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা	১৬৪
	(চ) যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের পরিচিতি চার্ট	১৬৫
১১।	আসাবা ওয়ারিশ	১৬৬
১২।	বিভিন্ন শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ	১৬৬
	(১) প্রথম শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ	১৬৭
	(২) দ্বিতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ	১৬৭
	(৩) তৃতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ	১৬৭
	(৪) চতুর্থ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ	১৬৮
১৩।	আসাবা ওয়ারিশগণের অগ্রাধিকারক্রম	১৬৮
১৪।	আসাবা ওয়ারিশগণের তালিকা	১৭২
১৫।	আসাবা ওয়ারিশের চার্ট	১৭৩
১৬।	যাবিল আরহাম ওয়ারিশ	১৭৪
১৭।	যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মিরাস প্রাপ্তির সাধারণ নীতি	১৭৪
১৮।	বিভিন্ন শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশ	১৭৫
	(১) মৃতের অধঃস্তন ধারা	১৭৫
	(২) মৃতের উর্ধ্বতন ধারা	১৭৭

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	(৩) মৃতের ভ্রাতৃত্ব ধারা	১৭৮
	(৪) মৃতের পিতৃকুল ও মাতৃকুল ধারা	১৭৯
১৯।	যাবিল আরহাম ওয়ারিশ সম্পর্কে ইমাম মোহাম্মদ ও আবু ইউসূফ এর মতবাদ	১৮১
২০।	মিরাস বন্টনে ওয়ারিশদের শ্রেণিভিত্তিক অগ্রাধিকারক্রম	১৮২
	(ক) আত্মীয়তার সূত্রে ওয়ারিশ	১৮২
	(খ) অনাত্মীয় সূত্রে ওয়ারিশ	১৮৩
২১।	মিরাস বন্টনে ওয়ারিশদের শ্রেণিভিত্তিক অগ্রাধিকারক্রম	১৮৪
	(১) প্রথম অগ্রাধিকারক্রম যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের	১৮৪
	(২) দ্বিতীয় অগ্রাধিকারক্রম আসাবা ওয়ারিশদের	১৮৫
	(৩) তৃতীয় অগ্রাধিকারক্রম যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের	১৮৫
২২।	ভাইবোনের পরিচিতি সংক্রান্ত চার্ট	১৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

মিরাস বন্টনে বঞ্চিতকরণ নীতি

১।	মিরাস বন্টনে বঞ্চিতকরণ নীতি	১৮৭
২।	বঞ্চিতকরণ দুই প্রকার	১৮৭
৩।	বঞ্চিতকরণ নীতির ভিত্তি	১৮৮
৪।	যে সব ওয়ারিশ কখনো বঞ্চিত হয় না	১৮৯

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৫।	মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ দ্বারা বঞ্চিতকরণ নীতিতে পরিবর্তন	১৯০
৬।	যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের বঞ্চিতকরণ টেবিল	১৯১
৭।	যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের বঞ্চিত হওয়ার নীতি	১৯১
৮।	যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে বঞ্চিত হয়ে আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে অংশপ্রাপ্তির অবস্থা	১৯২
৯।	অংশপ্রাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা	১৯৩
১০।	যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা	১৯৩
১১।	যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের আংশিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা	১৯৪
১২।	যেসব ওয়ারিশ যেসব ওয়ারিশকে বঞ্চিত করতে পারে না	১৯৫
১৩।	আসাবা ওয়ারিশগণের মধ্যকার বঞ্চিতকরণ নীতি	১৯৫
১৪।	একই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণের মধ্যকার বঞ্চিতকরণ নীতি	১৯৬
১৫।	যাবিল আরহাম ওয়ারিশের ক্ষেত্রে বঞ্চিতকরণ নীতি	১৯৬

সপ্তম অধ্যায়

আউল ও রাদ মতবাদ

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	আউল ও রাদ মতবাদ	১৯৭
২।	আউল মতবাদ	১৯৮
৩।	আউল মতবাদ অনুযায়ী মিরাস বন্টন পদ্ধতি	২০০
৪।	ভগ্নাংশের হর এর ল.সা.গু এর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার নীতি	২০০
	(ক) ল.সা.গু ৬ এর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা ৭,৮,৯ ও ১০ এর উদাহরণ	২০১
	(খ) ল.সা.গু ১২ এর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা যথাক্রমে ১৩,১৫ ও ১৭ এর উদাহরণ	২০৬
	(গ) ল.সা.গু ২৪ এর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা ২৭ এর উদাহরণ	২১১
৫।	Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর বিধান অনুযায়ী আউল মতবাদ প্রয়োগ	২১২
৬।	রাদ মতবাদ	২১৪
৭।	স্বামী ও স্ত্রীর পুনঃবন্টনের সুবিধাপ্রাপ্তির ব্যতিক্রমী অবস্থা	২১৫
৮।	যে ক্ষেত্রে রাদ মতবাদ প্রযোজ্য নয়	২১৬
৯।	পুনঃবন্টনের দাবিদার	২১৬

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১০।	যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের সমুদয় সম্পত্তি প্রাপ্তির অবস্থা	২১৭
১১।	রাদ মতবাদে অবশিষ্টাংশ বন্টনের অগ্রাধিকারক্রম	২১৭
১২।	রাদ মতবাদে মিরাস বন্টনের পদ্ধতি	২১৮
১৩।	রাদ মতবাদ অনুযায়ী অংশ বন্টনের উদাহরণ	২২১
	(১) স্বামী ও স্ত্রী এবং একই পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ থাকার অবস্থার উদাহরণ	২২১
	(২) স্বামী ও স্ত্রী এবং দুই বা তিন পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ থাকার অবস্থার উদাহরণ	২২৪
	(৩) স্বামী ও স্ত্রী না থাকার অবস্থার উদাহরণ	২২৬

অষ্টম অধ্যায়
ওয়ারিশদের মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১।	ওয়ারিশদের মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২২৯
২।	যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মিরাসপ্রাপ্তির অবস্থা	২৩০
৩।	পিতার মিরাসপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৩০
	(১) পিতার অংশপ্রাপ্তির তিনটি অবস্থা	২৩২
	(২) পিতার নির্ধারিত অংশ ও অবশিষ্টাংশপ্রাপ্তির অবস্থা	২৩৪
	(৩) পিতার সাথে যে সকল ওয়ারিশ একত্রে অংশ পায়	২৩৪
	(৪) পিতার অংশপ্রাপ্তির টেবিল	২৩৫
	(৫) ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে পিতার অংশপ্রাপ্তির অবস্থা	২৩৫

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৪।	দাদার মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৩৬
	(১) দাদার মিরাসের অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৩৭
	(২) পিতা ও দাদার মিরাস প্রাপ্তির তিনটি ব্যতিক্রমী অবস্থা	২৩৭
৫।	মাতার মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৩৯
	(১) মাতার অংশপ্রাপ্তির তিনটি অবস্থা	২৪১
	(২) মাতার বিভিন্ন অবস্থার টেবিল	২৪৫
৬।	দাদি ও নানির মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৪৬
	(১) যাবিল ফুরুয দাদি ও নানির পরিচিতি চার্ট	২৪৭
	(২) দাদির মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৪৮
	(৩) নানির মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৪৮
	(৪) দাদি ও নানির অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল	২৪৯
৭।	স্বামীর মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৫০
	(১) স্বামীর মিরাসের অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৫১
	(২) স্বামীর অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল	২৫১
৮।	স্ত্রীর মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৫২
	(১) স্ত্রীর মিরাসের অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৫৩
	(২) স্ত্রীর অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল	২৫৩
৯।	স্বামী ও স্ত্রীর অংশপ্রাপ্তির অবস্থা	২৫৪
১০।	স্বামী ও স্ত্রীর বিশেষ অবস্থা	২৫৪
১১।	কন্যার মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৫৫

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১২।	(ক) পৌত্র ও পৌত্রীর মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা	২৫৮
	(খ) দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা	২৫৯
	(গ) প্রপৌত্রীর অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৬০
১৩।	সহোদর বোনের অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৬৩
	(১) সহোদর বোনের তিন অধিকারে মিরাসপ্রাপ্তি	২৬৫
	(২) সহোদর বোনের বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা	২৬৬
	(৩) সহোদর বোনের অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল	২৬৬
১৪।	বৈমাত্রেয় বোনের মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা	২৬৭
১৫।	বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা	২৭১
১৬।	আসাবা ওয়ারিশগণের মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৭৪
১৭।	নিজ অধিকারবলে আসাবা ওয়ারিশ	২৭৬
১৮।	চার ধারার ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম	২৭৮
১৯।	চার ধারার আসাবা ওয়ারিশের অগ্রাধিকারক্রমের ফ্লোচার্ট	২৭৯
২০।	পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশদের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা	২৮০
	(ক) পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশগণের মিরাস প্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম	২৮১
	(খ) পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশগণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধান	২৮২
২১।	পিতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশদের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা	২৮২

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১২।	(ক) পৌত্র ও পৌত্রীর মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা	২৫৮
	(খ) দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা	২৫৯
	(গ) প্রপৌত্রীর অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৬০
১৩।	সহোদর বোনের অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৬৩
	(১) সহোদর বোনের তিন অধিকারে মিরাসপ্রাপ্তি	২৬৫
	(২) সহোদর বোনের বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা	২৬৬
	(৩) সহোদর বোনের অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল	২৬৬
১৪।	বৈমাত্রেয় বোনের মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা	২৬৭
১৫।	বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা	২৭১
১৬।	আসাবা ওয়ারিশগণের মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৭৪
১৭।	নিজ অধিকারবলে আসাবা ওয়ারিশ	২৭৬
১৮।	চার ধারার ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম	২৭৮
১৯।	চার ধারার আসাবা ওয়ারিশের অগ্রাধিকারক্রমের ফ্লোচার্ট	২৭৯
২০।	পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশদের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা	২৮০
	(ক) পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশগণের মিরাস প্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম	২৮১
	(খ) পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশগণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধান	২৮২
২১।	পিতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশদের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা	২৮২

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
২২।	পিতার পুত্র ধারার (ভ্রাতৃ-ধারা) আসাবা ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা	২৮৩
২৩।	দাদার পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা	২৮৫
২৪।	দাদার পিতার পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা	২৮৬
২৫।	অন্যের অধিকারবলে আসাবা	২৮৭
২৬।	অন্যের সাথে একত্রে আসাবা	২৮৮
২৭।	সহোদর ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা	২৮৮
২৮।	সহোদর ভাই ও বোনের অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল	২৮৯
২৯।	যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা	২৯০
	(ক) যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা	২৯১
	(খ) যাবিল আরহাম ওয়ারিশের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধানের প্রয়োগ	২৯১
	(গ) চার শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মিরাস প্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রমের ফ্লোচার্ট	২৯২
	(ঘ) প্রথম শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মধ্যে অংশ বন্টন	২৯৩
	(ঙ) দ্বিতীয় শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মধ্যে অংশ বন্টন	২৯৪

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	(চ) তৃতীয় শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মধ্যে অংশ বন্টন	২৯৫
	(ছ) চতুর্থ শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মধ্যে অংশ বন্টন	২৯৭
	(জ) ইমাম মুহাম্মদ এর মতবাদ অনুযায়ী মিরাস বন্টনের উদাহরণ	২৯৯

নবম অধ্যায়
মিরাস বন্টন

১।	মিরাস বন্টনের অগ্রাধিকারক্রম	৩০১
২।	অগ্রাধিকারক্রম চার্ট	৩০১
৩।	পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের মিরাস	৩০২
৪।	যে সকল ওয়ারিশ পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে একত্রে মিরাসের অংশ পায়	৩০২
৫।	পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে একত্রে মিরাসের অংশ পাওয়ার যোগ্য ওয়ারিশগণ	৩০৩
৬।	পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে অন্যান্য যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের অংশপ্রাপ্তির নীতি	৩০৩
৭।	মিরাস বন্টনের উদাহরণ	৩০৪
	(ক) পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে মৃতের কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান না থাকার অবস্থা	৩০৪
	(খ) কেবল পূত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান এবং কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান থাকার অবস্থা	৩০৬

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	(গ) পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান এবং কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তানের সাথে অন্যান্য যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ থাকার অবস্থা	৩০৭
	(ঘ) বিভিন্ন ওয়ারিশের সাথে কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান থাকার অবস্থা	৩১০
৮।	মাতার মিরাসপ্রাপ্তির উদাহরণ	৩১৩
৯।	স্ত্রী ও স্বামীর মিরাসপ্রাপ্তির উদাহরণ	৩১৫
১০।	নিঃসন্তান ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনের অবস্থা	৩১৬
১১।	প্রপৌত্রী ও প্রপৌত্র থাকার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টনের অবস্থা	৩১৮
১২।	যাবিল ফুরুয ও আসাবাদের মধ্যে মিরাস বন্টন	৩২০
১৩।	আউল মতবাদ অনুসারে মিরাস বন্টন	৩২১
১৪।	রাদ মতবাদ অনুসারে মিরাস বন্টন	৩২৪
১৫।	স্বামী, স্ত্রী এবং যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টন	৩২৫

দশম অধ্যায়

শিয়া উত্তরাধিকার আইন

১।	প্রারম্ভ	৩২৭
২।	ওয়ারিশের শ্রেণি	৩২৭

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৩।	রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশের শ্রেণি	৩২৭
	(১) প্রথম শ্রেণি	৩২৮
	(২) দ্বিতীয় শ্রেণি	৩২৮
	(৩) তৃতীয় শ্রেণি	৩২৮
৪।	তিনটি শ্রেণির পরিচিতি চার্ট	৩২৯
৫।	শিয়া ও হানাফি আইনের প্রার্থক্য	৩৩০
৬।	ব্যতিক্রমী মিরাস	৩৩০
	(ক) জ্যেষ্ঠ পুত্র	৩৩০
	(খ) আইনগতভাবে বৈধ নয় এমন সন্তানের মিরাস	৩৩০
	(গ) নিঃসন্তান স্ত্রী	৩৩০
৭।	ওয়ারিশের প্রকার	৩৩১
৮।	নির্ধারিত অংশভোগী	৩৩১
৯।	নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশদের অংশ বন্টন টেবিল	৩৩২
১০।	মিরাস বন্টন	৩৩৪
	(১) বঞ্চিতকরণ নীতি	৩৩৪
	(২) মিরাস বন্টনে বঞ্চিতকরণ	৩৩৪
	(৩) বঞ্চিতকরণ টেবিল	৩৩৫
১১।	স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মিরাস বন্টন	৩৩৬
১২।	প্রথম শ্রেণির ওয়ারিশের মিরাস	৩৩৭

ক্র.নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১৩।	প্রথম শ্রেণির ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টন	৩৩৭
	(ক) পিতা ও মাতার মিরাস	৩৩৮
	(খ) সন্তান ও তাদের অধস্তন বংশধরদের মিরাস	৩৩৯
১৪।	দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়ারিশ	৩৪২
	(ক) ভাইবোন ব্যতীত কেবল দাদা, দাদি, নানা, নানি ওয়ারিশ হওয়ার অবস্থার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন	৩৪২
	(খ) দাদা, দাদি, নানা, নানি এবং ভাই ও বোন ওয়ারিশ হওয়ার অবস্থার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন	৩৪৫
	(গ) কেবল ভাইবোন বা তাদের অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী) থাকার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন	৩৪৬
১৫।	তৃতীয় শ্রেণির ওয়ারিশ	৩৪৮
	(ক) মিরাস বন্টন নীতি	৩৪৮
	(খ) মিরাস বন্টনের উদাহরণ	৩৪৯
১৬।	হানাফি ও শিয়া আইনে একইরূপ বন্টনের উদাহরণ	৩৫০
১৭।	আউল মতবাদ	৩৫১
১৮।	রাদ মতবাদ	৩৫২

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

ফারাইয

(فــرائض)

ফারাইয শিখ এবং অন্যকেও শিখাও। কেননা তা ইলমের অর্ধাংশ।[১] তোমরা ফারাইয ও কুরআন শিখবে এবং মানুষকেও তা শিখাবে।[২] প্রকৃত জ্ঞান তিন প্রকার, এগুলো ব্যতীত অন্য সবই বাহুল্য। যথা- (১) আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত, (২) সহিহ ও সঠিক হাদিস, এবং (৩) ইনসাফের সাথে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের জ্ঞান।[৩]

The Prophet of God (on whom be his blessing and peace!) said: "Learn the laws of inheritance, and teach them to the people; for they are one half of useful knowledge.[৪]

'ফারাইয' (Furaiz) হচ্ছে 'ফারীদা' (Fureezut) শব্দের বহুবচন, যার অর্থ আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা বা বখরা। শরিয়তের পরিভাষায় 'ফারাইয' শব্দ দ্বারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে উত্তরাধিকারগণের জন্য নির্ধারিত অংশসমূহ বুঝায়। ওয়ারিশদের জন্য নির্ধারিত অংশসমূহকেও ফারাইয বলা হয়।[৫]

---

[১] ইবনে মাজাহ: হাদিস নং-২৭১৯।

[২] তিরমিযী: হাদিস নং-২০৯৪।

[৩] আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৮৭৫।

[৪] Al-Sirajiyya: p-11.

[৫] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২০; ফাতওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২১ এবং A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-693.

ইসলামী জ্ঞানের যে শাখা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টনের পদ্ধতি বর্ণনা করে, উহাই 'ইলমু'ল ফারাইয' (ILM-UL-FARAIZ) বা উত্তরাধিকার বিজ্ঞান।[৬] অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার জীবিত ওয়ারিশদের মাঝে বন্টনের বিধিবিধানই ফারাইয।

অন্য কথায় বলা যায়, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিলিবন্টন সংক্রান্ত শাস্ত্রই ফারাইয। অর্থাৎ মিরাস বন্টনের বিধানই ফারাইয।

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে ইনসাফের সাথে বন্টনের যে নীতি আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেভাবে বন্টন করাকে 'ফারীযাতুন আদিলাতুন' বলা হয়।[৭] আল-কুরআনের নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সুন্নাহ মোতাবেক উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ করাই হলো অন্যতম আসল বিদ্যা।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে জীবিত ওয়ারিশগণের জন্য পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ফেকহ অনুযায়ী নির্ধারিত অংশ বন্টন করাকে ফারাইয বলা হয়। ফারাইযের আইন অকাট্য আইন।[৮]

আল-কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির মিরাস তথা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্টনের নিয়ম ও পদ্ধতিই মূলত ফারাইয। ফারাইযকে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তি তার মৃত্যুতে ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টনের ক্ষেত্রে ফারাইয এর নীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। ফারাইযের এ নীতির উৎস যথাক্রমে আল-কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা।

উত্তরাধিকার বিষয়ে এমন কোনো সম্ভাব্য সমস্যা নেই, যার সমাধান মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সমাধান সম্ভব নয়। ফারাইযের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে এর পূর্ণাংগতা।[৯] ওয়ারিশ নির্ধারণ এবং মিরাস বন্টনে

---

[৬] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২০।
[৭] আবূ দাউদ শরীফ: চতুর্থ খন্ড, পৃ-১৩৩ এর টীকা।
[৮] বেহশতী জেওর: দ্বিতীয় জিলদ, পৃ-২৩৭।
[৯] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-387.

এমন কোনো অবস্থা বা সমস্যা নেই, যার সমাধান ফারাইয অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য নয়। ফারাইয এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফারাইয অপরিবর্তনীয় এবং কঠোরভাবে অনুসরণীয়। ফারাইযে বিচ্যুতি বা অনুমানের কোনো স্থান নেই।

ফারাইয ধারণার ভিত্তিতে সম্পত্তি বন্টনের নীতিকে সমর্থন করে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা ধারণা পরিহার কর, কেননা ধারণা হচ্ছে সর্বাধিক মিথ্যা।[১০]

ফারাইয অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাওয়া ওয়ারিশদের অধিকার হিসেবে গণ্য হয়। ফারাইয অনুযায়ী অংশ প্রাপ্তির এ অধিকার থেকে কোনোভাবেই কোনো ওয়ারিশকে বঞ্চিত করা যায় না। উন্মাদ হওয়া, অন্ধত্ব বা তৃতীয় লিঙ্গ বা অন্য যে কোনো ধরনের শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা ওয়ারিশী স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় কোনোরূপ বাঁধা নয়।

তবে কোনো ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির হত্যাকারী হলে সে ওয়ারিশ হওয়া সত্ত্বেও সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়। এছাড়া কোনো ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে, উক্ত ধর্মারিত ব্যক্তিও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়।

ফারাইযের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো কোনো অমুসলিম ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না। এছাড়া মুসলিম আইনে বৈধ বিবাহ না হলে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করলে বা একে অপরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও একে অপরের ওয়ারিশ হয় না।

ফারাইযে পালক সন্তান, পালক পিতা-মাতা, ধর্ম পিতা-মাতা, ধর্ম ভাই-বোন এসব ধারণা যেমন স্বীকৃত নয়, তদ্রুপভাবে ত্যাজ্য পুত্র, ত্যাজ্য কন্যা এসব ধারণাও স্বীকৃত নয়।

ফারাইযে যৌথপরিবার বা যৌথসম্পত্তির ধারণাও স্বীকৃত নয়। মৃত্যুর সময় তার মালিকানাধীন সম্পত্তি এবং কোনো সম্পত্তিতে মৃত ব্যক্তির নির্ধারিত অংশও ফারাইযের আওতাভুক্ত।

---

[১০] বুখারী: হাদিস নং ৬২৬৯।

উত্তরাধিকার, অছিয়ত, দেনমহর, দান, উপহার, পুরুস্কার, ক্রয়, বিনিময় বা অন্য যে কোনো উৎস হতে বা সূত্রে বা মূলে প্রাপ্ত বা অর্জিত স্থাবর, অস্থাবর, দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান সর্বপ্রকার সম্পত্তিই ফারাইযের আওতাভুক্ত।

কেবল মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের বিষয়ই ফারাইযের আওতাভুক্ত। কোনো জীবিত ব্যক্তির সম্পত্তি ফারাইযের আওতাভুক্ত নয়। এছাড়া কোনো অমুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তিও ফারাইযের আওতাভুক্ত নয়।

বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিক কোনো মৃত ব্যক্তির বিদেশে অবস্থিত সম্পত্তিও ওয়ারিশগণের মধ্যে ফারাইয অনুযায়ী বন্টনযোগ্য। এছাড়া মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ বিদেশে বসবাস করলে বা বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও তাদের ওয়ারিশী স্বত্ব বহাল থাকবে।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনেই প্রথম মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওপর নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। মৃত মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তিতে পুরুষ ওয়ারিশের যেমন অংশ আছে, তেমনি নারী ওয়ারিশেরও অংশ আছে। এছাড়া মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নাবালক-নাবালিকারও উত্তরাধিকারত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

আপাতত দৃষ্টিতে ফারাইয অনুযায়ী নারী ওয়ারিশের অংশ পুরুষ ওয়ারিশের অংশ অপক্ষো কম মনে হতে পারে। কিন্তু মুসলিম আইনে নারী দেনমহরের হকদার এবং এ দেনমহর পুরুষকে দিতে হয়। মুসলিম আইনে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্বও পুরুষের। এছাড়াও ইসলাম পুরুষের উপর আরো কিছু আর্থিক দায়িত্ব অর্পন করেছে। এসব বিষয় বিবেচনা করেই নারী ও পুরুষের যৌক্তিক অংশ ফারাইযে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফারাইয বিদ্যার সূচনা

ইসলাম পূর্বকালে আরব ও অনারব জাতিসমূহের পরিবারের দুর্বল ব্যক্তিগণ যথা নারী, এতিম বালক-বালিকা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতো না। ইসলামই সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রদান করে এবং তা সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করে। ফলে তাদের প্রতি প্রাক ইসলামিক যুগে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল, তার অধিকাংশই পবিত্র কুরআনের ফারাইয সংক্রান্ত বিধান দ্বারা দূরীভূত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলের একটি ঘটনা। আউস ইবনে সাবেত (রা) স্ত্রী, দুইকন্যা ও এক নাবালক পুত্র থাকা অবস্থায় ওহুদ যুদ্ধে শহিদ হলে প্রাচীন আরবীয় প্রথা অনুযায়ী তাঁর দুই চাঁচাতো ভাই সাবেত (রা)-এর তিন সন্তান ও স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নেয়। অসহায় সাবেত (রা)-এর স্ত্রী তখন তাদেরকে তার কন্যাদ্বয়কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তাতে তারা রাজী হয়নি। তখন সাবেত (রা)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাজে এসে এ অবস্থা বর্ণনা করে সন্তানদের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনার অভিযোগ করেন। তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কুরআনের কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, ওহীর মাধ্যমে এই নিপীড়নমূলক আইনের অবশ্যই পরিবর্তন হবে। অতঃপর সূরা নিসার ৭ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। এরপর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াত অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৩ ও ১৭৬ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য ৭, ১১, ১২, ৩৩ ও ১৭৬ নং আয়াতে ওয়ারিশ সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে উক্ত বিধি-বিধান মান্য করা ও বাস্তবায়ন করার ফযীলত এবং অমান্য করার শোচনীয় পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।[১১]

---

[১১] তিরমিযী: হাদিস নং-২০৯৫ এবং তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৭৯,২৮০ ও ২৯৯।

ফারাইয বিদ্যা শিক্ষার গুরুত্ব

১। তোমরা ফারাইয এবং আল-কুরআন শিক্ষা করবে এবং মানুষকেও তা শিখাবে।[১২]

২। যারা ধারণাপ্রসূত কথা বলে তাদের এ ধরনের কথা বলার পূর্বেই তোমরা উত্তরাধিকার বিদ্যা শিখে নাও।[১৩]

৩। ওমর (রা) বলেছেন, ফারাইয শিক্ষা কর, কেননা তা তোমাদের দ্বীনের অঙ্গ।[১৪]

উপরোক্ত হাদিসসমূহে ফারাইয শিক্ষার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ধারণা করে ফারাইয সংক্রান্ত যেন কোনো সিদ্ধান্ত না দেওয়া হয় সে বিষয়েও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ফারাইয ইসলামের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মিরাসের সমুদয় বিষয়ই পবিত্র কুরআনে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদিসেও ফারাইযের বর্ণনা ও ফযীলত তুলে ধরা হয়েছে। হাদিসে ফারাইয শেখার এবং মানুষকে শেখানোর জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।[১৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, প্রকৃত জ্ঞান তিন প্রকার, যথা: কুরআনের জ্ঞান, (২) সহিহ ও সঠিক হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান, এবং (৩) ইনসাফের সাথে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের জ্ঞান।[১৬]

কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পরই উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, এ তিনটি জ্ঞানই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় জ্ঞান। এই তিনটি জ্ঞান ছাড়া অন্য সব জ্ঞানই বাহুল্য বা অতিরিক্ত জ্ঞান।

ফারাইযের আইন মানব রচিত আইন নয়। তা হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রেখা। যারা নির্ধারিত এই সীমা রেখা লঙ্ঘন করবে

---

[১২] তিরমিযী: হাদিস নং-২০৯৪।

[১৩] বুখারী: অনুচ্ছেদ ২৭৯১ ও হাদিস নং ৬২৬৯।

[১৪] মিশকাত শরীফ: হাদিস নং ২৯১১ (দারেমী)।

[১৫] ফাতওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২২ এবং তাফসীরে ইবনে কাছীর: ২খণ্ড, পৃ-৭৫৫।

[১৬] আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৮৭৫ এবং তাফসীরে ইবনে কাছীর: ২খণ্ড, পৃ-৭৫৫।

তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির বিধান রয়েছে।[১৭] মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির যার যা অংশ তা তাদেরকে দিয়ে দেওয়া বিশ্বস্ত লোকদের কর্তব্য। তাই প্রত্যেকের ফারাইয সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন একটি আবশ্যিক কর্তব্যও।

প্রাক-ইসলামী যুগে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনে কোনো নীতি ছিল না। জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও বিরাজমান ছিল চরম স্বেচ্ছাচারিতা। সে যুগে পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে গণ্য করা হতো শক্তিমানের এক চেটিয়া অধিকার হিসেবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে নারী ও শিশুদের কোনো প্রাপ্যতা স্বীকার করা হতো না। শক্তিমানদের সে যুগে যুদ্ধক্ষম পুরুষকেই মনে করা হতো মৃতের একমাত্র ওয়ারিশ। এ কেবল আরবে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই উত্তরাধিকার বন্টনের বিষয়টি ছিল বৈষম্য কবলিত। ইসলাম এ অন্যায়ের বিলোপ সাধন করে উত্তরাধিকার বন্টনের এক সর্বজনহিতকর নীতি প্রদান করে।[১৮]

প্রাক ইসলামীক যুগের উত্তরাধিকার আইনের নীতিসমূহ

ফারাইয় সংক্রান্ত সুরা নিসার ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৩ ও ১৭৬ নং আয়াত নাযিলের পূর্বে ইসলাম পূর্ব আরবে নিম্নোক্ত নীতির ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টিত হতোঃ

(১) নিকটবর্তী পুরুষ বংশধর (agnate/asabat) মিরাসের অংশ পেতো।

(২) নারী ও রক্তসম্পর্কীয় অন্যান্য আত্মীয়রা (cognates) মিরাস প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হতো।

(৩) পুত্র-ধারার ওয়ারিশগণ (descendants) পিতৃ-ধারার ওয়ারিশগণের (ascendants) পূর্বে এবং পিতৃ-ধারার ওয়ারিশগণ সহগামী ওয়ারিশগণের (collaterals) পূর্বে মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পেতো।

---

[১৭] বেহশতী জেওর: পৃ-২৩৭।

[১৮] ফাতাওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২৩।

(৪) পুরুষ বংশধরগণ আত্মীয়তার দিক হতে সম-নৈকট্যের হলে তাদের মধ্যে সমহারে মিরাসের অংশ বন্টিত হতো।[১৯]

ফারাইয দ্বারা কৃত নীতিমূলক সংস্কার

ফারাইয দ্বারা প্রাক ইসলামীক যুগের উত্তরাধিকার আইনে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা হয়েছে, তা হলো:

(১) স্বামী এবং স্ত্রীকে উত্তরাধিকার করা হয়েছে।

(২) নারী ও রক্তসম্পর্কীয় অন্যান্য আত্মীয়দেরও (cognates) উত্তরাধিকার করা হয়েছে।

(৩) পুত্র ধারার ওয়ারিশ (descendants) থাকা সত্ত্বেও পিতৃ ধারার ওয়ারিশগণকে উত্তরাধিকার করা হয়েছে।

(৪) সাধারণ নীতি অনুযায়ী 'একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান' করা হয়েছে।[২০]

ফারাইযের অনুসরণীয় নীতিসমূহ

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ফারাইযের সংস্কারমূলক নীতিসমূহের সাথে নিম্নোক্ত নীতিসমূহও অবশ্যই অনুসরণীয়:

(১) **সম্পত্তির প্রকৃতি:** মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তির প্রকৃতি বিবেচ্য নয়। সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিই ফারাইযের আওতাভুক্ত।[২১]

সকল স্থাবর, অস্থাবর, দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, যৌথ বা একক মালিকানাধীন সম্পত্তি ফারাইযের আওতাভুক্ত। অবিভক্ত সম্পত্তি বন্টনের পূর্বেই উক্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি হয়।

---

[১৯] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE.P-389.

[২০] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, P-390.

[২১] Al-Sirajiyya: p-11(note).

(২) জন্মসূত্রে ওয়ারিশীস্বত্ব সৃষ্টি হয় না: ফারাইয জন্মসূত্রে উত্তরাধিকার হওয়ার নীতি সমর্থন করে না। কেবল সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুতেই ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি হয়।[২২] সম্পত্তির মালিকের জীবিতাবস্থায় ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি হয় না।

(৩) ওয়ারিশী স্বত্ব পরিত্যাগ: ফারাইয অনুযায়ী ওয়ারিশী স্বত্ব পরিত্যাগ করা যায় না।

(৪) প্রতিনিধিত্বের বিধান: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ জারির পূর্বে সুন্নি উত্তরাধিকার আইনে প্রতিনিধিত্বের বিধান ছিল না। উক্ত আইনের দ্বারা প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি করে পূর্বমৃত সন্তানের সন্তানদেরকে পূর্বমৃত সন্তানের প্রতিনিধি ওয়ারিশ করা হয়েছে।

(৫) নারীর অধিকার: পুরুষ ও নারীর সম্পত্তিতে সমান অধিকার রয়েছে। যেমন একজন মুসলিম ব্যক্তি এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করেন। এক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সম্পত্তি তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে। এই তিন ভাগের মধ্যে পুত্র পাবেন দুই ভাগ এবং কন্যা পাবেন এক ভাগ। কন্যা নারী হওয়ার কারণে অন্যান্য ধর্মালম্বীদের মতো তার সম্পত্তির যে কোনো প্রকারের বিলিব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বারিত হবেন না। সে তার অংশের নিরঙ্কুশ মালিক হবেন। মাতা এবং বিধবার ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য।[২৩]

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বন্টনের সাধারণ নীতি

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্টনের সাধারণ নীতিসমূহ হচ্ছে:

(১) কেবল মৃত বা মৃত হিসেবে ঘোষিত ব্যক্তির সম্পত্তিই ফারাইয-এর বিধান অনুযায়ী বন্টনযোগ্য। কোনো জীবিত ব্যক্তির সম্পত্তি ফারাইয এর আওতায় বন্টনযোগ্য নয়।

---

[22] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-391.

[23] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-391.

(২) অংশ প্রাপ্তির দাবিদার ব্যক্তিকে (ওয়ারিশ) অবশ্যই মৃত ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক বা রক্তসম্পর্কীয় (জন্মসূত্রে) আত্মীয়তার সূত্রে সম্পর্কিত হতে হবে।

(৩) একজন ওয়ারিশ অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী অন্য কোনো দাবিদার ওয়ারিশ কর্তৃক বঞ্চিত ওয়ারিশের আওতাভুক্ত না হলে সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তির দাবিদার হবেন।

(৪) অংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারবে না। যেমন মৃত ব্যক্তির হত্যাকারী হওয়া বা ইসলাম ধর্মত্যাগ করা।

(৫) রক্তের সম্পর্কের অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী আত্মীয় রক্তের সম্পর্কের অপেক্ষাকৃত নিকটাত্মীয় দ্বারা বঞ্চিত হয়।

(৬) সাধারণ নিয়মানুযায়ী একই পর্যায়ের 'এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান'।[২৪]

ফারাইয আইনের বৈশিষ্ট্য

ফারাইয আইন সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। ফারাইযের বিধি-বিধান পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। ফারাইয আইনের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

(১) মৃতের রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পত্তিই মিরাসের আওতাভুক্ত। মৃতব্যক্তি সাধারণত দুই ধরনের সম্পত্তি রেখে যায়। যথা:

(ক) তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র। যেমন পোশাক-আশাক, তৈজসপত্র ও অলঙ্কারাদি, ইত্যাদি;

(খ) সম্পত্তি, যেমন জমিজমা, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়ের মালপত্র।

(২) মিরাস কেবল নিকটাত্মীয়ের হক। মৃত ব্যক্তির কোনো নিকটাত্মীয় থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় এবং কোনো অনাত্মীয় উত্তরাধিকার হয় না।

(৩) মিরাসে নারী, পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবার হক রয়েছে।

---

[২৪] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mohomed Ullah, p-iv.

(৪) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিশের পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫]

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের উৎকৃষ্টতা

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন মুসলিম পারিবারিক আইনের একটি শাখা এবং পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা বিশেষভাবে ধর্মীয় ভাবাপন্ন।[২৬] এছাড়া মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বিধানের প্রতি আস্থাশীল হওয়া এবং তা পালন করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের কল্যাণ। অন্যথায় দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন দুঃখ-জর্জরিত হতে বাধ্য।[২৭]

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন দ্বারা সমাজ ব্যবস্থায় যে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, তা নিম্নরূপঃ

১। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

২। শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধীতা, তৃতীয় লিঙ্গ, গর্ভস্থ সন্তান, এসব কোনো কিছুই উত্তরাধিকার হওয়ার পথে বাঁধা নয়।

৩। পূর্ব পুরুষ, উত্তর পুরুষসহ আত্মীয়স্বজনকে উত্তরাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা হয়েছে।

৪। পুরুষের উপর দেনমহর প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ, স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতার লালনপালনের দায়িত্বসহ আরো কিছু আর্থিক দায়িত্ব অর্পন করায় পুরুষকে নারীর দ্বিগুন অংশ দেওয়ার বিধান করে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান করা হয়েছে।

---

[২৫] ফাতাওয়া ও মাসাইলঃ ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২৫-৫২৬।

[২৬] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২০৪।

[২৭] দৈনন্দিন জীবনে ইসলামঃ পৃ-৬৭৪।

নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা

১। পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ (সুরা নিসাঃ আয়াত-৭)।

২। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।[২৮]

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সুরা হচ্ছে সুরা নিসা। 'নিসা' অর্থ নারী। এই সুরায় নারীর অধিকার এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কীত অধিকারসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

সুরা নিসার ৭ নং আয়াত দ্বারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার স্বত্ব একই সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারীকে শুধু নারী হওয়ার কারণে উত্তরাধিকার স্বত্ব থেকে বঞ্চিত রাখার প্রচলিত পদ্ধতি এ আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।[২৯]

হজরত মুহম্মদ (সা) নারী তথা মায়ের স্থান দিয়েছেন সবার উপরে।[৩০]

ইসলাম পূর্বকালের আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণি, এতিম বালক-বালিকা ও অবলা নারী চিরকালই জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল। প্রথমত তাদের কোনো অধিকারই স্বীকার করা হতো না। কোনো অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষদের কাছ থেকে তা আদায় করে নেওয়ার সাধ্য তাদের ছিল না।

ইসলামই নারীদের অধিকার সত্যিকারভাবে নিশ্চিত করেছে। ইসলামই সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে এবং এসব

---

[২৮] মুসনাদে আহমদঃ সপ্তম খণ্ড, পৃ-২৯৬ (তিরমিযী)।

[২৯] তাফসীরে মাজেদীঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৫৬।

[৩০] শিশু বিশ্বকোষঃ চতুর্থ খন্ড, পৃ-৩৫৫।

অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করে।[৩১] নারীর বাঁচার অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, এমনকি সার্বিক মানবিক অধিকার ইসলামই প্রতিষ্ঠিত করেছে। কন্যা সন্তানের বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত তার যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার উপর ন্যস্ত থাকে। বিয়ের সাথে সাথে ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় স্বামীর উপর। এছাড়া বিয়ের দিন হতেই সে দেনমহর স্বরূপ প্রাপ্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায়। উপরন্তু স্ত্রীর আয় উপার্জনের সব অর্থ তার নিজের, তাতে স্বামীর কোনো মালিকানা নেই। এছাড়াও নারীগণ ওয়ারিশসূত্রে পিতা, মাতা, স্বামী, ভাই এর সম্পত্তিরও অংশ পেয়ে থাকে। এভাবেই ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। নারীদের অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো, 'তাদেরও তেমনই অধিকার আছে, যেমন তোমাদের আছে তাদের উপর'। (সুরা বাকারা, আয়াত নং-২২৮)[৩২]

উত্তরাধিকার সূত্রে নারী যে মালিকানা লাভ করে, তা বাধ্যতামূলক। এতে ওয়ারিশের স্বীকার করা বা সম্মত হওয়া কোনো শর্ত নয়। নারী যদি বলে সে তার অংশ নেবে না, তবুও ফারাইযের বিধান মতে সে নিজের অংশের মালিক হয়ে যায়।[৩৩]

নারী তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে প্রতিবন্ধকতাবিহীন মালিকানা লাভ করে। নারী হওয়ার কারণে উক্ত সম্পত্তি ভোগদখল, ব্যবহার বা হস্তান্তরে কোনো প্রতিবন্ধকতা বা বিধিনিষেধ নেই।

উত্তরাধিকারের মাধ্যমে নারীর প্রাপ্য অংশের মালিকানা বাধ্যতামূলক ও নিরঙ্কুশ এবং কোনোরূপ শর্তযুক্ত নয়। এ মালিকানা থেকে নারীকে বঞ্চিত করারও কোনো সুযোগ নেই। নারীর এ প্রাপ্য অংশ অন্য কোনো ওয়ারিশের দখলে থাকলেও মালিকানা স্বত্ব তামাদি হবে না। উক্ত নারী বা তার ওয়ারিশগণ যে কোনো সময় উক্ত সম্পত্তি দাবি করতে পারবে।

---

[৩১] কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর): প্রথম খণ্ড, পৃ-৩৯০ এবং তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-২৭৯।

[৩২] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৪৩৮।

[৩৩] তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-২৮২।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর উত্তরাধিকারীত্ব নিশ্চিত করা ছাড়াও নারী ও পুরুষের মধ্যে অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে নারীর প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যাতে নারীর নির্ধারণকৃত অংশ প্রাপ্তিতে কোনোরূপ বিভ্রান্তির সুযোগ না থাকে। এছাড়া নারীর প্রাপ্য অংশকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে পুরুষের প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান বলা হয়েছে। এখানে নারী পুরুষের অর্ধেক অংশ পাবে বলা হয়নি। এতেই বুঝা যায় মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীকে কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ফারাইযে নারী ও পুরুষের অংশ

একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান (সুরা নিসাঃ আয়াত-১৭৬)।

আল্লাহ এ ব্যাপারে ন্যায় ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন। কেননা জাহিলি যুগে একমাত্র পুরুষেরা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো, নারীরা কোনো অংশ পেত না। তাই আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশের মাধ্যমে তাদের বঞ্চিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার দেন। তবে অংশ হিসেবে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ হলো নারীদের চেয়ে পুরুষদের দায়িত্ব বেশি। কেননা তাদেরকে খাদ্য, পানীয়, পরিধেয়সহ পারিবারিক বহু ব্যয় বহন করতে হয়। তাদেরকে অর্থ উপার্জন করতে হয়। এছাড়াও পুরুষদের উপর রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই আল্লাহ ইনসাফের দৃষ্টিতে নারীদের চেয়ে পুরুষদের অংশ দ্বিগুন করেছেন।[৩৪]

[৩৪] তাফসীরে ইবনে কাছীরঃ ২য় খণ্ড, পৃ-৭৫৬; তফসীরে মা'আরেফুল কুরআনঃ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-২৮৯।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে করণীয় কার্যাদি

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির উপর চারটি পর্যায়ক্রমিক আবশ্যিক দায় হচ্ছে, যথাক্রমে:

(১) কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা (এইক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় বা প্রয়োজনের তুলনায় কম ব্যয়, উভয়ই পরিহার করতে হবে); অতঃপর

(২) অবশিষ্ট সম্পত্তি হতে ন্যায্য ঋণ পরিশোধ করা (যদি থাকে); অতঃপর

(৩) অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত পূরণ করা (যদি থাকে); অতঃপর

(৪) অবশিষ্ট সম্পত্তি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা।[৩৫]

---

[৩৫] AL Sirajiyyah: p-12; ফাতাওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২৮, Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mohomed Ullah, p-110-111 এবং A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, P-693.

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের উৎস

সাধারণভাবে উত্তরাধিকার আইনকে (law of inheritance) ইলমূল-ফারাইয (ilm al-faraid) বলা হয়।[৩৬] মুসলিম উত্তরাধিকার আইন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বর্ণনা করে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের উৎসসমূহ হচ্ছে:

(১) আল-কুরআন;

(২) সুন্নাহ; এবং

(৩) ইজমা।

কিয়াস মুসলিম আইনের উৎস হলেও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের উৎস নয়।

মিরাস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী[৩৭]

সুরা আন-নিসা

১। আয়াত নং-৭

"পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।"

২। আয়াত নং-১১

"আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর অধিক থাকিলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। তাহার সন্তান থাকিলে তাহার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান

---

[৩৬] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, P-398.

[৩৭] AL Quran (Arabic- Bangla), Ministry of Religious Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh; Al Quran: Digital হতে উদ্ধৃত।

হইলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; তাহার ভাই-বোন থাকিলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; এ সবই সে যাহা অছিয়ত করে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নও। নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহ্‌র বিধান; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

৩। আয়াত নং-১২

"তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাহাদের কোনো সন্তান না থাকে এবং তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ; তাহাদের অছিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ; তোমরা যাহা অছিয়ত করিবে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তাহারা ইহার অধিক হইলে সকলে সমঅংশীদার হইবে এক-তৃতীয়াংশের; ইহা যাহা অছিয়ত করা হয় তাহা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কাহারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। ইহা আল্লাহ্‌র নির্দেশ, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।"

৪। আয়াত নং-১৩

"এইসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেহ আল্লাহ্ ও তাহাঁর রাসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ্ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা মহাসাফল্য।"

৫। আয়াত নং-১৪

"আর কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করিলে তিনি তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন; সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং তাহার জন্য লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।"

৬। আয়াত নং-৩৩

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী স্থির করিয়াছি এবং যাহাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাহাদেরকে অংশ দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।"

৭। আয়াত নং-১৭৬

"লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানিতে চায়। বল, 'পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাইতেছেন: কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তাহার এক ভগ্নি থাকে তবে তাহার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে, আর দুই ভগ্নি থাকিলে তাহাদের জন্য তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে 'এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান'। তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে এই আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানইতেছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিরাস বন্টন

মিরাস বন্টনের ধারণা

১। যে ব্যক্তি তার ওয়ারিশকে মিরাস দেওয়া থেকে পালায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের মিরাস থেকে বঞ্চিত রাখবেন (ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং-২৭০৩)।

২। সম্পদ অংশীদারদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী বন্টন কর। তারপর ফারাইয যা অবশিষ্ট রাখবে তা নিকটতম পুরুষের প্রাপ্য (মুসলিম: হাদিস নং-৩৯৯৮)।

৩। কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা হবে তার ওয়ারিশের (তিরমিযী: হাদিস নং ২০৯৩)।

মিরাস আরবী শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশ হওয়া অথবা এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়া। এছাড়া মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিকেও মিরাস বলা হয়। যে ব্যক্তি সম্পত্তি রেখে মৃত্যুবরণ করেন, তাকে মুরিস বলা হয়।[1]

মুরিস এর সম্পত্তি জীবিত ওয়ারিশদের মাঝে হস্তান্তরিত হওয়াই মিরাস। শরিয়তের পরিভাষায় মৃত ব্যক্তি হতে তার জীবিত ওয়ারিশদের মাঝে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকানা স্থানান্তরিত হওয়াই মিরাস।

প্রাক-ইসলামী যুগে মিরাসের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও বিরাজমান ছিল চরম স্বেচ্ছাচারিতা। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে গণ্য করা হতো শক্তিমানের একচেটিয়া অধিকার হিসেবে। যে কারণে নারী ও শিশুর কোনো অধিকার স্বীকার করা হতো না। কেবল আরবে নয়, উত্তরাধিকার বন্টনে বিশ্বের সর্বত্রই প্রায় একইরূপ বৈষম্য ও স্বেচ্ছাচার বিরাজমান ছিল।

---

[1] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১৯৮; ফাতওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২১।

ইসলাম এ বৈষম্য ও অন্যায়ের বিলোপ সাধন করে মিরাস বন্টনে সুষম, ন্যায়ানুগ ও সর্বজনহিতকর এক পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করে।

সুরা নিসায় সর্বপ্রথম ন্যায়ভিত্তিক মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের মূলনীতি ঘোষণা করা হয়। এ নীতিতে বিশ্ব মানবতার শান্তি রক্ষার দিক-নির্দেশনা রয়েছে, যা স্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ। এ নীতি সর্বত্র যথাযথভাবে অনুসৃত হলে জোরজুলুম ও পক্ষপাতিত্বের পথ রুদ্ধ হয়ে ন্যায় ও সাম্যের বুনিয়াদে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠবে।[২]

মিরাস বন্টনের বিধান অপরিবর্তনীয়

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশসমূহের প্রতিটি বন্টন এবং তার প্রতিটি স্বত্বাধিকার আল্লাহ্ প্রদত্ত শরিয়তের সুনির্ধারিত বিধান। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টন সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। মিরাসের ন্যায়সংগত বন্টনের উপর সমাজের কল্যাণ ও সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। মিরাস সংক্রান্ত বিধান কোনো বান্দার প্রস্তাবিত বিধান নয়, বরং আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান। এই বিধানের রদবদল বা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। এছাড়া এই বিধানে নারী ও পুরুষের উত্তরাধিকার স্বত্ব একই সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারীকে শুধু নারী হওয়ার কারণে উত্তরাধিকার স্বত্ব থেকে বঞ্চিত রাখার প্রাক ইসলামিক যুগের নীতির পরিবর্তন করা হয়েছে।[৩]

মিরাস বন্টনের ভিত্তি আত্মীয়তা

১। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক বা বেশি হোক, এক নির্ধারিত অংশ (সুরা নিসা: ৪:৭)।

---

[২] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৬৭২-৬৭৫।

[৩] তাফসীরে মাজেদী: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৫৬, ২৫৭ ও ২৬০।

২। নিকট আত্মীয়রাই একে অন্যের সম্পদের অধিক হকদার (আবূ দাউদ: হাদিস নং-২৯১১ ও ২৯১৪)।

৩। কেউ যদি সম্পদ রেখে যায় তবে সে সম্পদ পাবে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সে যেই হোক না কেন (মুসলিম: হাদিস নং-৪০১৪)।

৪। নিকটবর্তীতার ক্রমানুসারে ওয়ারিশী সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান ও পিতা-মাতা যেহেতু সর্বাধিক নিকটবর্তী, সেহেতু তারা সর্বাবস্থায় মিরাসের অংশ পায় (তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৯০)।

সুরা নিসার ৭ নং আয়াত এবং উল্লেখিত সুন্নাহ অনুযায়ী মিরাস বন্টনের ভিত্তি আত্মীয়তা। কিন্তু আত্মীয়তার পরিসরও অনেক ব্যাপক হওয়ায় এ সমস্যারও সমাধান করা হয়েছে আত্মীয়তার নৈকট্য ও দূরত্ব দ্বারা। আত্মীয়তার নিকটবর্তীতার ক্রমানুসারে ওয়ারিশী সম্পত্তি বন্টন করতে হয়। মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা ও সন্তান যেহেতু আত্মীয়তার দিক থেকে অধিক নিকটবর্তী, সেহেতু তারা কখনো মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না।[৪]

আত্মীয়তার নিকটবর্তীতা নীতির কারণে অধিকতর নিকট আত্মীয়গণ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী আত্মীয়গণকে বঞ্চিত করে। এই আত্মীয়তা দুই ধরনের যথা: (১) জন্মসূত্রে (রক্ত সম্পর্কীয়) আত্মীয়তা, যেমন পিতা ও তদুর্ধ্বক্রম, মাতা ও তদুর্ধ্বক্রম, সন্তান ও তদনিম্নক্রম, সমগোত্রীয়গণ; এবং (২) বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা, যথা: স্বামী ও স্ত্রী।

মৃত ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক বা রক্ত সম্পর্কীয় সম্পর্ক না থাকায় মৃত ব্যক্তির সৎপুত্র ও সৎকন্যা, সৎপিতা, সৎমাতা, শ্বশুরকুলের আত্মীয়বর্গ, শ্বশুর, শাশুড়ি, শ্যালক, শ্যালিকা, জামাতা, ভগ্নিপতি, দেবর-ননদ, পুত্রবধূ, ভাবী, পালক সন্তান এবং ধর্ম পিতা-মাতা ওয়ারিশ হয় না।[৫]

---

[৪] তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-২৯০।

[৫] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৬৭৫-৬৭৬।

মিরাস বন্টনের সাধারণ নীতি

(১) অধিকতর নিকটবর্তী আত্মীয় অধিকতর দূরবর্তী আত্মীয়কে মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত করে

নিকটবর্তী আত্মীয় দ্বারা দূরবর্তী আত্মীয় মিরাস প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়। মিকদাম ইবন মা'দীকারব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সবেচেয়ে নিকটতমের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন, তারপর পরের নিকটতম ব্যক্তি। (মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৩১) যেমন নিকটাত্মীয় পিতা জীবিত থাকলে দাদা মিরাসের অংশ পায় না।

অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী আত্মীয় অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে। যেমন পিতা বঞ্চিত করে দাদাকে, মাতা বঞ্চিত করে দাদি ও নানিকে, পুত্র বঞ্চিত করে পৌত্র ও পৌত্রীকে, কন্যা বঞ্চিত করে দৌহিত্র ও দৌহিত্রীকে।

(২) ওয়ারিশের মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম

অংশীদারদের অংশ প্রদান কর। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা নিকটতম পুরুষদের প্রাপ্য (বুখারী শরীফঃ হাদিস নং-৬২৭৬; মুসলিম শরীফঃ হাদিস নং-৩৯৯৭; তিরমিযী শরীফঃ হাদিস নং-২১০১; আবূ দাউদঃ হাদিস নং-২৮৮২; ইবনে মাজাহ্ঃ হাদিস নং-২৭২০)।

প্রাপ্যতার অগ্রাধিকারক্রমের ভিত্তিতে সম্পত্তি বন্টন করতে হয়। যেমন প্রথমে যাবিল-ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে নির্ধারিত অংশ বন্টনের পর আসাবা ওয়ারিশ থাকলে তাদের মধ্যে অবশিষ্টাংশ বন্টন করতে হয়। উল্লেখ্য নিকটবর্তী আসাবা ওয়ারিশ দূরবর্তী আসাবা ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে। যাবিল ফুরুয এবং আসাবা ওয়ারিশ না থাকলে যাবিল-আরহাম ওয়ারিশের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রমের ভিত্তিতে মিরাসের অংশ বন্টন করতে হয়।

(৩) একই অগ্রাধিকারক্রমের পুরুষ ও নারীর মধ্যে অংশ বন্টন

১। **এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান** (সুরা নিসাঃ আয়াত নং-১১)।

২। **একপুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান** (সুরা নিসাঃ আয়াত-১৭৬)।

অগ্রাধিকারক্রম একই হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ ওয়ারিশগণ নারী ওয়ারিশগণের দ্বিগুন অংশ পায়। যেমন পুত্র ও কন্যার অগ্রাধিকারক্রম একই হওয়ায় কন্যার দ্বিগুন অংশ পুত্র পায়। ভাই ও বোনের অগ্রাধিকারক্রম একই হওয়ায় বোনের দ্বিগুন অংশ ভাই পায়।

পুরুষ নারীর দ্বিগুন অংশ পাবে, এটা সাধারণ নীতি হলেও এর একটি মাত্র ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রমটি হলো বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয়ী বোনের মধ্যে অংশ বন্টন। বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয়ী বোনের মধ্যে তাদের প্রাপ্য অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুন', এ নীতিটি প্রযোজ্য নয়। এইক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয়ী বোন উভয়ে সমহারে অংশ পাবে।[৬]

মিরাসের আওতাভুক্ত সম্পত্তি
(Heritable Property)

১। যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায় তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য [বুখারীঃ ৬২৭৫, ৬২৮৯ ও ৬৩০৭; মুসলিমঃ হাদিস নং ৪০১২ ও ৪০১৩; তিরমিজীঃ হাদিস নং ২০৯৩; এবং মিশকাত শরীফঃ হাদিস নং ২৮৯৯]।

২। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তার ওয়ারিশের সম্পদ তার নিজের সম্পদ অপেক্ষা প্রিয়। তোমার সম্পদ তো তা-ই যা তুমি (মৃত্যুর) পূর্বেই ভোগ করেছ, আর ওয়ারিশের সম্পদ তা-ই যা রেখে তুমি মারা যাও [নাসাঈঃ হাদিস নং-৩৬১৩]।

মৃত ব্যক্তির মালিকানায় যা কিছু থাকে, ছোট হোক বড় হোক, সব কিছুতেই প্রত্যেক ওয়ারিশের হক আছে। কোনো বিশেষ বস্তু বন্টন ছাড়াই নিজে রেখে দেওয়া কোনো ওয়ারিশের জন্য বৈধ নয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদের প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেক ছোট-বড় বস্তুর সাথে প্রত্যেক ওয়ারিশের হক সম্পৃক্ত হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তির পরিধানের পোশাকও মিরাসের আওতাভুক্ত। এসব হিসেব না

---

[৬] মুয়াত্তাঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০৯।

করে সাদকা করে দেওয়া হয়। কোনো কোনো এলাকায় তামা-পিতলের বাসন-পত্র ও মালামাল বন্টন না করে ফকির-মিস্‌কীনকে দান করা হয়। অথচ এগুলোতে নাবালক এবং অনুপস্থিত ওয়ারিশদেরও হক থাকে। প্রথমে মালামাল বন্টন করে মৃতের ওয়ারিশদের মধ্যে যার যে পরিমাণ অংশ প্রাপ্য, তাদেরকে সে পরিমাণ অংশ দিতে হবে। এরপর নিজের খুশিমত কোনো ওয়ারিশ নিজে অথবা ওয়ারিশগণ সম্মিলিতভাবে মৃতের পক্ষ থেকে দান করতে পারবে। তবে কোনো নাবালক ওয়ারিশের অংশ দান করা যাবে না। এইক্ষেত্রে নাবালকের অনুমতিও ফারাইয আইনে গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়া ত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে তা থেকে মেহমানদের আদর-আপ্যায়ন, দান-খয়রাত ইত্যাদি করাও বৈধ নয়। মিরাস বন্টনের পর কোনো ওয়ারিশ নিজের অংশ থেকে স্বেচ্ছায় মৃতের জন্য দান-খয়রাত করতে পারে।[৭]

রুগ্ন ব্যক্তির সম্পত্তি হতে ওয়ারিশ মেহমানদের খাওয়া দাওয়া জায়েজ নয়। অবশ্য সকল ওয়ারিশগণ যদি খুশিমনে অনুমতি দেয়, তাহলে তা জায়েজ।[৮]

মৃত ব্যক্তির ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু বা সম্পত্তি মিরাসের আওতাভুক্ত নয় এবং উক্ত ওয়াকফকৃত বস্তু বা সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যায় না এবং কাউকে দানও করা যায় না।[৯]

ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ওয়াকফকারীর মালিকানা বহির্ভূত হয়ে যায়। কিন্তু যার জন্য ওয়াকফ করা হলো তার মালিকানাভুক্ত হয় না।[১০]

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এবং ব্যক্তিগতভাবে অর্জিত সম্পদের মধ্যে কোনো প্রার্থক্য নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং নিজে অর্জিত, এই উভয় প্রকার সম্পত্তিই মিরাসের আওতাভুক্ত।[১১]

---

[৭] তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-২৮২ এবং ফাতওয়া ও মাসাইল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২৬।

[৮] বেহেশ্‌তী জেওর: ২য় জিলদ, পৃ-১৬১।

[৯] ই'লাউস্‌ সুনান: দশম খণ্ড, পৃ-১১।

[১০] ই'লাউস্‌ সুনান, দশম খণ্ড, পৃ-৫৯।

[১১] AIR 1925 Oudh 190=82 I.C.691(Principles of Mahomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-50.)

দানকৃত সম্পত্তির মালিক দানপ্রাপক এবং তা দানপ্রাপকের মিরাসের আওতাভুক্ত সম্পত্তি।[১২]

এছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং নিজে অর্জিত সম্পত্তি, স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি, যৌথ মালিকানাধীন এবং একক মালিকানাধীন সম্পত্তি, বাস্তব এবং অদৃশ্য (যেমন ব্যবসার সুনাম) সম্পত্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[১৩] মৃতের সকল প্রকার সম্পদই মিরাসের আওতাভুক্ত। যথা : জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি, ব্যবসা, ব্যবসার সুনাম, মেধা স্বত্ব, টাকা-পয়সা, পোশাক আশাক, অলংকারাদি, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, মালপত্র, সৌখিন জিনিসপত্র, শেয়ার, সার্টিফিকেট, ডিবেঞ্চার, বিনিয়োগ, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় অর্জিত সব অর্থ-সম্পদই মিরাসের আওতাভুক্ত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য।

মিরাসের আওতা বহির্ভূত সম্পত্তি

মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পদ বা সম্পত্তি মিরাসের আওতাভুক্ত হলেও মৃত ব্যক্তির কৃত চাকরির বিনিময়ে মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা কর্তৃক মৃত কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের জন্য পরিবারকে প্রদেয় আর্থিক সুবিধাদি মিরাসের আওতাভুক্ত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য নয়। এরূপ আর্থিক সুবিধা হচ্ছে, পারিবারিক পেনশন ও আনুতোষিক, ছুটির নগদায়ন বাবদ প্রাপ্য অর্থ, কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমার অর্থ, মৃত্যুজনিত কারণে পরিবারকে প্রদেয় আর্থিক ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি। এসব আর্থিক সুবিধাদির প্রাপ্যতা সম্পর্কীত পৃথক আইন ও বিধিবিধান থাকায় এবং মনোনয়নের বিধান থাকায় তা মিরাসের আওতাভুক্ত সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে না। তবে

[১২] বুখারী: হাদিস নং-২৪৪৯।

[১৩] PLD 1948 P.C. 23=AIR 1948 P.C. 134=75 I.C. 62; PLD 1975 Kar. 979+PLD1968 Kar.480=PLR 1969(2) W.P. 448; Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, P-391; AIR 1925 Oudh 190=82 I.C. 691, AIR 1947 Mad.287= I.L.R 1947 Mad.574+AIR 1933 All 206=1295 I.C. 461, PLD 1975 kar. 979+PLD 1968 Kar-480=PLR 1969(2) W.P.448 Muslim Law, SH. Shaukat Mahmood, P-237হতে উদ্বৃত)।

উক্ত আর্থিক সুবিধাদির মধ্যে যে সব অর্থ কর্মচারী নিজে উত্তোলন করেছেন এবং গচ্ছিত রেখেছেন, সে সব অর্থ মিরাসের আওতাভুক্ত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।[১৪]

কোনো ব্যক্তি দানের উদ্দেশ্যে দানসামগ্রী পৃথক করে রেখে তা দানপ্রাপকের কাছে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যুবরণ করলে ঐ দানসামগ্রী দানদাতার মিরাসের আওতাভুক্ত হবে না, তা দান প্রাপককে দিতে হবে। এছাড়া দানসামগ্রী পৌঁছানোর পূর্বে দান প্রাপক মৃত্যুবরণ করলে, ঐ দানসামগ্রী দান প্রাপকের মিরাসের আওতাভুক্ত হবে।[১৫]

ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হলে তা ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বহির্ভূত হয়ে যায়। কিন্তু যার জন্য ওয়াক্ফ করা হলো তার মালিকানাভুক্ত হয় না।[১৬]

মিরাসের অংশ গণনা পদ্ধতি

ফারাইযে মিরাসের অংশ আরবীয় ভগ্নাংশ গণনা পদ্ধতিতে বন্টন করা হয়, দশমিক গণনা পদ্ধতিতে বন্টন করা হয় না। ভগ্নাংশ পদ্ধতিতে গণনার ক্ষেত্রে কোনো ভগ্নাবশেষ থাকে না এবং অংশ বন্টনেও বিন্দুমাত্র হেরফের হয় না। এছাড়া এ পদ্ধতি নিখুঁত ও নির্ভুল। কিন্তু দশমিক পদ্ধতিতে গণনার ক্ষেত্রে ভগ্নাবশেষ থেকে যায় এবং প্রাপ্য অংশেরও হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন মিরাসের ছয় ভাগের এক ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে ত্যক্ত সম্পত্তিকে ছয় ভাগ করে এক ভাগ পৃথক করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা বা জটিলতা দেখা দেয় না এবং ভগ্নাবশেষও থাকে না। অপরদিকে দশমিক পদ্ধতিতে ছয় ভাগের এক ভাগ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এক ভাগ হবে ১৬.৬৬৬....। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ছয় ভাগের এক ভাগের হিসাব পূর্ণাংগ হচ্ছে না, হিসাব অসম্পূর্ণই থেকে যাচ্ছে।

---

[১৪] PLD 1968 Kar-523=20DLR (W.P)239 Muslim Law, SH. Shaukat Mahmood, P-238 হতে উদ্বৃত)।
[১৫] বুখারী: পরিচ্ছেদ নং-১৬২২।
[১৬] ই'লাউস্ সুনান: দশম খণ্ড, পৃ-৫৯।

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিষয়ে আবশ্যকীয় করণীয় কর্তব্য

"There belong to the property of a person deceased four successive duties to be performed by the magistrate: first, his funeral ceremony and burial without superfluity of expense, yet without deficiency; next, the discharge of his just debts from the whole of his remaining effects; then, the payment of his legacies out of a third of what remains after his debts are paid; and, lastly, the distribution of the residue among his successors, according to the Divine Book, to the Traditions, and to the Assent of the Learned."[১৭]

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক চারটি আবশ্যকীয় করণীয় কর্তব্য হলো:

(১) প্রথমত মৃত ব্যক্তির কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা। এই ক্ষেত্রে ব্যয়ের আধিক্য বা কার্পণ্য উভয়ই পরিহার করতে হবে।

(২) দ্বিতীয়ত অবশিষ্ট সম্পত্তি হতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। প্রথমে বন্ধকী ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণের তুলনায় সম্পত্তির পরিমাণ কম হলে, হারাহারিভাবে কম পরিশোধ করতে হবে।

(৩) তৃতীয়ত অবশিষ্ট সম্পত্তি হতে অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত পূরণ করতে হবে।

(৪) চতুর্থত অবশিষ্ট সম্পত্তি পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা অনুযায়ী ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।[১৮]

সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে প্রথমে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে নির্ধারিত অংশ বন্টন করতে হবে। যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ আসাবা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। আসাবা ওয়ারিশগণ অবশিষ্ট সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্য। যাবিল ফুরুয এবং আসাবা কোনো ওয়ারিশ না থাকলে যাবিল আরহাম

---

[১৭] Al Sirajiyyah: P-11.

[১৮] Al-Sirajiyyah: P-11; এবং Principles of Mahomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-64.

ওয়ারিশগণের মধ্যে সম্পত্তি বন্টিত হবে। যাবিল ফুরুয, আসাবা এবং যাবিল আরহাম কোনো ওয়ারিশ না থাকলে উক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীনে ন্যস্ত হবে। [১৯]

যাবিল ফুরুয ও আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রেই কেবল যাবিল আরহাম ওয়ারিশ মিরাসের অংশ পায়। তবে একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রেও যাবিল আরহাম ওয়ারিশ মিরাসের অংশ পায়। উক্ত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রটি হলো যদি মৃত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ না থাকে এবং কোনো আসাবা ওয়ারিশও না থাকে, তাহলে (স্বামী ও স্ত্রী রাদ মতবাদ অনুযায়ী পুনঃবন্টনের মাধ্যমে অংশ পাওয়ার অধিকারী না হওয়ায়) স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্ট অংশ যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টিত হবে।[২০]

হেবাকৃত সম্পত্তির মিরাস

কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো কিছুর বিনিময় ব্যতীত কোনো সম্পত্তি তাৎক্ষণিকভাবে হস্তান্তর করা এবং যে ব্যক্তির বরাবরে হস্তান্তর করা হয়, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক তা গ্রহণ করাই হেবা বা দান (Hiba or Gift)। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ-স্বাভাবিক (sound mind) ব্যক্তি হেবা করতে পারে।[২১]

হেবা করার পর উক্ত সম্পত্তি যার বরাবরে হেবা করা হয়েছে, সে হেবাকারীর জীবিত অবস্থায় গ্রহণ না করলে বা দখলে না নিলে তাতে তার অধিকার জন্মে না এবং ঐ সম্পত্তি হেবাকারীর সম্পত্তি হিসেবেই থেকে যায় এবং হেবাকারীর মৃত্যুতে ঐ সম্পত্তিতে হেবাকারীর ওয়ারিশদের উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২]

---

[১৯] Al-Sirajiyyah: P-11.

[২০] Principles of Mahomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-64.

[২১] Principles of Mahomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-151.

[২২] মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, রেওয়াত ৪০, পৃ-৪২৩ এবং Principles of Mahomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-162.

কোনো ব্যক্তিকে কিছু দান করা হলে, যাকে দান করা হয়েছে, তা তারই হয়ে যাবে। যে দান করেছে, তার কাছে ফিরে আসবে না। কেননা এ দানের মধ্যে মিরাসের অধিকার প্রবর্তিত হয়েছে।[২৩]

পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর আবশ্যকীয় ব্যয় ও দাবিসমূহ

(১) কাফন-দাফন ব্যয়

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে ঋণ পরিশোধ ও অছিয়ত পূরণের পূর্বেই মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের খরচ নির্বাহ করতে হবে।[২৪]

পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে প্রথমে কাফন-দাফনের ব্যয় মেটাতে হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়ই নিষিদ্ধ।[২৫] মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় যেভাবে জীবনযাপন করতেন, তার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাফন-দাফনের ব্যয় করতে হবে।

কাফন-দাফন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে মৃতদেহ পরিবহন ব্যয়, মৃতদেহ সংরক্ষণ ব্যয় এবং মৃতের গোসল, কাফন ও কবরস্থ করার ব্যয়।[২৬]

ইমাম আবু ইউসুফের মত অনুযায়ী স্ত্রীর কাফনের কাপড়ের ব্যয় স্বামী বহন করবেন।[২৭]

মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য অনুষ্ঠেয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যয় কাফন-দাফন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাফন-দাফনের ব্যয়ের পরপরই নিম্নোক্ত ব্যয়গুলো পরিশোধ করতে হবে, যথা: (ক) মৃত্যু শয্যার ব্যয়; এবং (খ) কারিগর, শ্রমিক বা গৃহ ভৃত্যের মজুরি।

(ক) মৃত্যু শয্যার ব্যয়: কাফন-দাফনের ব্যয় পরিশোধের পর কোনো সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলে ঐ সম্পত্তি থেকে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু শয্যার ব্যয়

---

[২৩] মুসলিম শরীফ: হাদিস নং-৪০৪৩।

[২৪] তাফসীরে মাজেদী: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৬২ এবং ফাতাওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২৮।

[২৫] কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর): পৃ-৩৯৩ ও তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: পৃ-২৮৯ এবং Al-Sirajiyyah: p-12.

[২৬] A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-693.

[২৭] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-109, note.

নির্বাহ করতে হবে। মৃত্যু শয্যার ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়ার পরিবহণ ব্যয়, ডাক্তারের ফি, হাসপাতালের যাবতীয় ব্যয়, ঔষধপত্রসহ যাবতীয় চিকিৎসা ব্যয়।[২৮]

(খ) কারিগর, শ্রমিক বা গৃহ ভৃত্যের মজুরিঃ কাফন-দাফন ও মৃত্যু শয্যার ব্যয় মেটানোর পর অবশিষ্ট সম্পত্তি হতে মৃত্যুর পূর্ববর্তী তিন মাসের মধ্যে কোনো কারিগর, শ্রমিক বা গৃহভৃত্য মৃত ব্যক্তির জন্য কোনো কাজ বা সেবা করে থাকলে (যেমন নার্সিং সেবা, ফিজিও থেরাপি সেবা, ইত্যাদি) এবং তাদের মজুরি পাওনা থাকলে উক্ত পাওনা মজুরি পরিশোধ করতে হবে।[২৯]

(২) মৃত ব্যক্তির ঋণ

১। ঋণ ও অছিয়ত পরিশোধ করার পর ওয়ারিশরা অংশ পাবে [সুরা নিসাঃ আয়াত নং-১১]।

২। অছিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে [তিরমিজীঃ হাদিস নং-২০৯৭ এবং ইবনে মাজাহ্‌ঃ হাদিস নং-২৭১৫]।

৩। মিরাস বন্টনের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে [নাসাঈ শরীফঃ হাদিস নং-৩৬৩৭-৩৬৪১]।

৪। যে ব্যক্তি ঋণ নিয়ে মারা যাবে, তার সৎকাজ থেকে নিয়ে তা পরিশোধ করা হবে (ইবনে মাজাহঃ তাবরানী)।[৩০]

ঋণ ও অছিয়তের মধ্যে প্রথমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।[৩১]

মুমিনের আত্মা তার ঋণের সংগে ঝুলে থাকে যে পর্যন্ত না তার পক্ষ হতে তা পরিশোধ করা হয় (মুসনাদে ইমাম আহ্‌মদ)।[৩২]

---

[২৮] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, P-379 & BR Verma, Islamic Law: P-377-378.

[29] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, P-379 & BR Verma, Islamic Law: P-377.

[৩০] আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীবঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৬৮

[৩১] তাফসীরে মাজেদীঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৬১।

[৩২] ফাতাওয়া ও মাসাইলঃ ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২৮।

অছিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, এ ব্যাপারে সকল আলেমগণ একমত।[৩৩]

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, ঋণের স্থান অছিয়তের চেয়ে অগ্রবর্তী। কোনো ব্যক্তি যদি ঋণ রেখে মারা যায়, তাহলে সর্বপ্রথম তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তা আদায় করা হবে, তারপর অছিয়ত পূর্ণ করা হবে এবং সবশেষে মিরাস বন্টন করা হবে।[৩৪]

মৃত ব্যক্তির ঋণ এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে:

(ক) ব্যক্তিগত ঋণ; এবং

(খ) স্ত্রীর দেনমহরের অপরিশোধিত দাবি।

(ক) ব্যক্তিগত ঋণ

সুরা নিসা এর ১১ ও ১২ নং আয়াতে ঋণ পরিশোধ ও অছিয়ত পূরণের পর মিরাস বন্টনের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফন-দাফনের ব্যয় (মৃত্যু শয্যার ব্যয় এবং কারিগর, শ্রমিক বা গৃহভৃত্যের মজুরি পরিশোধসহ) মেটানোর পর সম্পত্তির কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকলে, উক্ত অবশিষ্টাংশ হতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রথমে মৃত ব্যক্তির সুস্থ অবস্থায় গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর অসুস্থ অবস্থায় গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবে অসুস্থ অবস্থায় গৃহিত ঋণ যদি প্রমাণিত হয় বা প্রকাশ্য জ্ঞাত কারণে যেমন জমিজমা ক্রয়, দেনমহরের দায় পরিশোধ, ইত্যাদি কারণে নেওয়া হয়, তাহলে তা সুস্থ অবস্থায় গৃহিত ঋণের সাথে একত্রে পরিশোধ করতে হবে।[৩৫]

সম্পত্তি উভয় প্রকার ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত হলে উভয় প্রকার সমুদয় ঋণই পরিশোধ করতে হবে। সম্পত্তির পরিমাণ ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা কম হলে ঋণ ও সম্পত্তির আনুপাতিক হারে পাওনাদারদের দাবি মেটাতে হবে। ঋণের তুলনায় সম্পত্তির পরিমাণ কম হলে বা ঋণ পরিশোধে সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় হলে ওয়ারিশগণ কোনো অংশ পাবে না।

---

[৩৩] তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর: ২য় খণ্ড, পৃ-৭৬২ এবং তাফসীরে মাজেদী: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৬১।

[৩৪] তাফহীমুল কুরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৮৯।

[৩৫] A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-694.

সম্পদের মালিকের মৃত্যুর মূহূর্ত হতে ওয়ারিশদের ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি হওয়ার কারণে ঋণ পরিশোধের পূর্বেও সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা যায়। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে অংশপ্রাপ্ত ওয়ারিশগণ তাদের প্রাপ্য অংশ হতে প্রাপ্ত সম্পদ ও ঋণের অনুপাতের ভিত্তিতে হারাহারিভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং পাওনাদার পাওনা আদায়ের জন্য ওয়ারিশগণের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে। তবে তার এ দায়ের পরিমাণ প্রাপ্ত অংশের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হবে না।

মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকা অবস্থায় সম্পত্তি বন্টনের পূর্বেও যদি কোনো ওয়ারিশ তার প্রাপ্য অংশ বিক্রি করে, তবে তার এ বিক্রি বৈধ হবে এবং সম্পত্তিতে ক্রেতার নিরঙ্কুশ অধিকার জন্মাবে। কোনো এক ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য নিজের প্রাপ্য অংশ বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু অন্য কোনো ওয়ারিশের অংশ বিক্রি করতে পারবে না।

সুরা আন-নিসা এর ১২ নং আয়াত অনুযায়ী ওয়ারিশদের ক্ষতি হয় এমন কোনো ঋণ করা যায় না। সুতরাং দেখা যায় ওয়ারিশদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন কোনো ঋণ স্বীকার করা হলে তা পরিশোধ করা যাবে না।

যে ব্যক্তি তিনটি জিনিস থেকে মুক্ত অবস্থায় মারা যাবে, সে বেহেশতে যাবে। এ তিনটি জিনিস হলো অন্যের সম্পত্তি আত্মসাত, ঋণ ও অহংকার। এছাড়া যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা থাকা অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ্ তাকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা না থাকা অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ্ তার ঋণ আদায় করে নিবেন। উল্লেখ্য, ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা অথবা আল্লাহ্ স্বয়ং যতক্ষণ ঋণ পরিশোধ না করেন, ততক্ষণ সে বেহেশতে যেতে পারবে না।[৩৬] সুতরাং মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ ওয়ারিশদের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য।

---

[৩৬] আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব: ২য় খন্ড, অনুচ্ছেদ-৯৯৫,৯৯৬,৯৯৭ ও ১০০৬।

মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, উষ্ট্রীয় যুদ্ধে যাবার পূর্বে যুবাইর (রা) তার সন্তান আবদুল্লাহকে তার সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করার এবং ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ অছিয়ত করার নির্দেশনা দিয়ে যান। ঐ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। ঐ সময় তিনি কোনো নগদ অর্থ সম্পদ রেখে যাননি। পুত্র আবদুল্লাহ যুবাইর (রা) সম্পত্তি বিক্রি করে তার জানামতে যে সব পাওনাদার ছিলেন, তাদের ঋণ পরিশোধ করেন। অতঃপর যুবাইর (রা) এর অন্য সন্তান তাদের মিরাসের অংশ দাবি করলে আবদুল্লাহ তা বন্টন না করে চার হজ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং প্রতি হজে যুবাইর (রা) এর কোনো পাওনাদার আছে কি না এ সম্পর্কে ঘোষণা দেন। চার হজ পর আবদুল্লাহ অছিয়তের তিন ভাগের এক ভাগ রেখে অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করেন।[৩৭]

কোনো পাওনাদারের পাওনা পরিশোধের মতো পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকলে পাওনাদার যদি মৃত ব্যক্তির ঋণ মাফ করে দেয় অথবা ওয়ারিশদের সামর্থ না থাকার কারণে মৃত ব্যক্তির হয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি যদি পাওনাদারের ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তা হবে অত্যন্ত উত্তম কাজ। কেননা যে ব্যক্তি কোনো মৃত ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করে, আল্লাহ্ তাকে কেয়ামতের দিন দায়মুক্ত করবেন।[৩৮]

মৃত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের জন্য অছিয়ত না করে থাকলেও ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। এমনকি ওয়ারিশগণ সম্পত্তির কোনো অংশ না পেলেও মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধ না করে ওয়ারিশদের অংশ দেয়া যাবে না।[৩৯]

মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব এতটাই যে, কোনো ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের মতো পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে গেলে নবী (সা) তার জানাযা পড়াতেন। কিন্তু ঋণ পরিশোধের মতো পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকলে সাহাবীদের জানাযা পড়াতে বলতেন।[৪০] এছাড়া ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কোনো

---

৩৭ রিয়াদুস সালেহীন: অনুচ্ছেদ-২০২।

৩৮ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব: ২য় খন্ড, অনুচ্ছেদ-১০০৬।

৩৯ বেহেশতী জেওর: দ্বিতীয় জিলদ, পৃ-২৩৭।

৪০ মুসলিম শরীফ: হাদিস নং-৪০১২ ও ৪০১৩।

মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে এবং তা পরিশোধের মতো কোনো সম্পদ না থাকলে, নবী (সা) তা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।[৪১]

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ না করে ওয়ারিশদের মাঝে মিরাস বন্টন করা বৈধ নয়।

মৃত ব্যক্তির ঋণ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ পর্যন্তই সীমিত থাকবে। সম্পত্তির পরিমাণের তুলনায় ঋণের পরিমাণ অধিক হওয়ার ক্ষেত্রেও সম্পত্তির পরিমাণ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের সীমা সীমিত। মৃত ব্যক্তির ঋণের জন্য ওয়ারিশগণ তাদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ পর্যন্ত পরিশোধ করতে বাধ্য।[৪২]

অনাদায়কৃত দেনমহর মৃত ব্যক্তির ঋণ হিসেবে গণ্য।[৪৩]

মৃত ব্যক্তির কাছে কোনো ব্যক্তির গচ্ছিত অর্থ থাকলে এবং ঋণও থাকলে এবং মৃত্যুর সময় রেখে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ গচ্ছিত অর্থ ও ঋণের পরিমাণের চেয়ে কম থাকলে গচ্ছিত অর্থ ও ঋণ আনুপাতিক হারে পরিশোধ করতে হবে (শাফি'য়ী, কিউ, ৭/১১৬)।[৪৪]

(খ) দেনমহরের দাবি

তোমরা নারীদেরকে তাদের মহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান কর (সুরা নিসাঃ আয়াত নং-৪)।

The dower of the wife is a debt, and comes, therefore, under the second head.[৪৫]

যে ব্যক্তি এরূপ নিয়তে বিয়ে করে যে, স্ত্রীকে মহর দেবে না, সে মৃত্যুর সময় ব্যভিচারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে (তাবরানী)।[৪৬]

স্ত্রীর দেনমহরও ঋণের অন্তর্ভুক্ত।[৪৭]

---

[৪১] বুখারী শরীফঃ হাদিস নং-৬২৭৫ ও মিশকাত শরীফঃ হাদিস নং-২৮৯৯।

[৪২] BR Verma Islamic Law: P-381.

[৪৩] Al Sirajiyyah, P-11 (note).

[৪৪] হাদিস শাস্ত্র বিশারদ ইমাম আবু হানীফা (র): পৃ-১৬০, অনুচ্ছেদ-৪।

[৪৫] Al Sirajiyyah: P-11 (note).

[৪৬] আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীবঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৬৬।

[৪৭] বেহেশ্‌তী জেওরঃ ২য় জিলদ, পৃ-১৬১।

মহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ। হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবি ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোনো অবস্থায়ই হালাল হবে না। স্ত্রীর মহর অবশ্য পরিশোধ্য এক ঋণ বিশেষ, যা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। স্ত্রীর দেনমহর পরিশোধ করা না হয়ে থাকলে, অন্যান্য ঋণের মতোই প্রথমে মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দেনমহর পরিশোধ করার পর ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টন করতে হবে। দেনমহর পরিশোধ করার পর স্ত্রী ওয়ারিশী স্বত্বে অংশীদার হবার কারণে ওয়ারিশী অংশও পাবে। দেনমহর পরিশোধ করার পর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকলে অন্যান্য ঋণের মতো সম্পূর্ণ সম্পদ দেনমহর বাবদ স্ত্রীকে সমর্পন করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ওয়ারিশই অংশ পাবে না।[৪৮]

বিবাহবন্ধন উপলক্ষে স্বামী বাধ্যতামূলকভাবে স্ত্রীকে নগদ অর্থ, সোনা-রূপা বা স্থাবর সম্পত্তির আকারে যে সম্পদ প্রদান করে, তাকে মহর বলে। দেনমহর স্বামীর একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য।[৪৯]

ইসলামী আইনে স্ত্রীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ স্বামী সরাসরি স্ত্রীর হাতে যে নজরানা পেশ করা নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নেয়, তাকে মহর বলে।[৫০]

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে সন্তুষ্ট চিত্তে তার মহর পরিশোধ করা। মহর হচ্ছে বিয়ের অন্যতম শর্ত। মহর ছাড়া বিয়ে হয় না। ইসলাম মহর পরিশোধ করাকে স্বামীর উপর ফরয করেছে।[৫১]

ইসলাম পূর্ব আরবে স্ত্রীর মহর পরিশোধকে জরিমানার অর্থ পরিশোধের মতো মনে করা হতো এবং স্ত্রীর মহর তার অভিভাবকগণই আদায় করে আত্মসাৎ করতো। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনে স্ত্রীর মহর স্ত্রীকে হৃষ্টমনে পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর এই মহর অবশ্য পরিশোধ্য ঋণ বিশেষ। অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ করতে হয়, স্ত্রীর মহরের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য।[৫২]

---

[৪৮] তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৬৮, ২৬৯ ও ২৯৪।

[৪৯] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৪০২।

[৫০] তাফসীরে মাজেদী: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৪৯।

[৫১] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৪০৯।

[৫২] কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর): প্রথম খণ্ড, পৃ-৩৮৫-৩৮৬।

সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে দেখতে হবে স্ত্রীর দেনমহর আদায় করা হয়েছে কি না। না হয়ে থাকলে অন্যান্য ঋণের মতই পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দেনমহর পরিশোধের পর সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। দেনমহর দেয়ার পর স্ত্রী ওয়ারিশী স্বত্বে অংশীদার হবার কারণে ওয়ারিশী অংশও পাবেন। দেনমহর পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতো সম্পূর্ণ সম্পত্তি দেনমহর বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করতে হবে এবং কোনো ওয়ারিশই অংশ পাবে না।[৫৩]

বিবাহবন্ধনকালে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মহরকে 'মহরে মুসাম্মা' বলা হয়। বিবাহের সময় মহরের উল্লেখ না থাকলে অথবা মহর আদৌ নির্ধারণ করা না হয়ে থাকলে সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর পিতৃকুলের অন্যান্য মহিলার মহরের পরিমাণ বিবেচনায় রেখে যে পরিমাণ মহর নির্ধারণ করা হয়, তাকে 'মহরে মিসাল' বলা হয়। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা তাদের যে কোনো একজনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে যে মহর পরিশোধ তৎক্ষণাৎ বাধ্যতামূলক হয়, তাকে 'মহরে মুয়াজ্জাল' বলে। মহর কখন পরিশোধযোগ্য হবে সে সম্পর্কে বিবাহকালে কিছু উল্লেখ না করা হলে সম্পূর্ণ মহর দাবি করা মাত্র আদায়যোগ্য হবে।

মহর না দেওয়ার শর্তে বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং মহরে মিসাল প্রদান অপরিহার্য হবে।

মহর মূলত দেনা স্বরূপ, তা অনাদায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর এই অধিকার রহিত হয় না। এক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নিজের মহর উসূল করে নিতে পারেন। এমনকি স্ত্রী মহর আদায়ের জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিজ দখলে রাখতে পারেন। মৃতের ওয়ারিশগণের ওপর নিজ নিজ অংশ মোতাবেক মহরের দায় বর্তাবে।[৫৪]

স্ত্রীর মহর পরিশোধ করা না হয়ে থাকলে অন্যান্য ঋণের মতোই মহর পরিশোধ করতে হবে। স্ত্রী মহর ছাড়াও ওয়ারিশ হিসেবে প্রাপ্য অংশও পাবে। মহর পরিশোধ করার পর যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি

---

[৫৩] পবিত্র কোরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর): পৃ-২৩৭।

[৫৪] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৪০২-৪০৩।

অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতো মহর বাবদ সম্পূর্ণ সম্পত্তি স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং কোনো ওয়ারিশই অংশ পাবে না।[৫৫]

বিয়ে করার পর দেনমহর আদায়ের পূর্বে মৃত্যু বরণ করলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ হতে দেনমহর আদায় করতে হবে।[৫৬]

যদি কোনোরূপ ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে মহর মাফ করিয়ে নেয়া হয়, তবে বিচারকের আদালতে এ সম্পর্কে যা কিছু রায়ই হোক না কেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে তা ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হবে না। স্ত্রী যদি স্বামীর কাছ থেকে মহর আদায়ের পর তা তাকে ফেরত দেয়, তবে এটাকে হেবা বলা হবে; আর যদি আদায় না করেই তা মাফ করে দেয় তবে তাকে ফিক্হ এর পরিভাষায় 'ইবরা' বলে এবং শরিয়তে উভয় পন্থাই সম্পূর্ণ বৈধ।[৫৭]

উপরোক্ত আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে, অন্যান্য ঋণের সাথে মহরের অনাদায়কৃত অর্থও বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধ করতে হবে। দেনমহরের অনাদায়কৃত অর্থ পরিশোধের পূর্বে ওয়ারিশদের মাঝে সম্পত্তি বন্টন করা যাবে না। কারণ স্ত্রীর দেনমহরও ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) মৃত ব্যক্তির অছিয়ত

১। সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত বৈধ [তিরমিযী: হাদিস নং-২১১৯; বুখারী: হাদিস নং-২৫৫৫-২৫৫৭ ও ৬২৭৭; নাসাঈ: হাদিস নং ৩৬২৭-৩৬৩৬; ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং ২৭০৮, ২৭০৯ ও ২৭১১; মুসলিম: হাদিস নং ৪০৬৩, ৪০৬৬, ৪০৬৭, ৪০৬৮ ও ৪০৬৯ এবং আবূ দাউদ: ১৮৫৪]।

২। ওয়ারিশদের জন্য কোনো অছিয়ত নেই [তিরমিযী: হাদিস নং-২১২৩ ও ২১২৪; বুখারী: অনুচ্ছেদ-১৭১১, হাদিস নং-২৫৬০; আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৮৬০; নাসাঈ: হাদিস নং ৩৬৪২ ৩৬৪৩, ৩৬৪৪ এবং ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং ২৭১৩]।

---

[৫৫] তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৯৪।

[৫৬] হাদিস শাস্ত্র বিশারদ ইমাম আবু হানীফা (র): পৃ-১৪৩, আছার-২১।

[৫৭] তাফসীরে মাজেদী: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৫০; সাফ্ওয়াতুত তাফাসীর: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১৪।

৩। অছিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে [তিরমিযী: হাদিস নং-২০৯৭; এবং ইবনে মাজাহ: হাদিস নং-২৭১৫ এবং মিশকাত শরীফ: হাদিস নং ২৯১৪]।

৪। অছিয়তের দ্বারা উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করা যাবে না [আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৮৫৭]।

৫। ওয়ারিশের জন্য অছিয়ত নেই, যদি ওয়ারিশরা অনুমতি না দেয় **(মিশকাত শরীফ: হাদিস নং ২৯৩০)।**

শরিয়তের পরিভাষায় অছিয়ত বলতে কোনো ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর কাউকে কোনো কিছুর মালিকানা প্রদানার্থে নির্দেশ দানকে বুঝায়।[৫৮]

অছিয়ত এমন অঙ্গিকার, যা মৃত্যুর পর অন্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, মৃত্যুর পর কারো সম্পদ বা অন্য কিছুর মালিকানা অন্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করাকে অছিয়ত বলে।[৫৯]

জীবিত অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোনো অংশ কোনো ব্যক্তিকে দেওয়ার বা কোনো সৎকাজে ব্যয় করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, তবে উহাই অছিয়ত। সুস্থ অথবা রোগাক্রান্ত উভয় অবস্থায় অছিয়ত বৈধ। ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ অছিয়ত পূরণ করা ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব।[৬০]

যে সব আত্মীয়ের জন্য মিরাসে কোনো অংশ নেই, তাদের জন্য অছিয়তের অনুমতি রয়েছে। অনাত্মীয়ের জন্যও অছিয়ত বৈধ।[৬১]

অছিয়ত দ্বারা কারো ক্ষতি করা কবিরা গুনাহ। অছিয়ত ন্যায় ভিত্তিক ও সংগত পরিমাণ হতে হবে। এর দ্বারা যেন উত্তরাধিকারীদের উপর অবিচার না হয়, কাহারো যেন মারাত্মক ক্ষতি না করে, কেউ যেন উৎপীড়িত না হয়, কোনো উত্তরাধিকারী যেন অধিকার বঞ্চিত না হয় এবং কারো অংশ যেন এ কারণে কম বেশি না হয়। এ ধরনের

---

[৫৮] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৬৫৭।

[৫৯] আবু হুরায়রা রাযি-এর পাঁচশত হাদীস, পৃ-৩১৬।

[৬০] বেহেশ্‌তী জেওর: ২য় জিলদ, পৃ-১৫৮-১৫৯।

[৬১] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৬৫৭।

অন্যায় ও অসংগত অছিয়ত করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্র নির্দেশ ও তাঁর বিধান লঙ্ঘন করার শামিল।[৬২]

ওয়ারিশদের অংশ কমিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিন ভাগের এক ভাগ অছিয়ত করা হলে, তা আইনত কার্যকর হলেও অছিয়তকারী আল্লাহ্র কাছে গুনাহ্গার সাব্যস্ত হবে।[৬৩]

মৃতের কাফন-দাফনের পর মোট সম্পত্তি হতে ঋণ (দেনমহরসহ) পরিশোধ করতে হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, উক্ত অবশিষ্টাংশের তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত কার্যকর করা যাবে। এর বেশি অছিয়ত হলে আইনত তা অগ্রাহ্য হবে। অছিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যদি ঋণ পরিশোধে সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে অছিয়তও কার্যকর হবে না এবং ওয়ারিশরাও কোনো অংশ পাবে না।

এছাড়া কোনো ওয়ারিশের জন্য অছিয়ত করলে তা কার্যকর হবে না। যদি কেউ পুত্র, কন্যা, স্বামী অথবা স্ত্রীর জন্য অথবা এমন কোনো ব্যক্তির জন্য অছিয়ত করে, যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিশ, তাহলে অছিয়তের কোনো মূল্য নেই। ওয়ারিশরা শুধু ওয়ারিশী স্বত্বের অংশ পাবে। এর অতিরিক্ত কোনো কিছুর অধিকারী তারা হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক হকদারকে তার হক দান করেছেন। অতএব কোনো ওয়ারিশের জন্য অছিয়ত চলবে না।[৬৪] তবে অপরাপর ওয়ারিশগণ অনুমতি দিলে তা বৈধ হবে।[৬৫]

অছিয়তের অন্যতম আরেকটি শর্ত হলো, অছিয়তকারীর মৃত্যুকালে যার বরাবরে অছিয়ত করা হয়েছে তার জীবিত থাকা। অছিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে যার বরাবরে অছিয়ত করা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে অছিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। মৃত কিংবা অনাগত ব্যক্তির জন্য অছিয়ত বৈধ নয়। তবে ছয় মাসের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী

---

[৬২] তাফসীরে ইবনে কাছীর: ২য় খণ্ড, পৃ-৭৬৫।

[৬৩] তাফসীরে মাজেদী: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৬৪।

[৬৪] তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৯৮।

[৬৫] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৬৫৭।

গর্ভস্থ সন্তানের জন্য অছিয়ত বৈধ। এছাড়া হত্যাকারীর জন্যও অছিয়ত বৈধ নয়। তবে হত্যাকারী শিশু বা উন্মাদ হলে অছিয়ত বৈধ। এছাড়া কেবল হালাল দ্রব্যের অছিয়তই বৈধ। কোনো হারাম দ্রব্যের যেমন মাদক দ্রব্যের অছিয়ত বৈধ নয়। উল্লেখ্য যার বরাবরে অছিয়ত করা হয়, সে যদি অছিয়তকারীর মৃত্যুর পর অছিয়ত কবুল বা গ্রহণ করে, তাহলেই অছিয়ত কার্যকর হবে।[৬৬]

কোনো ব্যক্তি যদি তার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হতে তার মৃত্যুর পর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো ব্যক্তিকে দেয়ার জন্য বা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দান করার জন্য বা সৎকাজে ব্যয় করার জন্য জীবিত অবস্থায় বলে যায়, তাহলে তার এরূপ ইচ্ছাই অছিয়ত হিসেবে গণ্য হবে।

অছিয়ত সুস্থ বা রোগাক্রান্ত উভয় অবস্থায় বৈধ। সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত করা যায়। সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগের বেশি অছিয়ত করা হলেও সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্তই অছিয়ত কার্যকর হবে। তবে ওয়ারিশগণ তাদের প্রাপ্য অংশ হতে তিন ভাগের এক ভাগের অধিককৃত অছিয়ত পূরণের অনুমতি প্রদান করলে, তা কার্যকর করা যাবে। এছাড়া ওয়ারিশগণের অনুকূলে অছিয়ত বৈধ নয়। তবে এক বা একাধিক ওয়ারিশের অনুকূলে অছিয়ত করা হলে এবং অন্যান্য ওয়ারিশগণ যদি তাতে অনুমতি দেয়, তাহলে উক্ত অছিয়ত কার্যকর হবে। উল্লেখ্য তিন ভাগের এক ভাগের অধিককৃত অছিয়ত এবং ওয়ারিশের অনুকূলে কৃত অছিয়ত কার্যকর করার জন্য কেবল সাবালক ওয়ারিশগণ সম্মতি দিতে পারে, কোনো নাবালক ওয়ারিশ সম্মতি দিতে পারে না এবং নাবালক সম্মতি দিলেও তার প্রাপ্য ওয়ারিশী অংশ হতে তা কার্যকর করা যাবে না।

যদিও সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ অছিয়ত করার এখতিয়ার আছে, তবু তিন ভাগের এক ভাগ না করে কম অছিয়ত করাই উত্তম এবং অত্যধিক সম্পত্তির অধিকারী না হলে অছিয়ত না করাই উত্তম। কারণ অছিয়তের চেয়ে ওয়ারিশদের জন্য সম্পত্তি রেখে যাওয়া উত্তম।

---

[৬৬] দৈনন্দিন জীবনে ইসলামঃ পৃ-৬৫৯।

কোনো ব্যক্তি অছিয়ত করার পর উক্ত অছিয়ত জীবিতাবস্থায় যে কোনো সময় বাতিল করতে পারবে।

এছাড়া রোগাক্রান্ত অবস্থায় কারো কাছে পাওনা অর্থ মৃত ব্যক্তি মাফ করার অছিয়ত করার পর সুস্থ হলে, উক্ত অছিয়ত দান হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু রোগাক্রান্ত অবস্থায় পাওনা মাফ করার পর ঐ রোগে মৃত্যু হলে পাওনা মাফ হবে না। এক্ষেত্রে পাওনা অর্থ আদায়যোগ্য হবে এবং তা মিরাসেরও আওতাভুক্ত হবে। অবশ্য সব ওয়ারিশগণ যদি তা মেনে নেয়, তাহলে তা বৈধ হবে এবং মিরাসের আওতাভুক্ত হবে না। তবে কোনো নাবালক ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে নাবালক সম্মতি দিলেও নাবালকের প্রাপ্য অংশ মাফ হবে না।[৬৭]

সুরা নিসা-এর ১১ নং ও ১২ নং আয়াতে ঋণ পরিশোধ ও অছিয়ত পূরণের পর মিরাস বন্টনের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ দাফন কাফন ব্যয় ও ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তির কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকলে, উক্ত অবশিষ্টাংশের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত পূরণ করা যাবে। অছিয়তকৃত সম্পত্তির পরিমাণ তিন ভাগের এক ভাগের অধিক হলেও তিন ভাগের এক ভাগের অধিক অছিয়ত কার্যকর হবে না।

উল্লেখ্য অছিয়ত আইনসংগত হতে হবে। অর্থাৎ কোনো একজন ওয়ারিশের অনুকূলে অছিয়ত করা হলে অন্যান্য ওয়ারিশদের সম্মতি ব্যতীত উক্ত অছিয়ত কার্যকর হবে না।[৬৮]

কোনো ওয়ারিশ না থাকলে সমুদয় সম্পত্তি দান করা বৈধ। যদি স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকে তাহলে স্ত্রীর চার ভাগের এক ভাগ অংশ বাদে অবশিষ্ট চার ভাগের তিন ভাগ অছিয়ত করা যাবে। তদ্রুপভাবে যদি স্বামী ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে সম্পত্তির স্বামীর অর্ধেক অংশ বাদে অবশিষ্ট অর্ধেক অংশ অছিয়ত করা যাবে।[৬৯]

---

[৬৭] বেহশতী জেওর: ২য় জিলদ, পৃ-১৫৯।

[৬৮] বেহশতী জেওর: ২য় জিলদ, পৃ-১৫৯।

[৬৯] বেহশতী জেওর: ২য় জিলদ, পৃ-১৬০।

নাবালকের অছিয়ত বৈধ নয়।[৭০] হানাফি মতে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৭ বছর।[৭১]

কার্যতও নয়, ইচ্ছাকৃতভাবেও নয়, ওয়ারিশদের ক্ষতিসাধন করে, এরূপ অছিয়ত করা যাবে না।[৭২]

অছিয়তের শর্তাবলি:

(ক) অছিয়তকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে।

(খ) স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে অছিয়ত করতে হবে। পরিহাসস্বরূপ, চাপের মুখে কিংবা ভুলবশত অছিয়ত করলে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা এসব ইচ্ছার পরিপন্থি।

(গ) পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমপরিমাণ বা তার বেশি ঋণ থাকলে অছিয়ত করা যাবে না। কেননা ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব। অপরদিকে অছিয়ত হচ্ছে নফল। একারণেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে প্রথমে ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলে অছিয়ত পূরণ করতে হবে।

(ঘ) মৃত বা অনাগত ব্যক্তির জন্য অছিয়ত বৈধ নয়। তবে ছয় মাসের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী গর্ভস্থ সন্তানের জন্য অছিয়ত বৈধ।

(ঙ) হত্যাকারীর জন্য অছিয়ত করা বৈধ নয়। তবে হত্যাকারী শিশু বা উন্মাদ হলে তার জন্য অছিয়ত বৈধ।

(চ) অবৈধ বা নিষিদ্ধ বস্তু বা মালের অছিয়ত বৈধ নয়।

(ছ) যার জন্য অছিয়ত করা হয়, অছিয়তকারীর পূর্বে তার মৃত্যু ঘটলে অছিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া অছিয়তকারী যে কোনো সময় অছিয়ত বাতিল করতে পারে। অছিয়ত করার পর অছিয়তকারী উন্মাদ হলে অছিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। অছিয়তকৃত বস্তু বা সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলেও অছিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

---

[৭০] বেহশতী জেওর: ২য় জিলদ, পৃ-১৬০।

[৭১] তাফসীরে মাজেদী: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৫৩।

[৭২] তাফসীরে মাজেদী: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৬৪।

(জ) যে ব্যক্তির জন্য অছিয়ত করা হয়, সে ব্যক্তি অছিয়ত কবুল করলে অছিয়তকারীর মৃত্যুর পর অছিয়তের সম্পত্তিতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা সে হস্তগত করুক বা না করুক।[৭৩]

(৪) ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টনযোগ্য সম্পত্তি

প্রথমে কাফন-দাফন ব্যয়, অতঃপর অবশিষ্ট সম্পত্তি হতে ঋণ পরিশোধ, অতঃপর অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অছিয়ত পূরণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ইজমার নির্দেশনা অনুযায়ী ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।[৭৪]

শরিয়তের নীতি এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরিয়ত অনুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়ই নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যদি ঋণ সম্পত্তির সমপরিমাণ কিংবা তারও বেশি হয়, তবে কেউ মিরাসের অংশ পাবে না এবং কোনো অছিয়তও কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে অথবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তাহলে সে কোনো অছিয়ত করে থাকলে এবং গোনাহ্র অছিয়ত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ থেকে তা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তিও অছিয়ত করে, তবুও তিন ভাগের এক ভাগের অধিক অছিয়ত কার্যকর হবে না। এমনটি করা সমীচিন নয় এবং ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে অছিয়ত করা পাপ কাজও। ঋণ পরিশোধের পর তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তিতে অছিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরিয়তসম্মতভাবে ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।[৭৫]

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দান-খয়রাত

সব ওয়ারিশের সম্মতি ব্যতীত মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে লোকদের মেহমানদারি, খাতিরদারি, খাওয়ানো-দাওয়ানো, সাদকা-খয়রাত করা যায় না। এমনকি মৃত্যুর পর কাফন-দাফন সম্পন্ন হওয়ার

---

৭৩ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৬৫৯

৭৪ Al-Sirajiyya: p-11.

৭৫ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-২৯৭।

পূর্ব পর্যন্ত সব ওয়ারিশের সম্মতি ব্যতীত মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া চাল-ডাল, কাপড়-চোপড়ও দান করা যায় না।[৭৬]

দেশের ভিন্নতার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন

দেশের ভিন্নতা ওয়ারিশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মুসলিম দেশে বসবাসকারী কোনো মুসলমানের ওয়ারিশগণ বিদেশে বসবাস করলে মুসলিম দেশে অবস্থিত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। কিন্তু অমুসলিম দেশে বসবাসকারী ব্যক্তির অমুসলিম দেশে অবস্থিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মুসলিম দেশে বসবাসকারী ব্যক্তিগণ ওয়ারিশ হবেন না।[৭৭]

ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তির মিরাস

কোনো অমুসলিম ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বিধান প্রযোজ্য হয় এবং তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটে।[৭৮]

এক হিন্দু নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম ব্যক্তিকে বিয়ে করে। ঐ নারীর স্বামী ১৯৩৯ সনে এবং নারী ১৯৪৭ সনে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুকালে তার কোনো ওয়ারিশ ছিল না। ঐ নারীর অমুসলিম ভাই তার সম্পত্তি দাবি করে। উক্ত মামলায় আদালত সিদ্ধান্ত দেয় যে, এইক্ষেত্রে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন প্রযোজ্য হবে, দাবিকারী ব্যক্তি অমুসলিম হওয়ায় সে ওয়ারিশ হবে না।[৭৯]

একজন হিন্দু ব্যক্তি হিন্দু স্ত্রী ও সন্তান থাকা অবস্থায় একা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং একজন মুসলিম নারীকে বিবাহ করে। মুসলিম নারীর গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার মৃত্যুতে তার মুসলিম স্ত্রী ও সন্তানগণ তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবে। তার হিন্দু স্ত্রী ও সন্তানগণ উত্তরাধিকার হবে না।[৮০]

---

[৭৬] তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৮৬; বেহেশতী জেওর: ২য় জিলদ, পৃ-১৬২।
[৭৭] A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie.
[৭৮] Farooq Leivers vs. Adelaide Bridget Mary. (1958) 10 DLR (WP) 59.
[৭৯] K.P Chandrashekharappa v. Govt. of Mysore A.I.R. (1955) Mysore. 26 Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, P-95
[৮০] PLD 1971 Lah. 1020.

মিরাস প্রাপ্তির অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ

(Impediments to inheritance)

সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত যে, সম্পত্তির মালিকের হত্যাকারী না হলে এবং ধর্মের ভিন্নতা না থাকলে উত্তরাধিকার হবে।[৮১]

ফকীহগণের মতে ওয়ারিশ ধর্মত্যাগী হলে বা সম্পত্তির মালিককে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে ওয়ারিশ হওয়া সত্ত্বেও মিরাসের অংশ পাবে না।[৮২]

মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হওয়া সত্ত্বেও তিনটি কারণে একজন ওয়ারিশ মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ উক্ত তিনটি কারণ ওয়ারিশগণের মিরাস প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ তিনটি কারণ বা প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, যথাক্রমে:

(ক) সম্পত্তির মালিকের হত্যাকারী হওয়া;

(খ) ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা; এবং

(গ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া।[৮৩]

(ক) সম্পত্তির মালিকের হত্যাকারী (Homicide)

১। হত্যাকারী ওয়ারিশ হবে না [তিরমিযীঃ হাদিস নং-২১১২; ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং-২৬৪৫, ২৬৪৬ ও ২৭৩৫ এবং মিশকাত শরীফ: হাদিস নং-২৯০৫]।

২। স্বামী বা স্ত্রী একজন অপরজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে ওয়ারিশ হবে না। তবে ভুলবশত হত্যা করলে ওয়ারিশ হবে [ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং-২৭৩৬]।

৩। ত্যজ সম্পত্তির মালিকের হত্যাকারী ওয়ারিশী স্বত্ব অর্জন করে না [মিশকাত শরীফ: হাদিস নং ২৯০৫ এবং তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন]।

সুন্নিমতে হত্যা স্বেচ্ছা ও স্বজ্ঞানেই হোক বা ভুলক্রমেই হোক, কোনো অবস্থায়ই হত্যাকারী ওয়ারিশ হবে না।[৮৪]

---

[৮১] তাফসীর-ই-জালালায়ন: প্রথম খণ্ড, পৃ-২৯২।

[৮২] তাফসীরে মাজেদী: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৬২।

[৮৩] বেহেশ্‌তী জেওর: দ্বিতীয় জিলদ, পৃ-১৬২ এবং Al-Sirajiyya, p-14, 66.

[৮৪] তিরমিযী শরীফ: চতুর্থ খণ্ড, পৃ-৪৬৭।

যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সে ওয়ারিশ ছিল, তাহলে হত্যাকারী তার ওয়ারিশী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। তবে ভুলবশত হত্যার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে।[৮৫]

সম্মিলিত অভিমত অনুসারে ইচ্ছাকৃত ও অন্যায়ভাবে হত্যাকারী কখনো নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না।[৮৬] সুন্নি মতে এ হত্যাকান্ড ইচ্ছাকৃত বা অবহেলাজনিত বা দূর্ঘটনাজনিত যাই হোক না কেন, হত্যাকারী ওয়ারিশ হবে না।[৮৭] কিন্তু শিয়ামতে কেবল ইচ্ছাকৃত ও অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেই ওয়ারিশী স্বত্ব হারায়।[৮৮]

হত্যাকারী ভুলবশত হত্যা করলেও ওয়ারিশ হবে না।[৮৯]

তবে সুন্নি ও শিয়া উভয় মতে নিম্নোক্ত কারণে হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে :

(ক) নিহত ব্যক্তির শিক্ষক বা পিতা হয়ে কোনো কারণে শাসন করার সময় যদি কোনো আঘাত করা হয় এবং এর ফলে মৃত্যু ঘটে; অথবা

(খ) আইনগত দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যু ঘটালে; অথবা

(গ) হত্যাকারী যদি শিশু বা মানসিক রোগী হয়।

ইমাম মালিক (র) এর মতানুসারে ভুলক্রমে হত্যা সংঘটিত হলে হত্যাকারী মিরাস পাবে।[৯০]

---

[৮৫] তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩০০।

[৮৬] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২০৩ এবং PLD 1964 Lah. 45=PLR 1965 (2) W.P. 114=16 DLR W.P. 1+ AIR 1924 Lah. 505=83 I.C.182+AIR 1940 Lah. 172=189 I.C.851+AIR 1940 Pesh.21=190 I.C.427(Muslim Law, SH. Shaukat Mahmood, P-241হতে উদ্বৃত)।

[৮৭] তিরমিযী শরীফ: চতুর্থ খণ্ড, পৃ-৪৬৭ এবং Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, P-395.

[৮৮] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-85.

[৮৯] হাদিস শাস্ত্র বিশারদ ইমাম আবু হানীফা (র): পৃ-১৪৯, আছার-৫১।

[৯০] তিরমিযী: হাদিস নং-২১১২ সম্পর্কে আলিমগণের অভিমত এবং A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-707.

হত্যাকারীই নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না, হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীগণও (lined descendants) নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়।[৯১]

(খ) ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী

ইমাম আবূ হানাফির মতে ইসলাম ত্যাগকারীর সম্পদ তার মুসলিম ওয়ারিশদের প্রাপ্য (তিরমিযীঃ হাদিস নং ২১১০ এর ব্যাখ্যা)।

ওয়ারিশী স্বত্ব বন্টনের ভিত্তি বংশগত আত্মীয়তা। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথমত যার ওয়ারিশ এবং যে ওয়ারিশ তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হতে পারবে না। কাজেই কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিমের এবং কোনো অমুসলিম কোনো মুসলিমের ওয়ারিশ হবে না, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোনো ধরনের বংশগত সম্পর্কই থাকুক না কেন। এ বিধান ঐ ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, যারা জন্মগতভাবে মুসলিম বা অমুসলিম। কিন্তু কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে তার উভয় অবস্থায় উপার্জিত সম্পত্তি মুসলিম ওয়ারিশরগণ পাবে। কিন্তু উক্ত ধর্মান্তরীত ব্যক্তি তার কোনো মুসলিম বংশগত আত্মীয়ের ওয়ারিশ হিসেবে সম্পত্তির অংশ পাবে না। কিন্তু কোনো স্ত্রীলোক ধর্ম ত্যাগ করলে তার উভয় অবস্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিশগণ পাবে।[৯২]

কোনো মুসলিম ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করলে, সে তার মুসলিম কোনো আত্মীয়ের সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে না।

কিন্তু অন্য ধর্ম গ্রহণ করে পরবর্তী পর্যায়ে পুনঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সে তার পূর্বের মুসলিম আত্মীয়দের ওয়ারিশ হবে।[৯৩]

কোনো মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করলে তার মুসলিম অবস্থায় অর্জিত সম্পদ তার মুসলিম উত্তরাধিকারীগণ পাবে।[৯৪]

---

[৯১] PLD 1964 (W.P). Lahore 451=PLR 1965 (2) W.P. 114=16 DLR W.P. 1(Muslim Law, SH. Shaukat Mahmood, P-241হতে উদ্বৃত)।

[৯২] তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩০০ এবং A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-708.

[৯৩] PLD 1972 Kar. 653.

[৯৪] Al Sirajiyyah: p-66.

কোনো মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করলে মুসলিম আত্মীয়গণ তার ওয়ারিশ হবে, কিন্ত সে কোনো মুসলিম আত্মীয়ের ওয়ারিশ হবে না।[৯৫]

কোনো মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী বন্টিত হবে। কোনো মুসলিম কোনো ইসলাম ত্যাগকারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে উক্ত বিবাহ বৈধ বিবাহ হিসেবে গণ্য হবে না বিধায় একে অপরের ওয়ারিশ হবে না।[৯৬]

কোনো মুসলিম ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও তার মুসলিম উত্তরাধিকারীগণ (স্বামী/স্ত্রী ব্যতীত) তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। কিন্তু অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তির স্বামী/স্ত্রী মৃত মুসলিম স্বামী/স্ত্রীর উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হবে না। তবে স্বামী ধর্মান্তরিত হওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ধর্মান্তরিত স্বামীর মৃত্যু হলে মুসলিম স্ত্রীর ওয়ারিশী স্বত্ব বহাল থাকবে। অনুরূপভাবে স্ত্রী মৃত্যু শয্যায় ধর্মান্তরিত হলে মুসলিম স্বামীর ওয়ারিশী স্বত্ব বহাল থাকবে।

(গ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বী (Difference of Religion)

১। কোনো মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না এবং কোনো অমুসলিম ব্যক্তিও কোনো মুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না (বুখারী: হাদিস নং ৬৩০৮; মুসলিম: হাদিস নং ৩৯৯৫; তিরমিযী: হাদিস নং ২১১০; আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৭২৮৯৯; ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং ২৭২৯ ও ২৭৩০; মুয়াত্তা: রেওয়াত নং ৬ ও ১০; মিশকাত শরীফ: হাদিস নং ১৯০১)।

২। কোনো অমুসলিম ব্যক্তির মুসলিম ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকলে মুসলিম ওয়ারিশ উক্ত অমুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে (আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৯০২ ও ২৯০৩)।

৩। ধর্মের ভিন্নতার কারণে যে ওয়ারিশ হয় না, সে অন্য কাউকে মিরাস প্রাপ্তিতে বঞ্চিতও করতে পারে না (মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ ১৩, রেওয়াত ১৪, পৃ-১২২)।

---

[৯৫] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mohomed Ullah, p-85.
[৯৬] A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-709.

ধর্মের ভিন্নতার বিষয়ে মাযহাবের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (র) এবং ইমাম মালিক (র) এর মতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অমুসলিমগণ একে অন্যের উত্তরাধিকার হতে পারে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা (র) এবং ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে তারা পরস্পর ওয়ারিশ হতে পারে। যে মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করে অমুসলিম অবস্থায় মারা যায় তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। ইমাম আবূ হানিফা (র) এর মতে তার মুসলিম অবস্থায় অর্জিত সম্পত্তি তার মুসলিম ওয়ারিশগণ পাবে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি সরকারি সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে।[৯৭]

কোনো অমুসলিম ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না এবং জন্ম সূত্রে অমুসলিম কোনো ব্যক্তির ওয়ারিশও কোনো মুসলিম ব্যক্তি হয় না।[৯৮] কিন্তু অমুসলিম ব্যক্তির কোনো অমুসলিম ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে কোনো মুসলিম ওয়ারিশ থাকলে উক্ত মুসলিম ওয়ারিশ পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবে।[৯৯]

কোনো অমুসলিম ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে না, এ বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো অমুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিশ হওয়ার বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফি মতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে একজন মুসলিম ব্যক্তি একজন অমুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে:

(১) জন্মসূত্রে কোনো অমুসলিম ব্যক্তির যদি কোনো অমুসলিম ওয়ারিশ না থাকে, কিন্তু মুসলিম ওয়ারিশ থাকে, তাহলে ঐ মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে।

(২) কোনো মুসলিম ব্যক্তি অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে ঐ ব্যক্তি মুসলিম থাকা অবস্থায় যে সম্পত্তি অর্জন করেছে, তা তার মুসলিম ওয়ারিশগণ পাবে।[১০০]

---

[৯৭] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২০৩।

[৯৮] তিরমিযী: হাদিস নং ২১১০, ২১১১ এবং Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-85 ।

[৯৯] আবূ দাউদ: হাদিস নং-২৮৯৯, ২৯০৩, ২৯১৩; বুখারী: হাদিস নং-৬৩০৮ এবং তিরমিযী: হাদিস নং-২১১০ ও ২১১২।

[১০০] তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩০০।

(৩) অন্য ধর্মাবলম্বী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তার অসুমলিম আত্মীয়গণ ওয়ারিশ হবে না। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী ব্যক্তির অমুসলিম বংশধর ও আত্মীয়গণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তির সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে না।

কোনো ইসলাম ধর্মত্যাগী পুরুষ বা নারী উভয়েই কোনো মুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে না।[১০১]

মিরাস বন্টন স্থগিত রাখা

গর্ভস্থ সন্তান জীবিত ভূমিষ্ট হলে সে ওয়ারিশ হয়। কিন্তু মৃত সন্তান ভূমিষ্টের ক্ষেত্রে ওয়ারিশ হয় না। এছাড়া জীবিত পুত্র বা কন্যা সন্তান ভূমিষ্টের ক্ষেত্রে অন্যান্য ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টনে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। অনেক ওয়ারিশ বঞ্চিত হতে পারে অথবা তাদের অংশের হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। এজন্য গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মিরাস বন্টন স্থগিত রাখতে হবে। ভূমিষ্ট হওয়ার পর সে অনুযায়ী মিরাস বন্টন করতে হবে।[১০২] তবে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার কারণে যে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের অংশের কোনো তারতম্য হবে না, ঐ যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের অংশ বন্টনে বাধা নেই।

---

[১০১] তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩০০।

[১০২] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p -89.

তৃতীয় অধ্যায়
প্রতিনিধিত্বের বিধান
মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১
[Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (VIII of 1961)]
এবং
মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে প্রতিনিধিত্বের বিধান
(Principle of Representation)

'হানাফি উত্তরাধিকার আইন প্রতিনিধিত্বের নীতির স্বীকৃতি দেয় না', Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (VIII of 1961) এর section-4 এর বিধান দ্বারা, এই নীতির পরিবর্তন করা হয়।[১]

দাদা বা দাদির জীবিতাবস্থায় পিতা বা মাতার মৃত্যুতে নাতি ও নাতনি দাদা বা দাদির সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়ে যে অসহায় অবস্থায় পড়ে, তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন দ্বারা প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি করা হয়।[২]

Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (VIII of 1961) জারির পূর্বে শিয়া উত্তরাধিকার আইনে মিরাস বন্টনে প্রতিনিধিত্বের বিধান থাকলেও হানাফি উত্তরাধিকার আইনে প্রতিনিধিত্বের বিধান ছিল না।[৩] উক্ত আইনের section 4 দ্বারা বাংলাদেশে হানাফি উত্তরাধিকার আইনেও প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি করা হয়। এই আইনটি বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকের উপর সমভাবে প্রযোজ্য।

১৪ জুলাই, ১৯৬১ তারিখ হতে আইনটি কার্যকর হয়।[৪] উক্ত তারিখের পূর্বে বাংলাদেশে হানাফি উত্তরাধিকার আইনে প্রতিনিধিত্বের

---

[১] 11 Calcutta 597 (Muslim Family Laws, by Sh. Shaukat Mahmood, P-9 হতে উদ্ধৃত)।

[২] Muslim Family Laws: by Sh. Shaukat Mahmood, P-9.

[৩] Muslim Law, SH. Shaukat Mahmood, p-257.

[৪] Muslim Family Laws, by Sh. Shaukat Mahmood, P-3.

বিধান ছিল না। এই আইন দ্বারা বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকের জন্য প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ ১৪ জুলাই, ১৯৬১ তারিখের পূর্বে বাংলাদেশে প্রযোজ্য হানাফি উত্তরাধিকার আইনে কোনো ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় পুত্র মারা গেলে এবং ঐ ব্যক্তির কোনো জীবিত পুত্র থাকলে পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান (মৃতের পৌত্র ও পৌত্রী) মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হতো। আইনটি জারির ফলে উক্ত আইনের ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় তার কোনো পুত্র বা কন্যা মারা গেলে এবং উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যার কোনো সন্তান (মৃতের পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) জীবিত থাকলে উক্ত সন্তানগণ পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যা জীবিত থাকলে যে পরিমাণ মিরাসের অংশ পেতেন, সে পরিমাণ অংশ পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ প্রতিনিধি হিসেবে পাবে। অর্থাৎ বর্তমান বিধান অনুযায়ী সম্পদের মালিকের জীবিতাবস্থায় তার কোনো সন্তান মারা গেলে এবং উক্ত মৃত সন্তানের কোনো সন্তান থাকলে তারা মৃত সন্তানের প্রতিনিধি হিসেবে মৃত সন্তানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মিরাসের অংশ পাবে।

আইনটি জারির ফলে ১৪ জুলাই, ১৯৬১ তারিখ হতে প্রথম প্রজন্মের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় প্রজন্ম প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ পাবে।

উদাহরণ: হানাফি আইন ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

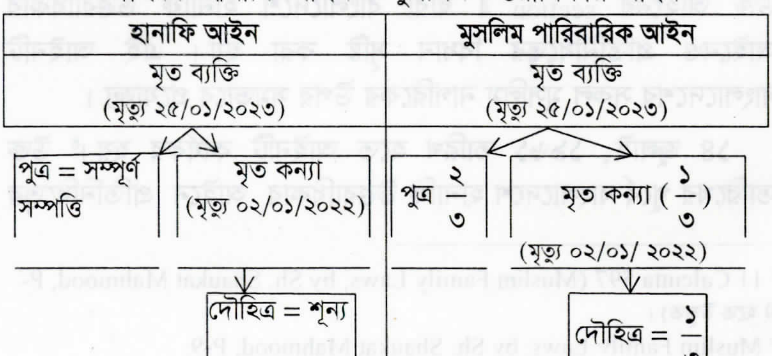

মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রয়োগ পরিধি

মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রয়োগ পরিধি সম্পর্কে উক্ত আইনের বিধান নিম্নরূপ:

"1. Short title, extent, application and commencement.-....(2) It extends to the whole of Bangladesh, and applies to all Muslim citizens of Bangladesh, wherever they may be."

ধারা ১ এর উপধারা (২) অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকগণ বাংলাদেশে অথবা বাংলাদেশের বাইরে যেখানেই বসবাস করুন না কেন, তাদের সকলের ক্ষেত্রেই আইনটি প্রযোজ্য হবে।[৫]

বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকের মিরাস বন্টনে মুসলিম পারিবারিক আইনের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রযোজ্য। বাংলাদেশের নাগরিক নয়, বাংলাদেশে বসবাসকারী এমন কোনো মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনটি প্রযোজ্য নয়। তাদের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে।[৬]

বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিক এর ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধান

বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত অবস্থায় (domicile) মৃত্যুবরণ করলেও তার সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর বিধান প্রযোজ্য হবে।[৭]

উল্লেখ্য বাংলাদেশি মুসলিম নাগরিক দেশে বা বিদেশে, যেখানেই মৃত্যুবরণ করুন না কেন, তার সমুদয় সম্পত্তি মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান অনুযায়ী বন্টিত হবে।

---

[৫] PLJ 1982 Rawalpindi 638 (DB)+PLD 1961 S.C. 430+PLD 1963 S.C.51+1963(1) P.S.C.R 356=15 DLR S.C.9 (Muslim Family Laws: by Sh. Shaukat Mahmood p-1 থেকে উদ্ধৃত)।

[৬] PLD 1968 Lahore 520 (Muslim Family Laws: by Sh. Shaukat Mahmood p 10-11 থেকে উদ্ধৃত)।

[৭] PLD 1968 Karachi 480 (Muslim Family Laws: by Sh. Shaukat Mahmood, p-10 থেকে উদ্ধৃত)।

বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ওয়ারিশের মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অধিকার

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নাগরিকত্ব ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাঁধা নয়। Muslim Family Law Ordinance, 1961 (Act No. VIII of 1961) দ্বারাও এতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়নি। অর্থাৎ বাংলাদেশের নাগরিক কোনো মুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিশ দেশে বা বিদেশে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন বা যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, ওয়ারিশী স্বত্ব সর্বাবস্থায়ই বজায় থাকবে এবং মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী মিরাসের অংশ পাবে।[৮]

বাংলাদেশি মুসলিম নাগরিকের ওয়ারিশ দেশে বা বিদেশে যেখানেই বসবাস করুন না কেন মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া উক্ত ওয়ারিশ বিদেশি নাগরিক হলেও সে মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী ওয়ারিশী স্বত্ব লাভ করবে।[৯] তবে বিদেশি নাগরিক ওয়ারিশ অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হবে না এবং মিরাসের অংশও পাবে না। এরূপ ধর্মান্তরিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধানও প্রযোজ্য হবে না।

---

৮ PLD 1968 Karachi 480 (Muslim Family Laws, by SH. Shaukat Mahmood: 9th Edition, 1982).

৯ PLD 1968 Karachi 480 (Muslim Family Laws: by Sh. Shaukat Mahmood, p-10 থেকে উদ্ধৃত)

মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান আরম্ভের তারিখ

"1(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf."

ধারা ১ এর উপধারা (৩) এর বিধান অনুযায়ী তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এর জারিকৃত নোটিফিকেশন নং S.R.O. 56(R) dated 15th July 1961, published in the Gazette of Pakistan, Extraordinary, dated 13th July 1961[10] দ্বারা ১৪ জুলাই, ১৯৬১ তারিখ হতে আইনটি কার্যকর করা হয়। যার কারণে প্রতিনিধিত্বের বিধানও ১৪ জুলাই, ১৯৬১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। অর্থাৎ ১৪ জুলাই, ১৯৬১ তারিখ হতে সম্পত্তির মালিকের জীবিতাবস্থায় তার কোনো সন্তান মৃত্যুবরণ করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রযোজ্য হয়েছে।[১১]

বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সম্পত্তি

বাংলাদেশের নাগরিক মৃত মুসলিম ব্যক্তির বিদেশে অবস্থিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতেও দেশে বা বিদেশে অবস্থানরত ওয়ারিশগণের ওয়ারিশী স্বত্ব একইরূপভাবে বজায় থাকে।[১২]

Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর section 4 এর প্রয়োগ

"**4. Succession.** In the event of the death of any son or daughter of the propositus before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time the succcession opens, shall per stripes receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received, if alive."

---

[১০] Muslim Family Laws: by Sh. Shaukat Mahmood, p-3 থেকে উদ্ধৃত)।

[১১] NLR 1979 Civ. 29 (SC)+PLD 1968 Karachi 480 (Muslim Family Laws: Sh. Shaukat Mahmood, p-10 থেকে উদ্ধৃত)

[১২] Muslim Family Laws: by SH. Shaukat Mahmood, 1982, P-3 & PLD 1968 Karachi 480 (Muslim Family Laws: by Sh. Shaukat Mahmood, p-10 থেকে উদ্ধৃত).

ধারা ৪ এর বিধান অনুযায়ী উত্তরাধিকারিত্ব আরম্ভের পূর্বে অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পূর্বে তার কোনো পুত্র বা কন্যা মারা গেলে উক্ত পূর্বমৃত (predeceased) পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ (সম্পত্তির মালিকের পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী) উত্তরাধিকারিত্ব আরম্ভের সময় অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর সময় জীবিত থাকলে তারা মিরাসের অংশ পাবে। পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যা জীবিত থাকলে যে অংশ পেতেন, পূর্বমৃত পুত্রের বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ হারাহারিভাবে মিরাসের উক্ত অংশ পাবেন।

[১৩]**উদাহরণ: (১)** রহিম জীবিত পুত্র কামাল এবং মৃত পুত্র করিমের তিন পুত্র জামাল, মনোয়ার ও জালালকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

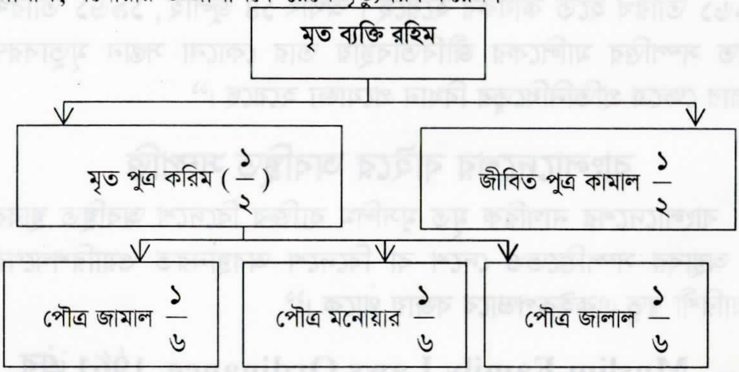

[১৪]**উদাহরণ: (২)** কুলসুম জীবিত পুত্র সহিদ, মৃত কন্যা রহিমার পুত্র করিম ও কন্যা রাহেলাকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

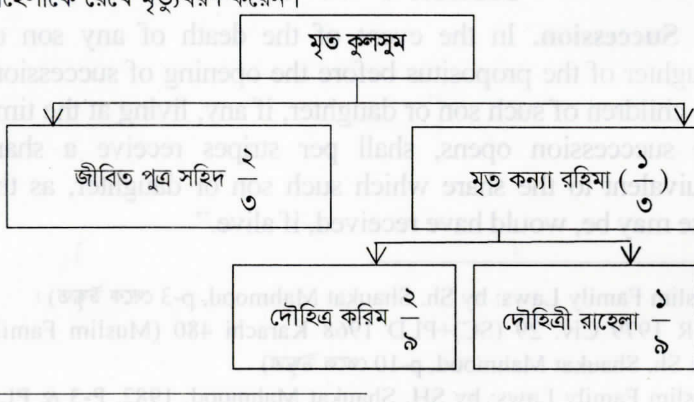

[১৩] Muslim Family Laws: Sh. Shaukat Mahmood, p-11.
[১৪] Muslim Family Laws: Sh. Shaukat Mahmood, p-11.

ধারা ৪ এর বিধান অনুযায়ী উত্তরাধিকারিত্ব আরম্ভের পূর্বে অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পূর্বে তার কোনো পুত্র বা কন্যা মারা গেলে উক্ত পূর্বমৃত (predeceased) পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ (সম্পত্তির মালিকের পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী) উত্তরাধিকারিত্ব আরম্ভের সময় অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর সময় জীবিত থাকলে তারা মিরাসের অংশ পাবে। পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যা জীবিত থাকলে যে অংশ পেতেন, পূর্বমৃত পুত্রের বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ হারাহারিভাবে মিরাসের উক্ত অংশ পাবেন।

[১৩]**উদাহরণ: (১)** রহিম জীবিত পুত্র কামাল এবং মৃত পুত্র করিমের তিন পুত্র জামাল, মনোয়ার ও জালালকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

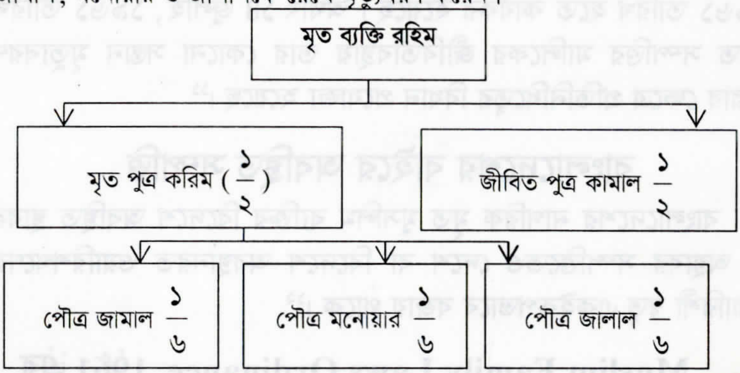

[১৪]**উদাহরণ: (২)** কুলসুম জীবিত পুত্র সহিদ, মৃত কন্যা রহিমার পুত্র করিম ও কন্যা রাহেলাকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

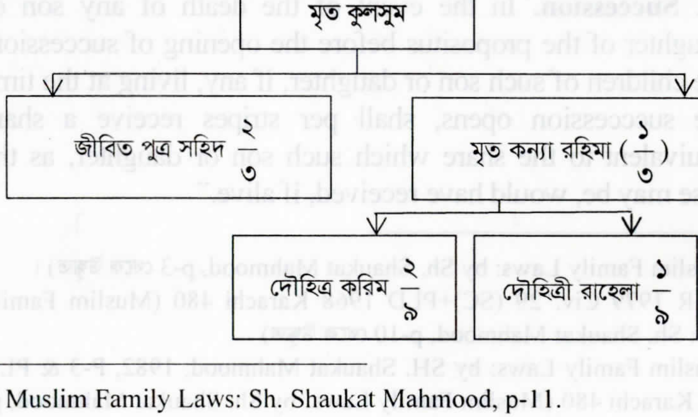

[১৩] Muslim Family Laws: Sh. Shaukat Mahmood, p-11.
[১৪] Muslim Family Laws: Sh. Shaukat Mahmood, p-11.

[১৫]উদাহরণ: (৩) আনোয়ার জীবিত কন্যা ফাতেমা এবং মৃতপুত্র সালামের কন্যা সুফিয়াকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

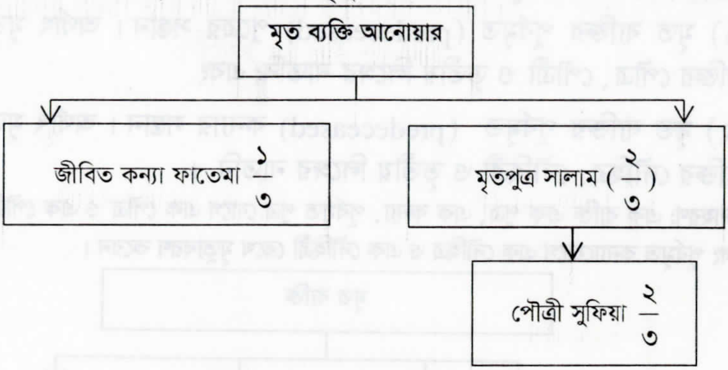

প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ

মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধানমতে সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী সন্তানের সন্তানগণ প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য।

Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যা জীবিত থাকলে মিরাসের যে পরিমাণ অংশ পেতেন, উক্ত পরিমাণ অংশ পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে তারা প্রাপ্য। প্রতিনিধিত্বের এই বিধান অনুযায়ী পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্ব মৃত কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে অংশ পায়। তারা পৃথকভাবে যাবিল ফুরুয বা আসাবা হিসেবে গণ্য হয়ে অংশ পায় না।

পূর্বমৃত পুত্র (predeceased son) বা পূর্বমৃত কন্যা (predeceased daughter) বলতে বুঝায় সম্পদের মালিকের জীবিতাবস্থায় মৃত্যুবরণকারী তার পুত্র বা তার কন্যা।

[১৫] Muslim Family Laws: Sh. Shaukat Mahmood, p-11.

মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী নিম্নোক্ত ওয়ারিশগণ প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য:

(১) মৃত ব্যক্তির পূর্বমৃত (predeceased) পুত্রের সন্তান। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পৌত্র, পৌত্রী ও তৃতীয় লিঙ্গের নাতনি; এবং

(২) মৃত ব্যক্তির পূর্বমৃত (predeceased) কন্যার সন্তান। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও তৃতীয় লিঙ্গের নাতনি ।

উদাহরণ: এক ব্যক্তি এক পুত্র, এক কন্যা, পূর্বমৃত পুত্র যোগে এক পৌত্র ও এক পৌত্রী এবং পূর্বমৃত কন্যাযোগে এক দৌহিত্র ও এক দৌহিত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

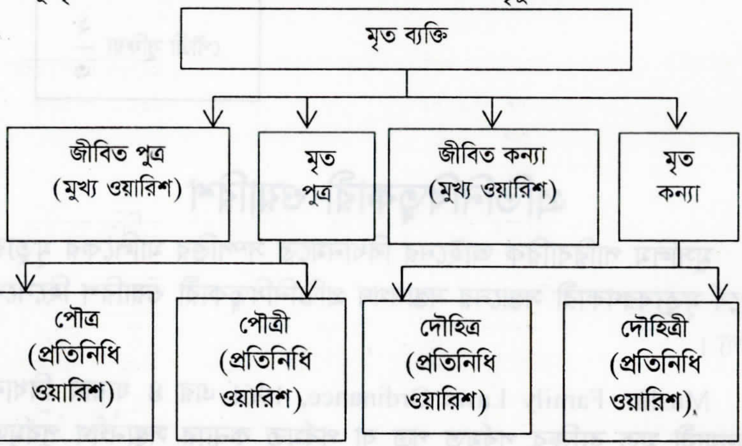

প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশের শ্রেণি

১। **পুত্রযোগে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ:** পূর্বমৃত (predeceased) পুত্রের সন্তান অর্থাৎ মৃতের পৌত্র ও পৌত্রী পুত্রযোগে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ। পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হওয়ার কারণে পৌত্র ও পৌত্রী আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য;

২। **কন্যাযোগে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ:** পূর্বমৃত (predeceased) কন্যার সন্তান অর্থাৎ মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী কন্যাযোগে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ। কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হওয়ার কারণে দৌহিত্র ও দৌহিত্রী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ। তবে দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর সাথে মৃতের পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে তারা তাদের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়।

যাবিল আরহাম ওয়ারিশ দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর যাবিল ফুরুয ও আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হওয়া

হানাফি উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কন্যার সন্তান অর্থাৎ দৌহিত্র ও দৌহিত্রী যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টির কারণে বর্তমানে দৌহিত্র ও দৌহিত্রী পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে পূর্বমৃত কন্যার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয় এবং পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকার ক্ষেত্রে তাদের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়।

হানাফি আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তনের উদাহরণ

উদাহরণ-১: করিম জীবিত পুত্র রহমান, এক জীবিত কন্যা রহিমা, পূর্বমৃত পুত্র আরমানের তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান মনির এবং পূর্বমৃত কন্যা আনোয়ারার পুত্র মনোয়ারকে রেখে মারা যান।

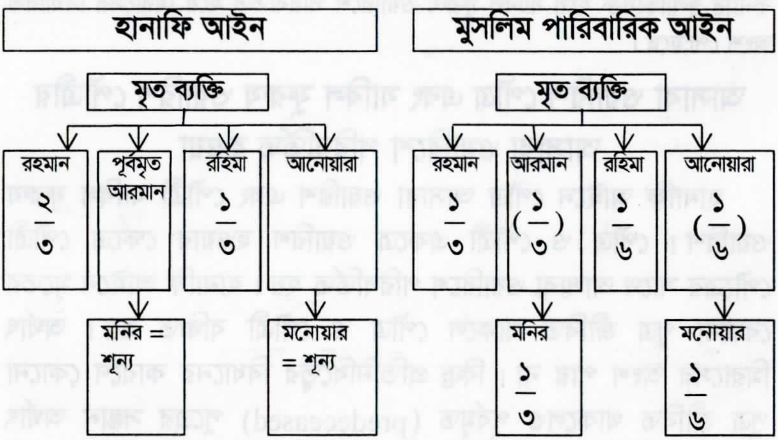

টীকা: হানাফি আইনে দৌহিত্র মনোয়ার যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে পূর্বমৃত কন্যার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং মৃত পুত্র থাকায় পুত্রের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়েছে।

উদাহরণ-২: এক ব্যক্তি পিতা, স্বামী এবং পূর্বমৃত কন্যার কন্যা রেখে মারা যান।

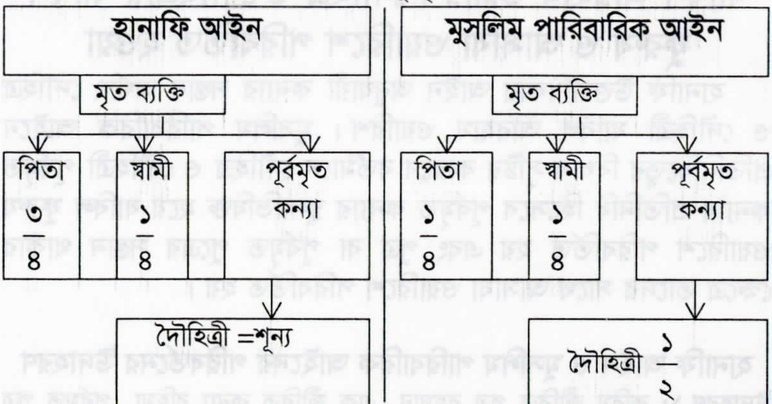

টীকা: হানাফি আইনে দৌহিত্রী যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। পিতা থাকায় সে বঞ্চিত হয়েছে। মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে সে পূর্বমৃত কন্যার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়ে মিরাসের নির্ধারিত অংশ পেয়েছে।

আসাবা ওয়ারিশ পৌত্র এবং যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ পৌত্রীর আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হওয়া

হানাফি আইনে পৌত্র আসাবা ওয়ারিশ এবং পৌত্রী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ। পৌত্র ও পৌত্রী একত্রে ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে পৌত্রী পৌত্রের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়। হানাফি আইনে মৃতের কোনো পুত্র জীবিত থাকলে পৌত্র ও পৌত্রী বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ মিরাসের অংশ পায় না। কিন্তু প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে কোনো পুত্র জীবিত থাকলেও পূর্বমৃত (predeceased) পুত্রের সন্তান অর্থাৎ পৌত্র ও পৌত্রী প্রতিনিধি হিসেবে পূর্বমৃত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মিরাসের অংশ পায়। উল্লেখ্য প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ না হওয়ায় পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়। হানাফি আইনে পৌত্রীর সাথে প্রপৌত্রের মিরাসের অংশপ্রাপ্তির বিধান থাকলেও মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী বর্তমানে পৌত্রীর সাথে প্রপৌত্রের অংশপ্রাপ্তির সুযোগ নাই। পৌত্রীর দ্বারা প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী বঞ্চিত হয়।

হানাফি আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইনের তুলনামূলক চিত্র

উদাহরণ: ১। এক ব্যক্তি স্বামী, পূর্বমৃত এক পুত্রযোগে এক প্রপৌত্র এবং পূর্বমৃত অন্য এক পুত্রযোগে এক পৌত্রী রেখে মারা যান।

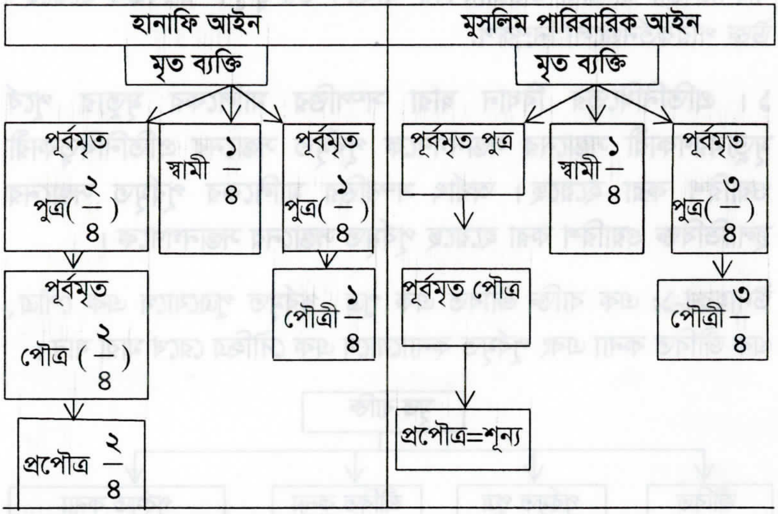

উদাহরণ: ২। এক ব্যক্তি এক কন্যা এবং এক পূর্বমৃত পুত্রযোগে এক পৌত্র ও এক পৌত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

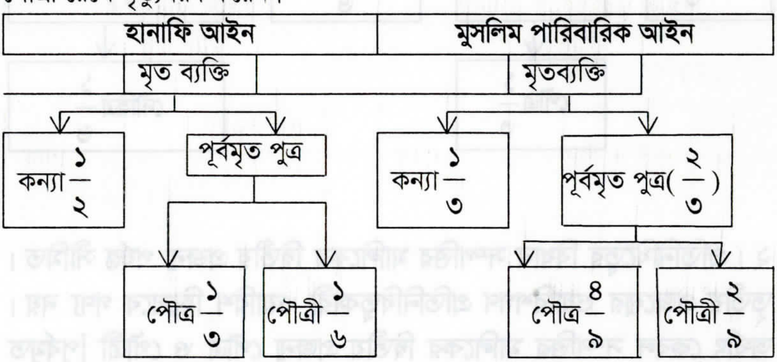

প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির নিয়ম ও শর্ত

Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর ৪ ধারার বিধান দ্বারা প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি হয়। প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টির ফলে বাংলাদেশে হানাফি উত্তরাধিকার আইনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ:

১। প্রতিনিধিত্বের বিধান দ্বারা সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী সন্তানের সন্তানগণকে পূর্বমৃত সন্তানের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকের পূর্বমৃত সন্তানের স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ করা হয়েছে পূর্বমৃত সন্তানের সন্তানগণকে।

উদাহরণ-১: এক ব্যক্তি জীবিত এক পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রযোগে এক পৌত্র, এক জীবিত কন্যা এবং পূর্বমৃত কন্যাযোগে এক দৌহিত্র রেখে মারা যান।

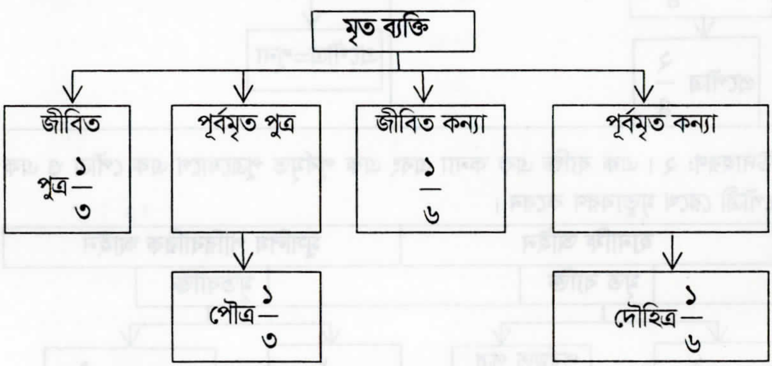

২। প্রতিনিধিত্বের বিধান সম্পত্তির মালিকের দ্বিতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত সীমিত। তৃতীয় প্রজন্মের ওয়ারিশগণ প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য নয়। অর্থাৎ কেবল সম্পত্তির মালিকের দ্বিতীয় প্রজন্ম পৌত্র ও পৌত্রী [পূর্বমৃত (predeceased) পুত্রের ঔরসজাত] এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রী [পূর্বমৃত (predeceased) কন্যার গর্ভজাত] প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য। তৃতীয় প্রজন্ম প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী এবং দৌহিত্রের সন্তান ও দৌহিত্রীর সন্তান প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য নয়।

উদাহরণ: এক ব্যক্তি তিন কন্যা, এক পৌত্রী, এক প্রপৌত্র ও এক প্রপৌত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেন। এই উদাহরণে হানাফি আইনে তৃতীয় প্রজন্ম মিরাসের অংশ পেলেও মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে তৃতীয় প্রজন্ম বঞ্চিত হবে।

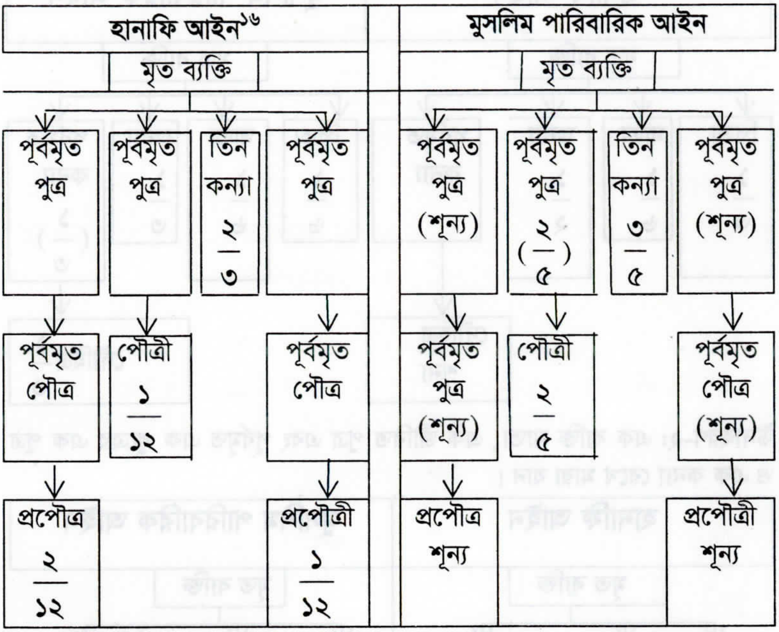

মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান দ্বিতীয় প্রজন্মের ওয়ারিশ পর্যন্ত সীমিত থাকায় তৃতীয় প্রজন্ম অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়েছে। অর্থাৎ পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ দ্বারা বঞ্চিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের ওয়ারিশ পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধি পৌত্রী আসাবা ওয়ারিশ হওয়ায় তিন কন্যাকেও আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত করেছে এবং তাদের মধ্যে 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান' এই নীতিতে অংশ বন্টিত হয়েছে।

৩। মৃত ব্যক্তির সন্তানের অনুরূপভাবে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে কখনো বঞ্চিত হয় না। উল্লেখ্য হানাফি আইনে কন্যার সন্তানগণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুত্রের সন্তানগণও মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হতেন। কিন্তু প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে তারা বর্তমানে মিরাসের অংশ পায়।

---

[১৬] BR Verma Islamic Law: p-447.

উদাহরণ-১: এক ব্যক্তি পিতা, মাতা, এক জীবিত কন্যা এবং পূর্বমৃত এক কন্যার পুত্র রেখে মারা যান।

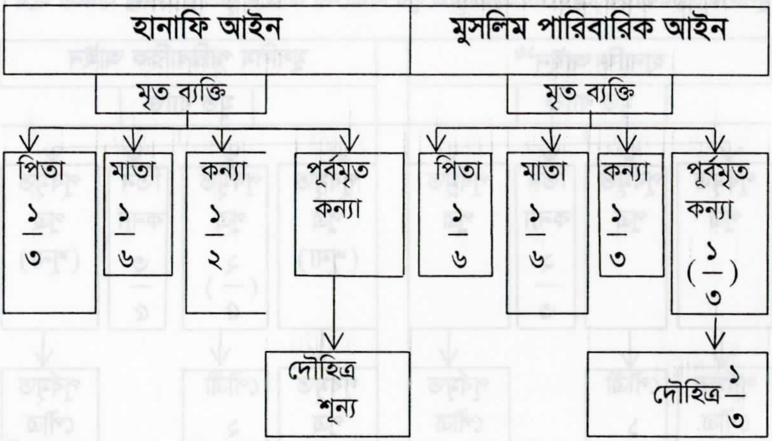

উদাহরণ-২: এক ব্যক্তি মাতা, এক জীবিত পুত্র এবং পূর্বমৃত এক পুত্রের এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে মারা যান।

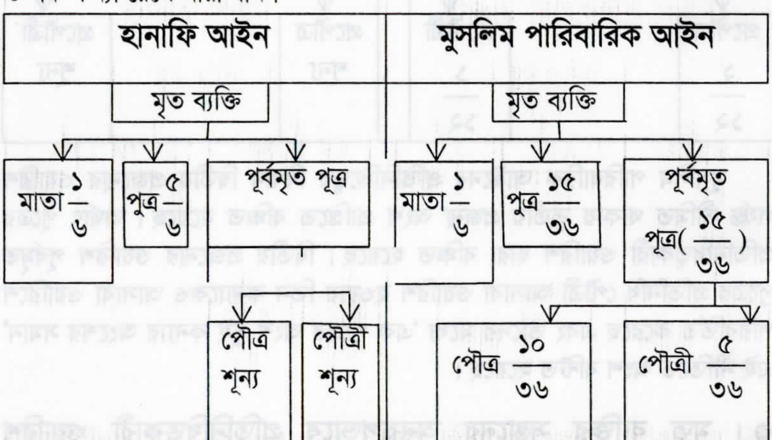

৪। পূর্বমৃত (predeceased) সন্তান জীবিত থাকলে মিরাসের যে পরিমাণ অংশ পেতেন, ঐ পরিমাণ অংশই প্রতিনিধিত্বকারী সন্তান বা সন্তানগণ প্রাপ্য। পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান সংখ্যা একাধিক হওয়ার ক্ষেত্রে ফারাইযের নিয়ম অনুযায়ী অর্থাৎ 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান' এই নীতি অনুসরণপূর্বক প্রতিনিধি ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাসের অংশ বন্টন করতে হবে।

উদাহরণ: জমির এক জীবিত পুত্র রহিম এবং পূর্বমৃত পুত্র করিমের তিনপুত্র ও এক কন্যা (মৃতের পৌত্র ও পৌত্রী) রেখে মারা যান।

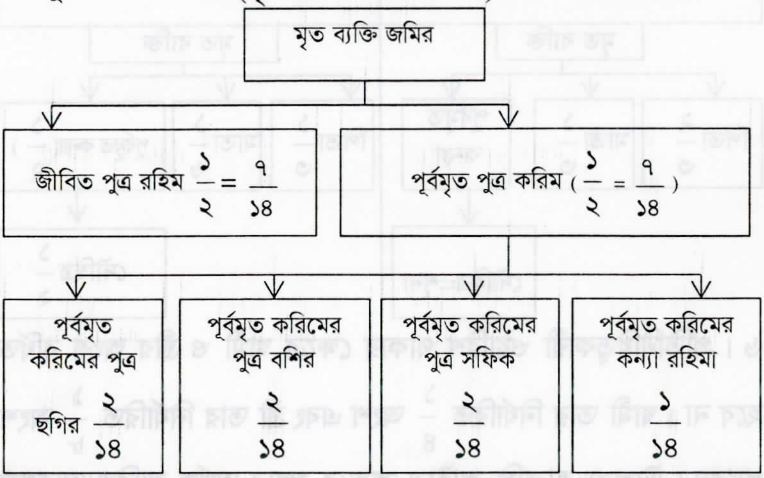

টীকা: পূর্বমৃত পুত্র করিমের পুত্র ও কন্যা প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী পূর্বমৃত করিমের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তার প্রাপ্য ($\frac{১}{২} = \frac{৭}{১৪}$) অংশ তার সন্তানদের মধ্যে 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান' এই হারে বন্টিত হয়েছে।

৫। প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ থাকার কারণে মাতার অংশ বৃদ্ধি পাবে না। মাতা নির্ধারিত $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। উল্লেখ্য কন্যার সন্তান যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। যার কারণে হানাফি আইনে মৃতের পূর্বমৃত কন্যার সন্তান বঞ্চিত হতেন এবং মৃতের কোনো সন্তান বা পৌত্র, পৌত্রী, প্রপৌত্র বা প্রপৌত্রী না থাকার ক্ষেত্রে মাতার অংশ বৃদ্ধি পেয়ে $\frac{১}{৩}$ অংশ হতো। কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধানের কারণে উপরোক্ত ক্ষেত্রে মাতার অংশ বৃদ্ধি পাবে না, মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশই পাবে।

উদাহরণ: এক ব্যক্তি পিতা, মাতা, পূর্বমৃত এক কন্যার এক পুত্র রেখে মারা যান।

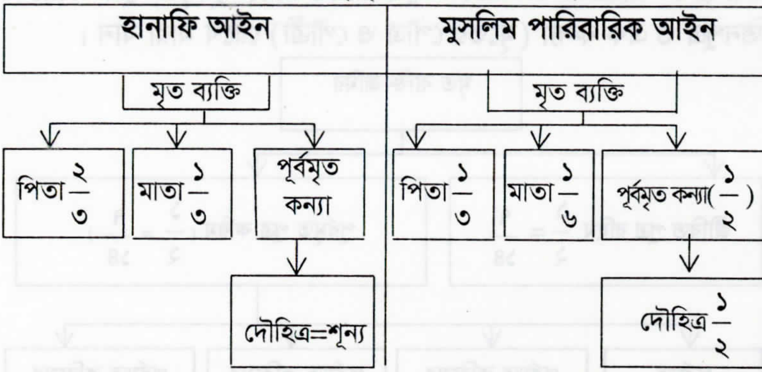

৬। প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর অংশ বর্ধিত হবে না। স্বামী তার নির্ধারিত $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং স্ত্রী তার নির্ধারিত $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবেন। উল্লেখ্য হানাফি আইনে কন্যার সন্তান অর্থাৎ যাবিল আরহাম ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বর্ধিত হলেও মুসলিম পারিবারিক আইনে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বৃদ্ধি পায় না।

উদাহরণ: এক ব্যক্তি স্বামী ও পূর্বমৃত কন্যার এক পুত্র রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

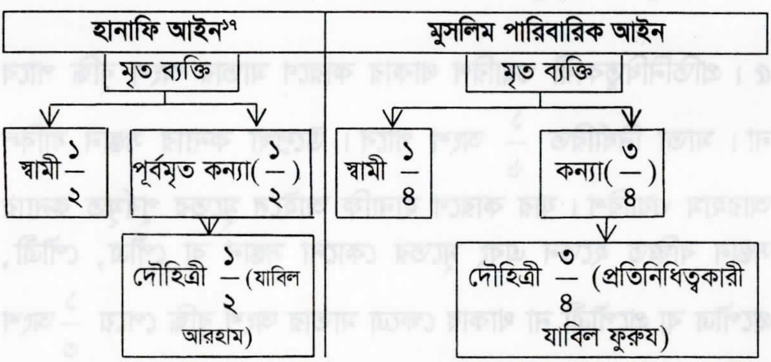

টীকা: মৃতের সন্তান বা পুত্রযোগে কোনো সন্তান না থাকায় হানাফি আইনে স্বামীর অংশ বর্ধিত হয়েছে। রাদ মতবাদ অনুযায়ী স্বামীর অংশ বাদে অবশিষ্টাংশ দৌহিত্র পেয়েছে। মুসলিম পারিবারিক আইনে কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ থাকায় স্বামীর অংশ বর্ধিত হয়নি।

---

[১৭] Mulla principles of Mahomedan Law:p-84.

৭। প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্র বা পৌত্রী থাকার ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রজন্ম মিরাসের অংশ পায় না। কিন্তু দৌহিত্র ও দৌহিত্রী থাকলে পুত্রযোগে তৃতীয় প্রজন্ম মিরাসের অংশ পায়।

উদাহরণ: এক ব্যক্তি এক প্রপৌত্র, এক পৌত্রী এবং এক দৌহিত্র রেখে মৃতুবরণ করেন।

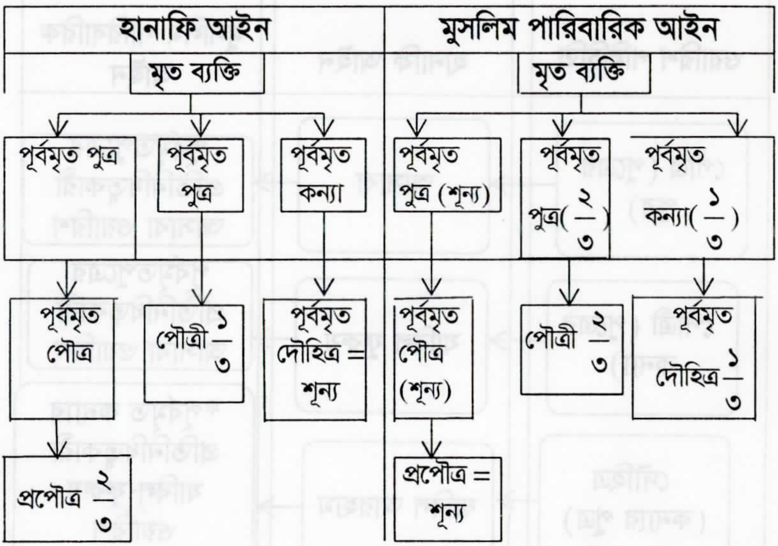

দ্বিতীয় প্রজন্মের ওয়ারিশে যে পরিবর্তন হয়েছে

Muslim Family Laws Ordinance, 1961 জারির ফলে হানাফি আইনে দ্বিতীয় প্রজন্মের ওয়ারিশের যে পরিবর্তন হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

ওয়ারিশ পরিচিতি	হানাফি আইন	মুসলিম পারিবারিক আইন
পৌত্র (পুত্রের পুত্র)	আসাবা	পূর্বমৃতপুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী আসাবা ওয়ারিশ
পৌত্রী (পুত্রের কন্যা)	যাবিল ফুরুয	পূর্বমৃতপুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী আসাবা ওয়ারিশ
দৌহিত্র (কন্যার পুত্র)	যাবিল আরহাম	*পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ
দৌহিত্রী (কন্যার কন্যা)	যাবিল আরহাম	*পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ

*পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়।

(১) প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে প্রথম শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন[১৮]

যাবিল আরহাম ওয়ারিশের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধানের প্রয়োগ

মুসলিম পারিবারিক আইন জারীর পূর্বে কন্যার সন্তান (মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) ছিলেন প্রথম শ্রেণির প্রথম পর্যায়ের যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইন দ্বারা প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি করায়, কন্যার সন্তাগণ বর্তমানে পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ। যার কারণে দৌহিত্র ও দৌহিত্রী বর্তমানে যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য নয়। তবে দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর সন্তানগণ এবং তদনিম্নক্রম সন্তানগণ যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হিসেবে পূর্বের মতোই বহাল আছে। অপরদিকে মুসলিম পারিবারিক আইন জারীর পূর্বে মৃতের পৌত্রীর সন্তান প্রথম শ্রেণির দ্বিতীয় পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ ছিলেন। প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে তারা যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হিসেবে পূর্বের মতোই বহাল আছে।

প্রথম শ্রেণির যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের মধ্যে মিরাসের অংশ বন্টনের নীতি অনুযায়ী অধিকতর নিকট আত্মীয় অধিকতর দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে এবং সমপর্যায়ের ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে যাবিল ফুরুযযোগে ও আসাবাযোগে ওয়ারিশগণ যাবিল আরহামযোগে ওয়ারিশগণের উপর অগ্রাধিকার পায় এবং যাবিল ফুরুযযোগে ওয়ারিশগণ আসাবাযোগে ও যাবিল আরহামযোগে ওয়ারিশগণের উপর অগ্রাধিকার পায়।

(২) যাবিল আরহাম ওয়ারিশের অগ্রাধিকারক্রমে পরিবর্তন

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ৪ এর বিধান দ্বারা প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি করার কারণে হানাফি আইনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রথম শ্রেণির যাবিল আরহাম

---

[১৮] Al-Sirajiyyah: p-47; Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-437; Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p -95 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-50 এবং মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ৪।

ওয়ারিশদের মধ্যে অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকার নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। কারণ হানাফি আইন অনুযায়ী কন্যার সন্তানগণ (মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) প্রথম শ্রেণির প্রথম পর্যায়ের যাবিল আরহাম ওয়ারিশ এবং অংশপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার সর্বপ্রথম। তারা পুত্রের কন্যার সন্তানসহ (মৃতের পৌত্রীর সন্তান) অন্য সকল যাবিল আরহাম ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করে। কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইন দ্বারা প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি করায় কন্যার সন্তানগণ (দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) বর্তমানে প্রতিনিধিত্বকারী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর সন্তানগণ যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। অপরদিকে হানাফি আইন অনুযায়ী পুত্রের কন্যার অর্থাৎ পৌত্রীর সন্তানগণ প্রথম শ্রেণির দ্বিতীয় অগ্রাধিকারক্রমের যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। অর্থাৎ কন্যার সন্তান না থাকলে তারা মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অধিকারী। প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে কন্যার সন্তানগণ প্রতিনিধিত্বকারী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশে পরিবর্তিত হওয়ায় কন্যার সন্তানের সন্তানগণ (মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রের সন্তান) তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। ফলে আত্মীয়তার নৈকট্যের দিক থেকে কন্যার সন্তানের সন্তানগণ এবং পুত্রের কন্যার সন্তানগণ একই পর্যায়ের যাবিল আরহাম ওয়ারিশ।

আত্মীয়তার নৈকট্যের নীতি অনুযায়ী কন্যার সন্তানের সন্তানগণ এবং পুত্রের কন্যার সন্তানগণ সমপর্যায়ের ওয়ারিশ। তবে তারা সমপর্যায়ের ওয়ারিশ হলেও কন্যার সন্তানের সন্তানগণ প্রতিনিধিত্বকারী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের সন্তান এবং পুত্রের কন্যার সন্তানগণ প্রতিনিধিত্বকারী আসাবা ওয়ারিশের সন্তান। যার কারণে হানাফি আইনের নীতি অনুসরণে প্রতিনিধিত্বকারী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের সন্তানগণ প্রতিনিধিত্বকারী আসাবা ওয়ারিশগণের উপর অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ মৃতের কন্যার সন্তানের সন্তানগণ (দৌহিত্র ও দৌহিত্রের সন্তান) দ্বারা মৃতের পুত্রের কন্যার সন্তানগণ (পৌত্রীর সন্তান) বঞ্চিত হবে।

উদাহরণ-১: এক ব্যক্তি এক দৌহিত্র, এক দৌহিত্রী এবং এক প্রপৌত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

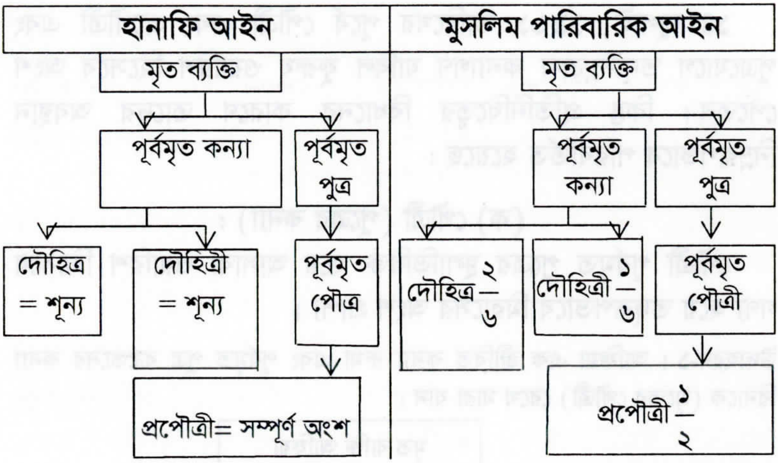

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হওয়া

১৪ জুলাই, ১৯৬১ তারিখের পূর্বে পৌত্রী এবং প্রপৌত্রী এবং পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম কন্যাগণ যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে অংশ পেতেন। কিন্তু প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে তাদের অবস্থান নিম্নরূপভাবে পরিবর্তিত হয়েছে :

(ক) পৌত্রী (পুত্রের কন্যা) :

পৌত্রী পূর্বমৃত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়ে তদ্‌রূপভাবে মিরাসের অংশ প্রাপ্য।

উদাহরণ-১। আফিয়া এক জীবিত কন্যা রুমা এবং পূর্বমৃত পুত্র বাতেনের কন্যা রিনাকে (মৃতের পৌত্রী) রেখে মারা যান।

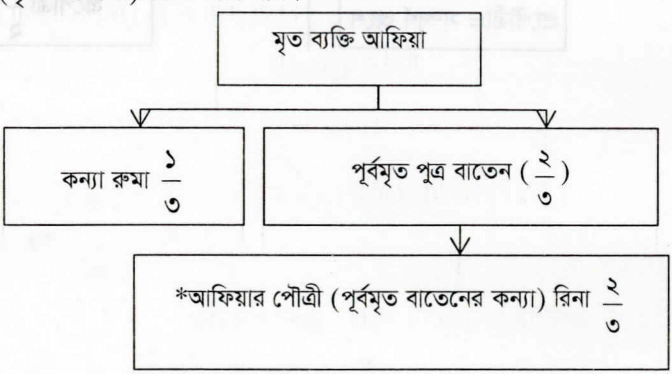

* Muslim Family Laws Ordinance, 1961 দ্বারা প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় কন্যা রুমা ও পৌত্রী রিনা উভয়েই যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ ছিলেন। প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টির কারণে পৌত্রী রিনা মৃত পিতার স্থালাভিষিক্ত হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়ে অংশ পেয়েছে। যার কারণে মৃত আফিয়ার জীবিত কন্যা রুমাও রিনার সাথে প্রতিনিধি হিসেবে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়েছে এবং পুত্র বাতেন জীবিত থাকলে যে পরিমাণ অংশ পেতেন পৌত্রী প্রতিনিধি হিসেবে সে পরিমাণ অংশ পেয়েছে।

উদাহরণ-২। হামিদা এক জীবিত পুত্র সফিক এবং পূর্বমৃত পুত্র করিমের তিন কন্যা (মৃতের পৌত্রী) রেখে মারা যান।

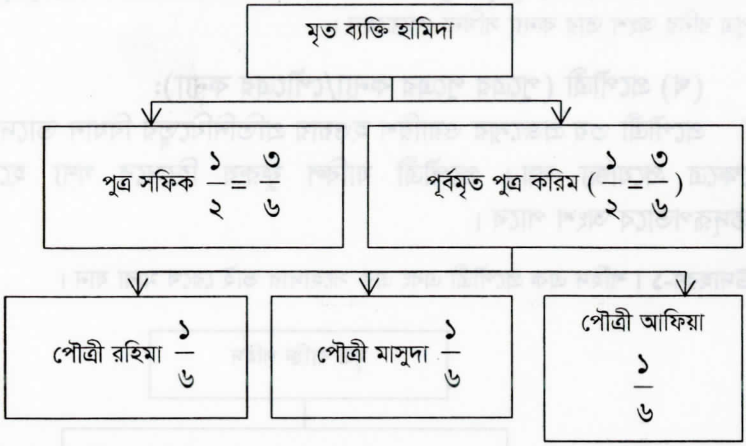

টীকা: মৃত হামিদার জীবিত পুত্র সফিকের সাথে পূর্বমৃত পুত্র করিমের জীবিত কন্যা রহিমা, মাসুদা ও আফিয়া প্রতিনিধি হিসেবে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়েছে এবং পুত্র করিম জীবিত থাকলে যে পরিমাণ অংশ পেতেন পৌত্রীগণ সকলে একত্রে প্রতিনিধি হিসেবে সে পরিমাণ অংশ পেয়েছে।

উদাহরণ-৩। শরিফ দুই জীবিত কন্যা সুমি ও রুমা, পূর্বমৃত পুত্র মনির কন্যা আয়েশা (মৃতের পৌত্রী) এবং পূর্বমৃত পুত্র রনির কন্যা সখিনাকে (মৃতের পৌত্রী) রেখে মারা যান।

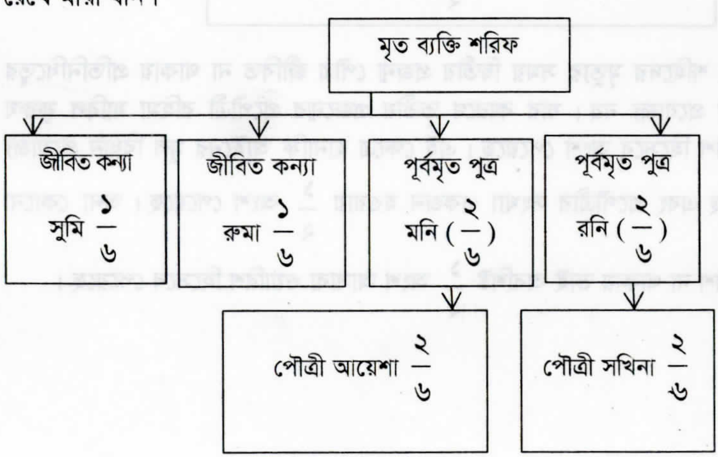

টীকা: মৃত শরীফের জীবিত কন্যা সুমি ও রুমার সাথে পূর্বমৃত পুত্র মনির কন্যা আয়েশা এবং পূর্বমৃত রনির কন্যা সখিনা প্রতিনিধি হিসেবে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়েছে এবং পূর্বমৃত পুত্র মনি এর অংশ তার কন্যা আয়েশা এবং পূর্বমৃত পুত্র রনির অংশ তার কন্যা সখিনা পেয়েছেন।

(খ) প্রপৌত্রী (পুত্রের পুত্রের কন্যা/পৌত্রের কন্যা):

প্রপৌত্রী ৩য় প্রজন্মের ওয়ারিশ হওয়ায় প্রতিনিধিত্বের বিধান তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রপৌত্রী যাবিল ফুরুয হিসেবে গণ্য হয়ে তদ্‌রূপভাবে অংশ পাবে।

উদাহরণ-১। শহিদ এক প্রপৌত্রী এবং এক সহোদার ভাই রেখে মারা যান।

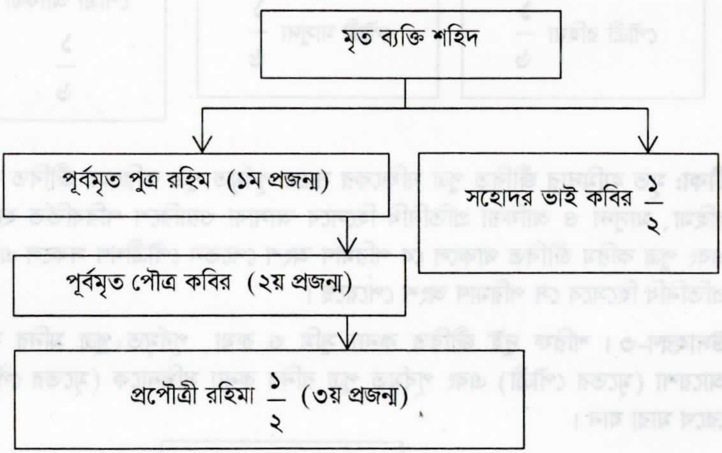

টীকা: শহিদের মৃত্যুর সময় দ্বিতীয় প্রজন্ম পৌত্র জীবিত না থাকায় প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রযোজ্য নয়। যার কারণে তৃতীয় প্রজন্মের প্রপৌত্রী রহিমা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে অংশ পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে হানাফি আইনের মূল বিধান প্রযোজ্য হয়েছে এবং প্রপৌত্রীর সংখ্যা একজন হওয়ায় ১/২ অংশ পেয়েছে। অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকায় ভাই অবশিষ্ট ১/২ অংশ আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে পেয়েছে।

উদাহরণ-২। কবির দুই প্রপৌত্রী রেখে মারা যান।

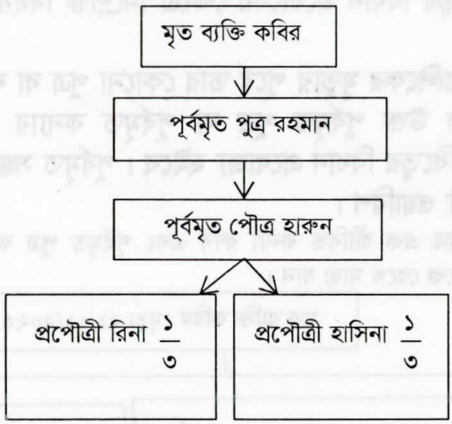

টীকা: কবিরের মৃত্যুর সময় দ্বিতীয় প্রজন্ম পৌত্র জীবিত না থাকায় প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রযোজ্য নয়। যার কারণে তৃতীয় প্রজন্মের প্রপৌত্রী রিনা ও হাসিনা যাবিল ফুরুয হিসেবে একত্রে ২/৩ অংশ অর্থাৎ প্রত্যেকে ১/৩ অংশ করে পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে হানাফি আইনের মূল বিধান প্রযোজ্য হয়েছে।

উদাহরণ-৩। রহমান এক জীবিত পুত্র সাবির, নিহত পুত্র সুরুযের কন্যা রিনা এবং নিহত পুত্রের হত্যাকারী পুত্র আনোয়ারকে রেখে মারা যান।

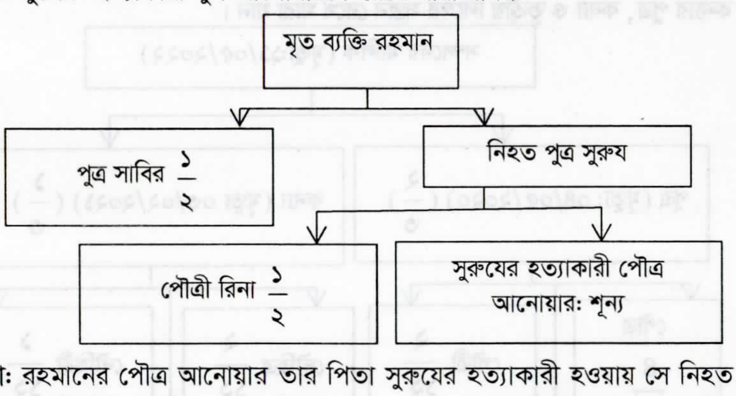

টীকা: রহমানের পৌত্র আনোয়ার তার পিতা সুরুযের হত্যাকারী হওয়ায় সে নিহত সুরুযের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হবে না এবং মিরাসেরও অংশ পাবে না।

প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়

প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে:

১। সম্পদের মালিকের মৃত্যুর পূর্বে তার কোনো পুত্র বা কন্যা মৃত্যুবরণ করলেই কেবল উক্ত পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যার কোনো সন্তান থাকলে প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রযোজ্য হইবে। পূর্বমৃত সন্তানের সন্তানগণ প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ।

উদাহরণ-১। করিম এক জীবিত কন্যা রুবি এবং পূর্বমৃত পুত্র কবিরযোগে পৌত্র মনির ও মনোয়ারকে রেখে মারা যান।

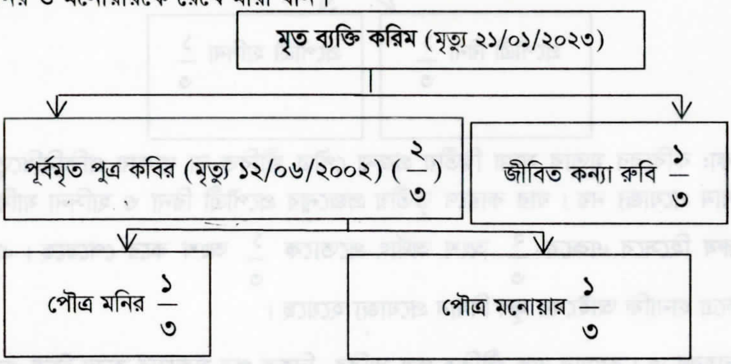

উদাহরণ-২। এক ব্যক্তি পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, কন্যা ও তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান এবং পূর্বমৃত কন্যার পুত্র, কন্যা ও তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান রেখে মারা যান।

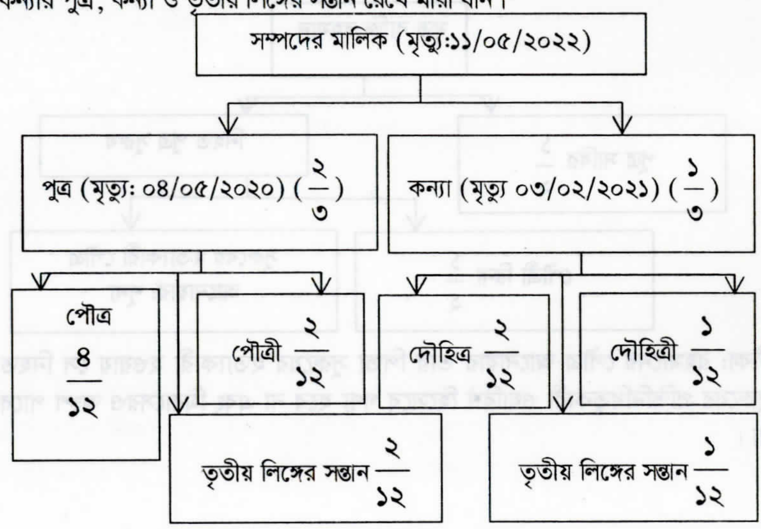

২। সম্পদের মালিকের পূর্বমৃত পুত্র (predeceased son) ও পূর্বমৃত কন্যার (predeceased daughter) সন্তান পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্ম পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী পর্যন্ত প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রযোজ্য। তদ্‌নিম্নক্রম সন্তানদের ক্ষেত্রে বিধানটি প্রযোজ্য নয়। তাদের ক্ষেত্রে হানাফি আইনের বিধান প্রযোজ্য।

মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ ধারায় the children of son or daughter উল্লেখ থাকায় মৃতের পূর্বমৃত পুত্র-কন্যার সন্তান পর্যন্তই প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রযোজ্য। কেননা উক্ত ধারায় children সম্পর্কে how low soever (তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান) উল্লেখ নেই।

উদাহরণ: এক ব্যক্তি পূর্বমৃত পুত্রযোগে এক প্রপৌত্র, স্বামী ও পূর্বমৃত কন্যাযোগে এক দৌহিত্রী রেখে মারা যান।

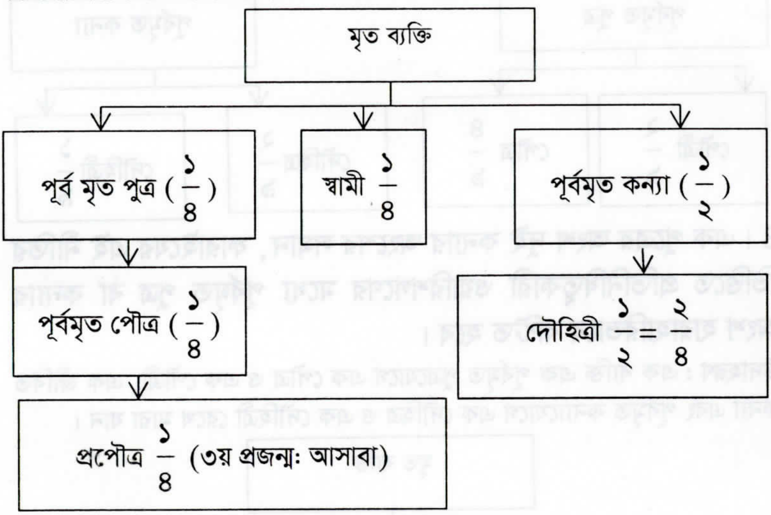

টীকা: মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান দ্বিতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত সীমিত হওয়ায় তৃতীয় প্রজন্মের প্রপৌত্র প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য নয়। তবে প্রপৌত্র পুত্রযোগে ওয়ারিশ হওয়ায় স্বামী ও কন্যাযোগে প্রতিনিধিত্বকারী দৌহিত্রীকে তাদের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ প্রপৌত্র পেয়েছে আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে।

৩। সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ (পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী) পূর্বে মৃত্যুবরণকারী পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকলে যে অংশ পেতেন তাদের সন্তানগণ তাদের প্রতিনিধি হিসেবে সে অংশই হারাহারিভাবে (per stripes) পাবেন। তারা মৃত পিতা বা মাতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে পিতা বা মাতার প্রাপ্য অংশ প্রতিনিধি হিসেবে প্রাপ্য।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি পূর্বমৃত পুত্রযোগে এক পৌত্র ও এক পৌত্রী এবং পূর্বমৃত কন্যাযোগে এক দৌহিত্র ও এক দৌহিত্রী রেখে মারা যান।

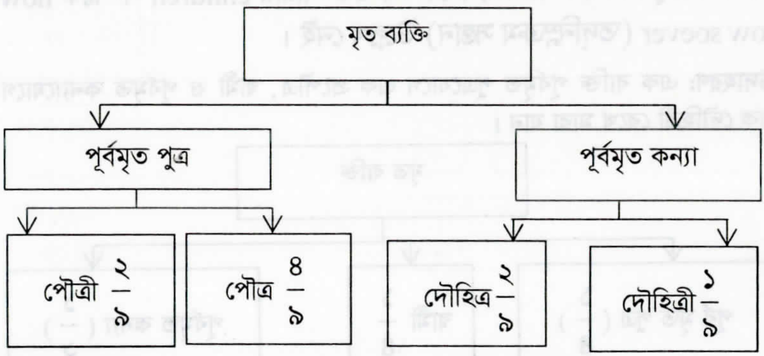

৪। এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, ফারাইযের এই নীতির ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশগণের মধ্যে পূর্বমৃত পুত্র বা কন্যার অংশ হারাহারিভাবে বন্টিত হবে।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি এক পূর্বমৃত পুত্রযোগে এক পৌত্র ও এক পৌত্রী, এক জীবিত কন্যা এবং পূর্বমৃত কন্যাযোগে এক দৌহিত্র ও এক দৌহিত্রী রেখে মারা যান।

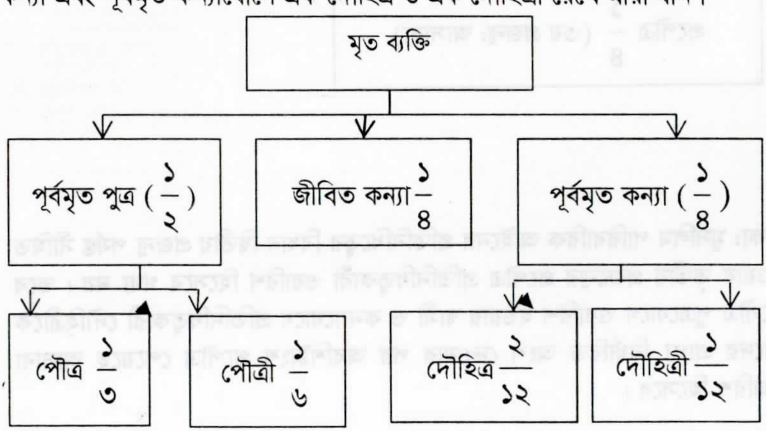

হানাফি আইন এবং মুসলিম পারিবারিক আইনে যাবিল আরহাম প্রথম শ্রেণির ওয়ারিশের তুলনামূলক উদাহরণ

হানাফি আইন

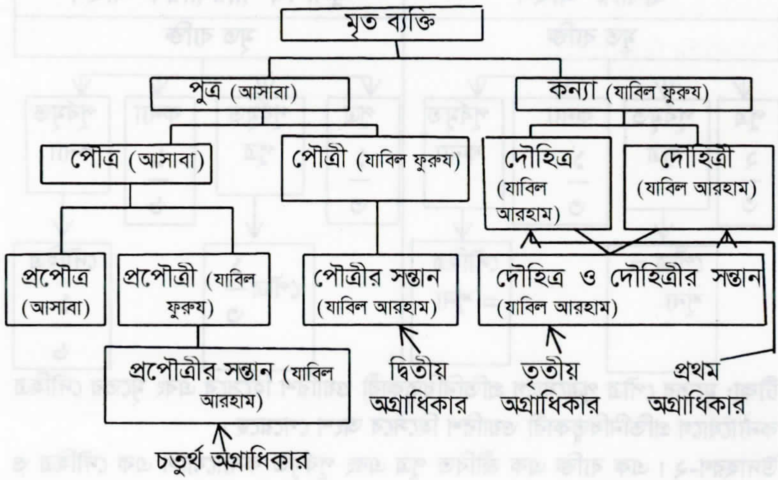

মুসলিম পারিবারিক আইন

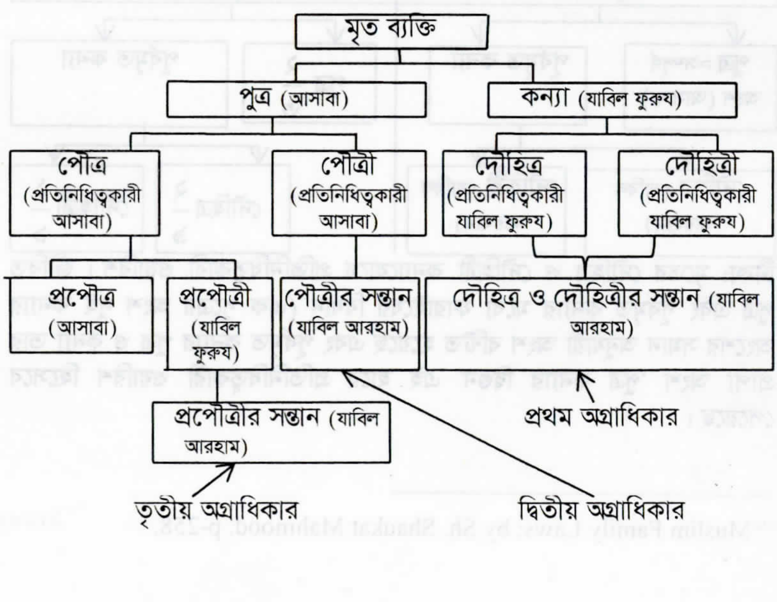

হানাফি আইন এবং মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তিত অবস্থা সংক্রান্ত তুলনামূলক চিত্র

উদাহরণ-১। এক ব্যক্তি পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও দৌহিত্র রেখে মারা যান।

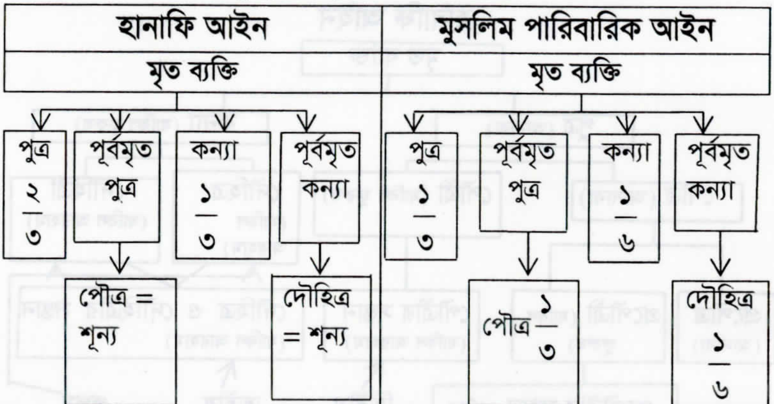

টীকা: মৃতের পৌত্র পুত্রযোগে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে এবং মৃতের দৌহিত্র কন্যাযোগে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে অংশ পেয়েছে।

উদাহরণ-২। এক ব্যক্তি এক জীবিত পুত্র এবং পূর্বমৃত কন্যাযোগে এক দৌহিত্র ও এক দৌহিত্রীকে রেখে মারা যান।

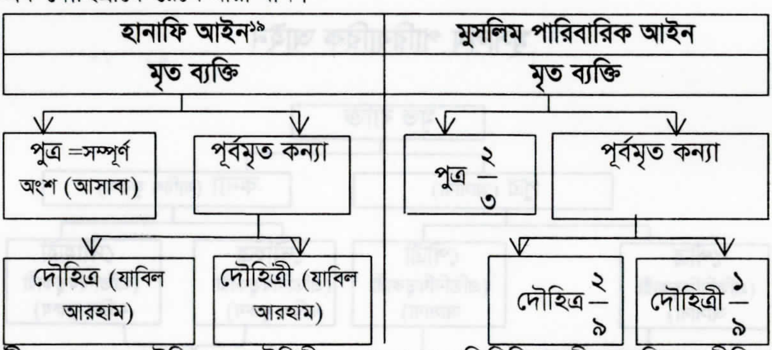

টীকা: মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী কন্যাযোগে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ। জীবিত পুত্র এবং পূর্বমৃত কন্যার মধ্যে ফারাইযের বিধান (এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান অনুযায়ী অংশ বন্টিত হয়েছে এবং পূর্বমৃত কন্যার পুত্র ও কন্যা তার প্রাপ্য অংশ 'পুত্র কন্যার দ্বিগুন' এই হারে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে পেয়েছে।

---

[১৯] Muslim Family Laws: by Sh. Shaukat Mahmood, p-258.

উদাহরণ-৩ । এক মহিলা স্বামী , এক পৌত্র ও এক দৌহিত্রী রেখে মারা যান।

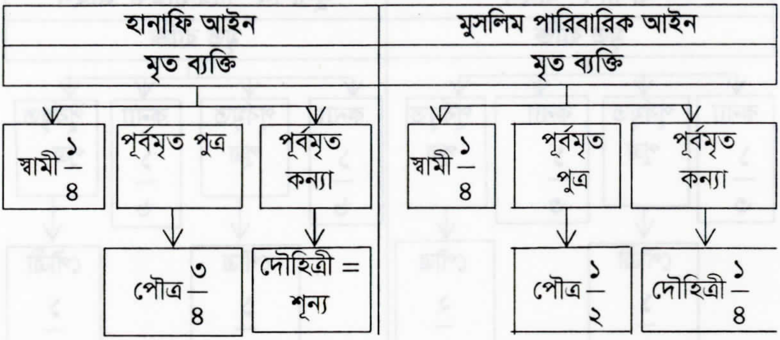

টীকা: মৃতের পৌত্র পুত্রযোগে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে মৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ এবং মৃতের দৌহিত্রী কন্যাযোগে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে মৃত কন্যার প্রাপ্য অংশ পেয়েছে।

উদাহরণ-৪ । এক ব্যক্তি এক প্রপৌত্র , এক পৌত্রী ও এক দৌহিত্রী রেখে মারা যান।

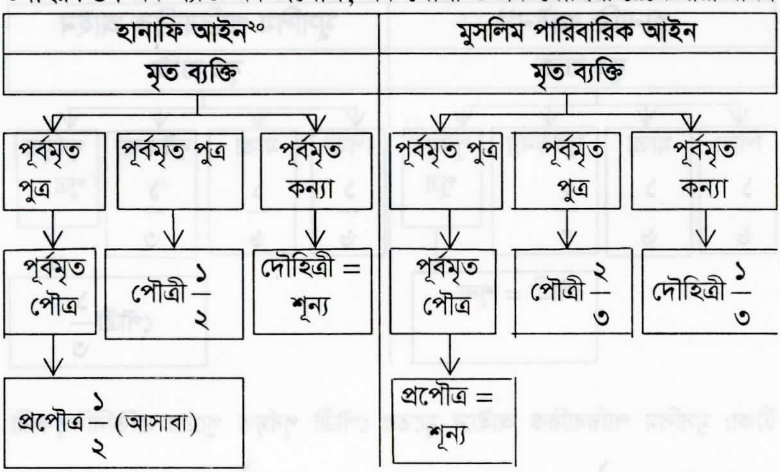

টীকা: পৌত্রী প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হয়ে পূর্বমৃত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় সে প্রপৌত্রের চেয়ে মৃত ব্যক্তির অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ায় সে প্রপৌত্রকে বঞ্চিত করেছে।

---

[২০] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla: p-75.

উদাহরণ-৫[২১]। এক ব্যক্তি দুই কন্যা, এক পৌত্রী ও এক পৌত্র রেখে মারা যান।

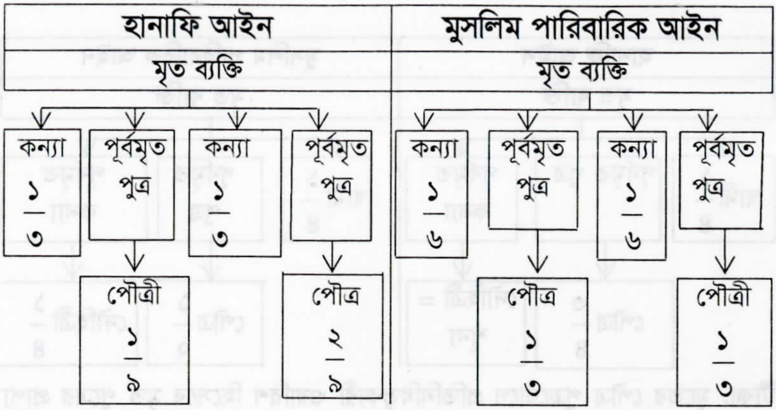

টীকা: মৃতের পৌত্রী এবং পৌত্র প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে তাদের পূর্বমৃত পিতার প্রাপ্য অংশ পেয়েছে।

উদাহরণ-৬। এক ব্যক্তি পিতা, মাতা, দুই কন্যা এবং এক পৌত্রী রেখে মারা যান।

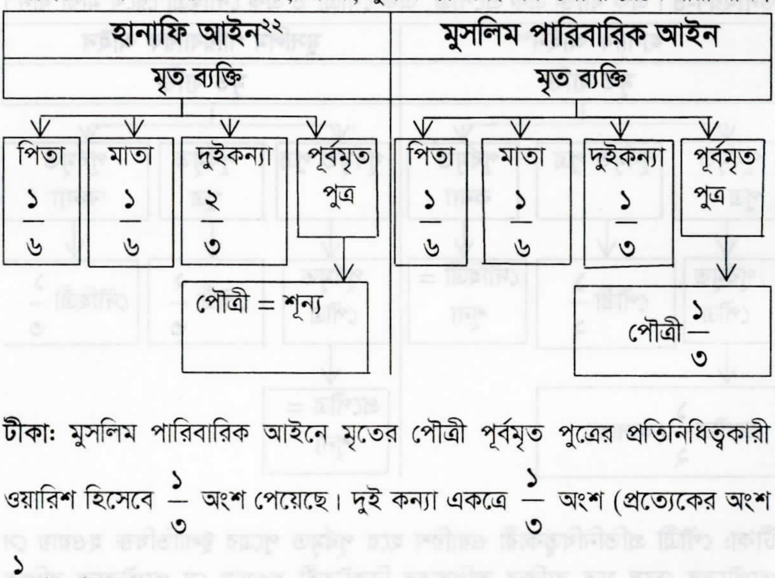

টীকা: মুসলিম পারিবারিক আইনে মৃতের পৌত্রী পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে $\frac{১}{৩}$ অংশ পেয়েছে। দুই কন্যা একত্রে $\frac{১}{৩}$ অংশ (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{৬}$) পেয়েছে।

---

[২১] Muslim Family Laws: by Sh. Shaukat Mahmood, p-12.

[২২] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla: p-75.

উদাহরণ-৭। এক ব্যক্তি পিতা, মাতা, পূর্বমৃত পুত্রের এক কন্যা, পূর্বমৃত অন্য এক পুত্রের দুই কন্যা রেখে মারা যান।

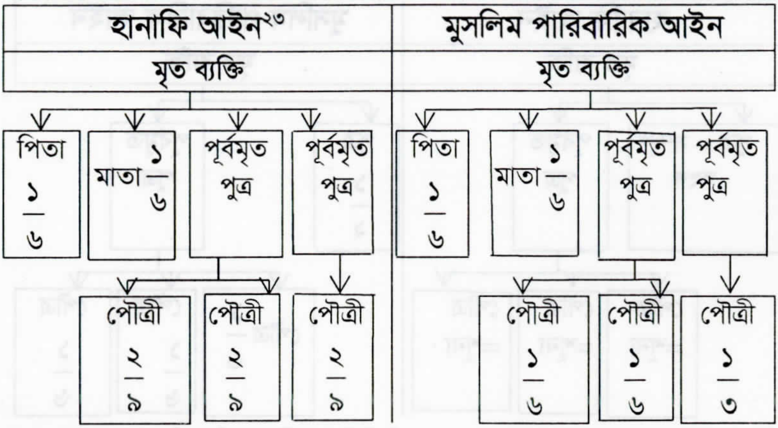

টীকা: পূর্বমৃত এক পুত্রের প্রাপ্য অংশ তার কন্যা পেয়েছে এবং পূর্বমৃত অন্য পুত্রের প্রাপ্য অংশ তার দুই কন্যার মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-৮। এক ব্যক্তি পিতা, মাতা, এক কন্যা এবং পূর্বমৃত এক পুত্রের দুই কন্যা রেখে মারা যান।

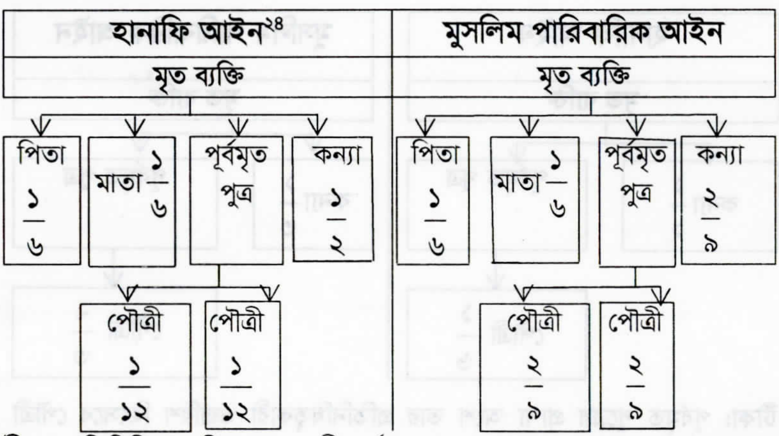

টীকা: প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানদের সাথে কন্যা আসাবা হয়েছে। পূর্বমৃত পুত্রের দুই কন্যা সমহারে পূর্বমৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ পেয়েছে।

---

[২৩] BR Verma Islamic Law, p446.

[২৪] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla: p-69.

উদাহরণ-৯[২৫]। এক ব্যক্তি এক জীবিত পুত্র এবং পূর্বমৃত এক পুত্রযোগে তিন পৌত্রকে রেখে মারা যান।

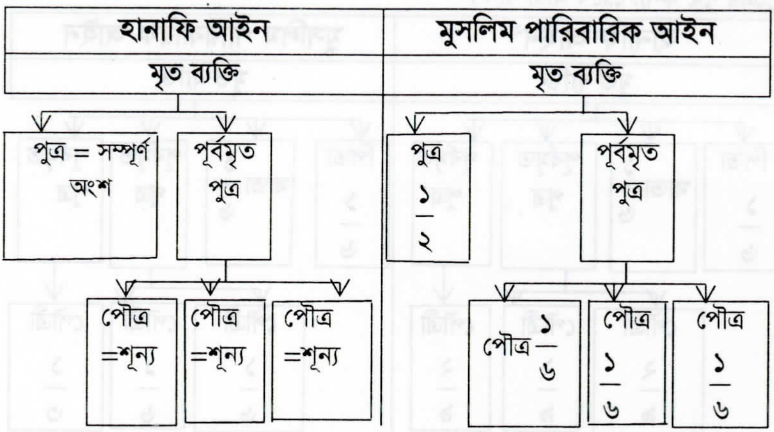

টীকা: পূর্বমৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ তার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ তিন পুত্র সমহারে পেয়েছে।

উদাহরণ-১০[২৬]। এক ব্যক্তি এক জীবিত কন্যা এবং পূর্বমৃত পুত্রযোগে এক পৌত্রী রেখে মারা যান।

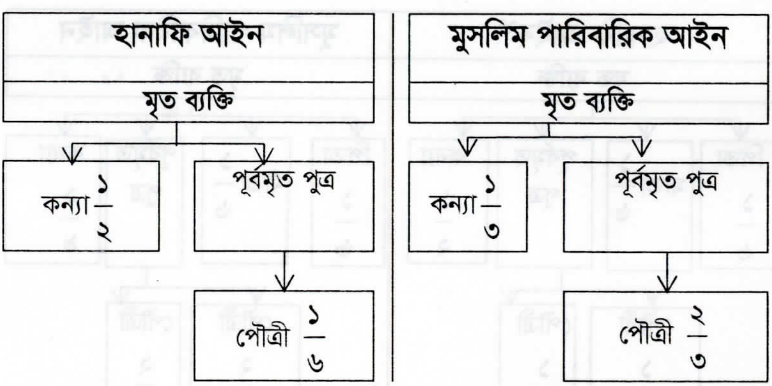

টীকা: পূর্বমৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ তার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে পৌত্রী পেয়েছে।

---

[২৫] Muslim Law: by Sh. Shaukat Mahmood, p-258.
[২৬] Muslim Law: by Sh. Shaukat Mahmood, p-258.

উদাহরণ-১১। এক ব্যক্তি পূর্বমৃত এক পুত্রযোগে এক পৌত্র এবং পূর্বমৃত অন্য এক পুত্রযোগে এক পৌত্রী রেখে মারা যান।

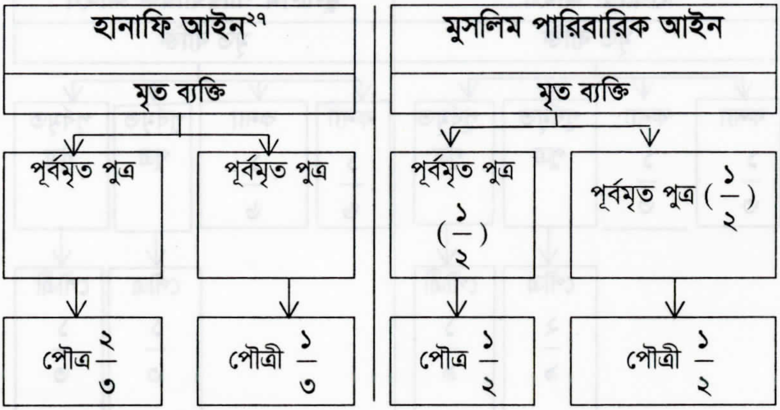

টীকা: পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে পৌত্র ও পৌত্রী পূর্বমৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ পেয়েছে।

উদাহরণ-১২। এক ব্যক্তি এক জীবিত কন্যা, পূর্বমৃত এক পুত্রযোগে পৌত্র এবং পূর্বমৃত অন্য এক পুত্রযোগে এক পৌত্রী রেখে মারা যান।

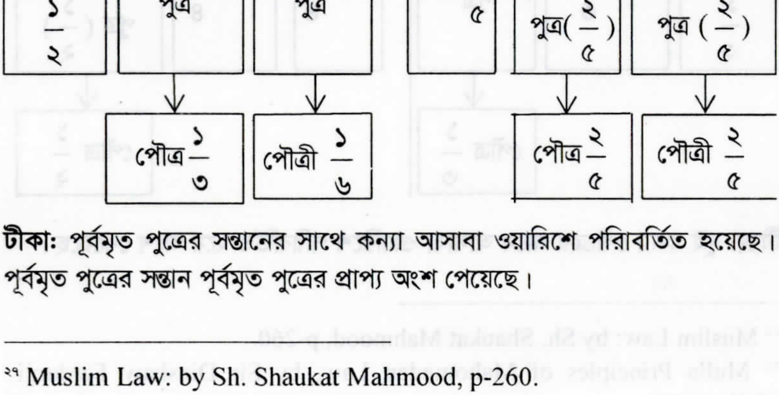

টীকা: পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে কন্যা আসাবা ওয়ারিশে পরিবার্তিত হয়েছে। পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান পূর্বমৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ পেয়েছে।

---

[২৭] Muslim Law: by Sh. Shaukat Mahmood, p-260.

[২৮] Muslim Law: by Sh. Shaukat Mahmood, p-260.

উদাহরণ-১৩। এক ব্যক্তি জীবিত দুই কন্যা, পূর্বমৃত এক পুত্রযোগে এক পৌত্র এবং পূর্বমৃত অন্য এক পুত্রযোগে এক পৌত্রী রেখে মারা যান।

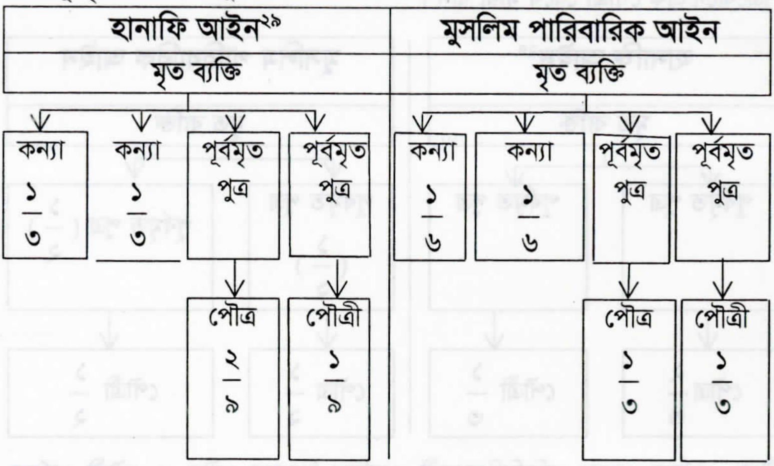

টীকা: পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানগণ প্রতিনিধি আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে পূর্বমৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ পেয়েছে।

উদাহরণ-১৪। এক মহিলা দুই জীবিত কন্যা এবং পূর্বমৃত এক পুত্রযোগে পৌত্র রেখে মারা যান।

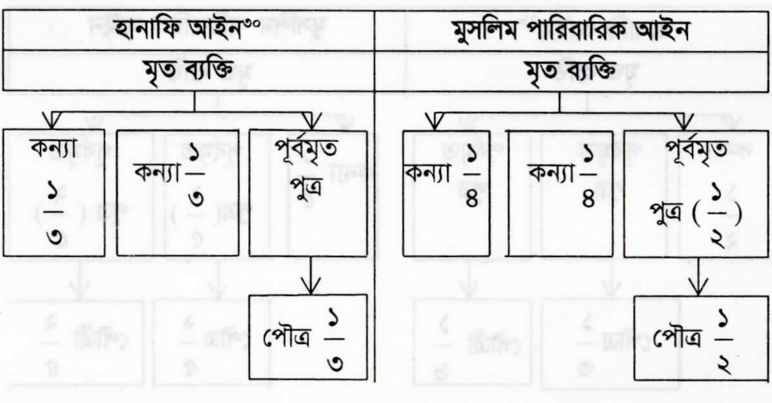

টীকা: দুই কন্যা পৌত্রের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়ে অংশ পেয়েছে।

---

[২৯] Muslim Law: by Sh. Shaukat Mahmood, p-260.

[৩০] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla: p-74.

মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীনে প্রতিনিধিত্বের বিধানের উদাহরণ

উদাহরণ-১। কবির এক জীবিত পুত্র হাসেম এবং পূর্বমৃত পুত্র সফিকের দুই পুত্র করিম ও রহিমকে রেখে মারা যান।

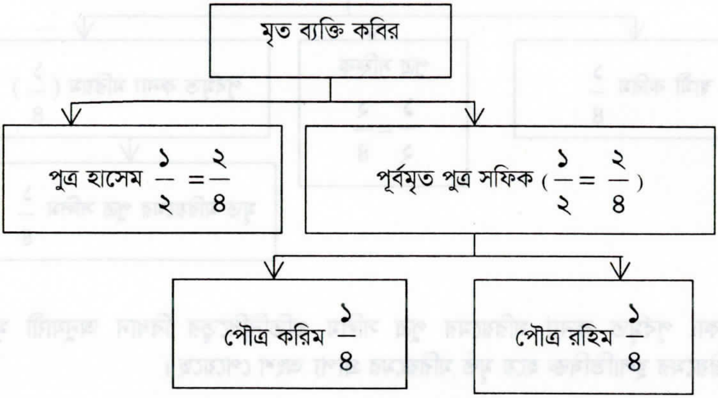

টীকা: পূর্বমৃত পুত্র সফিকের পুত্র করিম ও রহিম প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী মৃত সফিকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং মৃত সফিকের প্রাপ্য অংশ তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-২। রহিমা এক জীবিত পুত্র সহিদ এবং পূর্বমৃত কন্যা রোমেছার এক পুত্র কবির ও এক কন্যা আয়েশাকে (মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) রেখে মারা যান।

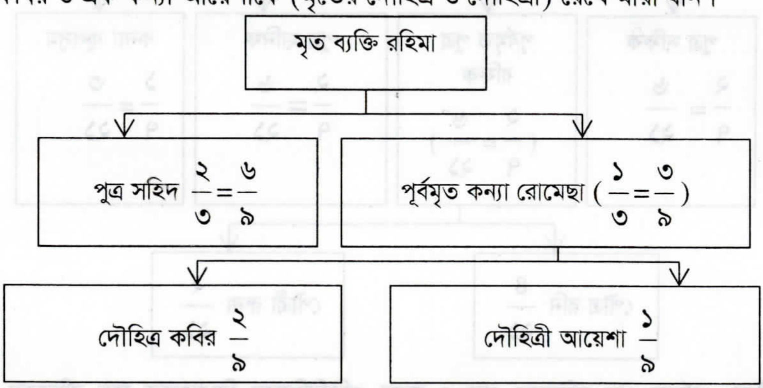

টীকা: পূর্বমৃত কন্যা রোমেছার পুত্র ও কন্যা প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী মৃত রোমেছার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং মৃত রোমেছার প্রাপ্য অংশ তার সন্তানদের মধ্যে, পুত্র কন্যার দ্বিগুন, এই হারে বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-৩। রহিমা স্বামী করিম, এক জীবিত পুত্র সফিক এবং পূর্বমৃত কন্যা মরিয়মের পুত্র সলিমকে (মৃতের দৌহিত্র) রেখে মারা যান।

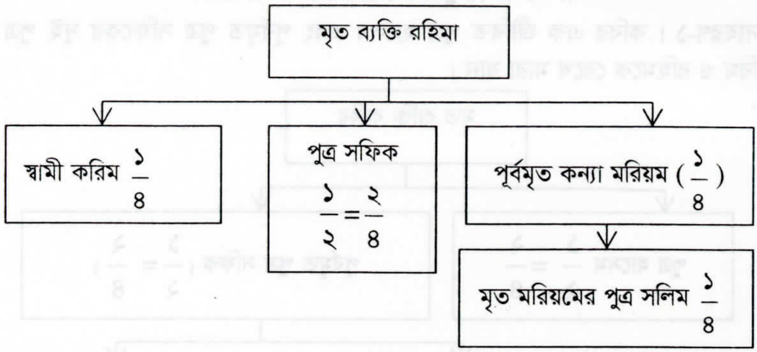

টীকা: পূর্বমৃত কন্যা মরিয়মের পুত্র সলিম প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী মৃত মরিয়মের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মৃত মরিয়মের প্রাপ্য অংশ পেয়েছে।

উদাহরণ-৪: দুদু দুই জীবিত পুত্র, এক জীবিত কন্যা এবং পূর্বমৃত পুত্র রফিকের এক পুত্র রনি ও এক কন্যা রুনাকে (মৃতের পৌত্র ও পৌত্রী) রেখে মারা যান।

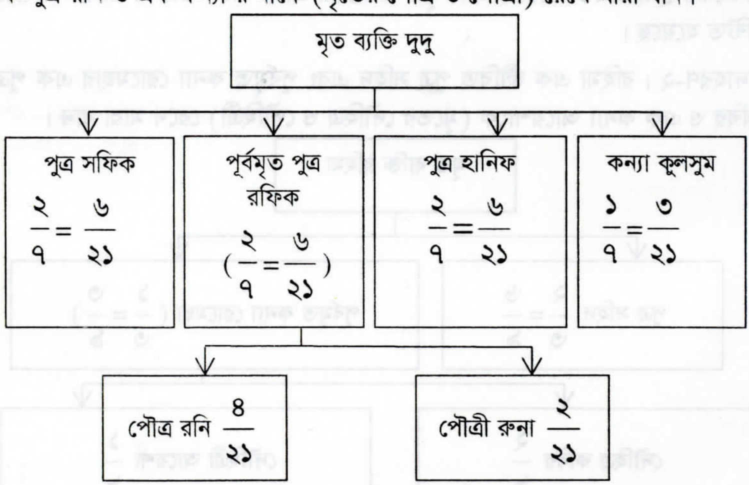

টীকা: পূর্বমৃত পুত্র রফিকের পুত্র ও কন্যা প্রতিনিধিত্বের বিধানমতে মৃত রফিকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং তার প্রাপ্য অংশ, পুত্র কন্যার দ্বিগুন, এই হারে অংশ পেয়েছে।

উদাহরণ-৫। শহিদ এক জীবিত পুত্র রহিম, পূর্বমৃত করিমের পূর্বমৃত পুত্র কবিরের পুত্র সাগর (মৃতের প্রপৌত্র) এবং পূর্বমৃত কন্যা রেবেকার এক পুত্র ও এক কন্যা (মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) রেখে মারা যান।

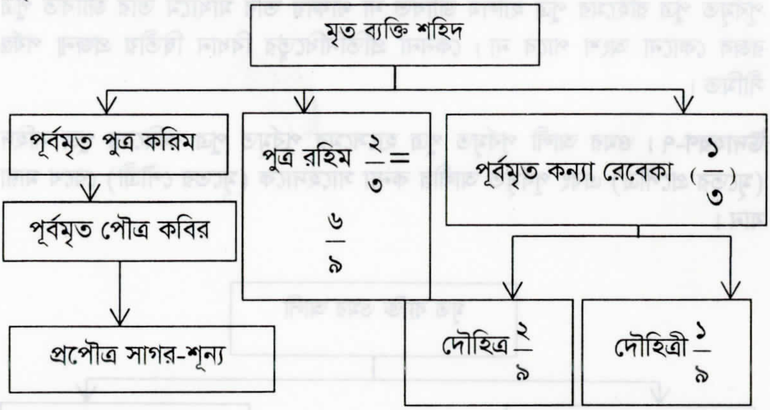

টীকা: (১) পূর্বমৃত কন্যা রেবেকার প্রতিনিধি হিসেবে তার প্রাপ্য অংশ তার সন্তানদের মধ্যে 'পুত্র কন্যার দ্বিগুন' এই হারে বন্টিত হয়েছে।

(২) প্রতিনিত্বের বিধান তৃতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ায় প্রপৌত্র প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে কোনো অংশ প্রাপ্য নয়। এছাড়া প্রপৌত্র জীবিত পুত্র রহিম দ্বারা বঞ্চিত হয়েছে।

উদাহরণ-৬। হাসেম এক জীবিত কন্যা সুমি এবং পূর্বমৃত পুত্র রহিমের কন্যা আফরোজা (মৃতের পৌত্রী) ও পূর্বমৃত পৌত্র হালিমের পুত্র রজবকে (প্রপৌত্র) রেখে মারা যান।

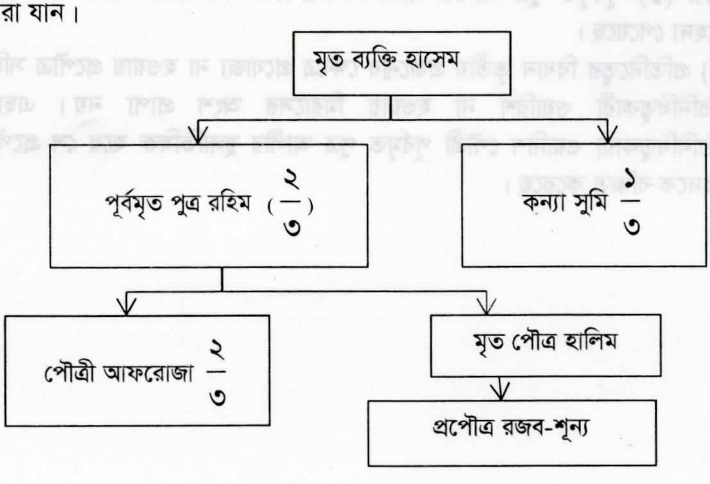

টীকা: পূর্বমৃত পুত্র রহিমের কন্যা আফরোজা হাসেমের মৃত্যুর সময় জীবিত থাকায় প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী মৃত রহিমের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং মৃত রহিমের প্রাপ্য সম্পূর্ণ অংশ জীবিত পৌত্রী আফরোজা পেয়েছে। কিন্তু হাসেমের মৃত্যুর সময় পূর্বমৃত পুত্র রহিমের পুত্র হালিম জীবিত না থাকায় তার মাধ্যমে তার জীবিত পুত্র রজব কোনো অংশ পাবে না। কেননা প্রতিনিধিত্বের বিধান দ্বিতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত সীমিত।

উদাহরণ-৭। ওমর আলী পূর্বমৃত পুত্র হাসেমের পূর্বমৃত পুত্র কবিরের পুত্র সহিদ (মৃতের প্রপৌত্র) এবং পূর্বমৃত আলীর কন্যা সাহেদাকে (মৃতের পৌত্রী) রেখে মারা যান।

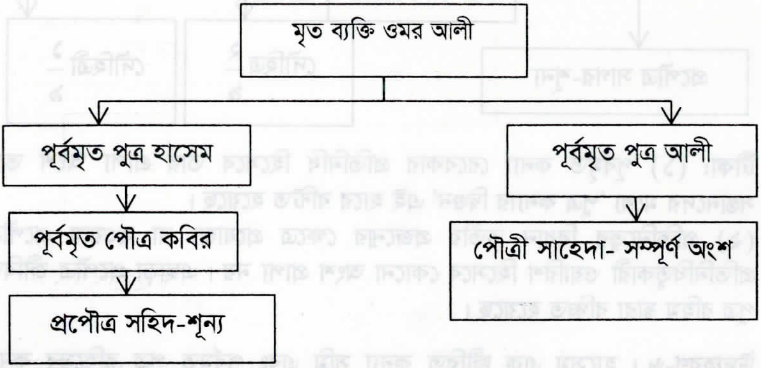

টীকা: (১) পূর্বমৃত পুত্র আলীর প্রতিনিধি হিসেবে তার প্রাপ্য অংশ তার সন্তান সাহেদা পেয়েছে।

(২) প্রতিনিত্বের বিধান তৃতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ায় প্রপৌত্র সহিদ প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ না হওয়ায় মিরাসের অংশ প্রাপ্য নয়। এছাড়া প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী পূর্বমৃত পুত্র আলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে সে প্রপৌত্র সহিদকে বঞ্চিত করেছে।

প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টনের বিভিন্ন অবস্থা

১। পুত্রযোগে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশগণ অর্থাৎ পৌত্র ও পৌত্রী আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে অংশ পায়।

উদাহরণ: এক ব্যক্তি পিতা, মাতা এবং এক পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা (মৃতের পৌত্রী) রেখে মারা যান।

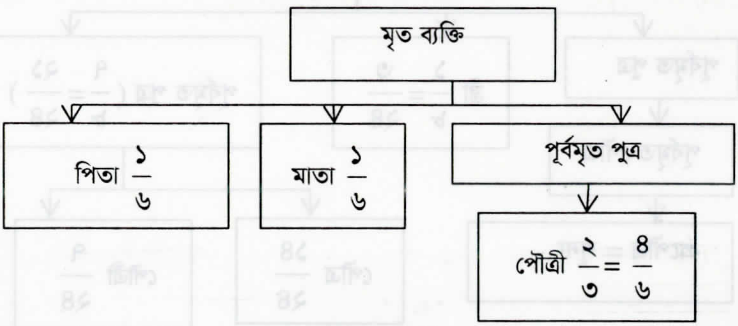

টীকা: পৌত্রী পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হয়ে পূর্বমৃত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং পুত্র আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য বিধায় প্রতিনিধিত্বকারী পৌত্রীও আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

২। কন্যাযোগে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশগণ অর্থাৎ দৌহিত্র ও দৌহিত্রী মৃতের পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে তাদের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়ে মিরাসের অংশ পায়।

উদাহরণ: এক ব্যক্তি স্বামী, পূর্বমৃত পুত্রের এক কন্যা (মৃতের পৌত্রী) এবং পূর্বমৃত এক কন্যার কন্যা (মৃতের দৌহিত্রী) রেখে মারা যান ।

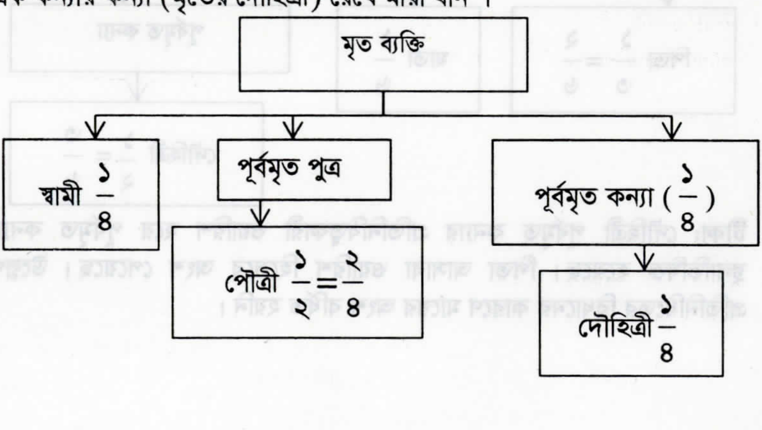

৩। প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্র বা পৌত্রী থাকলে প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়।

উদাহরণ: এক ব্যক্তি স্ত্রী, পূর্বমৃত এক পুত্রযোগে এক প্রপৌত্র এবং পূর্বমৃত অন্য এক পুত্রযোগে এক পৌত্র ও এক পৌত্রী রেখে মারা যান।

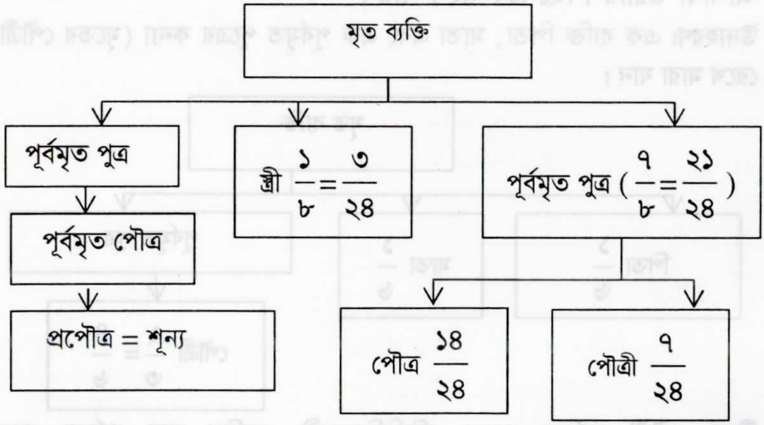

৪। প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ থাকলে মাতার অংশ বর্ধিত হয় না। মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ অংশ পায়।

উদাহরণ: এক ব্যক্তি পিতা, মাতা এবং এক পূর্বমৃত কন্যার কন্যা (মৃতের দৌহিত্রী) রেখে মারা যান।

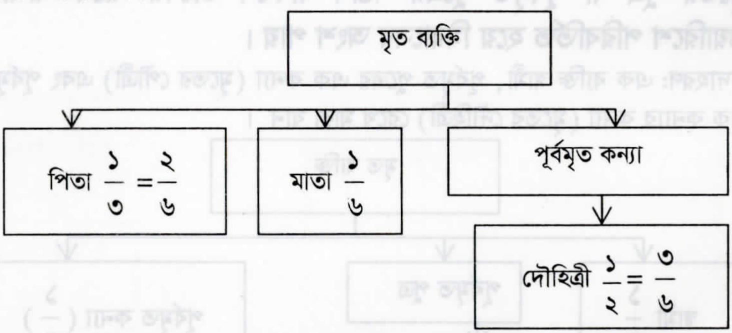

টীকা: দৌহিত্রী পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হয়ে পূর্বমৃত কন্যার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। পিতা আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে অংশ পেয়েছে। উল্লেখ্য প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে মায়ের অংশ বর্ধিত হয়নি।

(৫) প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ থাকলে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বর্ধিত হয় না, তারা যথাক্রমে চার ভাগের এক ভাগ ও আট ভাগের এক ভাগ অংশ পায়।

উদাহরণ-১: এক ব্যক্তি পিতা, মাতা, স্ত্রী, পূর্বমৃত কন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা (মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) রেখে মারা যান।

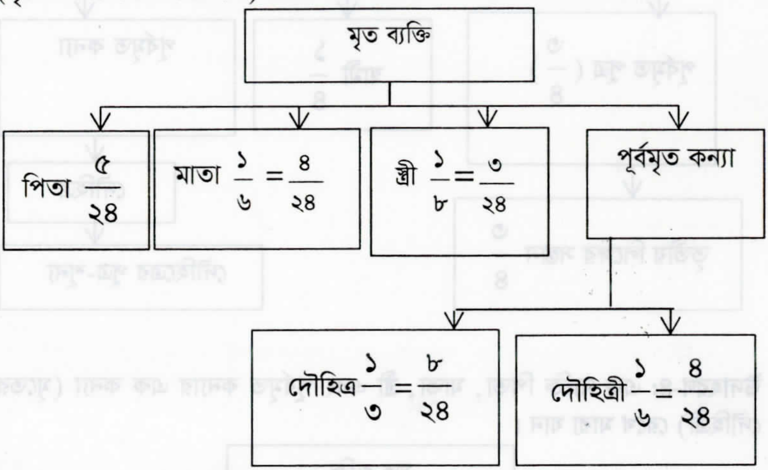

উদাহরণ-২: এক ব্যক্তি স্বামী, পূর্বমৃত পুত্রের এক কন্যা (মৃতের পৌত্রী) এবং পূর্বমৃত কন্যার পুত্রের পুত্র (মৃতের দৌহিত্রের পুত্র) রেখে মারা যান।

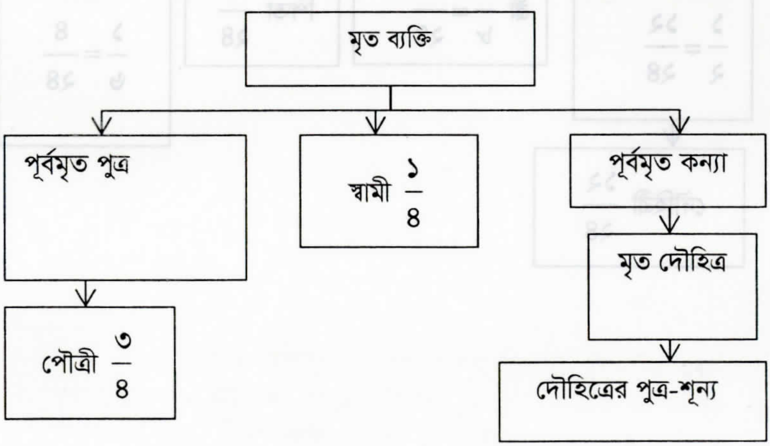

উদাহরণ-৩: এক ব্যক্তি স্বামী, পূর্বমৃত পুত্রের তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান এবং পূর্বমৃত কন্যার পুত্রের পুত্র (মৃতের দৌহিত্রের পুত্র) রেখে মারা যান।

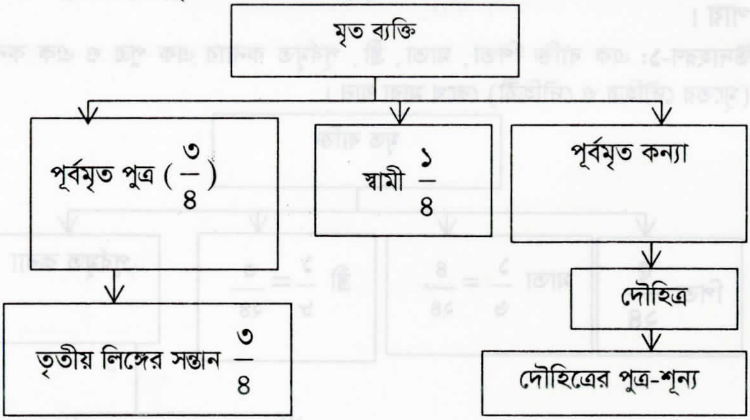

উদাহরণ-৪: এক ব্যক্তি পিতা, মাতা, স্ত্রী এবং পূর্বমৃত কন্যার এক কন্যা (মৃতের দৌহিত্রী) রেখে মারা যান।

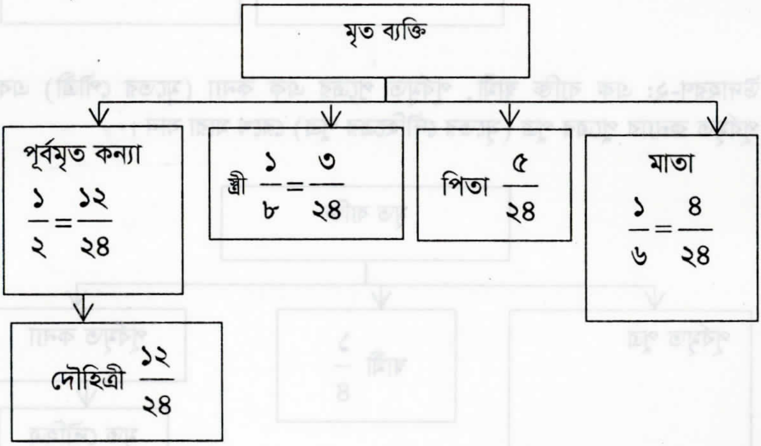

মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীনে মিরাস বন্টনে কতিপয় উদাহরণ

উদাহরণ-১: এক ব্যক্তি এক কন্যা, এক তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান ও পূর্বমৃত পুত্রের এক কন্যা (মৃতের পৌত্রী) রেখে মারা যান।

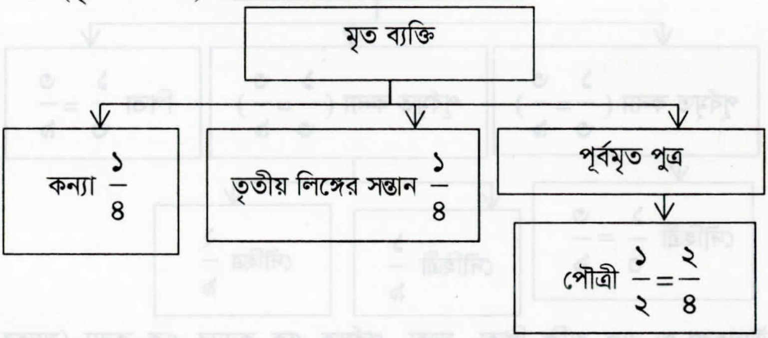

উদাহরণ-২: এক ব্যক্তি পিতা এবং পূর্বমৃত কন্যার এক কন্যা (মৃতের দৌহিত্রী) রেখে মারা যান।

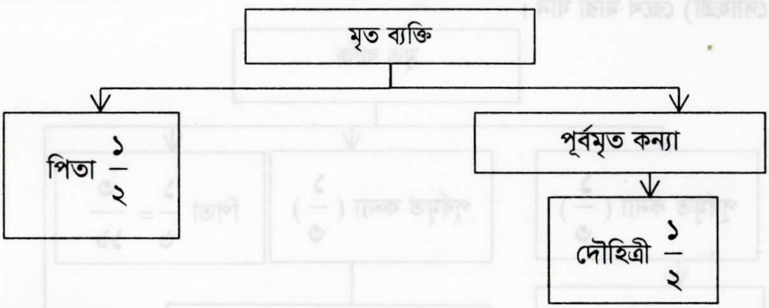

উদাহরণ-৩: এক ব্যক্তি এক সহোদর ভাই, এক সহোদর বোন এবং পূর্বমৃত কন্যার এক কন্যা (মৃতের দৌহিত্রী) রেখে মারা যান।

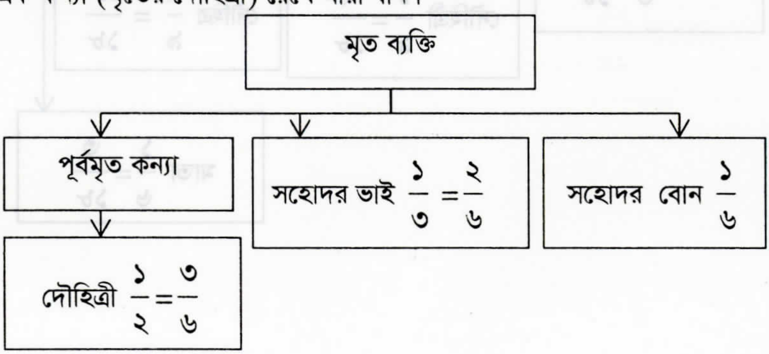

উদাহরণ-৪: এক ব্যক্তি পিতা, পূর্বমৃত কন্যার এক কন্যা (মৃতের দৌহিত্রী), পূর্বমৃত আরেক কন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা (মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) রেখে মারা যান।

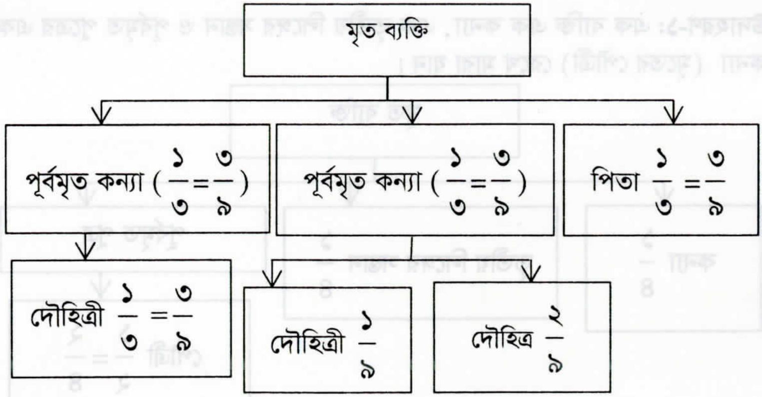

উদাহরণ-৫: এক ব্যক্তি পিতা, মাতা, পূর্বমৃত এক কন্যার এক কন্যা (মৃতের দৌহিত্রী) এবং পূর্বমৃত আরেক কন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা (মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) রেখে মারা যান।

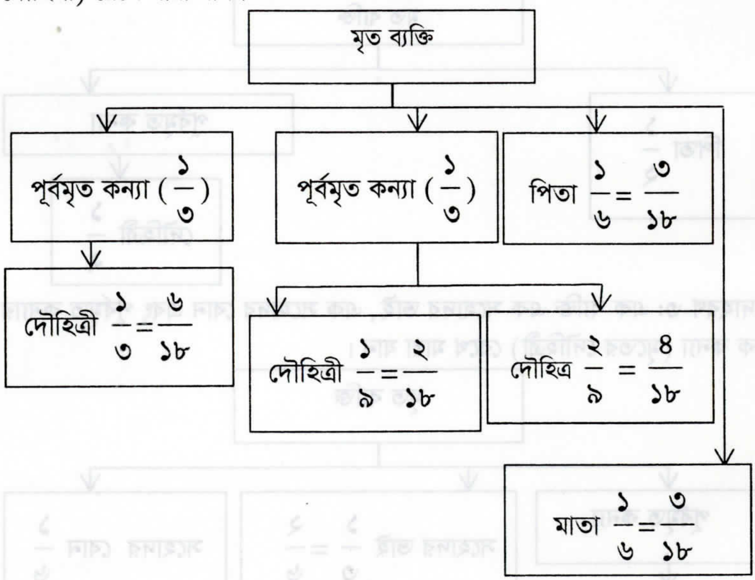

প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ গর্ভস্থ সন্তান হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধানের প্রয়োগ

মুসলিম উত্তরাধিকারী আইনে গর্ভস্থ সন্তান জীবিত ভূমিষ্ট হওয়ার শর্তে ওয়ারিশ হয় এবং মিরাসের অংশ পায়। উত্তরাধিকার আইনের এই নীতির ভিত্তিতে গর্ভস্থ সন্তানও প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হবে। যার কারণে পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ পাবে।

পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে:

উদাহরণ-১: এক ব্যক্তি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা ও পূর্বমৃত পুত্রের গর্ভবতী বিধবা স্ত্রী রেখে মৃত্যু বরণ করেন।

ক্র.ন.	বিভিন্ন অবস্থা	স্ত্রী	পুত্র	পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান	কন্যা
১.	জীবিত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৮}=\frac{৫}{৪০}$	$\frac{১৪}{৪০}$	$\frac{১৪}{৪০}$	$\frac{৭}{৪০}$
২.	মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৮}=\frac{৩}{২৪}$	$\frac{১৪}{২৪}$	শূন্য	$\frac{৭}{২৪}$

(১) মৃতের সন্তান থাকায় স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে।

(২) স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট $\frac{৭}{৮}$ অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ সন্তানের প্রভাব নিম্নরূপভাবে পড়বে:

(ক) জীবিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে মৃতের পুত্র সংখ্যা দুই এবং কন্যা সংখ্যা হবে এক এবং সেই অনুপাতে অংশ বন্টিত হবে।

(খ) মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার জন্য কোনো অংশ থাকবে না। স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে অংশ বন্টিত হবে।

উদাহরণ-২: এক ব্যক্তি স্ত্রী, পিতা ও এক কন্যা এবং পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রীর গর্ভস্থ এক সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ক্র.ন.	বিভিন্ন অবস্থা	স্ত্রী	পিতা	পূর্বমৃত পুত্রের বিধবার গর্ভস্থ সন্তান	কন্যা
১.	জীবিত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৮} = \frac{৯}{৭২}$	$\frac{১}{৬} = \frac{১২}{৭২}$	$\frac{৩৪}{৭২}$	$\frac{১৭}{৭২}$
২.	মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৮}$	$\frac{৩}{৮}$	শূন্য	$\frac{১}{২} = \frac{৪}{৮}$

উদাহরণ-৩: এক ব্যক্তি স্বামী, এক পুত্র ও পূর্বমৃত এক পুত্রের গর্ভবতী বিধবা স্ত্রী রেখে মৃত্যু বরণ করেন।

ক্র.ন.	বিভিন্ন অবস্থা	স্বামী	পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান	পুত্র
১.	জীবিত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৪} = \frac{২}{৮}$	$\frac{৩}{৮}$	$\frac{৩}{৮}$
২.	মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৪}$	শূন্য	$\frac{৩}{৪}$

রাদ মতবাদ (Doctrine of Return) এবং মুসলিম পারিবারিক আইনের অধীনে উদাহরণ: টেবিল-১

ক্র. নং	জীবিত ওয়ারিশ	হানাফি আইনে প্রাপ্য অংশ[৩১]		মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রাপ্য অংশ
		মূল প্রাপ্য অংশ	রাদ মতবাদ অনুযায়ী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশসহ প্রাপ্য অংশ	
১।	মাতা	১/৬	১/৫	১/৬ = ৩/১৮
	এক কন্যা	১/২ = ৩/৬	৩/৫	৫/১৮ (আসাবা)
	এক পৌত্রী	১/৬	১/৫	১০/১৮ (আসাবা)
২।	মাতা	১/৬	১/৪	১/৬
	এক পৌত্রী	১/২ = ৩/৬	৩/৪	৫/৬ (আসাবা)
৩।	স্ত্রী	১/৮	১/৮ = ৫/৪০	৩/২৪ = ১/৮
	মাতা	১/৬	১/৫ = ৭/৪০	৪/২৪ = ১/৬
	এক পুত্রযোগে দুই পৌত্রী	৪/৬	৪/৫ = ২৮/৪০	১৭/২৪ (আসাবা)
৪।	স্ত্রী	১/৮	১/৮	১/৮
	এক পৌত্রী	১/২	৭/৮	৭/৮ (আসাবা)

---

[৩১] Muslim Law of Inheritance, by Al-Haz Mahomed Ullah, p-37& p-39; Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla: p-82,83 .

টেবিল-২
মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী প্রাপ্য অংশ

ক্র. নং	জীবিত ওয়ারিশ	মূল প্রাপ্য অংশ	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশসহ মোট অংশ
১।	স্বামী	$\frac{১}{৪}$	-	$\frac{১}{৪}$*
	পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান (দৌহিত্রী)	$\frac{১}{২}=\frac{২}{৪}$	$\frac{১}{৪}$	$\frac{৩}{৪}$
২।	স্বামী	$\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$	-	$\frac{৩}{১২}$
	পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান এবং এক জীবিত কন্যা	$\frac{২}{৩}=\frac{৮}{১২}$	$\frac{১}{১২}$	$\frac{৯}{১২}$
৩।	স্ত্রী	$\frac{১}{৮}$	-	$\frac{১}{৮}$
	পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান	$\frac{১}{২}=\frac{৪}{৮}$	$\frac{৩}{৮}$	$\frac{৭}{৮}$
৪।	স্ত্রী	$\frac{১}{৮}=\frac{৩}{২৪}$	-	$\frac{৩}{২৪}$
	দুই জীবিত কন্যা এবং পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান	$\frac{২}{৩}=\frac{১৬}{২৪}$	$\frac{৫}{২৪}$	$\frac{২১}{২৪}$
৫।	মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৩০}$	$\frac{১}{৫}$
	পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান এবং এক জীবিত কন্যা	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	$\frac{৪}{৩০}$	$\frac{৪}{৫}$
৬।	মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{১২}$	$\frac{১}{৪}$
	পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{১}{৪}$	$\frac{৩}{৪}$

* কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ থাকায় স্বামীর অংশ বর্ধিত হয়নি।

ক্র. নং	জীবিত ওয়ারিশ	মূল প্রাপ্য অংশ	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশসহ মোট অংশ
৭।	স্বামী	$\frac{১}{৪}$	-	$\frac{৪}{১৬}$
	মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৪৮}$	$\frac{৩}{১৬}$
	পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৪৮}$	$\frac{৯}{১৬}$
৬।	স্ত্রী	$\frac{১}{৮}=\frac{৩}{২৪}$	-	$\frac{৪}{৩২}$
	মাতা	$\frac{১}{৬}=\frac{৪}{২৪}$	$\frac{৫}{৯৬}$	$\frac{৭}{৩২}$
	পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান	$\frac{১}{২}=\frac{১২}{২৪}$	$\frac{১৫}{৯৬}$	$\frac{২১}{৩২}$
৭।	স্ত্রী	$\frac{১}{৮}$	-	$\frac{৫}{৪০}$
	মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{১২০}$	$\frac{৭}{৪০}$
	জীবিত এক কন্যা এবং পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	$\frac{৪}{১২০}$	$\frac{২৮}{৪০}$

১। রাদের মতবাদ অনুযায়ী স্বামী এবং স্ত্রীর অংশ বৃদ্ধি পায় না।

২। পূর্বমৃত এক কন্যাযোগে দৌহিত্র ও দোহিত্রীর সংখ্যা একাধিক হলে 'পুত্র কন্যার দ্বিগুন' এই হারে পূর্বমৃত কন্যার প্রাপ্য অংশ দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর মধ্যে বন্টিত হবে।

আউল মতবাদ (Doctrine of Increase) এবং মুসলিম পারিবারিক আইন

ক্র.নং	জীবিত ওয়ারিশ	হানাফি আইনে প্রাপ্য অংশ[৩২]		মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রাপ্য অংশ
		মূল প্রাপ্য অংশ	আউলের মতবাদ অনুযায়ী হ্রাসকৃত প্রাপ্য অংশ	
১।	মাতা	১/৬ = ২/১২	২/১৩	১/৬ = ৬/৩৬
	স্বামী	১/৪ = ৩/১২	৩/১৩	১/৪ = ৯/৩৬
	এক কন্যা	১/২ = ৬/১২	৬/১৩	৭/৩৬ (আসাবা)
	এক পৌত্রী	১/৬ = ২/১২	২/১৩	১৪/৩৬ (আসাবা)

[৩২] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla: p-71,77 & Muslim Law, by SH. Shaukat Mahmood: p-251(উক্ত গ্রন্থসমূহ হতে হানাফি আইনের উদাহরণ নেওয়া হয়েছে)।

প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে হানাফি আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তিত অবস্থা সংক্রান্ত টেবিল-১

ক্র. নং	জীবিত ওয়ারিশ	হানাফি আইনে প্রাপ্য অংশ[৩৩]	মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রাপ্য অংশ	
			একই পুত্রযোগে পৌত্র/পৌত্রী	ভিন্ন ভিন্ন পুত্রযোগে পৌত্র/পৌত্রী
১।	এক কন্যা	১/২ = ৩/৬	১/৩ = ৩/৯ (আসাবা)	১/৫ (আসাবা)
	এক পৌত্র	১/৩ = ২/৬ (আসাবা)	৪/৯ (আসাবা)	২/৫ (আসাবা)
	এক পৌত্রী	১/৬ (আসাবা)	২/৯ (আসাবা)	২/৫ (আসাবা)
২।	দুই কন্যা	২/৩ = ৬/৯	৩/৬ (আসাবা)	১/৩ (আসাবা)
	এক পৌত্র	২/৯ (আসাবা)	২/৬ (আসাবা)	১/৩ (আসাবা)
	এক পৌত্রী	১/৯ (আসাবা)	১/৬ (আসাবা)	১/৩ (আসাবা)
৩।	পিতা	১/৬	১/৬ = ৬/৩৬	১/৬ = ৯/৫৪
	মাতা	১/৬	১/৬ = ৬/৩৬	১/৬ = ৯/৫৪
	এক কন্যা	১/২ = ৩/৬	২/৯ = ৮/৩৬	৪/৫৪ (আসাবা)
	চার পৌত্রী	১/৬	৪/৯ = ১৬/৩৬	৩২/৫৪ (আসাবা)

[৩৩] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla: p-69-74;; BR Verma Islamic Law: P-446 (উক্ত গ্রন্থসমূহ হতে হানাফি আইনের উদাহরণ নেওয়া হয়েছে).

ক্র. নং	জীবিত ওয়ারিশ	হানাফি আইনে প্রাপ্য অংশ[৩৪]	মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রাপ্য অংশ	
			একই পুত্রযোগে পৌত্র/পৌত্রী	ভিন্ন ভিন্ন পুত্রযোগে পৌত্র/পৌত্রী
৪।	এক কন্যা	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{১}{৩}=\frac{৩}{৯}$	$\frac{১}{৫}$ (আসাবা)
	এক পৌত্র	$\frac{২}{৬}$ (আসাবা)	$\frac{৪}{৯}$ (আসাবা)	$\frac{২}{৫}$ (আসাবা)
	এক পৌত্রী	$\frac{১}{৬}$ (আসাবা)	$\frac{২}{৯}$ (আসাবা)	$\frac{২}{৫}$ (আসাবা)
	প্রপৌত্র	শূন্য	শূন্য	শূন্য
	প্রপৌত্রী	শূন্য	শূন্য	শূন্য
৫।	স্বামী	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪}=\frac{২}{৮}$
	এক পুত্র	$\frac{৩}{৪}$	$\frac{৩}{৪}$	$\frac{৩}{৮}$ (আসাবা)
	এক পৌত্রী	শূন্য (পুত্র দ্বারা বঞ্চিত)	শূন্য	$\frac{৩}{৮}$ (আসাবা)
৬।	স্বামী	$\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪}=\frac{৫}{২০}$
	এক কন্যা	$\frac{১}{২}=\frac{৬}{১২}$	$\frac{১}{৪}$ (আসাবা)	$\frac{৩}{২০}$ (আসাবা)
	দুই পৌত্রী	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$	$\frac{২}{৪}$ (আসাবা)	$\frac{১২}{২০}$ (আসাবা)
	সহোদর ভাই	$\frac{১}{১২}$	শূন্য	শূন্য
৭।	এক পৌত্রী	$\frac{১}{২}$	সম্পূর্ণ অংশ	সম্পূর্ণ অংশ (পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ)
	এক প্রপৌত্র	$\frac{১}{২}$	শূন্য	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত

[৩৪] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla: p-69-74:; BR Verma Islamic Law: P-446 (উক্ত গ্রন্থসমূহ হতে হানাফি আইনের উদাহরণ নেওয়া হয়েছে).

প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে হানাফি আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিবর্তিত অবস্থা সংক্রান্ত টেবিল-২

ক্র.নং	জীবিত ওয়ারিশ	হানাফি আইনে প্রাপ্য অংশ[৩৫]	মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রাপ্য অংশ
১।	দুই কন্যা	$\frac{২}{৩}$ (প্রত্যেকে $\frac{১}{৩}$)	$\frac{১}{২}$ (প্রত্যেকে $\frac{১}{৪}$) (আসাবা)
	পৌত্র	$\frac{১}{৩}$ (আসাবা)	$\frac{১}{২}$ (আসাবা)
	প্রপৌত্র	শূন্য (পৌত্র দ্বারা বঞ্চিত)	(প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্র দ্বারা বঞ্চিত)
	প্রপৌত্রী	শূন্য (পৌত্র দ্বারা বঞ্চিত)	(প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্র দ্বারা বঞ্চিত)
২।	পিতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}$
	মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}$
	দুই পৌত্রী (দুই পুত্রযোগে)	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	$\frac{৪}{৬}$ (প্রত্যেকে $\frac{২}{৬}$) (আসাবা)
	এক প্রপৌত্রী	শূন্য (একাধিক পৌত্রী থাকায় বঞ্চিত)	শূন্য
৩।	এক পৌত্রী	$\frac{১}{২}$	১ (সম্পূর্ণ অংশ) পুত্রের (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে)
	এক প্রপৌত্র	$\frac{১}{২}$ (আসাবা)	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত
	বোন	শূন্য	শূন্য

[৩৫] Mulla's Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla: p-68, 74, 75; Muslim Law of Inheritance, by Al-Haz Mahomed Ullah, p-16; Muslim Family Laws, p-12 & Muslim Law, by SH. Shaukat Mahmood: p-247, 248 & 260; BR Verma' Islamic Law: P-446 (উক্ত গ্রন্থসমূহ হতে হানাফি আইনের উদাহরণ নেওয়া হয়েছে)।

ক্র. নং	জীবিত ওয়ারিশ	হানাফি আইনে প্রাপ্য অংশ	মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রাপ্য অংশ
৪।	পিতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}$
	মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}$
	এক পৌত্রী	$\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$	$\frac{৪}{৬}$ (আসাবা)
	এক প্রপৌত্রী	$\frac{১}{৬}$ (এক পৌত্রী থাকায় বঞ্চিত হয়নি)	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত
৫।	এক কন্যা	$\frac{১}{২} = \frac{৯}{১৮}$	$\frac{১}{৩}$ (আসাবা)
	এক পৌত্রী	$\frac{১}{৬} = \frac{৩}{১৮}$	$\frac{২}{৩}$ (আসাবা)
	এক প্রপৌত্র	$\frac{২}{৯} = \frac{৪}{১৮}$ (আসাবা)	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্র দ্বারা বঞ্চিত
	এক প্রপৌত্রী	$\frac{১}{৯} = \frac{২}{১৮}$ (আসাবা)	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্র দ্বারা বঞ্চিত
৬।	স্ত্রী	$\frac{১}{৮} = \frac{৩}{২৪}$	$\frac{৩}{২৪}$
	কন্যা	$\frac{১}{২} = \frac{১২}{২৪}$	$\frac{৭}{২৪}$
	পৌত্রী	$\frac{১}{৬} = \frac{৪}{২৪}$	$\frac{১৪}{২৪}$
	বৈমাত্রেয়ী বোন	$\frac{৫}{২৪}$	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত

ক্র. নং	জীবিত ওয়ারিশ	হানাফি আইনে প্রাপ্য অংশ	মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রাপ্য অংশ
৭।	দুই পৌত্রী	$\frac{২}{৩}=\frac{৬}{৯}$ (প্রত্যেকে $\frac{১}{৩}$)	সম্পূর্ণ অংশ (প্রত্যেকে $\frac{১}{২}$)
	প্রপৌত্র	$\frac{২}{৯}$ (আসাবা)	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
	প্রপৌত্রী	$\frac{১}{৯}$ (আসাবা)	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
৮।	দুই কন্যা	$\frac{২}{৩}=\frac{৮}{১২}$	$\frac{১}{২}$ (প্রত্যেকে $\frac{১}{৪}$) (আসাবা)
	এক পৌত্রী	$\frac{১}{১২}$ (আসাবা)	$\frac{১}{২}$ (আসাবা)
	এক প্রপৌত্র	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$ (আসাবা)	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
	এক প্রপৌত্রী	$\frac{১}{১২}$ (আসাবা)	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
৯।	দুই পৌত্রী	$\frac{২}{৩}$	সম্পূর্ণ অংশ
	এক সহোদর বোন	$\frac{১}{৩}$ (আসাবা)	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত
	ভাইয়ের পুত্র	শূন্য	শূন্য
১০।	দাদা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}=\frac{৩}{১৮}$
	মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}=\frac{৩}{১৮}$
	চার কন্যা	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	$\frac{৮}{১৮}$ (প্রত্যেকে $\frac{২}{১৮}$)
	এক পৌত্রী	শূন্য (একাধিক কন্যা থাকায় বঞ্চিত)	$\frac{৪}{১৮}$

ক্র. নং	জীবিত ওয়ারিশ	হানাফি আইনে প্রাপ্য অংশ	মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রাপ্য অংশ
১১।	কন্যা	$\frac{১}{২}=\frac{৬}{১২}$	$\frac{৩}{২০}$
	দুই পৌত্রী (দুই পুত্রযোগে)	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$	$\frac{১২}{২০}$
	স্বামী	$\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$	$\frac{১}{৪}=\frac{৫}{২০}$
	সহোদর ভাই	$\frac{১}{১২}$ আসাবা	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
১২।	তিন কন্যা	$\frac{২}{৩}=\frac{৬}{৯}$	$\frac{৩}{৫}$ (আসাবা)
	এক পৌত্রী (আসাবা)	$\frac{১}{৯}$	$\frac{২}{৫}$ (আসাবা)
	এক প্রপৌত্র (আসাবা)	$\frac{২}{৯}$	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
১৩।	দুই পৌত্রী	$\frac{২}{৩}$	সম্পূর্ণ অংশ (প্রত্যেকে $\frac{১}{২}$) (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে)
	সহোদর বোন	$\frac{১}{৩}$ (আসাবা)	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
১৪।	এক পৌত্রী	$\frac{১}{২}$	সম্পূর্ণ অংশ (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে)
	এক প্রপৌত্রী	$\frac{১}{২}$	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
	বোন	শূন্য	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)

ক্র. নং	জীবিত ওয়ারিশ	হানাফি আইনে প্রাপ্য অংশ	মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রাপ্য অংশ
১৫।	চার পৌত্রী	$\frac{২}{৩}=\frac{৬}{৯}$	সম্পূর্ণ অংশ (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে)
	এক প্রপৌত্র	$\frac{২}{৯}$	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
	এক প্রপৌত্রী	$\frac{১}{৯}$	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
	বোন	শূন্য	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
১৬।	পৌত্রী	$\frac{১}{২}$	সম্পূর্ণ অংশ (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে)
	সহোদর বোন	$\frac{১}{২}$ (আসাবা)	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত
	ভাইয়ের পুত্র	শূন্য	প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত
১৭।	এক কন্যা	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৫}{১৮}$ (আসাবা)
	পৌত্রী	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১০}{১৮}$ (আসাবা)
	মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}=\frac{৩}{১৮}$
	সহোদর বোন	$\frac{১}{৬}$ (আসাবা)	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
১৮।	কন্যা	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{৩}$ (আসাবা)
	পৌত্রী	$\frac{১}{৬}$	$\frac{২}{৩}$ (আসাবা)
	সহোদর বোন	$\frac{১}{৩}$ (আসাবা)	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)

ক্র. নং	জীবিত ওয়ারিশ	হানাফি আইনে প্রাপ্য অংশ	মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রাপ্য অংশ
১৯।	পিতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}$
	মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}$
	পৌত্রী	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$
	প্রপৌত্রী	$\frac{১}{৬}$	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
২০।	স্বামী	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪}=\frac{২}{৮}$
	পুত্র	$\frac{৩}{৪}$	$\frac{৩}{৮}$
	পৌত্রী (পূর্বমৃত পুত্রযোগে)	শূন্য	$\frac{৩}{৮}$

প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে হানাফি আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইনে পরিবর্তন না হওয়ার টেবিল

ক্র.নং	জীবিত ওয়ারিশ	হানাফি আইনে প্রাপ্য অংশ	মুসলিম পারিবারিক আইনে প্রাপ্য অংশ
১।	এক পৌত্র	২/৩ (আসাবা)	২/৩ (আসাবা)
	এক পৌত্রী	১/৩ (আসাবা)	১/৩ (আসাবা)
২।	দৌহিত্র	২/৩	২/৩ (আসাবা)
	দৌহিত্রী	১/৩	১/৩ (আসাবা)
৩।	পিতা	১/৬	১/৬
	মাতা	১/৬	১/৬
	দুই পৌত্রী (এক পুত্রযোগে)	২/৩	২/৩ (আসাবা)
	প্রপৌত্রী	শূন্য (দুই পৌত্রী থাকায় বঞ্চিত)	শূন্য (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পৌত্রী দ্বারা বঞ্চিত)
৪।	স্ত্রী	১/৮	১/৮
	পৌত্রী	৭/৮	৭/৮ (আসাবা)
৫।	দুই দৌহিত্র	৪/৫	৪/৫
	এক দৌহিত্রী	১/৫	১/৫

শিয়া আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইন

মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকের উপর প্রযোজ্য হওয়ায় উক্ত আইনের ৪ ধারার প্রতিনিধিত্বের বিধান বাংলাদেশের নাগরিক শিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিনিধিত্বের বিধান দ্বিতীয় প্রজন্মের ওয়ারিশ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় শিয়া আইনের দ্বিতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে। তৃতীয় প্রজন্ম অর্থাৎ প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রের সন্তান এবং দৌহিত্রীর সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ায় তৃতীয় প্রজন্ম ও তদ্‌নিম্নক্রম ওয়ারিশের ক্ষেত্রে শিয়া উত্তরাধিকার আইনের মূল প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রযোজ্য হবে।

শিয়া আইন, হানাফি আইন, মুসলিম পারিবারিক আইনের তুলনা

উদাহরণ-১: এক ব্যক্তি এক পৌত্রী ও এক দৌহিত্রী রেখে মারা যান।

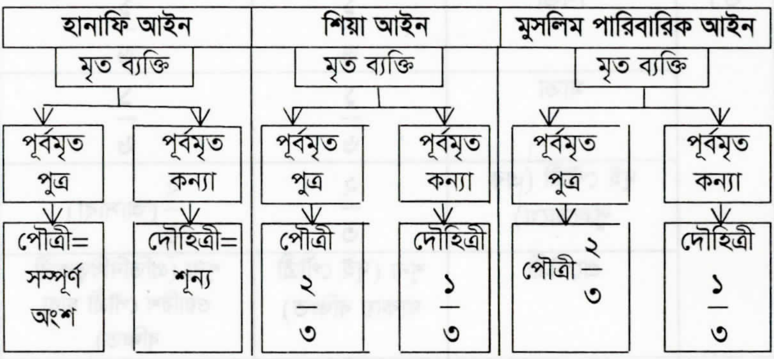

উদাহরণ-২: এক ব্যক্তি এক পুত্র ও পৌত্র রেখে মারা যান।

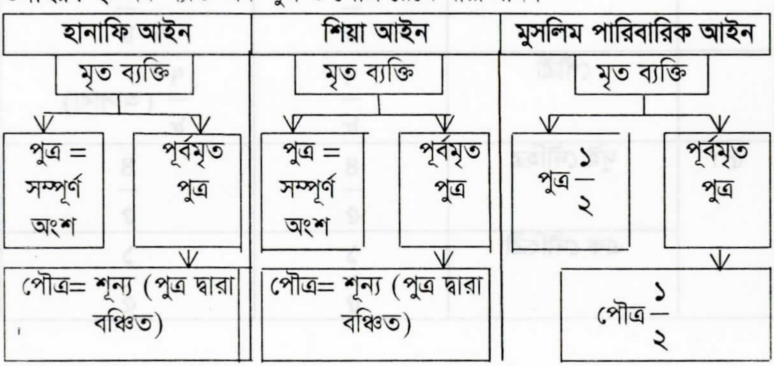

উদাহরণ[৩৬]

ক্র.নং	ওয়ারিশ		হানাফি আইন	শিয়া আইন	মুসলিম পারিবারিক আইন
	যার মাধ্যমে ওয়ারিশ	জীবিত ওয়ারিশ			
১।	পূর্বমৃত পুত্র করিম যোগে	পৌত্র (আলি)	১/৩	১/২	১/২
	পূর্বমৃত পুত্র রহিম যোগে	পৌত্র (হাসান)	১/৩	১/৪	১/৪
		পৌত্র (হোসেন)	১/৩	১/৪	১/৪
২।	পূর্বমৃত কন্যা যোগে	দৌহিত্র	শূন্য	সম্পূর্ণ অংশ*	সম্পূর্ণ অংশ*
		দাদি	১/৬	শূন্য	শূন্য
		সহোদর ভাই	৫/৬	শূন্য	শূন্য
৩।	পূর্বমৃত পুত্র আরমান যোগে	পৌত্র (সোলেমান)	১/২	১/৩	১/৩
		পৌত্র (রহমান)	১/২	১/৩	১/৩
	পূর্বমৃত কন্যা নাসিমা যোগে	দৌহিত্র (করিম)	শূন্য	১/৬	১/৬
		দৌহিত্র (রহিম)	শূন্য	১/৬	১/৬

* শিয়া আইনে দৌহিত্র প্রথম শ্রেণির ওয়ারিশ হওয়ায় শিয়া উত্তরাধিকার আইনের বিধানমতে সে দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়ারিশ দাদি ও সহোদর ভাইকে বঞ্চিত করেছে।

[৩৬] Mulla's Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla: p-118; Muslim Law of Inheritance, by Al-Haz Mahomed Ullah, p-67,71,72; Outlines of Muhammadan Law: p-443, Muslim Law, by SH. Shaukat Mahmood: p-296,300; (উক্ত গ্রন্থসমূহ হতে হানাফি ও শিয়া আইনের উদাহরণ নেওয়া হয়েছে)।

ক্র.নং	ওয়ারিশ		হানাফি আইন	শিয়া আইন	মুসলিম পারিবারিক আইন
	যার মাধ্যমে ওয়ারিশ	জীবিত ওয়ারিশ			
৪।	পূর্বমৃত পুত্র রফিক যোগে	পৌত্রী (আলেয়া)	১/৪	২/৬	২/৬ = ৬/১৮
	পূর্বমৃত পুত্র হাসান যোগে	পৌত্র (সোহেল)	১/২	২/৯	২/৯ = ৪/১৮
		পৌত্রী (সুফিয়া)	১/৪	১/৯	১/৯ = ২/১৮
	পূর্বমৃত কন্যা ফাতেমা যোগে	দৌহিত্রী (রোমেছা)	শূন্য	১/৬	১/৬ = ৩/১৮
	পূর্বমৃত কন্যা রাহেলা যোগে	দৌহিত্র (আলম)	শূন্য	১/৯	১/৯ = ২/১৮
		দৌহিত্রী (মরিয়ম)	শূন্য	১/১৮	১/১৮
৫।	জীবিত	কন্যা (আলেয়া)	১/২	সম্পূর্ণ অংশ	১/৩
	পূর্বমৃত পুত্র কবির যোগে	পৌত্রী (বিলকিস)	১/২	শূন্য	২/৩

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়ারিশ

তোমাদের প্রত্যেকের নিকট তার ওয়ারিশের মাল তার নিজের মাল অপেক্ষা প্রিয় (সুনানু নাসাঈ: হাদিস নং ৩৬১৩)।

যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে শরিয়ত সম্মতভাবে উত্তরাধিকার লাভ করে, ঐ ব্যক্তিকে ওয়ারিশ বলা হয়।[১] শরিয়ত হচ্ছে ইসলাম ধর্ম সমন্ধীয় বিধিবিধান এবং শরিয়ত অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তির অধিকারী ব্যক্তিগণই ওয়ারিশ। পবিত্র কুরআনের সুরা নিসা'র ৭, ১১, ১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে কতিপয় ওয়ারিশের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া হাদিস ও ইজমা দ্বারাও কতিপয় ওয়ারিশ নির্ধারিত হয়েছে। এরূপ ওয়ারিশের সংখ্যা অনেক হলেও সবাই একত্রে মিরাসের অংশ পায় না। রক্ত সম্পর্কীয় নিকটবর্তী ওয়ারিশ দ্বারা দূরবর্তী ওয়ারিশ বঞ্চিত হয়, ফারাইযের এ নীতির কারণে একই সাথে সম্পত্তির অংশ পাওয়া ওয়ারিশ সংখ্যা সীমিত সংখ্যায় পরিণত হয়।

ফারাইয অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারী ওয়ারিশগণ হচ্ছে জন্মসূত্রে উর্ধ্বগামী বংশধর, জন্মসূত্রে নিম্নগামী বংশধর ও জন্মসূত্রে সহগামী বংশধর এবং বৈবাহিক সূত্রে স্বামী ও স্ত্রী। "অধিকতর নিকটতর আত্মীয় অধিকতর দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে", এই নীতির ক্ষেত্র ব্যতীত উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী বংশধর কখনো অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না। এছাড়া বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ স্বামী ও স্ত্রী কখনো মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না। জন্মসূত্রে সহগামী বংশধর উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী বংশধর দ্বারা মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়।

[১] ফাতাওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২১।

মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অধিকারী ব্যক্তি

বঞ্চিতকরণ নীতির ক্ষেত্র ব্যতীত মৃত ব্যক্তির সাথে রক্ত ও বৈবাহিক আত্মীয়তার সূত্রে সম্পর্কিত প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তি ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ পাওয়ার অধিকারী। গর্ভস্থ সন্তানও জীবিত ভূমিষ্ট হলে মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অধিকারী।[২] অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব, অপ্রকৃতিস্থতা, পুরুষত্বহীনতা, লিঙ্গ, ইত্যাদি কোনো কিছুই উত্তরাধিকারীত্বের অন্তরায় নয়।[৩] কোনোরূপ লিখিত বা মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমেও ওয়ারিশী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা যায় না এবং ওয়ারিশী স্বত্ব পরিত্যাগও করা যায় না। এছাড়া সন্তান বা অন্য কোনো ওয়ারিশকে ত্যজ্য ঘোষণাপূর্বক সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত করা যায় না। ত্যজ্য ঘোষণা করলেও তা আইনে অকার্যকর হবে এবং ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ পাবে।

ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি

ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টির শর্ত তিনটি, যথা: (১) সম্পত্তির মালিকের মৃত্যু হওয়া; (২) সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর সময় ওয়ারিশের জীবিত থাকা;[৪] এবং (৩) সম্পত্তির মালিকের সাথে আত্মীয়তার যোগসূত্র।

(১) সম্পত্তির মালিকের মৃত্যু হওয়া

সম্পত্তির মালিকের জীবিতাবস্থায় ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি হয় না। সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর মূহূর্ত হতেই ওয়ারিশগণের মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি হয়।[৫]

মুরিসের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের দাবি সৃষ্টি হয় না। মুরিস নিখোঁজ হলে এবং তার জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে

---

[২] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, P-394.

[৩] Mahar Ali v. Amani 2 B.L.R.A.C.306. (1869) (Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-94).

[৪] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৬৭৫ এবং ফাতওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২৭।

[৫] PLD 1975 Lah. 59 (DB) (Muslim Law: SH. Shaukat Mahmood, p-238 হতে উদ্বৃত) ; Outlines of Muhammadan Law, by ASAF A.A. FYZEE, & PLD 1975 lah 59(DB).

কোনো কিছু জানা না গেলে আদালতের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আদালত তাকে মৃত ঘোষণা করে রায় দিলে তাকে মৃত গণ্য করে তার সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা যায়।[৬]

সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুতেই কেবল মিরাস বন্টন করতে হয়। এই মৃত্যু বাস্তব মৃত্যুও হতে পারে অথবা আইনগত মৃত্যুও হতে পারে। যেমন দীর্ঘদিন যাবত নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আইনগতভাবে মৃত ঘোষণা করা হলে তার সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা যায়।

জলিলের পুত্র কামাল। জলিল তার সম্পত্তি রহমানকে দান করে। জলিলের জীবিতাবস্থায়ই পুত্র কামাল জলিলের মৃত্যুর পর দানকৃত সম্পত্তির সে ওয়ারিশ হবে, এই অধিকারে রহমানের বিরুদ্ধে কৃত দানটিকে অনুচিত প্রভাব বিস্তারমূলক দান হিসেবে দাবি করে। জলিল জীবিত থাকায় পুত্র কামালের এরূপ দাবি উত্থাপনের আইনগত সুযোগ নেই।[৭] তবে জলিলের মৃত্যুর পর কামাল অনুচিত প্রভাবের সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে দানের বৈধতা নিয়ে আইনগত প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে।[৮]

মৃত্যুর সাথে সাথে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টনযোগ্য সম্পত্তির ওপর তাদের ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ওয়ারিশের প্রাপ্য অংশ তার কাছে আপনা হতে ন্যস্ত হয়। যার কারণে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্টনের পূর্বে কোনো ওয়ারিশ মৃত্যুবরণ করলেও তার প্রাপ্য অংশ তার ওয়ারিশগণ প্রাপ্য হবে। যেমন, ছেলে রহমান এবং মেয়ে সালমাকে রেখে করিম মৃত্যুবরণ করে। ফারাইয অনুযায়ী ছেলে রহমান ত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ এবং মেয়ে সালমা তিন ভাগের এক ভাগ প্রাপ্য। কিন্তু মৃত করিমের সম্পত্তি বন্টনের পূর্বেই ছেলে রহমান মারা যায়। এক্ষেত্রে করিমের সম্পত্তি বন্টনের সময় মৃত পুত্র রহমানের

---

[৬] দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৬৭৬।

[৭] PLD 1975 S.C.624 (Muslim Law: SH. Shaukat Mahmood, p-238 হতে উদ্বৃত).

[৮] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-51.

ওয়ারিশগণ উক্ত তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে এবং অবশিষ্ট তিন ভাগের এক ভাগ মেয়ে সালমা পাবে।[৯]

(২) সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর সময় ওয়ারিশের জীবিত থাকা

উত্তরাধিকারের একটি আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ওয়ারিশ এর জীবিত থাকা। সন্দেহজনক ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে একজন অন্যজনের ওয়ারিশ অথচ জানা যায় না যে, কার মৃত্যু আগে ঘটেছে, এরূপ ক্ষেত্রে একে অপরের ওয়ারিশ হয় না।[১০]

Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পূর্বে তার কোনো সন্তান মারা গেলে, ঐ পূর্বমৃত সন্তানের যদি কোনো সন্তান থাকে, তবে তারা পূর্বমৃত সন্তানের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়ে স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ হবেন এবং পূর্বমৃত সন্তানের প্রাপ্য অংশ প্রতিনিধি হিসেবে পাবে।

এছাড়া গর্ভস্থ সন্তান সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পরে জীবিত ভূমিষ্ট হলে তাকে সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর সময় জীবিত ছিল বলে গণ্য করতে হবে এবং উক্ত সন্তানও ওয়ারিশ হবে।

(৩) সম্পত্তির মালিকের সাথে আত্মীয়তার যোগসূত্র

১। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তিতে পুরুষেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি (সুরা নিসাঃ আয়াত-৭)।

২। কেউ সম্পদ রেখে গেলে সে সম্পদ পাবে তার ঘনিষ্ট আত্মীয়, সে যেই হোক না কেন (তিরমিযীঃ হাদিস-২০৯৩)

ওয়ারিশ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো মৃত ব্যক্তির আত্মীয় হওয়া। মৃত ব্যক্তির জন্ম সম্পর্কীয় পিতা-মাতা ও সন্তান, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং বৈবাহিক সম্পর্কীয় স্বামী ও স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাওয়ার যোগ্য। পিতা-মাতা ও সন্তান ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়গণের মধ্যে অধিকতর নিকটবর্তী আত্মীয়গণ অধিকতর দূরবর্তী আত্মীয়গণের উপর অগ্রাধিকার পায়।[১১]

---

[৯] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-60.

[১০] Al-Sirajiyyah: p-68; ইসলামী বিশ্বকোষঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২০১।

[১১] কোরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর): পৃ-২৩৪।

ওয়ারিশী স্বত্ব বাধ্যতামূলক মালিকানা যা পরিত্যাগ করা যায় না

মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর বিভিন্ন ব্যয় ও দাবি মেটানোর পর অবশিষ্ট সম্পত্তি হতে ওয়ারিশগণের ফারাইযের নিয়মানুযায়ী অংশ পাওয়ার অধিকার জন্মায়। এই অধিকার হতে ওয়ারিশদের বঞ্চিত করা যায় না। ওয়ারিশের মতিস্ক বিকৃতি, অন্ধত্ব, বিকলাঙ্গতা বা অন্য যে কোনো প্রকারের শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা ওয়ারিশীর ক্ষেত্রে বাঁধা নয়।[১২]

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে যে উত্তরাধিকারী স্বত্ব সৃষ্টি হয়, উক্ত স্বত্ব পরিত্যাগ করা যায় না।[১৩]

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের অধীনে ওয়ারিশরা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে মালিকানা অর্জন করে, তা বাধ্যতামূলকভাবে অর্জিত মালিকানা। কোনো ওয়ারিশের এ মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ করা বা না করার ওপর তা নির্ভর করে না। কোনো ওয়ারিশ সে তার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করবে না মর্মে মুখে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও তাতে মালিকানা রহিত হয় না, সে ফারাইয এর বিধান অনুযায়ী ওয়ারিশী স্বত্বে ত্যক্ত সম্পত্তির প্রাপ্য অংশের মালিক হয়ে যায়। তবে এ মালিকানা অর্জনের পর তা যে কোনো প্রকারে হস্তান্তরে কোনো বাঁধা নেই।[১৪]

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে কোনো ওয়ারিশ কর্তৃক আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে ওয়ারিশী স্বত্ব পরিত্যাগের সুযোগ নেই।

করিমের এক পুত্র রহিম ও এক কন্যা মরিয়ম। করিম জীবিতাবস্থায় কন্যা মরিয়মকে এক হাজার টাকা দিয়ে তার বিনিময়ে ওয়ারিশী স্বত্ব পরিত্যাগের লিখিত অঙ্গীকারনামা নেয়। পরবর্তী পর্যায়ে করিম

---

[১২] Vide Mahar Ali v, Amani 2 B.L.R.A.C.306 (1869).

[১৩] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, P-391.

[১৪] কোরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর): পৃ-২৩৫ ও তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: পৃ-২৮২ এবং তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৮২।

মৃত্যুবরণ করলে কন্যা মরিয়ম ওয়ারিশী স্বত্ব হিসেবে করিমের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ দাবি করে। এ ক্ষেত্রে কন্যা মরিয়ম ওয়ারিশ হিসেবে তিন ভাগের এক ভাগ পাওয়ার বৈধ অধিকারী। কেননা ওয়ারিশী স্বত্ব পরিত্যাগ করা যায় না এবং ওয়ারিশী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তা হস্তান্তরও করা যায় না। তবে এক্ষেত্রে কন্যা এক হাজার টাকা গ্রহণ করায় তার প্রাপ্য তিন ভাগের এক ভাগ হতে উক্ত এক হাজার টাকা বাদ যাবে।[১৫]

ওয়ারিশী স্বত্বের ভিত্তি (grounds)

ওয়ারিশী স্বত্বের ভিত্তি আত্মীয়তা। উত্তরাধিকার কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতেই লাভ করা যায়। কোনো অনাত্মীয় উত্তরাধিকার হতে পারে না।[১৬]

এই আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে ওয়ারিশ দুই প্রকার:

ক। বৈবাহিক সম্পর্কিত ওয়ারিশ

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি হয়। তবে এই বিবাহ অবশ্যই বৈধ বিবাহ হতে হবে। অসিদ্ধ বা অবৈধ বিবাহ দ্বারা ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি হয় না।[১৭] এরূপ ওয়ারিশের সংখ্যা দুইজন, যথা: স্বামী ও স্ত্রী। এরা সর্বদাই নির্ধারিত অংশভোগী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ। যে কোনো শ্রেণির ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী কখনো আসাবা হয় না এবং কখনো মিরাস প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না।

(খ) রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশ

রক্তের সম্পর্কের দ্বারা ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশ বঞ্চিতকরণ নীতি সাপেক্ষে মিরাসের অংশ পাওয়ার অধিকারী।[১৮] রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশগণ প্রধানত তিন শ্রেণির,

---

[১৫] Sumsuddin v. Abdul Hussain (1906) 31 Bom. 165; Banoo Gegum v. Mir Abed Ali (1908) 32 Bom 172, 174-175 (Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-52.)

[১৬] তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন: পৃ-১০৭১।

[১৭] A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-694.

[১৮] B R Verma's Islamic Law: P.456.

যথা: যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ, আসাবা ওয়ারিশ এবং যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। এই তিন শ্রেণির ওয়ারিশের সংখ্যা অনেক।

যাবিল ফুরুয ও আসাবা ওয়ারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুরুষ ওয়ারিশগণ হচ্ছেন, যথা: (১) পুত্র; (২) পৌত্র (পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ); (৩) দৌহিত্র (পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ) (৪) প্রপৌত্র এবং পুরুষযোগে তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র; (৫) পিতা; (৬) দাদা ও পুরুষযোগে তদুর্ধ্বক্রম দাদা; (৭) সহোদর ভাই; (৮) বৈমাত্রেয় ভাই; (৯) বৈপিত্রেয় ভাই; (১০) সহোদর ভাইয়ের পুত্র; (১১) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র; (১২) সহোদর চাঁচা; (১৩) বৈমাত্রেয় চাঁচা; (১৪) সহোদর চাঁচাত ভাই; এবং (১৫) বৈমাত্রেয় চাঁচাত ভাই, (১৬) অনুরূপভাবে তদনিম্নক্রম পুরুষ বংশধর।

নারী ওয়ারিশগণ মূলত যাবিল ফুরুয ও যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। কোনো কোনো যাবিল ফুরুয নারী ওয়ারিশ অবস্থার প্রেক্ষিতে সমপর্যায়ের পুরুষ ওয়ারিশের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়। উল্লেখ্যযোগ্য নারী ওয়ারিশগণ হচ্ছেন, যথা: (১) কন্যা; (২) দৌহিত্রী (পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ); (৩) মাতা; (৪) পৌত্রী (পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ), প্রপৌত্রী; (৫) দাদি ও নানি; (৬) সহোদর বোন; (৭) বৈমাত্রেয়ী বোন; এবং (৮) বৈপিত্রেয়ী বোন।[১৯]

সৎ পিতা-মাতা ও সৎ সন্তান ওয়ারিশ হয় না

সৎ পিতা-মাতা ও সৎ সন্তানগণ একে অপরের ওয়ারিশ হয় না।[২০]

যে সকল আত্মীয় কখনো ওয়ারিশ হয় না

মৃত ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক বা রক্তের সম্পর্ক না থাকায় নিম্নোক্ত আত্মীয়বর্গ কখনো ওয়ারিশ হয় না, যথা:

(১) সৎ সন্তান; (৩) সৎ পিতা; (৪) সৎ মাতা; (৫) মৃত পুরুষের শ্বশুরকুলের আত্মীয়বর্গ, যথা: শ্বশুর, শাশুড়ি, শ্যালক, শ্যালিকা, ইত্যাদি; এমনিভাবে মৃত ব্যক্তির জামাতা, ভগ্নিপতি; (৬) মৃত নারীর শ্বশুরকুলের আত্মীয়বর্গ, যথা: শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবর-ননদ, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মৃত নারীর পুত্রবধূ, ভাবী, ইত্যাদি; (৭) পোষ্য পুত্র ও পোষ্য কন্যা; (৮) ধর্ম পিতা-মাতা বা ধর্ম ভাইবোন।[২১]

---

[১৯] দৈনন্দির জীবনে ইসলাম: পৃ-৬৭৬ (আল মাওয়ারিস: পৃ-৪২-৪৩) এবং Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-438 & Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-109.।

[২০] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-438.

[২১] দৈনন্দির জীবনে ইসলাম: পৃ-৬৭৬।

স্বামী ও স্ত্রীর ওয়ারিশ হওয়ার শর্ত

স্বামী ও স্ত্রী একজন অন্য জনের ওয়ারিশ হওয়ার প্রধান শর্ত হলো বৈধ বিবাহ এবং উক্ত বিবাহ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকা।

মুসলিম আইনে বৈধ নয়, এমন বিবাহ দ্বারা ওয়ারিশী স্বত্ব সৃষ্টি হয় না।[২২] মুসলিম আইনে নিম্নোক্ত বিবাহ বৈধ বিবাহ হিসেবে গণ্য না হওয়ায় ওয়ারিশী স্বত্বও সৃষ্টি হয় না:

(ক) স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মুসলিম না হলে;

(খ) চারজন স্ত্রী জীবিত থাকাবস্থায় পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করলে;

(গ) বিবাহ নিষিদ্ধ আত্মীয়কে বিবাহ করলে[২৩];

(ঘ) অন্যের বৈধ স্ত্রীকে বিবাহ করলে।

বৈধ বিবাহ ছাড়া স্বামী বা স্ত্রীর স্বীকৃতি বা মর্যাদা দিলেও মুসলিম আইনে তা বৈধ হবে না এবং ওয়ারিশ হিসেবেও গণ্য হবে না। মুসলিম আইনে বৈধ নয় এমন বিবাহ অথবা বিবাহ ব্যতীত একত্রে বসবাস করে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় দিলে বা একে অপরকে স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও একে অপরের ওয়ারিশ হবে না।

ওয়ারিশী দাবি তামাদি হয় না

মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথেই তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দাবি কখনো তামাদি হয় না। এছাড়া মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তি কোনো একজন ওয়ারিশের ভোগদখলে থাকলেও উক্ত সম্পত্তি তার প্রাপ্য অংশ ব্যতীত অন্যান্য ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশে তার দখলী স্বত্ব সৃষ্টি হয় না এবং অন্যান্য ওয়ারিশদের দাবি তামাদি হয় না। একজন ওয়ারিশ বা তার উত্তরাধিকারীগণ যে কোনো সময় অন্য ওয়ারিশের ভোগদখলে থাকা প্রাপ্য অংশ উদ্ধারের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।[২৪]

---

[২২] A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-710.

[২৩] বিবাহ নিষিদ্ধ আত্মীয়গণ হচ্ছেন: মাতা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে, দুধমাতা, দুধ বোন, শাশুড়ি, স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত মেয়ে; সুরা নিসা, আয়াত-২৩।

[২৪] B R Verma's Islamic Law: p-395.

জন্মসূত্রে উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী ওয়ারিশ

ফারাইয অনুযায়ী জন্মসূত্রে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী বংশধর হিসেবে গণ্য:

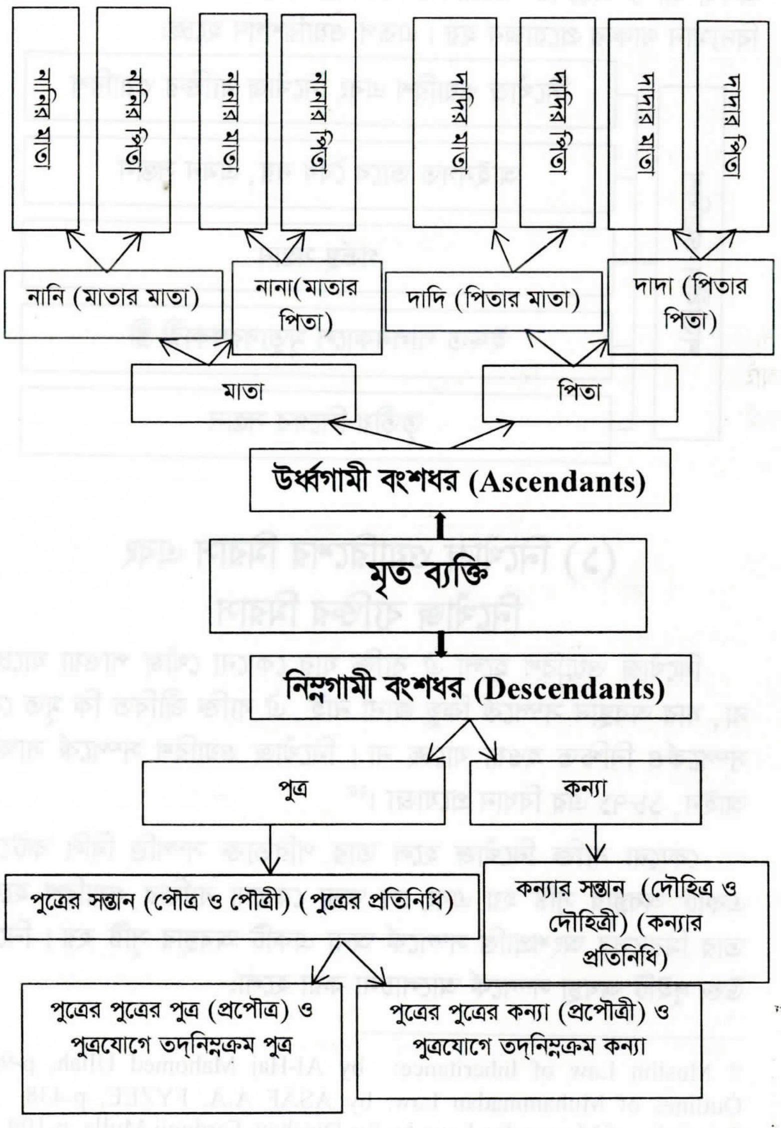

শর্তাধীন ওয়ারিশ

কিছু সংখ্যক ওয়ারিশ আছে, যারা অন্যান্য ওয়ারিশদের মতো স্বাভাবিক নিয়মানুসারে মিরাসের অংশ পায় না। মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে অথবা প্রাপ্য অংশের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য কতিপয় শর্ত বা অবস্থা বিদ্যমান থাকার প্রয়োজন হয়। এরূপ ওয়ারিশগণ হচ্ছে:

শর্তাধীন ওয়ারিশ
- নিখোঁজ ওয়ারিশ এবং নিখোঁজ ব্যক্তির ওয়ারিশ
- আইনগত ভাবে বৈধ নয়, এমন সন্তান
- গর্ভস্থ সন্তান
- ইদ্দত পালনকালে মৃত্যুবরণকারী স্ত্রী
- তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান

(১) নিখোঁজ ওয়ারিশের মিরাস এবং নিখোঁজ ব্যক্তির মিরাস

নিখোঁজ ওয়ারিশ হলো ঐ ব্যক্তি যার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, যার অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানা নাই, ঐ ব্যক্তি জীবিত কি মৃত সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। নিখোঁজ ওয়ারিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭১ এর বিধান প্রযোজ্য।[২৫]

কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ হলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিলি বন্টনে একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সে অন্য কোনো ব্যক্তির ওয়ারিশ হলে তার মিরাসের অংশপ্রাপ্তি সম্পর্কে অন্য একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। নিম্নে উক্ত দুইটি অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

[২৫] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-90; Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-438 & Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-109..

(ক) নিখোঁজ ওয়ারিশ

কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ থাকা অবস্থায় অন্য কোনো ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না। তবে নিখোঁজ ব্যক্তি নিখোঁজ থাকা অবস্থায় ওয়ারিশ না হলেও ফিরে আসার সাথে সাথেই ওয়ারিশী স্বত্ব লাভ করে। যে কারণে নিখোঁজ ব্যক্তি আইনগতভাবে মৃত ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত নিখোঁজ ব্যক্তির প্রাপ্য অংশ সংরক্ষণ করতে হয় এবং আইনগতভাবে মৃত ঘোষিত হওয়ার পর সংরক্ষিত অংশ অন্যান্য ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হয়।[২৬]

কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ হলে যদি ৭ (সাত) বছর পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির কোনো খোঁজখবর পাওয়া না যায়, তাহলে তাকে মৃত হিসেবে গণ্য করতে হবে। নিখোঁজ ওয়ারিশকে মৃত হিসেবে গণ্য করা হলে তার ওয়ারিশী স্বত্ব থাকবে না। কিন্তু Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর ৪ ধারার বিধান অনুসারে প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি হওয়ায় পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হয়। যার কারণে মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান নিখোঁজ হওয়ার কারণে আইনগতভাবে মৃত হিসেবে ঘোষিত হলে প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী উক্ত নিখোঁজ সন্তানের সন্তানগণ প্রতিনিধি হিসেবে নিখোঁজ সন্তানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ওয়ারিশ হবে।

উদাহরণ: (১) এক ব্যক্তি দুই কন্যা, এক নিখোঁজ পুত্র এবং উক্ত নিখোঁজ পুত্রের এক কন্যা (মৃতের পৌত্রী) রেখে মারা যান। এইক্ষেত্রে নিখোঁজ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ থাকায় নিখোঁজ ব্যক্তির ফিরে আসা বা মৃত ঘোষণার ক্ষেত্রে দুই কন্যার প্রাপ্য অংশের কোনো পরিবর্তন হবে না। উভয় ক্ষেত্রে দুই কন্যার অংশ দুই ভাগের এক ভাগ এবং নিখোঁজ পুত্রের অংশ দুই ভাগের এক ভাগ হবে। যার কারণে দুই কন্যার প্রাপ্য অংশ তাদের মধ্যে বন্টন করা যাবে। অবশিষ্ট দুই ভাগের এক ভাগ সংরক্ষণ করতে হবে। নিখোঁজ পুত্র ফিরে আসলে উক্ত দুই ভাগের এক ভাগ পাবে। কিন্তু যদি ফিরে না আসার কারণে আইনগতভাবে মৃত ঘোষণা করা হয়, তাহলে তার উক্ত দুই ভাগের এক ভাগ মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান মতে তার কন্যা অর্থাৎ মৃতের পৌত্রী পাবে।

---

[২৬] Al-Sirajiyyah: S.65; A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-713 & B R Verma Islamic Law: P.413.

উদাহরণ-২: এক ব্যক্তি এক পুত্র করিম, কন্যা রহিমা ও এক নিখোঁজ পুত্র যাবেদকে রেখে মারা যান। এইক্ষেত্রে নিখোঁজ পুত্র যাবেদকে জীবিত গণ্য করে অংশ বন্টন করে যাবেদের প্রাপ্য অংশ পাঁচ ভাগের দুই ভাগ অংশ সংরক্ষণ করতে হবে। অবশিষ্ট পাঁচ ভাগের দুই ভাগ পুত্র করিম ও পাঁচ ভাগের এক ভাগ কন্যা রহিমার মধ্যে বন্টন করা যাবে। পরবর্তী পর্যায়ে নিখোঁজ পুত্র যাবেদ আইনগতভাবে মৃত ঘোষিত হলে উক্ত সংরক্ষিত অংশ পুনরায় পুত্র করিম ও কন্যা রহিমার মধ্যে ২:১ অনুপাতে বন্টন করতে হবে।

(খ) নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পত্তির মিরাস

নিখোঁজ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, তা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা আইনগতভাবে মৃত ঘোষণা না করা পর্যন্ত তার সম্পত্তির ব্যাপারে তাকে জীবিত হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং তার সম্পত্তি সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত সংরক্ষিত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না।[২৭]

আদালত কর্তৃক আইনগতভাবে নিখোঁজ হিসেবে ঘোষণা করার পূর্ব পর্যন্ত নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পত্তি তার ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করা যাবে না।[২৮]

নিখোঁজ ব্যক্তিকে আইনগতভাবে মৃত হিসেবে ঘোষণা না করা পর্যন্ত তার ত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। কেবল আইনগতভাবে মৃত ঘোষণা করা হলেই নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পত্তির উপর ওয়ারিশগণের অধিকার জন্মে।[২৯]

---

[২৭] Al-Sirajiyyah, p-65.

[২৮] A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-713.

[29] BR Verma Islamic Law: p-391.

(২) আইনগতভাবে বৈধ নয়, এমন সন্তানের মিরাস

১। ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত নারীর সন্তানের উত্তরাধিকারী মাতা এবং মাতার অবর্তমানে মাতার নিকটাত্মীয়গণ [বুখারী: ৬২৯২; তিরমিযী: ২১১৬; আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৮৯৭ এবং মিশকাত শরীফ: হাদিস নং ২৯১০ ও ২৯১১]।

২। লি'আনের সন্তানের (স্বামী যে সন্তানের পিতৃত্বকে অস্বীকার করেছে) ওয়ারিশ মাতা [তিরমিযী: হাদিস নং ২১১৮; আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৮৯৬; ইবনে মাজাহ্: ২৭৪২ এবং মিশকাত শরীফ:২৯১০]।

৩। উরগুয়া ইব্‌ন যুবায়র বলতেন, যখন লি'আন ওয়ালী নারীর সন্তান অথবা বিবাহ বহির্ভূত কোনো সন্তান মারা যায়, তখন তার মা আল্লাহ্‌র কিতাব মতো তার অংশ পাবে এবং তার বৈমাত্রেয় ভাইও অংশ পাবে (মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, রেওয়ায়ত-১৬, পৃ-১২৪)।

বিবাহ বহির্ভূত সন্তান এবং বিবাহিত যে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগে স্বামী সন্তানের পিতৃত্বকে অস্বীকার করে, ঐ সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন থাকায় মুসলিম উত্তরাধিকারী আইনে তাদেরকে মায়ের সন্তান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হানাফি মতে বিবাহ বহির্ভূত সন্তান ধারণাকৃত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয় না এবং ধারণাকৃত পিতাও ঐ সন্তানের ওয়ারিশ হয় না, ঐ সন্তান মায়ের সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়। সে শুধু মায়ের ও মাতৃপক্ষের আত্মীয়দের সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় এবং মাতা এবং মাতৃপক্ষের আত্মীয়গণও তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়। এছাড়া এরূপ সন্তান একই মায়ের বৈধ সন্তানেরও ওয়ারিশ হয় না।[৩০] শিয়া আইনে ঐরূপ সন্তান মাতা বা মাতৃপক্ষের আত্মীয়গণের সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না, তারাও তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না।[৩১]

---

[৩০] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-94; Mulla's Principles of Mahomedan Law: p-109.

[৩১] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-94 & Mulla's Principles of Mahomedan Law: p-81.

উদাহরণ: স্বামী এবং সহোদর বোনের আইনগতভাবে বৈধ নয়, এমন এক পুত্র রেখে সুন্নি সম্প্রদায়ের এক নারী মারা যায়। এক্ষেত্রে স্বামী দুই ভাগের এক ভাগ এবং সহোদর বোনের উক্ত পুত্র মায়ের পরিবারের সাথে যুক্ত হয়ে যাবিল আরহাম হিসেবে দুই ভাগের এক ভাগ পাবে।[৩২]

বিবাহ বৈধ হলে সন্তানও বৈধ হয় এবং পিতা-মাতা উভয়ের ওয়ারিশ হয় এবং পিতা-মাতাও উক্ত সন্তানের ওয়ারিশ হয়।

আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ যথা: ইহুদি ও খ্রিষ্টান 'আহলে কিতাব' হিসাবে গণ্য। কোনো মুসলিম নারীর 'আহলে কিতাব' পুরুষের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ। মুসলিম পুরুষদের জন্য 'আহলে কিতাব' নারী বিবাহ বৈধ হলেও স্থান-কাল-পাত্রভেদে তা অপচ্ছন্দীয় বলে ফকীহ্গণ মত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া 'আহলে কিতাব' ছাড়া অন্য সকল নাস্তিক ও অমুসলিমের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য অনুযায়ী কাদিয়ানীদের সাথেও বিবাহ বৈধ নয়।

মুসলিম হলেও মাতা; নানি-দাদি ও তদুর্ধ্বক্রম; কন্যা ও তদ্‌নিম্নক্রম; পৌত্রী ও তদ্‌নিম্নক্রম; সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়ী বোন; ভাই ও বোনের মেয়ে ও তদ্‌নিম্নক্রম; ফুফু; খালা;, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ি, স্ত্রীর পূর্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা, ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুইবোনকে একত্রে বিবাহ করা বৈধ নয়।[৩৩]

এছাড়া যে কোনো সধবা স্ত্রীকে বিবাহ করাও বৈধ নয়।[৩৪]

মুসলিম আইনে বিবাহ বৈধ না হলে উক্ত দম্পত্তির সন্তানও উত্তরাধিকার আইনে বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হয়ে পিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না।

কোনো এক ব্যক্তি ৪ (চার) জন বৈধ স্ত্রী থাকা অবস্থায় পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করে এবং পঞ্চম স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে পঞ্চম

---

[৩২] Bafatum v. Bilaiti Khanum 30 Cal. 683 (1903) (Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-94) & Principles of Mahomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-109.

[৩৩] সাফ্‌ওয়াতুত তাফাসীর: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১২-১৪; দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: পৃ-৩৯৮।

[৩৪] সুরা নিসার আয়াত নং-২৪ এবং তিরমিযি: হাদিস নং-৩০১৬।

স্ত্রী এবং তার গর্ভজাত সন্তান মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে উক্ত মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হবে না।[৩৫]

কোনো স্ত্রীর অন্যের সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে কোনো সন্তান জন্ম নিলে স্বামী যদি উক্ত সন্তানকে সন্তানের মর্যাদা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে উক্ত সন্তান মায়ের সন্তান হিসেবে গণ্য হবে[৩৬] এবং মায়ের ওয়ারিশ হবে এবং মাও তার ওয়ারিশ হবে। মা না থাকার ক্ষেত্রে মায়ের নিকটাত্মীয়গণ তার ওয়ারিশ হবে।

আইনগতভাবে বৈধ নয়, এমন সন্তান তার স্ত্রী বা স্বামী, সন্তান, মাতা ও মাতৃপক্ষের ওয়ারিশগণের ওয়ারিশ হবে এবং উক্ত ওয়ারিশগণও তার ওয়ারিশ হবে।[৩৭]

---

৩৫ Iftikhar Nazir Ahmad Khan vs. Ghulam Kibria, (1968), 20 DLR (WP) 176.
৩৬ বুখারীঃ হাদিস নং-৬২৯২।
৩৭ B R Verma,s Islamic Law: P.413.

(৩) গর্ভস্থ সন্তানের মিরাস

১। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদলে সে ওয়ারিশ হবে (অর্থাৎ সন্তানের মাঝে জীবনের চিহ্ন প্রকাশের সাথে সাথেই মিরাসের অধিকারী হবে)। [আবূ দাউদ শরীফ: হাদিস নং-২৯১০; ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ২৭৫০, ২৭৫১ এবং মিশকাত: হাদিস নং ২৯০৭]

সন্তান মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় ওয়ারিশী স্বত্ব লাভ করে। সুন্নি ও শিয়া উভয় মতে গর্ভস্থ সন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলে ওয়ারিশী স্বত্ব পায় না। অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলেই কেবল ওয়ারিশ হয়। এ নিয়ম কেবল স্বাভাবিকভাবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু গর্ভবতী মায়ের উপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করার কারণে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু ঘটলে বা জোরপূর্বক গর্ভপাত ঘটানোর কারণে সন্তানের মৃত্যু ঘটলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে মায়ের উপর বলপ্রয়োগ করার কারণে মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সুন্নি মতে উক্ত সন্তান জীবিত জন্মগ্রহণ করেছে মর্মে গণ্য করতে হবে।

গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে এবং এক বা একাধিক এবং সে জীবিত অবস্থায় নাকি মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হবে তা আইগতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয় বিধায় গর্ভস্থ সন্তানের প্রাপ্য অংশ সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান এ দুয়ের মধ্যে যে অবস্থায় অধিক অংশ প্রাপ্য হয়, সে অবস্থা গণ্য করে অংশ সংরক্ষণ করতে হবে।[৩৮]

সন্তান জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা গেলেও ওয়ারিশ হবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শ্বাসপ্রশ্বাস নিলে, কোনো আওয়াজ করলে, হাঁচি দিলে, কাঁদলে, হাসলে, ঠোঁট নাড়লে, চোখ নাড়লে, হাত নাড়লে বা শরীরের সামান্য নড়াচড়া হলে উক্ত সন্তান জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়েছে মর্মে গণ্য করতে হবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় দেহের কম অংশ বের হওয়ার পর মারা গেলে ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু দেহের অর্ধাংশ বা বেশিরভাগ অংশ বের হওয়ার পর মারা গেলে ওয়ারিশ হবে। উক্ত মৃত

---

[38] Al-Sirajiyyah: p 60-64; Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-87 & A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-712.

সন্তানের এবং তার মাধ্যমে তার কোনো ওয়ারিশ থাকলে তারা মিরাসের অংশ পাবে।[৩৯]

উদাহরণ: এক ব্যক্তি এক পুত্র এবং গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা যান।

মিরাস বন্টনের বিভিন্ন অবস্থা	স্ত্রী	পুত্র	গর্ভস্থ সন্তান		সংরক্ষিত অংশ
			পুত্র	কন্যা	
সন্তান ভূমিষ্টের পূর্বে বন্টন	$\frac{১}{৮}$	-	-	-	$\frac{৭}{৮}$
জীবিত পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হলে	$\frac{১}{৮}$	$\frac{৭}{১৬}$	$\frac{৭}{১৬}$	-	-
জীবিত পুত্র ভূমিষ্টের পর মূহূর্তে মৃত্যুর ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৮}+\{(\frac{৭}{১৬}$ এর $\frac{১}{৩})=\frac{৭}{৪৮}\}=\frac{১৩}{৪৮}$*	$\frac{৩৫}{৪৮}$	-	-	-
জীবিত কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হলে	$\frac{১}{৮}$	$\frac{১৪}{২৪}$	-	$\frac{৭}{২৪}$	-
জীবিত কন্যা ভূমিষ্টের পর মূহূর্তে মৃত্যুর ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৮}+\{(\frac{৭}{২৪}$ এর $\frac{১}{৩})=\frac{৭}{৭২}\}\frac{১৬}{৭২}$*	$\frac{৫৬}{৭২}$	-	-	-

* জীবিত ভূমিষ্ট পুত্র বা কন্যার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত পুত্র বা কন্যা জীবিত ভূমিষ্ট হওয়ার কারণে তার অংশ তাকে প্রদান করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে মৃত্যুর ক্ষেত্রে তার অংশ তার জীবিত ওয়ারিশ মাতা ও ভাইয়ের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এই বন্টনের ক্ষেত্রে মৃত শিশুর কোনো সন্তান না থাকার কারণে মাতা তার সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন এবং অবশিষ্ট অংশ মৃত শিশুর ভাই আসাবা হিসেবে পাবেন।

সন্তানের মাঝে জীবনের চিহ্ন প্রকাশের সাথে সাথেই সে ওয়ারিশ হয়। এছাড়া গর্ভস্থ সন্তানও ওয়ারিশের তালিকাভুক্ত হয়। গর্ভস্থ সন্তান পুত্র না কন্যা, একজন না বেশি, তা যেহেতু ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আইনগতভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেহেতু সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সম্পত্তির বন্টন স্থগিত রাখা উচিত। তবে যদি একান্তই বন্টনের প্রয়োজন হয়, তাহলে গর্ভস্থ সন্তানকে যেক্ষেত্রে পুত্র হিসেবে অথবা কন্যা হিসেবে গণ্য করলে অন্যান্য ওয়ারিশদের অংশ কম হয়, সেভাবে

[৩৯] Al-Sirajiyyah: p.62.

গণ্য করে গর্ভস্থ সন্তানের অংশ রেখে অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা যাবে।[৪০]

উদাহরণ: পিতা, মাতা, স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা এবং গর্ভস্থ এক সন্তান রেখে করিম মারা যায়। এক্ষেত্রে পিতা ও মাতা নির্ধারিত $\frac{১}{৬}$ অংশ করে এবং স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে বিধায় তাদের নির্ধারিত উক্ত অংশ বন্টন করা যাবে। কিন্তু অবশিষ্টাংশ পুত্র ও কন্যাগণ আসাবা হিসেবে পাবে বিধায় তাদের উক্ত অংশ বন্টন স্থগিত রাখতে হবে অথবা গর্ভস্থ সন্তানকে পুত্র সন্তান গণ্য করে অবশিষ্টাংশ পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে (গর্ভস্থ সন্তানসহ) বন্টন করা যাবে। যদি গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর তা মেয়ে সন্তান হয় অথবা যদি গর্ভস্থ সন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়, তাহলে পুত্র ও কন্যাদের অংশ পুনঃবন্টন করতে হবে।

(ক) গর্ভস্থ সন্তান জীবিত ভূমিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন

গর্ভস্থ সন্তান জীবিত ভূমিষ্ট হলে মিরাস বন্টনে নিম্নরূপভাবে পরিবর্তন ঘটতে পারে:

(১) অন্য সকল বা যে কোনো ওয়ারিশকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বঞ্চিত করতে পারে;

(২) আউল ও রাদ মতবাদ অনুযায়ী অন্য ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশের হ্রাস ঘটাতে পারে বা উক্ত মতবাদ অনুযায়ী অন্য ওয়ারিশের অংশ বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে;

(৩) ভূমিষ্ট সন্তান পুত্র বা কন্যা বা তৃতীয় লিঙ্গ হলে সে অনুযায়ী সম্পত্তির অংশ পাবে এবং সেরূপভাবে অন্যদের প্রাপ্য অংশে এর প্রতিফলন ঘটবে।

(৪) অন্য কোনো গ্রুপের ওয়ারিশের সাথে সংযুক্ত হয়ে ঐ গ্রুপের প্রাপ্য অংশের হারাহারি অংশীদার হবে।

---

[৪০] Al-Sirajiyyah: p.61 এবং তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩০০।

গর্ভস্থ সন্তানের দ্বারা যদি অন্য সকল ওয়ারিশের সম্পূর্ণরূপে অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মিরাস বন্টন স্থগিত রাখতে হবে।[৪১]

উদাহরণ-১: কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার এক গর্ভবতী স্ত্রী, এক ভাই, এক বোন ও এক চাঁচা জীবিত আছে। এক্ষেত্রে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র হিসেবে জীবিত ভূমিষ্ট হলে মৃত ব্যক্তির ভাই, বোন ও চাঁচা অংশ প্রাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবে। যার কারণে সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির মিরাস বন্টন স্থগিত রাখতে হবে।[৪২]

[উদাহরণ-২: (১) এক ব্যক্তি এক সহোদর ভাইয়ের গর্ভবতী বিধবা স্ত্রী ও এক সহোদর ভাইয়ের পুত্রের পুত্র রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

এই উদাহরণে ভাইয়ের গর্ভবতী বিধবা স্ত্রীর জীবিত পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হলে উক্ত পুত্র সন্তান আসাবা হিসেবে সম্পূর্ণ সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে এবং ভাইয়ের পুত্রের পুত্রকে বঞ্চিত করবে। কিন্তু যদি জীবিত কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে উক্ত কন্যা যাবিল আরহাম হিসেবে গণ্য হবে এবং ভাইয়ের পুত্রের পুত্র থাকায় মিরাসের কোনো অংশ পাবে না। এই অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মিরাস বন্টন স্থগিত রাখতে হবে।

(২) এক ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রী এবং এক সহোদর ভাই রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

এই উদাহরণে যদি জীবিত পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে সে ভাইকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করবে। কিন্তু যদি জীবিত কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে সে ভাইয়ের অংশ কমিয়ে দিবে।

এই উদাহরণে গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্টের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে:

ক্র. ন.	বিভিন্ন অবস্থা	স্ত্রী	সন্তান	সহোদর ভাই
১.	পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৮}$	$\frac{৭}{৮}$	শূন্য
২.	কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৮}$	$\frac{১}{২}=\frac{৪}{৮}$	$\frac{৩}{৮}$ (আসাবা)
৩.	মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৪}=\frac{২}{৮}$	শূন্য	$\frac{৩}{৪}=\frac{৬}{৮}$

[৪১] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p -87.

[৪২] A Digest of Moohummudan Law: by Neil B.E.Baillie, p-712.

স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ $\frac{১}{৮}$ অথবা $\frac{১}{৪}$ হতে পারে। ভাইয়ের অংশ শূন্য অথবা $\frac{৩}{৮}$ অথবা $\frac{৬}{৮}$ হতে পারে। সন্তানের অংশ $\frac{৭}{৮}$ অথবা $\frac{১}{২}$ অথবা শূন্য হতে পারে।

স্ত্রী ব্যতীত সন্তান এবং ভাই মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হতে পারে। যার কারণে স্ত্রীর প্রাপ্য সর্বনিম্ন $\frac{১}{৮}$ অংশ সন্তান ভূমিষ্টের পূর্বেও স্ত্রীকে প্রদান করা যাবে। কিন্তু অন্য $\frac{৭}{৮}$ অংশ বন্টন করা যাবে না। অর্থাৎ উক্ত অংশের মিরাস বন্টন স্থগিত রাখতে হবে।

(৩) এক ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রী, পিতা এবং মাতা রেখে মৃত্যুবরণ করেন। এইক্ষেত্রেও ওয়ারিশের আংশিক বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা হতে পারে; যথা:

ক্র. ন.	বিভিন্ন অবস্থা	স্ত্রী	সন্তান	পিতা	মাতা
১.	পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৮}=\frac{৩}{২৪}$	$\frac{১৩}{২৪}$ (আসাবা)	$\frac{১}{৬}=\frac{৪}{২৪}$	$\frac{১}{৬}=\frac{৪}{২৪}$
২.	কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৮}=\frac{৩}{২৪}$	$\frac{১}{২}=\frac{১২}{২৪}$	$\frac{৫}{২৪}$ *	$\frac{১}{৬}=\frac{৪}{২৪}$
৩.	মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে	$\frac{১}{৪}=\frac{৬}{২৪}$	শূন্য	$\frac{১}{২}=\frac{১২}{২৪}$ (আসাবা)	$\frac{১}{৪}=\frac{৬}{২৪}$ **

স্ত্রীর সর্বনিম্ন প্রাপ্য অংশ $\frac{১}{৮}$, পিতার সর্বনিম্ন প্রাপ্য অংশ $\frac{১}{৬}$ এবং মাতার সর্বনিম্ন প্রাপ্য অংশ $\frac{১}{৬}$, যা তাদের মধ্যে বন্টন করা যাবে। অবশিষ্ট $\{১-(\frac{১}{৮}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬})\}=\frac{১৩}{২৪}$ অংশ বন্টন করা যাবে না।

* পিতা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে $\frac{১}{৬} = \frac{৪}{২৪}$ অংশ এবং আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে $\frac{১}{২৪}$ অংশ অর্থাৎ সর্বমোট $(\frac{৪}{২৪} + \frac{১}{২৪}) = \frac{৫}{২৪}$ অংশ প্রাপ্য।

** সন্তান মৃত ভূমিষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ কোনো সন্তান না থাকার কারণে মাতার অংশ বৃদ্ধি পাবে। এইক্ষেত্রে স্ত্রীর নির্ধারিত $\frac{১}{৪}$ অংশ বাদে অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশের $\frac{১}{৩}$ অংশ মাতা প্রাপ্য। অর্থাৎ মাতার অংশ হবে $(\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩}) = \frac{৩}{১২}$ বা $\frac{৬}{২৪}$।[৪৩]

(খ) গর্ভস্থ সন্তান প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন

মুসলিম পারিবারিক আইনের ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হয়। গর্ভস্থ সন্তান জীবিত ভূমিষ্ট হয়ে ওয়ারিশ হওয়ার কারণে Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানও প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হবে।

---

[৪৩] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-88-89.

(৪) ইদ্দত পালনকারী স্ত্রী এবং মৃত্যু শয্যায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মিরাস

স্ত্রীকে 'রিজয়' প্রকারের তালাক দেওয়া হলে, যদি রুজু করার এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তার স্বামী মারা যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিশ হবে। কারণ তার বিবাহ আইনত বহাল রয়েছে।

যদি কোনো ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং যদি ঐ তালাক বায়েন বা চূড়ান্ত তালাক হয় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তালাক দাতা মারা যায়, তবে স্ত্রী তার ওয়ারিশ হবে।

তালাকের ইদ্দত তিন হায়েয এবং স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশ দিন। এতদুভয়ের মধ্যে যে ইদ্দতটি বেশি দিনের হয়, সেটিকেই ইদ্দত সাব্যস্ত করতে হবে, যাতে স্ত্রীর ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারটি যতদূর সম্ভব নিশ্চিত হওয়া যায়।

যদি কোনো ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই স্ত্রীকে বায়েন অথবা চূড়ান্ত তালাক দেয় এবং কয়েকদিন পর স্ত্রীর ইদ্দত চলা অবস্থায় সে মারা যায়, তাহলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না। তবে 'রিজয়ী' প্রকারের তালাক দিলে ওয়ারিশ হবে।

যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে স্বেচ্ছায় 'খুলা' তালাক নেয়, তাহলে স্বামী ইদ্দতের মধ্যে মারা গেলেও স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না।[৪৪]

কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যু শয্যায় তালাক দেয় এবং ইদ্দত চলাকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে উক্ত স্ত্রী ওয়ারিশ হবে এবং অংশ পাবে।[৪৫]

Muslim Family Laws Ordinance, 1961 জারির প্রেক্ষিতে বর্তমানে বাংলাদেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত আইনের ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী যে কোনো প্রকারের তালাক দেওয়ার পর যতশীঘ্র সম্ভব ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট তালাক প্রদানের লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং উক্ত নোটিশের একটি কপি

---

[৪৪] তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩০১।

[৪৫] PLE 1976. Lah. 119 (Muslim Law: SH. Shaukat Mahmood হতে উদ্বৃত) এবং Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-93

স্ত্রীর নিকটও প্রেরণ করতে হবে। চেয়ারম্যান কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না।[৪৬] ৯০ (নব্বই) দিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে তালাক কার্যকর হওয়ার পর হতে ইদ্দতকাল গণনা আরম্ভ হবে। স্বামী কর্তৃক তালাক ঘোষণার তারিখ হতে ইদ্দতকাল গণনা হবে না।[৪৭] স্বামী কর্তৃক তালাক ঘোষণার তারিখ এবং তালাক কার্যকর হওয়ার তারিখের মধ্যবর্তী সময় তারা স্বামী স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে। যার কারণে উক্ত সময়ে স্বামীর মৃত্যু হলে বৈধ স্ত্রী হিসেবে ওয়ারিশ হবে।

গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর মিরাস

স্বামী কর্তৃক গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হলে এবং সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে স্বামী মারা গেলে মুসলিম পারিবারিক আইনের ধারা ৭ এর উপধারা (৫) এর বিধানমতে তালাক কার্যকর হয় না, যার কারণে স্ত্রী মিরাসের অংশ পাবে। এছাড়া গর্ভস্থ সন্তানও জীবিত ভূমিষ্ট হলে ওয়ারিশ হবে।

Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর ৭ নং ধারাটি নিম্নরূপ:

[7. Talaq.- (1) Any man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever, give the Chairman notice in writing of his having done so, and shall supply a copy thereof to the wife.

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with simple imprisonment for term which may extend to one year or with fine which may extend to ten thousand taka] or with both.

(3) Save as provided in sub-section (5), a talaq unless revoked earlier, expressly or otherwise, shall not be effective until the expiration of ninety days from the day on which notice under sub-section (1) is delivered to the Chairman.

(4) Within thirty days of the receipt of notice under sub-section (1), the Chairman shall constitute an Arbitration Council for the purpose of bringing about a reconciliation between the

---

[৪৬] PLD 1964 Kar.306= 16 DLR (W.P.) 104+PLD 1963 S.C. 51=15 DLR S.C. 9 (Muslim Family Laws: by SH. Shaukat Mahmood-থেকে উদ্বৃত)

[৪৭] PLD 1963 Supreme Court 51=1963(1) P.S.C.R.356=15 DLR S.C. 9 (Muslim Family Laws: by SH. Shaukat Mahmood-থেকে উদ্বৃত)

parties, and the Arbitration Council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation.

(5) If the wife be pregnant at the time talaq is pronounced, talaq shall not be effective until the period mentioned in sub-section (3) or the pregnancy, whichever be later, ends.

(6) Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from re-marrying the same husband, without an intervening marriage with a third-person, unless such termination is for the third time so effective.]

(৫) তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানের (Khunsa/ Hermaphrodite) মিরাস

তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান অর্থাৎ যাদের মধ্যে নারী বা পুরুষ উভয় প্রকার লক্ষণ থাকে বা কোনো প্রকার লক্ষণ থাকে না, তাদের ক্ষেত্রে তাকে পুরুষ হিসাবে বিবেচনা করলে যে অংশ পায় এবং নারী হিসেবে বিবেচনা করলে যে অংশ পায়, এ দুয়ের মধ্যে যে অংশ কম, ঐ অংশ পাবে।[৪৮]

উদাহরণ-১: স্বামী, পিতা, মাতা এবং তৃতীয় লিঙ্গের এক সন্তান রেখে এক নারী মারা যান। এক্ষেত্রে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিম্নরূপভাবে বন্টিত হবে:

	স্বামী	পিতা	মাতা	তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান
১। (ক) তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানকে কন্যা সন্তান হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে প্রাপ্য অংশ	১/৪	১/৬	১/৬	১/২
(খ) আউলের মতবাদ অনুযায়ী প্রাপ্য হ্রাসকৃত অংশ	৩/১৩	২/১৩	২/১৩	৬/১৩
২। তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানকে পুত্র সন্তান হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে প্রাপ্য অংশ	১/৪	১/৬	১/৬	৫/১২ (আসাবা)

তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানকে কন্যা সন্তান হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে সে নির্ধারিত ১/২ অংশ পাবে। অন্যান্য ওয়ারিশ যথা: স্বামী, মাতা ও পিতা এরাও নির্ধারিত

---

৪৮ Al-Sirajiyyah, p-59. (To the hermaphrodite, whose sex is quite doubtful, is allotted the smaller of two shares).

অংশ পাবে। তাদের একত্রিত নির্ধারিত প্রাপ্য অংশ $(\frac{১}{৪}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{২})=\frac{১৩}{১২}$।

সকলে প্রাপ্য অংশ যোগ করলে অংশের যোগফল মোট সম্পত্তির অধিক হয়।

এক্ষেত্রে আউল মতবাদ অনুসরণ করে উল্লেখিত নির্ধারিত অংশভোগীদের অংশ হতে প্রাপ্যতার অনুপাতের হারে তাদের অংশ হ্রাস করে মোট সম্পত্তির সমান করতে হবে।

হারাহারিভাবে অংশ হ্রাসপূর্বক প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ পদ্ধতি নিম্নরূপ:

প্রাপ্য সব অংশের যোগফল: $(\frac{১}{৪}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{২})=\frac{১৩}{১২}$

হারাহারিভাবে হ্রাস করার জন্য হরকে লবের সমান করতে হবে, যথা: $\frac{১৩}{১২+১}=\frac{১৩}{১৩}$

এখন সকল ওয়ারিশের অংশ হবে যথাক্রমে: স্বামী $\frac{৩}{১৩}$, পিতা $\frac{২}{১৩}$, মাতা $\frac{২}{১৩}$, তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান (কন্যা হিসেবে) $\frac{৬}{১৩}=\frac{১৩}{১৩}$ অর্থাৎ ১।

এই উদাহরণে দেখা যায় তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানকে কন্যা সন্তান হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য অংশ হয় $\frac{৬}{১৩}$। অপরদিকে উক্ত তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানকে পুত্র সন্তান হিসেবে গণ্য করলে তার প্রাপ্য অংশ হয় $\frac{৫}{১২}$। এ দুটি অংশের মধ্যে $\frac{৫}{১২}$ অংশ $\frac{৬}{১৩}$ অংশ অপেক্ষা কম। অর্থাৎ উক্ত তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানকে পুত্র সন্তান হিসেবে গণ্য করলে তার অংশের পরিমাণ কম হয় বিধায় এক্ষেত্রে তাকে পুত্র সন্তান হিসেবে গণ্য করে অংশ বন্টন করতে হবে।[৪৯]

উদাহরণ-২: এক ব্যক্তি এক পুত্র, এক কন্যা এবং এক তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান রেখে মারা যান। এইক্ষেত্রে তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানকে কন্যা হিসেবে গণ্য করলে তার অংশ কম হবে বিধায় তাকে কন্যা হিসেবে গণ্য করে মিরাস বন্টন করতে হবে।[৫০]

---

[৪৯] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, P.92.
[৫০] Al-Sirajiyyah, p-59.

প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দূর্ঘটনা, ইত্যাদি কারণে একত্রে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মিরাস

১। কেউ সন্দেহস্থলে কারও ওয়ারিশ হবে না, ওয়ারিশ হওয়ার জন্য নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন। যেমন কয়েকজন পানিতে ডুবে অথবা ভূমি ধসে মৃত্যুবরণ করলে বা নিহত হলে, যদি না জানা যায় কে আগে এবং কে পরে মারা গেছে, তাহলে মৃত্যুবরণকারী একে অপরের ওয়ারিশ হবে না, বরং প্রত্যেকের সম্পত্তি তাদের ওয়ারিশগণ পাবে, যারা জীবিত রয়েছে (মুয়াত্তাঃ দ্বিতীয় খণ্ড, রেওয়ায়ত-১৫, পৃ-১২৩)।

২। **when a company of persons die, and it is not known which of them died first, they are considered, as if they had died at the same moment; and the estate of each of them goes to his heirs, who are living; and some of the deceased shall not inherit from others: this is the approved opinion.**[৫১]

পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দূর্যোগে একই সাথে একাধিক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে এবং কার আগে কে মারা গেছে, তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে, মৃত্যুবরণকারী সবাই একই সময়ে মৃত্যুবরণ করেছে বলে গণ্য করতে হবে এবং তাদের জীবিত ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পাবে। একই সময়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিগণ একে অপরের ওয়ারিশ হবে না।[৫২]

প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দূর্ঘটনা, ইত্যাদি কারণে একত্রে একই সময়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মৃত্যু হলে এবং কে কার আগে মারা গেছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে, যেমন স্বামী ও স্ত্রী অথবা পিতা ও পুত্র বোমা বিস্ফোরণে নিহত হলে বা সমুদ্রে নিখোঁজ হলে বা ভূমিকম্পে নিহত হলে, নিহত হওয়া বা মৃত্যুবরণকারী এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে না।[৫৩]

---

[৫১] Al-Sirajiyyah, p-68.

[৫২] Al Sirajiyya: P-68.

[৫৩] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-439 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, P.92.

তবে Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর অধীনে প্রতিনিধিত্বের বিধানের ক্ষেত্র ব্যতীত উক্ত একত্রে একই সময়ে মৃত বা নিহতদের মাধ্যমেও অন্য কোনো ব্যক্তি ওয়ারিশ হবে না।

উদাহরণ-১। যদি দুই সহোদর মারা যায়, যাদের একজনের সন্তান রয়েছে এবং অন্যজন নিঃসন্তান। তাদের দুজনের একজন বৈমাত্রেয় ভাই রয়েছে। কিন্তু কোন ভাই আগে এবং কোন ভাই পরে মারা গেছে, সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নি। এক্ষেত্রে নিঃসন্তান ভাইয়ের সম্পত্তি তার বৈমাত্রেয় ভাই পাবে, তার ভাতিজারা পাবে না। এইরূপে ফুফু ও ভাতিজা একত্রে মারা গেলে অথবা চাঁচা ভাতিজা একত্রে মারা গেলে এবং কে আগে মারা গেছে, তা জানা না গেলে চাঁচা স্বীয় ভাতিজার এবং ভাতিজা স্বীয় ফুফুর ওয়ারিশ হবে না।

উদাহরণ-২। স্বামী ও স্ত্রী একটি লঞ্চ দূর্ঘটনায় মারা যায় এবং লঞ্চ দূর্ঘটনার পর দুজনকেই মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কে আগে মারা গেছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হওয়ায় স্ত্রীর সম্পদে স্বামী এবং স্বামীর সম্পদে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে না।

উদাহরণ-৩। স্বামী ও স্ত্রী একটি সড়ক দূর্ঘটনায় পড়ে। স্ত্রী দূর্ঘটনা স্থলেই মারা যায়। স্বামী হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যায়। এক্ষেত্রে স্ত্রী পূর্বে মারা যাওয়ার প্রমাণ থাকায় স্ত্রী স্বামীর সম্পদের ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর সময় স্বামী জীবিত থাকায় এবং পরে হাসপাতালে মারা যাওয়ায় স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্পত্তির অংশ পাওয়ার পর স্বামীর যে সম্পদ হবে, তা স্বামীর ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

একত্রে মৃত্যুবরণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধানের প্রয়োগ

প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা দুর্ঘটনা বা নাশকতামূলক ঘটনায় একত্রে মৃত্যুবরণকারী পিতা, মাতা ও সন্তানের একত্রে মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ: একটি বহুতল ভবন ধসের পর পিতা করিম ও পুত্র রহিম এর মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত দেহ উদ্ধারের সময় পুত্র রহিম এর এক

কন্যা মরিয়ম জীবিত আছে। এক্ষেত্রে পিতা করিম এর সম্পত্তির যে অংশ পুত্র রহিম জীবিত থাকলে পেতেন, সে পরিমাণ অংশ রহিম এর কন্যা মরিয়ম প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী পাবেন।

কারাদণ্ডভোগরত ব্যক্তির মিরাস

কারাদণ্ডভোগরত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীত্ব সাধারণ মুসলিম ব্যক্তির অনুরুপভাবেই নির্ধারিত হবে। কারাদণ্ডের কারণে তার উত্তরাধিকারিত্ব অর্থাৎ ওয়ারিশীস্বত্বে কোনো পরিবর্তন হবে না।[৫৪]

কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানের মিরাস

কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানকে লালনপালনকারী মা উক্ত সন্তানের উত্তরাধিকার হবে [আবূ দাউদ: ২৮৯৬; ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ২৭৪২; তিরমিযী: হাদিস নং-২১১৮]।

কুড়িয়ে পাওয়া যে সন্তানের বংশপরিচয় জানা যায় না, উক্ত সন্তানের লালনপালনকারী নারী, কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানের উত্তরাধিকার হবে। তবে উক্ত কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান লালনপালনকারী নারীর উত্তরাধিকার হবে না। এছাড়া কোনো পুরুষ কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানকে লালনপালন করলেও উক্ত পুরুষ ঐ কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানের উত্তরাধিকার হবে না এবং উক্ত সন্তানও ঐ পুরুষের উত্তরাধিকার হবে না।

উদাহরণ: কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান করিম মৃত্যুর সময় স্ত্রী রহিমা, পুত্র আবিদ ও লালনপালনকারী নারী কুলসুমকে রেখে মারা যান। এক্ষেত্রে তার সম্পত্তি নিম্নরূপভাবে বন্টিত হবে:

[৫৪] Al-Sirajiyyah, p-67.

পোষ্য পুত্র (পালক পুত্র) পুত্র হিসেবে গণ্য নয়

১। আল্লাহ... তোমাদের পোষ্য পুত্র, যাদেরকে তোমরা পুত্র বল, তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেন নাই, এগুলো মুখের কথা... (সুরা আহ্‌যাব, আয়াত-৪)।

২। যে ব্যক্তি নিজেকে আপন পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র বলে দাবি করে, অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম [বুখারী: ৬৩১০ ও ৬৩১১]।

৩। যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের বাবার পরিবর্তে অন্য কাউকে বাবা বলে দাবি করে সে কুফরি করে (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫]।

ইসলাম পূর্ব আরবের প্রথা অনুযায়ী পোষ্যপুত্র এবং ঔরসজাত পুত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। পোষ্যপুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই মর্যাদাভুক্ত হতো এবং প্রকৃত সন্তানের অনুরূপভাবে মিরাসের অংশীদার হতো। সুরা আহ্‌যাব এর ৪ ও ৫ নং আয়াত দ্বারা তা রহিত করে যার সন্তান তার প্রতি সম্বন্ধিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফলে পোষ্যপুত্রের মিরাসের অংশপ্রাপ্তির যে প্রথা ছিল তা বাতিল হয়ে যায়। ফলে পালক পুত্র প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না এবং মিরাসেরও অংশীদার হয় না।[৫৬]

পোষ্যতা অর্থাৎ পালক গ্রহণের মাধ্যমে আত্মীয়তাকে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন স্বীকৃতি দেয় না। যে কারণে পালক সন্তান ও পালক পিতামাতা পরস্পরের ওয়ারিশ হয় না। এছাড়া ধর্ম ভাইবোন ইত্যাদি, এধরণের কোনো আত্মীয়বর্গও পরস্পরের ওয়ারিশ হয় না।

---

[৫৫] আত তারগীব ওয়াত্ তারহীব: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩২১।

[৫৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর: নবম খণ্ড, পৃ-২০-২৬; তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন: পৃ-১০৭০-৭১; কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর): দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০৪০-৪১।

কোনো ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারী

[মৃত ব্যক্তির জন্মসূত্রে বা বৈবাহিক সূত্রে কোনো ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারী হবে, যথাক্রমে:

(১) চুক্তি দ্বারা স্বীকৃত আত্মীয় (Acknowledged Kinsman):

মৃত ব্যক্তির জন্মসূত্রে বা বৈবাহিক সূত্রে কোনো আত্মীয় না থাকলে মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় যদি অন্য কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে বৈধ চুক্তির দ্বারা আত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করে বা স্বীকৃতি দেয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাবে।

(২) রাষ্ট্র: মৃত ব্যক্তির জন্মসূত্রে ও বৈবাহিকসূত্রে ওয়ারিশ এবং চুক্তি দ্বারা স্বীকৃত আত্মীয় না থাকলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীনে ন্যস্ত হবে।][৫৭]

এধরণের অবস্থা সৃষ্টি অত্যন্ত বিরল। তবে অসম্ভব নয়। যেমন অন্য ধর্মের কোনো ব্যক্তি অবিবাহিত ও সম্পদহীন অবস্থায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর সম্পত্তি অর্জন করে এবং অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। এক্ষেত্রে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কোনো মুসলিম ব্যক্তি তার ওয়ারিশ না থাকায় তিনি যদি জীবিত থাকা অবস্থায় কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে আত্মীয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে থাকেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবে। এরূপ কোনো বৈধ চুক্তি না থাকার ক্ষেত্রে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীনে ন্যস্ত হবে। তবে রাষ্ট্রের কাছে ন্যস্ত সম্পত্তি কেবল রাষ্ট্রের মুসলিম জনগণের শরিয়ত সম্মত কল্যাণে ব্যয় করা যাবে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

---

[৫৭] Al-Sirajiyya: s-3, Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-4; Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-109 & সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ: দ্বিতীয় খন্ড এবং হাদিস শাস্ত্র বিশারদ ইমাম আবূ হানীফা (র), পৃ-১৬৪।

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকার ওয়ারিশ

কুরআনিক ওয়ারিশ

(Original Koranic Heirs)

পবিত্র কুরআনে যে সব ওয়ারিশের বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তারাই প্রথম পর্যায়ের কুরআনিক ওয়ারিশ। এরা যাবিল ফুরুয ও আসাবা ওয়ারিশ। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ওয়ারিশের সংখ্যা ৮ (আট) জন,[১] যথা:

(১) স্বামী; (২) স্ত্রী/স্ত্রীগণ; (৩) সন্তান; (৪) সহোদর বোন; (৫) পিতা; (৬) মাতা; (৭) বৈপিত্রেয় ভাই; এবং (৮) বৈপিত্রেয়ী বোন।

উপরোক্ত প্রথম পর্যায়ের কুরআনিক ওয়ারিশ ছাড়াও হাদিস এবং ইজমা দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায়ের কুরআনিক ওয়ারিশ ৪ (চার) জন: (১) প্রপৌত্রী[২]; (২) বৈমাত্রেয়ী বোন; (৩) দাদা; এবং (৪) দাদি ও নানি।[৩]

---

[১] সূরা নিসার ১১ নং আয়াতে পিতা-মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাইবোন, ১২ নং আয়াতে স্বামী-স্ত্রী এবং ১৭৬ নং আয়াতে বৈমাত্রেয়ী বোন এবং বৈপিত্রেয় ভাইবোনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কুরআনে দাদা, দাদি, নানির উল্লেখ নাই। আল-কুরআনে 'পিতামাতা (parents)' উল্লেখ থাকায় পিতৃ-মাতৃ শ্রেণির ওয়ারিশ হিসেবে হাদিস ও ইজমা দ্বারা দাদা, দাদি, নানি ও তদুর্ধ্বক্রম দাদা, নানি ও দাদিকে পিতামাতা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া আল-কুরআনে 'কন্যা সন্তান (female children)' উল্লেখ থাকায় পৌত্রী, প্রপৌত্রী ও পুত্রযোগে তদনিম্নক্রম কন্যাও কন্যা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং আল-কুরআনে বোন (sister) উল্লেখ থাকায় সহোদর, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোনও বোনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-12 এর নোট) । উল্লেখ্য Muslim Family Law Ordinance, 1961 এর ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী পুত্রের কন্যা (পৌত্রী) পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হওয়ায় পৌত্রীর স্থলে প্রপৌত্রী কুরআনিক অংশভোগী হিসাবে গণ্য।

[২] মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে পৌত্রী পুত্রের স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ হয়ে প্রথম পর্যায়ভুক্ত ওয়ারিশ হওয়ায় প্রপৌত্রী দ্বিতীয় পর্যায়ের ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য।

[৩] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P.6 & Muslim Family Law Ordinance, 1961, S.4 & Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, P.402.

কুরআন নির্ধারিত অংশসমূহ (Shares)

কুরআনে মিরাসের ছয়টি অংশের উল্লেখ রয়েছে। এই ছয়টি অংশ হচ্ছে: $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৬}$ এবং $\frac{১}{৮}$ । এই ছয়টি অংশ ১২ জন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের জন্য নির্ধারিত।[৪]

কুরআন নির্ধারিত ছয়টি অংশের (fixed portion) প্রাপ্যতার বিভিন্ন অবস্থা[৫]

নির্ধারিত অংশ	ওয়ারিশ	যে অবস্থায় নির্ধারিত অংশ প্রাপ্য
$\frac{১}{২}$ (পাঁচ জন ওয়ারিশ)	স্বামী	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** না থাকলে
	এক কন্যা	পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* না থাকলে
	এক প্রপৌত্রী[৬]	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* বা প্রপৌত্র না থাকলে
	এক সহোদর বোন	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা পিতা বা দাদা বা ভাই বা প্রপৌত্রী না থাকলে
	বৈমাত্রেয়ী বোন	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা পিতা বা দাদা বা সহোদর ভাই, একাধিক সহোদর বোন বা বৈমাত্রেয় ভাই বা প্রপৌত্রী না থাকলে
$\frac{১}{৪}$ (দুই জন ওয়ারিশ)	স্বামী	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** থাকলে
	স্ত্রী/স্ত্রীগণ	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** না থাকলে

*প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ। ** child of son (h.l.s.)

---

[৪] Al Sirajiyyah, P-14; Principles of Mohomedan Law: A Digest of Moohummudan Law: Neil B.E.Baillie, p-699.

[৫] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-12 & A Digest of Moohummudan Law: Neil B.E.Baillie, P-699-700.

[৬] Muslim Family Law Ordinance, 1961 অনুযায়ী পৌত্রী প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ। প্রপৌত্রী এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রীগণ মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ।

নির্ধারিত অংশ	ওয়ারিশ	যে অবস্থায় নির্ধারিত অংশ প্রাপ্য
১/৮ (এক জন ওয়ারিশ)	স্ত্রী বা স্ত্রীগণ	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** থাকলে
২/৩ (চার জন ওয়ারিশ)	একাধিক কন্যা	পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* না থাকলে
	একাধিক প্রপৌত্রী	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা প্রপৌত্র না থাকলে
	একাধিক সহোদর বোন	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা পিতা বা দাদা বা ভাই বা প্রপৌত্রী না থাকলে
	একাধিক বৈমাত্রেয়ী বোন	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা পিতা বা দাদা বা সহোদর ভাই, সহোদর বোন বা বৈমাত্রেয় ভাই বা প্রপৌত্রী না থাকলে
১/৩ (দুই জন ওয়ারিশ)	মাতা	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা একাধিক ভাইবোন না থাকলে
	একাধিক বৈপিত্রেয় ভাইবোন	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা পিতা বা দাদা বা প্রপৌত্রী না থাকলে
১/৬ (ছয় জন ওয়ারিশ)	পিতা	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্র থাকলে
	দাদা	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্র থাকলে এবং পিতা না থাকলে
	মাতা	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান] বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** অথবা একাধিক সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাইবোন থাকলে
	দাদি ও নানি	মাতা না থাকলে দাদি ও নানি একত্রে এই অংশ প্রাপ্য। পিতা থাকলে দাদি বঞ্চিত হবে।
	প্রপৌত্রী	কন্যা [বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান]* থাকলে
	এক বা একাধিক বৈমাত্রেয়ী বোন	এক জন সহোদর বোন থাকলে এবং উক্ত বোন যাবিল ফুরুয হিসেবে ওয়ারিশ হলে
	বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা পিতা বা দাদা বা প্রপৌত্রী না থাকলে

কুরআন নির্ধারিত অংশ
যৌথভাবে প্রাপ্য ওয়ারিশগণ (Joint Sharers)

কুরআন নির্ধারিত কোনো অংশ একই পর্যায়ের ওয়ারিশগণ যৌথভাবে প্রাপ্য হলে, উক্ত অংশ তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়। একই অংশ যৌথভাবে প্রাপ্য ওয়ারিশগণ হচ্ছেন:

(১) একাধিক স্ত্রী;
(২) একই পর্যায়ের দাদি ও নানি;
(৩) একাধিক কন্যা বা পূর্বমৃত একাধিক কন্যার সন্তান;
(৪) একাধিক প্রপৌত্রী;
(৫) একাধিক সহোদর বোন;
(৬) একাধিক বৈমাত্রেয়ী বোন; এবং
(৭) বৈপিত্রেয় ভাই বা বৈপিত্রেয়ী বোন।[৭]

১। একাধিক স্ত্রী

স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ $\frac{১}{৮}$। স্ত্রী দুই বা ততোধিক হলে $\frac{১}{৮}$ অংশ দুই বা ততোধিক স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টিত হবে।

২। দাদি ও নানি

মাতা থাকলে দাদি ও নানি বঞ্চিত হয় এবং পিতা থাকলে দাদি বঞ্চিত হয়। পিতা ও মাতা না থাকলে নানি ও দাদি একত্রে ওয়ারিশ হয় এবং উভয়ে একত্রে যৌথভাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ পায়, যা তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়। অর্থাৎ নানি $\frac{১}{১২}$ অংশ এবং দাদি $\frac{১}{১২}$ অংশ প্রাপ্য।

---

[৭] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-12 & Muslim Family Law Ordinance, 1961 section-4 (পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়ে পূর্বমৃত কন্যার স্থলাভিষিক্ত হয়)।

৩। একাধিক কন্যা

পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে কন্যা তাদের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হয়। পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান না থাকলে এক কন্যা নির্ধারিত $\frac{১}{২}$ অংশ পায় এবং একাধিক কন্যা যৌথভাবে (collectively) নির্ধারিত $\frac{২}{৩}$ অংশ পায়, যা তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়। উল্লেখ্য পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে পূর্বমৃত কন্যার স্থলাভিষিক্ত হয়ে উক্ত পূর্বমৃত কন্যার নির্ধারিত অংশ পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ পায়।

৪। একাধিক প্রপৌত্রী (এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী)[৮]

প্রপৌত্রের সাথে প্রপৌত্রী একত্রে থাকলে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়ে প্রপৌত্রের অর্ধহারে অংশ পায়। কিন্তু এক কন্যা বা পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান থাকলে প্রপৌত্রী $\frac{১}{৬}$ অংশ পায়। উক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত এক প্রপৌত্রী (এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী) $\frac{১}{২}$ অংশ এবং দুই বা ততোধিক প্রপৌত্রী (এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী) $\frac{২}{৩}$ অংশ পায়। দুই বা ততোধিক প্রপৌত্রীর (এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী) মধ্যে $\frac{২}{৩}$ অংশ সমহারে বন্টিত হবে।

---

[৮] Muslim Family Law Ordinance, 1961 অনুযায়ী পৌত্রী প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হওয়ায় পৌত্রী প্রতিনিধিত্বকারী আসাবা ওয়ারিস হিসেবে গণ্য। প্রপৌত্রী এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রীগণ যাবিল ফুরুয হিসেবে গণ্য।

৫। একাধিক সহোদর বোন

পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ), প্রপৌত্র (এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র), পিতা বা দাদা থাকলে সহোদর বোন বঞ্চিত হয়। উক্তরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত সহোদর ভাই থাকলে ভাইয়ের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হয় এবং ভাইও না থাকলে এক বোন $\frac{১}{২}$ অংশ এবং দুই বা ততোধিক বোন $\frac{২}{৩}$ অংশ পায়, যা তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়।

৬। একাধিক বৈমাত্রেয়ী বোন

এক সহোদর বোন থাকলে বৈমাত্রেয়ী বোন $\frac{১}{৬}$ অংশ পায়। বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হয়। বৈমাত্রেয় ভাই না থাকলে এক বৈমাত্রেয়ী বোন $\frac{১}{২}$ অংশ এবং দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয়ী বোন $\frac{২}{৩}$ অংশ পায়, যা তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়।

৭। বৈপিত্রেয় ভাই বা বৈপিত্রেয়ী বোন

একজন বৈপিত্রেয় ভাই বা একজন বৈপিত্রেয়ী বোন থাকলে $\frac{১}{৬}$ অংশ পায়। দুই বা ততোধিক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন অথবা ভাইবোন থাকলে সবাই একত্রে $\frac{১}{৩}$ অংশ পায়, যা তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়।

৫। একাধিক সহোদর বোন

পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ), প্রপৌত্র (এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র), পিতা বা দাদা থাকলে সহোদর বোন বঞ্চিত হয়। উক্তরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত সহোদর ভাই থাকলে ভাইয়ের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হয় এবং ভাইও না থাকলে এক বোন $\frac{১}{২}$ অংশ এবং দুই বা ততোধিক বোন $\frac{২}{৩}$ অংশ পায়, যা তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়।

৬। একাধিক বৈমাত্রেয়ী বোন

এক সহোদর বোন থাকলে বৈমাত্রেয়ী বোন $\frac{১}{৬}$ অংশ পায়। বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হয়। বৈমাত্রেয় ভাই না থাকলে এক বৈমাত্রেয়ী বোন $\frac{১}{২}$ অংশ এবং দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয়ী বোন $\frac{২}{৩}$ অংশ পায়, যা তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়।

৭। বৈপিত্রেয় ভাই বা বৈপিত্রেয়ী বোন

একজন বৈপিত্রেয় ভাই বা একজন বৈপিত্রেয়ী বোন থাকলে $\frac{১}{৬}$ অংশ পায়। দুই বা ততোধিক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন অথবা ভাইবোন থাকলে সবাই একত্রে $\frac{১}{৩}$ অংশ পায়, যা তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়।

নির্ধারিত অংশ (Share) বন্টনের টেবিল

কুরআন নির্ধারিত অংশসমূহ যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই নির্ধারিত অংশসমূহের প্রাপ্যতা এবং প্রাপ্যতার বিভিন্ন অবস্থা নিম্নরূপ:[৯]

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ		নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তির শর্ত	যে অবস্থায় আসাবা হয় ও যে অবস্থায় বঞ্চিত হয়
	এক ওয়ারিশের অংশ	একাধিক ওয়ারিশের অংশ		
১	২	৩	৪	৫
স্বামী	১/৪	-	স্ত্রীর সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** থাকলে	কারো দ্বারা বঞ্চিত হয় না
	১/২	-	স্ত্রীর সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* কিংবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** না থাকলে	
স্ত্রী/স্ত্রীগণ	১/৮	১/৮	স্বামীর সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান* কিংবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** থাকলে	কারো দ্বারা বঞ্চিত হয় না
	১/৪	১/৪	স্বামীর সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* কিংবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** না থাকলে	
কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান	১/২	২/৩	পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* না থাকলে	কারো দ্বারা বঞ্চিত হয় না
		আসাবা ওয়ারিশ	-	পুত্র কিংবা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে

[৯] Principles of Mohomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-66A; Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-13-15 & Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, P.404; Islamic Law by BR Verma's Islamic Law: P-430 এর পর সংযুক্ত টেবিল (টেবিলে মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান সমন্বয় করা হয়েছে)।

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ: এক ওয়ারিশের অংশ	নির্ধারিত অংশ: একাধিক ওয়ারিশের অংশ	নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তির শর্ত	যে অবস্থায় আসাবা ওয়ারিশ হয় এবং যে অবস্থায় বঞ্চিত হয়
১	২	৩	৪	৫
প্রপৌত্রী[১০]	১/২	২/৩	(১) পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* কিংবা প্রপৌত্র না থাকলে; অথবা (২) কন্যা [বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান]* না থাকলে	পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* বা একাধিক কন্যা [বা পূর্বমৃত একাধিক কন্যার সন্তান]* দ্বারা বঞ্চিত হয়
	১/৬		এক কন্যা [বা পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান]* থাকলে এবং পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* বা প্রপৌত্র না থাকলে	কন্যা [বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান]* ১/২ পাবে
	আসাবা ওয়ারিশ			প্রপৌত্র থাকলে
পিতা	১/৬		পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* কিংবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** থাকলে	কারো দ্বারা বঞ্চিত হয় না
	১/৬ + আসাবা ওয়ারিশ		এক বা একাধিক কন্যা [বা পূর্বমৃত এক বা একাধিক কন্যার সন্তান]* কিংবা প্রপৌত্রী থাকলে এবং কোনো পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* কিংবা প্রপৌত্র না থাকলে	পিতা যাবিল ফুরুয হিসেবে নির্ধারিত অংশ ছাড়াও আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে অবশিষ্টাংশ পাবে
	আসাবা ওয়ারিশ			সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* কিংবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** না থাকলে

[১০] Muslim Family Law Ordinance, 1961 অনুযায়ী পৌত্রী প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ। কিন্তু মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী প্রপৌত্রী (এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী) যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ)

যাবিল ফুরূয ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ		নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তির শর্ত	যে অবস্থায় আসাবা ওয়ারিশ হয় এবং যে অবস্থায় বঞ্চিত হয়
	এক ওয়ারিশের অংশ	একাধিক ওয়ারিশের অংশ		
১	২		৩	৪
মাতা	১/৬	-	(১) সন্তান [বা পূর্ব মৃত সন্তানের সন্তান]*, পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** থাকলে; অথবা (২) একাধিক সহোদর বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাইবোন থাকলে;	কারো দ্বারা বঞ্চিত হয় না
	১/৩	-	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]*, পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** না থাকলে এবং একাধিক ভাইবোন না থাকলে	
	স্বামী/স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্ট অংশের ১/৩	-	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** না থাকার ক্ষেত্রে যদি স্বামী বা স্ত্রীর সাথে পিতা থাকে	পিতা দ্বারা আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়
দাদা	১/৬		(১) সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** থাকলে; এবং (২) পিতা না থাকলে	পিতা দ্বারা বঞ্চিত হয়
	১/৬ + আসাবা ওয়ারিশ		পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** এবং পিতা না থাকা অবস্থায় যদি একাধিক কন্যা [বা পূর্বমৃত একাধিক কন্যার সন্তান]* বা একাধিক প্রপৌত্রী থাকে	
	আসাবা ওয়ারিশ			পিতা বা সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** না থাকলে

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ		নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তির শর্ত	যে অবস্থায় আসাবা ওয়ারিশ হয় এবং যে অবস্থায় বঞ্চিত হয়
	এক ওয়ারিশের অংশ	একাধিক ওয়ারিশের অংশ		
১	২	৩	৪	৫
দাদি	১/৬	১/৬ (উভয়ে একত্রে)	মাতা ও পিতা না থাকলে	মাতা ও পিতা দ্বারা বঞ্চিত হয়। কখনো আসাবা ওয়ারিশ হয় না
নানি	১/৬		মাতা না থাকলে	মাতা দ্বারা বঞ্চিত হয়। কখনো আসাবা ওয়ারিশ হয় না।
সহোদর বোন	১/২	২/৩	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** অথবা পিতা বা দাদা বা সহোদর ভাই না থাকলে	পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্র বা পিতা বা দাদা দ্বারা সর্ম্পূণরূপে বঞ্চিত হয়
	আসাবা ওয়ারিশ			(১) বঞ্চিত না হলে সহোদর ভাইয়ের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হয়; অথবা (২) কোনো বঞ্চিতকারী না থাকলে কন্যা [বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান]* বা প্রপৌত্রী থাকলে তাদের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হয় এবং কন্যা [বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানের]* অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে পায়।
বৈমাত্রেয়ী বোন	১/২	২/৩	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা পিতা বা দাদা বা সহোদর ভাই অথবা একাধিক সহোদর বোন বা বৈমাত্রেয় ভাই না থাকলে	পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** অথবা পিতা অথবা দাদা বা সহোদর ভাই থাকলে অথবা সহোদর বোন আসাবা ওয়ারিশ হলে বঞ্চিত হবে

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ		নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তির শর্ত	যে অবস্থায় আসাবা ওয়ারিশ হয় এবং যে অবস্থায় বঞ্চিত হয়
	এক ওয়ারিশের অংশ	একাধিক ওয়ারিশের অংশ		
১	২	৩	৪	৫
	$\frac{১}{৬}$		কেবল এক সহোদর বোন থাকলে (সহোদর এক বোন $\frac{১}{২}$ অংশ এবং বৈমাত্রেয়ী বোন $\frac{১}{৬}$ অংশ অর্থাৎ উভয়ে একত্রে $\frac{২}{৩}$ অংশ)	পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা পিতা বা দাদা বা সহোদর ভাই থাকলে অথবা সহোদর বোন আসাবা ওয়ারিশ হলে বঞ্চিত হবে। এছাড়া এক বা একাধিক কন্যা [বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান]** অথবা দুই বা ততোধিক সহোদর বোন থাকলে বঞ্চিত হবে
	আসাবা ওয়ারিশ			(১) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হবে। (২) বঞ্চিতকারী ওয়ারিশ না থাকলে যদি এক বা একাধিক কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান বা প্রপৌত্রী থাকে তাহলে আসাবা ওয়ারিশ হবে
বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৩}$	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা পিতা বা দাদা না থাকলে	পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]*, প্রপৌত্র, পিতা, দাদা অথবা কন্যা [বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান]* থাকলে বঞ্চিত হবে। কখনো আসাবা ওয়ারিশ হবে না।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ		নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তির শর্ত	যে অবস্থায় আসাবা ওয়ারিশ হয় এবং যে অবস্থায় বঞ্চিত হয়
	এক ওয়ারিশের অংশ	একাধিক ওয়ারিশের অংশ		
১	২	৩	৪	৫
	$\frac{১}{৬}$		কেবল এক সহোদর বোন থাকলে (সহোদর এক বোন $\frac{১}{২}$ অংশ এবং বৈমাত্রেয়ী বোন $\frac{১}{৬}$ অংশ অর্থাৎ উভয়ে একত্রে $\frac{২}{৩}$ অংশ)	পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]* বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা পিতা বা দাদা বা সহোদর ভাই থাকলে অথবা সহোদর বোন আসাবা ওয়ারিশ হলে বঞ্চিত হবে। এছাড়া এক বা একাধিক কন্যা [বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান]** অথবা দুই বা ততোধিক সহোদর বোন থাকলে বঞ্চিত হবে
	আসাবা ওয়ারিশ			(১) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হবে। (২) বঞ্চিতকারী ওয়ারিশ না থাকলে যদি এক বা একাধিক কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান বা প্রপৌত্রী থাকে তাহলে আসাবা ওয়ারিশ হবে
বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৩}$	সন্তান [বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান]* অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান** বা পিতা বা দাদা না থাকলে	পুত্র [বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান]*, প্রপৌত্র, পিতা, দাদা অথবা কন্যা [বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান]* থাকলে বঞ্চিত হবে। কখনো আসাবা ওয়ারিশ হবে না।

মুখ্য ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ

[১১]ক। **মুখ্য ওয়ারিশ (Primary heirs):** মৃত ব্যক্তির হত্যাকারী বা ধর্মত্যাগী না হলে যে সকল ওয়ারিশ মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে কখনো বঞ্চিত হয় না, তারাই মুখ্য ওয়ারিশ। এরা নিজেরা বঞ্চিত না হলেও অন্য ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করে। সকল মতবাদ অনুযায়ী এদের সংখ্যা পাঁচ, যথা:

(১) পিতা;
(২) মাতা;
[(৩) পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান;
(৪) কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান][১২]; এবং
(৫) স্বামী বা স্ত্রী।

খ। স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ (Substitute heirs): মুখ্য ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে যে সকল ওয়ারিশ মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় এবং মুখ্য ওয়ারিশের অবর্তমানে মিরাসের অংশ পায়, তারাই স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ।[১৩] মুখ্য ওয়ারিশ পিতা, মাতা এবং সন্তানের কেবল স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ আছে। স্বামী ও স্ত্রীর কোনো স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ নাই।

মুখ্য ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ সংক্রান্ত টেবিল[১৪]

মুখ্য ওয়ারিশ	মুখ্য ওয়ারিশের স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ
১। সন্তান বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান	প্রপৌত্র এবং পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান
২। পিতা	দাদা এবং তদুর্ধ্বক্রম দাদা
৩। মাতা	নানি ও দাদি এবং তদুর্ধ্বক্রম নানি ও দাদি; তবে পিতা থাকলে দাদি বঞ্চিত হবে
৪। স্বামী ও স্ত্রী	কোনো স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ নাই

---

[১১] Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, P.426.

[১২] Muslim Family Law Ordinance, 1961 অনুযায়ী পূর্বমৃত সন্তানের সন্তানগণ (পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) পূর্বমৃত সন্তানের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে পূর্বমৃত সন্তানের স্থলাভিষিক্ত হয়।

[১৩] Mulla Principles of Mohomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-80; & BR Verma Islamic Law: P-422.

[১৪] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-31.

স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশগণের অংশপ্রাপ্তির অধিকার সংক্রান্ত নীতি

(১) মুখ্য ওয়ারিশ মিরাসের অংশপ্রাপ্তির প্রথম হকদার। কেবল তাদের অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ মিরাসের অংশ পায়। কিন্তু এই নীতির ব্যক্তিক্রম হচ্ছে, যদি এক কন্যা বা পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান এবং প্রপৌত্রী এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রীগণ থাকে, তাহলে কন্যা $\frac{১}{২}$ অংশ এবং প্রপৌত্রী এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রীগণ $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। এছাড়া মুখ্য ওয়ারিশ যে সকল ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে, স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশও সে সকল ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে। যেমন মুখ্য ওয়ারিশ পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের অনুরূপভাবে স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ প্রপৌত্রও (এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র) সহোদর ভাইবোনকে বঞ্চিত করে।[১৫]

(২) কোনো পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে প্রপৌত্র সর্বদাই মিরাসের অংশ পায়।

(৩) পিতা না থাকার ক্ষেত্রে দাদা সর্বদাই মিরাসের অংশ পায়।

(৪) মাতা না থাকলে নানি সর্বদাই মিরাসের অংশ পায়। মাতা ও পিতা না থাকলে সর্বদাই দাদি মিরাসের অংশ পায়।

(৫) মুখ্য ওয়ারিশ দ্বারা যে সব আত্মীয়বর্গ মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়, স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ দ্বারাও ঐসব আত্মীয়বর্গ বঞ্চিত হয়। যেমন সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোন এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন সন্তান ও পিতা দ্বারা বঞ্চিত হয়। অনুরূপভাবে তারা পুত্রের সন্তান ও তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রের সন্তান দ্বারাও বঞ্চিত হয়।[১৬]

---

[১৫] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-31.

[১৬] Principles of Mohomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-80 & Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-31.

স্থলাভিষিক্তবিহীন ওয়ারিশ

স্বামী ও স্ত্রী হচ্ছেন স্থলাভিষিক্তবিহীন মুখ্য ওয়ারিশ। এরা কখনো বঞ্চিত হয় না এবং কাউকে বঞ্চিতও করে না। সন্তান বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান থাকার বা না থাকার কারণে প্রাপ্য নির্ধারিত অংশের কেবল হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

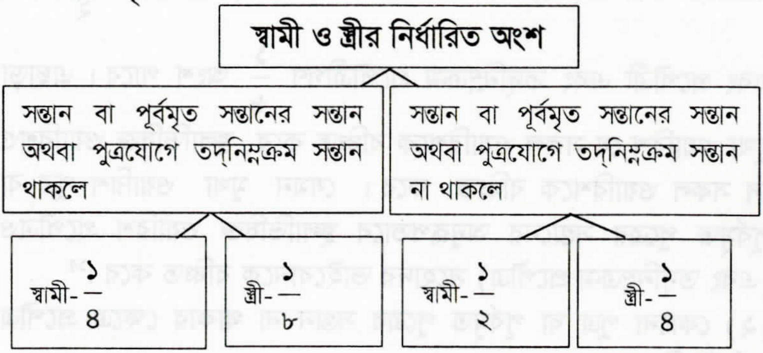

যাবিল ফুরুয দাদা, দাদি, নানি (true grandfather & grandmother) যাবিল আরহাম দাদি ও নানির (false grandfather & grandmother) পরিচিতি চার্ট[১৭]

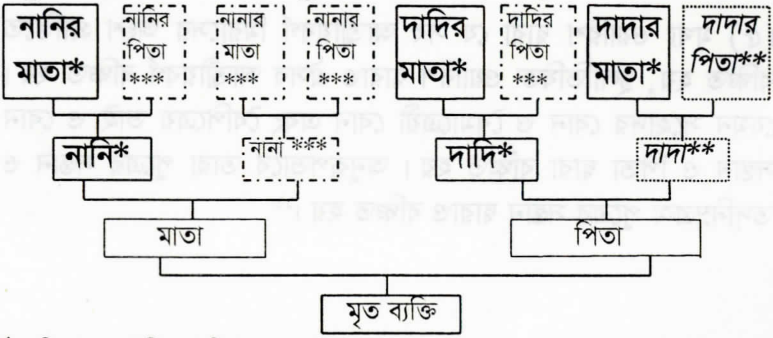

* যাবিল ফুরুয দাদি ও নানি (true grandmother).

** যাবিল ফুরুয দাদা (true grandfather).

*** যাবিল আরহাম দাদা, দাদি ও নানি (false grandfather & grandmother).

---

[১৭] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-9.

বিভিন্ন শ্রেণির ওয়ারিশ[১৮]

মৃতের ওয়ারিশগণ মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা:

(১) আসহাবুল ফুরুয বা যাবিল ফুরুয (ashab-ul-faraiz or zavil-furuz);

(২) আসাবা ওয়ারিশ (asabat); এবং

(৩) যাবিল আরহাম (zavil arham) ।

১। আসহাবুল ফুরুয বা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ

আসহাবুল ফুরুয বা যাবিল ফুরুয এর অর্থ বাধ্যতামূলক অংশের অধিকারী (possessors of obligatory shares)। Sir William Jones কর্তৃক Al Sirajiyyah অনুবাদে এই ওয়ারিশদেরকে Sharers হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯]

কুরআন নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তির অধিকারী ওয়ারিশগণই যাবিল ফুরুয।[২০] ফারাইযের নির্ধারিত অংশ যে বার জন ওয়ারিশের জন্য চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত, তাদেরকে 'যাবিল ফুরয' বা 'আসহাবুল ফুরুয' বলা হয়।[২১]

কুরআনে যে সকল ওয়ারিশের জন্য মিরাসের অংশ নির্ধারিত করা আছে এবং হাদিস দ্বারা অবস্থা বিশেষে আরো যে সকল ওয়ারিশের অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে, তাদেরকে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ বলা হয়।[২২]

কুরআনে মৃত ব্যক্তির পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী/স্ত্রীগণ, কন্যা (ও পুত্র), বৈপিত্রেয় ভাই, বৈপিত্রেয়ী বোন এবং সহোদর বোন এই আট জন যাবির ফুরুয ওয়ারিশের উল্লেখ রয়েছে। হাদিস দ্বারা অবস্থা বিশেষে

---

[১৮] ফাতাওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৩০; Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P 5-6; Principles of Mohomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-65 & BR Verma's Islamic Law: P-423.

[১৯] Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, P.398:

[২০] BR Verma's Islamic Law: P-423.

[২১] তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩০১।

[২২] মেশ্কাত শরীফ, পৃ-১১৯।

বিভিন্ন শ্রেণির ওয়ারিশ[১৮]

মৃতের ওয়ারিশগণ মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা:

(১) আসহাবুল ফুরুয বা যাবিল ফুরুয (ashab-ul-faraiz or zavil-furuz);

(২) আসাবা ওয়ারিশ (asabat); এবং

(৩) যাবিল আরহাম (zavil arham)।

১। আসহাবুল ফুরুয বা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ

আসহাবুল ফুরুয বা যাবিল ফুরুয এর অর্থ বাধ্যতামূলক অংশের অধিকারী (possessors of obligatory shares)। Sir William Jones কর্তৃক Al Sirajiyyah অনুবাদে এই ওয়ারিশদেরকে Sharers হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯]

কুরআন নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তির অধিকারী ওয়ারিশগণই যাবিল ফুরুয।[২০] ফারাইযের নির্ধারিত অংশ যে বার জন ওয়ারিশের জন্য চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত, তাদেরকে 'যাবিল ফুরয' বা 'আসহাবুল ফুরুয' বলা হয়।[২১]

কুরআনে যে সকল ওয়ারিশের জন্য মিরাসের অংশ নির্ধারিত করা আছে এবং হাদিস দ্বারা অবস্থা বিশেষে আরো যে সকল ওয়ারিশের অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে, তাদেরকে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ বলা হয়।[২২]

কুরআনে মৃত ব্যক্তির পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী/স্ত্রীগণ, কন্যা (ও পুত্র), বৈপিত্রেয় ভাই, বৈপিত্রেয়ী বোন এবং সহোদর বোন এই আট জন যাবির ফুরুয ওয়ারিশের উল্লেখ রয়েছে। হাদিস দ্বারা অবস্থা বিশেষে

---

[১৮] ফাতাওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৩০; Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P 5-6; Principles of Mohomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-65 & BR Verma's Islamic Law: P-423.

[১৯] Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE. P.398:

[২০] BR Verma's Islamic Law: P-423.

[২১] তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: দ্বিতীয় খণ্ড. পৃ-৩০১।

[২২] মেশ্কাত শরীফ, পৃ-১১৯।

কন্যার বিধানটি পুত্রের কন্যা (পৌত্রী) ও তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রের কন্যার (প্রপৌত্রী) প্রতি, মাতার বিধানটি দাদি ও নানি ও তদুর্ধ্বক্রমের প্রতি এবং পিতার বিধানটি দাদা ও তদুর্ধ্বক্রমের প্রতি প্রয়োগ করে তাদেরকেও যাবিল ফুরুয এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইরূপ ওয়ারিশগণের সংখ্যা ৪ জন, যথা:

(১) প্রপৌত্রী (এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী);
(২) বৈমাত্রেয়ী বোন;
(৩) দাদা (এবং তদুর্ধ্বক্রম দাদা); এবং
(৪) দাদি ও নানি (এবং তদুর্ধ্বক্রম দাদি ও নানি)।

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের সংখ্যা বার জন। এই বার জনের ৪ জন পুরুষ ও ৮ জন নারী, যথা:[২৩]

ক। পুরুষ

(১) স্বামী;
(২) পিতা (অবস্থার প্রেক্ষিতে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়);
(৩) দাদা এবং তদুর্ধ্বক্রম দাদা (অবস্থার প্রেক্ষিতে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়);
(৪) বৈপিত্রেয় ভাই;

খ। নারী

(৫) স্ত্রী/স্ত্রীগণ;
(৬) কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান (অবস্থার প্রেক্ষিতে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়);
(৭) প্রপৌত্রী এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী (অবস্থার প্রেক্ষিতে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়);
(৮) মাতা;
(৯) দাদি ও নানি এবং তদুর্ধ্বক্রম দাদি ও নানি;
(১০) সহোদর বোন (অবস্থার প্রেক্ষিতে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়);

[২৩] Al-Sirajiyyah: Appendix-A. p-69 এর সাথে Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর section-4 এর বিধানের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

(১১) বৈমাত্রেয়ী বোন (অবস্থার প্রেক্ষিতে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়); এবং

(১২) বৈপিত্রেয়ী বোন।

এক নজরে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশগণ[২৪]

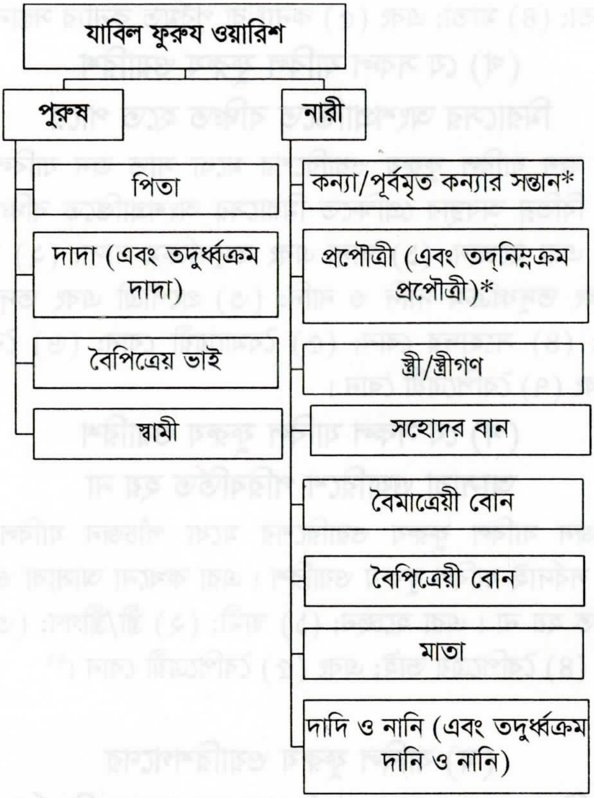

* Muslim Family Law Ordinance, 1961 অনুযায়ী পৌত্রী পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হয়ে আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে অংশ পায়। যার কারণে প্রপৌত্রী এবং পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম কন্যাগণ যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য।

[২৪] ফাতাওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৩০।

(ক) যে সকল যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না

বার জন যাবিল ফুরুযের মধ্যে পাঁচ জন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ কখনো অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না। এরা হচ্ছেন: (১) স্বামী; (২) স্ত্রী; (৩) পিতা; (৪) মাতা; এবং (৫) কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান।[২৫]

(খ) যে সকল যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হতে পারে

বার জন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের মধ্যে সাত জন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হতে পারেন। এরা হচ্ছেন: (১) দাদা এবং তদুর্ধ্বক্রম দাদা; (২) দাদি ও নানি এবং তদুর্ধ্বক্রম দাদি ও নানি; (৩) প্রপৌত্রী এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী; (৪) সহোদর বোন; (৫) বৈমাত্রেয়ী বোন; (৬) বৈপিত্রেয় ভাই; এবং (৭) বৈপিত্রেয়ী বোন।

(গ) যে সকল যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয় না

বারজন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের মধ্যে পাঁচজন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ সর্বদাই যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ। এরা কখনো আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয় না। এরা হচ্ছেন; (১) স্বামী; (২) স্ত্রী/স্ত্রীগণ; (৩) দাদি ও নানি; (৪) বৈপিত্রেয় ভাই; এবং (৫) বৈপিত্রেয়ী বোন।[২৬]

(ঘ) যাবিল ফুরুয ওয়ারিশগণের মিরাসের অংশ সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশ

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে নিম্নোক্ত ওয়ারিশগণের অংশ আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে: যথা:

১। **কন্যার অংশ:** এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু শুধু কন্যা দুইয়ের বেশি থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন

---

[২৫] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-6 এর নোট-২।

[২৬] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-5 এর নোট-২।

ভাগের দুই ভাগ, এবং এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধেক। (সূরা নিসাঃ আয়াত নং-১১)।

২। **পিতার অংশঃ** সন্তান থাকলে পিতার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ (সূরা নিসাঃ আয়াত নং-১১)।

৩। **মাতার অংশঃ** সন্তান থাকলে মাতার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ; সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে মাতার জন্য তিন ভাগের একভাগ; তার একাধিক ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের একভাগ (সূরা নিসাঃ আয়াত নং-১১)।

৪। **স্বামীর অংশঃ** স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক স্বামীর জন্য, যদি স্ত্রীর কোনো সন্তান না থাকে এবং স্ত্রীর কোনো সন্তান থাকলে স্বামীর জন্য স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ (সূরা নিসাঃ আয়াত নং-১২)।

৫। **স্ত্রীর অংশঃ** স্বামীর সন্তান না থাকলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ, এবং স্বামীর সন্তান থাকলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ (সূরা নিসাঃ আয়াত নং-১২)।

৬। **বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয়ী বোনের অংশঃ** যদি কোনো পুরুষ অথবা নারীর কালালাহ্‌' বা পিতা-মাতা বা সন্তানহীন উত্তরাধিকারী হয়, এবং থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। তারা এর বেশি হলে সবাই সমান অংশীদার হবে তিন ভাগের এক ভাগে (সূরা নিসাঃ আয়াত নং-১২)।

৭। **সহোদর ভাই ও বোনের অংশঃ** পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর সে (মহিলা) যদি সন্তানহীনা হয় তবে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। অতঃপর যদি দুই বোন থাকে তবে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ। আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান (সূরা নিসাঃ আয়াত নং-১৭৬)।

(ঙ) যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা

নিম্নোক্ত যাবিল ফুরুয ওয়ারিশগণ বিভিন্ন অবস্থায় কখনো কেবল যাবিল ফুরুয, কখনো যাবিল ফুরুয ও আসাবা ওয়ারিশ এবং কখনো কেবল আসাবা ওয়ারিশ:[২৭]

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ	যে অবস্থায় যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ	যে অবস্থায় আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়
১	২	৩
১। পিতা	সন্তান বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান থাকলে	পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান অথবা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান না থাকলে
২। দাদা	পিতা না থাকলে উপরোক্ত অবস্থায়	পিতা না থাকলে উপরোক্ত অবস্থায়
৩। মাতা	৩নং কলামে উল্লেখিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে	(১) মাতার সাথে কেবল পিতা ও স্বামী বা স্ত্রী থাকলে; এবং (২) সন্তান বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান অথবা পুত্রযোগে তদনিম্নক্রম সন্তান কিংবা একাধিক ভাইবোন না থাকলে
৪। কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান	পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান না থাকলে	পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে
৫। প্রপৌত্রী[২৮]	(১) একাধিক কন্যা বা একাধিক পূর্বমৃত কন্যার সন্তান না থাকলে; এবং (২) সমপর্যায়ের প্রপৌত্র না থাকলে; এবং (৩) কোনো বঞ্চিতকারী ওয়ারিশ না থাকলে	সমপর্যায়ের প্রপৌত্র থাকলে এবং বঞ্চিত না হলে
৬। সহোদর বোন	সহোদর ভাই কিংবা কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান কিংবা প্রপৌত্রী বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী না থাকলে; এবং বঞ্চিতকারী ওয়ারিশ না থাকলে	কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান থাকলে অথবা প্রপৌত্রী বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী থাকলে; এবং কোনো বঞ্চিতকারী ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে যদি সহোদর ভাই থাকে

[২৭] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-7; Principles of Mohomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-66A & Al Sirajiyyah: Appendix A, p-70.

[২৮] Muslim Family Law Ordinance, 1961 অনুযায়ী পৌত্রী পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ। কিন্তু প্রপৌত্রী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ।

ওয়ারিশ	যে অবস্থায় যাবিল ফুরুয	যে অবস্থায় আসাবা ওয়ারিশ
১	২	৩
৭। বৈমাত্রেয়ী বোন	বৈমাত্রেয় ভাই কিংবা কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান কিংবা প্রপৌত্রী বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী না থাকলে; এবং কোনো বঞ্চিতকারী ওয়ারিশ না থাকলে	কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান অথবা প্রপৌত্রী বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী থাকলে; এবং কোনো বঞ্চিতকারী ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে

(চ) যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের পরিচিতি চার্ট

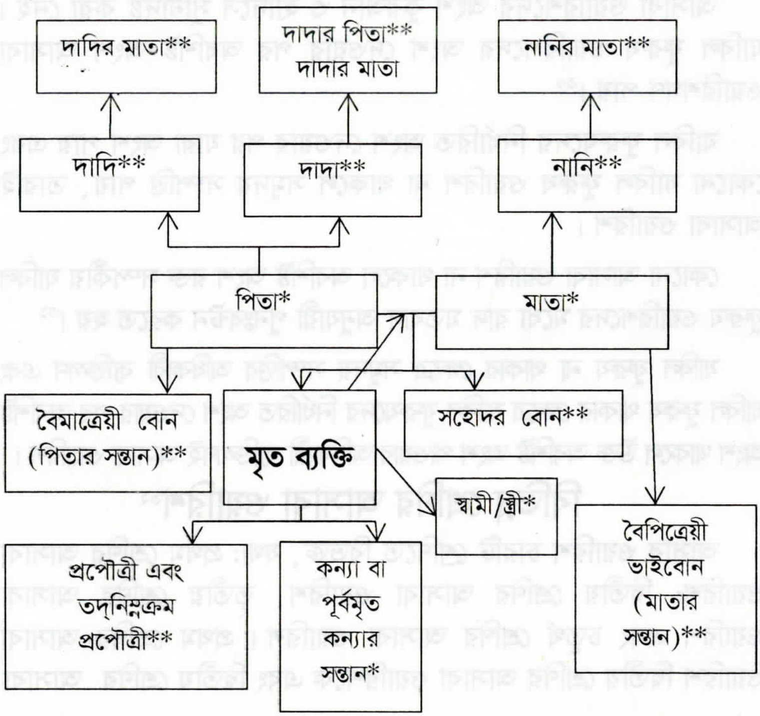

* মুখ্য ওয়ারিশ

**স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ

২। আসাবা ওয়ারিশ (Residuaries)

আসাবা ওয়ারিশ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার আল কুরআনে সুনির্দিষ্ট (fixed) করা হয়নি। আল কুরআনে উল্লিখিত অংশীদারদের (যাবিল ফুরুয) তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ (fixed share) দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা এরা পায়। আসাবা ওয়ারিশ যদি একা হয় তবে সমুদয় সম্পত্তি সেই পায়। যদি কোনো সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে, তবে মুখ্য ওয়ারিশ না হলে এরা বঞ্চিত হয়।[২৯] তবে পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ) আসাবা ওয়ারিশ হলেও কোনো অবস্থাতেই বঞ্চিত হয় না।

আসাবা ওয়ারিশদের অংশ কুরআন ও হাদিসে সুনির্দিষ্ট করা নেই। যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ আসাবা ওয়ারিশগণ পায়।[৩০]

যাবিল ফুরুযদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর যারা অংশ পায় এবং কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ না থাকলে সমুদয় সম্পত্তি পায়, তারাই আসাবা ওয়ারিশ।

কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকলে অবশিষ্ট অংশ রক্ত সম্পর্কীয় যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে রাদ মতবাদ অনুযায়ী পুনঃবন্টন করতে হয়।[৩১]

যাবিল ফুরুয না থাকার ক্ষেত্রে সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ এবং যাবিল ফুরুয থাকার ক্ষেত্রে যাবিল ফুরুযদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ থাকলে উক্ত অবশিষ্ট অংশ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিগণই আসাবা ওয়ারিশ।

বিভিন্ন শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ[৩২]

আসাব ওয়ারিশ চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা: প্রথম শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ; দ্বিতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ, তৃতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ এবং চতুর্থ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ। প্রথম শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ দ্বিতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশকে এবং দ্বিতীয় শ্রেণির আসাবা

---

[২৯] মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১১৭ এর টীকা।

[৩০] মেশ্‌কাত শরীফ, পৃ-১২০।

[৩১] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-3.

[৩২] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-16 এবং সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ: ২য় খণ্ড, পৃ-২০।

ওয়ারিশ তৃতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশকে এবং তৃতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ চতুর্থ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে।

(১) প্রথম শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ

প্রথম শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ মৃত ব্যক্তির পুত্র শ্রেণির (offspring) ওয়ারিশ। এদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায় না। এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ হচ্ছেন:

(১) মূল আসাবা ওয়ারিশ পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান (পৌত্র, পৌত্রী ও তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান), প্রপৌত্র ও তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রগণ; এবং

(২) পরিবর্তিত আসাবা ওয়ারিশ কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান (দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান), প্রপৌত্রী বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রীগণ, যখন তারা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য নয়। এরা নিজেরা আসাবা ওয়ারিশ না হলেও এরা পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান বা প্রপৌত্রের বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ

দ্বিতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ পিতৃ শ্রেণির (root) ওয়ারিশ। প্রথম (সন্তান) শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে এরা যাবিল ফুরুয হিসেবে নির্ধারিত অংশ পায়, আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে অংশ পায় না। প্রথম শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে এরা আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ পায়। দ্বিতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ হচ্ছেন:

(১) পিতা;

(২) পিতার অবর্তমানে দাদা এবং অনুরূপভাবে তদূর্ধ্বক্রম দাদা।

(৩) তৃতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ

তৃতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ পিতার সন্তান শ্রেণির (offspring of father) ওয়ারিশ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রেই কেবল এরা আসাবা ওয়ারিশ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ থাকলে এরা বঞ্চিত হয়। তৃতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ হচ্ছেন:

(১) সহোদর ভাই বা বৈমাত্রেয় ভাই এবং পুত্রযোগে তাদের তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ; এবং
(২) সহোদর বা বৈমাত্রেয় বোন যখন তারা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য নয়। এরা সমপর্যায়ের ভাইয়ের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হয়।

(৪) চতুর্থ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ

চতুর্থ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ দাদার সন্তান শ্রেণির (offspring of grand father) ওয়ারিশ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকলেই এরা আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ পায়। চতুর্থ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ হচ্ছেন: চাঁচা, পিতার চাঁচা এবং পুত্রযোগে তাদের নিম্নক্রম পুত্রগণ।

আসাবা ওয়ারিশগণের অগ্রাধিকারক্রম[৩৩]

ক। প্রথম শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ: এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ মৃতের সন্তান শ্রেণির (Descendants) ওয়ারিশ। এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ থাকলে অন্য কোনো শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ পায় না। এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণের মধ্যকার মিরাস প্রাপ্তির পর্যায়ক্রমিক অগ্রাধিকারক্রম নিম্নরূপ:

১। **প্রথমে পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান:** পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান থাকলে কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয় এবং 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান' এই হারে মিরাসের অংশ পায়;

২। **প্রপৌত্র:** উপরে উল্লেখিত আসাবা ওয়ারিশ না থাকলে প্রপৌত্র এবং প্রপৌত্রের সাথে প্রপৌত্রী থাকলে প্রপৌত্রী আসাবা ওয়ারিশের পরিবর্তিত হবে;

এবং অনুরূপভাবে তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীগণ।

---

৩৩ Al Sirajiyyah: Appendix A, p-69; A Digest of Moohummudan Law: Neil B.E.Baillie, P 701-702; Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, P.418-423; Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah. P-24-25 & Muslim Family Law Ordinance, 1961, section-4.

খ। দ্বিতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ: এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ পিতৃ শ্রেণির (Ascendants) আসাবা ওয়ারিশ। সন্তান শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ না থাকলেই এরা আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে অংশ পায়। এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণের মধ্যকার মিরাসপ্রাপ্তির পর্যায়ক্রমিক অগ্রাধিকারক্রম নিম্নরূপ:

৩। প্রথমে পিতা;

৪। পিতার অবর্তমানে দাদা;

এবং অনুরূপভাবে তদুর্ধ্বক্রম দাদা।

এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ থাকলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায় না।

গ। তৃতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ: এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ পিতার সন্তান শ্রেণির (Descendants of Father/Collaterals) ওয়ারিশ। পুত্র শ্রেণির এবং পিতৃ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ না থাকলেই কেবল এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায়। এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণের মধ্যকার মিরাসপ্রাপ্তির পর্যায়ক্রমিক অগ্রাধিকারক্রম নিম্নরূপ:

৫। **সহোদর ভাই:** প্রথমে সহোদর ভাই এবং সহোদর ভাইয়ের সাথে সহোদর বোন থাকলে সহোদর বোনও আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়;

৬। **বৈমাত্রেয় ভাই:** সহোদর ভাই না থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে বৈমাত্রেয়ী বোন থাকলে বৈমাত্রেয়ী বোনও আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়;

৭। **সহোদর বোন:** সহোদর ভাই বা অন্য কোনো অধিকতর নিকটবর্তী আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান বা প্রপৌত্রী থাকলে তাদের অংশ দেওয়ার পর কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকলে উক্ত অবশিষ্টাংশ আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে পায়;

৮। **বৈমাত্রেয় বোন:** সহোদর ভাই বা বৈমাত্রেয় ভাই বা অন্য কোনো অধিকতর নিকটবর্তী আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান কিংবা প্রপৌত্রী থাকলে তাদের অংশ দেওয়ার পর

কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকলে উক্ত অবশিষ্টাংশ আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে পায়;

৯। সহোদর ভাইয়ের পুত্র;

১০। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র;

১১। সহোদর ভাইয়ের পৌত্র;

১২। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র;

১৩। সহোদর ভাইয়ের প্রপৌত্র;

১৪। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রপৌত্র;

এবং অনুরূপভাবে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ।

এই শ্রেণির ওয়ারিশ থাকলে চতুর্থ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায় না।

ঘ। চতুর্থ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ: (১) দাদার পুত্র শ্রেণির (Descendants True Grandfather) আসাবা ওয়ারিশ: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ না থাকলেই কেবল এই শ্রেণির ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায়। এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণের মধ্যকার মিরাসপ্রাপ্তির পর্যায়ক্রমিক অগ্রাধিকারক্রম নিম্নরূপ:

১৫। পিতার সহোদর ভাই (সহোদর চাঁচা);

১৬। পিতার বৈমাত্রেয় ভাই (বৈমাত্রেয় চাঁচা);

১৭। পিতার সহোদর ভাইয়ের পুত্র;

১৮। পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র;

১৯। পিতার সহোদর ভাইয়ের পৌত্র;

২০। পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র;

২১। পিতার সহোদর ভাইয়ের প্রপৌত্র;

২১। পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রপৌত্র;

এবং অনুরোপভাবে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ।

(২) দাদার পিতার পুত্র শ্রেণির (Descendants more remote True Grandfather) আসাবা ওয়ারিশ: এই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণের মধ্যকার মিরাসপ্রাপ্তির পর্যায়ক্রমিক অগ্রাধিকারক্রম নিম্নরূপ:

২২। দাদার সহোদর ভাই;

২৩। দাদার বৈমাত্রেয় ভাই;

২৪। দাদার সহোদর ভাইয়ের পুত্র;

২৫। দাদার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র;

২৬। দাদার সহোদর ভাইয়ের পৌত্র;

২৭। দাদার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র;

২৮। দাদার সহোদর ভাইয়ের প্রপৌত্র;

২৯। দাদার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রপৌত্র;

এবং অনুরূপভাবে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ।

এছাড়া ততোধিক দূরবর্তী দাদার পুত্র শ্রেণির অগ্রাধিকারক্রম অনুরূপভাবে হবে।

আসাবা ওয়ারিশগণের (Residuaries) তালিকা

চার শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশের মধ্যে কতক ওয়ারিশ যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হলেও অবস্থার প্রেক্ষিতে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়। কতক ওয়ারিশ কেবল আসাবা ওয়ারিশ। যে সকল ওয়ারিশ সর্বদাই আসাবা ওয়ারিশ এবং যে সকল ওয়ারিশ আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়, নিম্নের টেবিলে তা দেখানো হলো:

যে সকল যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়[৩৪]	যে সকল ওয়ারিশ সর্বদাই আসাবা ওয়ারিশ[৩৫]
(১) পিতা	(১) পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান;
(২) দাদা ও তদুর্ধ্বক্রম দাদা	(২) প্রপৌত্র ও তদনিম্নক্রম প্রপৌত্র;
(৩) কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান	(৩) সহোদর ভাই;
(৪) প্রপৌত্রী	(৪) বৈমাত্রেয় ভাই
(৫) সহোদর বোন	(৫) সহোদর ভাইয়ের পুত্র
(৬) বৈমাত্রেয়ী বোন	(৬) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র
	(৭) সহোদর ভাইয়ের পৌত্র
	(৮) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র
	(৯) সহোদর ভাইয়ের প্রপৌত্র
	(১০) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রপৌত্র
	(১১) অনুরূপভাবে তদ্‌নিম্নক্রম
	(১২) পিতার সহোদর ভাই
	(১৩) পিতার বৈমাত্রেয় ভাই
	(১৪) পিতার সহোদর ভাইয়ের পুত্র
	(১৫) পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র
	(১৬) পিতার সহোদর ভাইয়ের পৌত্র
	(১৭) পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র
	(১৮) পিতার সহোদর ভাইয়ের প্রপৌত্র
	(১৯) পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রপৌত্র
	(২০) অনুরূপভাবে তদ্‌নিম্নক্রম; এবং
	(২১) অনুরূপভাবে দূরবর্তী দাদার পুত্র শ্রেণি

[৩৪] Al Sirajiyyah: Appendix A, p 69-70.

[৩৫] Al Sirajiyyah: Appendix A, p-69 (১-১০ নং ক্রমিক পর্যন্ত উল্লেখ আছে); A Digest of Moohummudan Law: Neil B.E.Baillie, P 701-702 & Muslim Family Law Ordinance, 1961 এর section 4.

যাবিল আরহাম ওয়ারিশ

(Zavul Arham)(Distant Kindred/Kinsman)

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশও নয়, আসাবা ওয়ারিশও নয়, মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী ও দূরবর্তী এমন রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়গণই যাবিল আরহাম ওয়ারিশ।[৩৭] যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ আসাবা ওয়ারিশদের অনুরূপ পদ্ধতিতে অংশ পায়। যেমন অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী একই পর্যায়ের একজন যাবিল আরহাম ওয়ারিশ থাকলে সে একাই মিরাসের সম্পূর্ণ অংশ পায়।[৩৮]

যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ আসাবা ওয়ারিশ না থাকলে অংশ পায়। হযরত ওমর, হযরত আলী ও ইবনে মাসউদসহ অধিকাংশ সাহাবীর মতে কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকলে যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ অংশ পায়। ইমাম আবু হানিফাও এই মতই অনুসরণ করেন।[৩৯]

যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ কেবল দুইটি ক্ষেত্রে মিরাসের অংশ পায়, যথা:

(১) কোনো যাবিল ফুরুয বা আসাবা শ্রেণির ওয়ারিশ না থাকলে যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ সমুদয় সম্পত্তি পায়; এবং

(২) কেবল যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ স্বামী বা স্ত্রী থাকলে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ যাবিল আরহাম ওয়ারিশ পায়।[৪০]

যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মিরাস প্রাপ্তির সাধারণ নীতি

(১) সাধারণ নীতি হচ্ছে নিকটবর্তী আত্মীয় দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে, এই নীতি যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন কন্যার সন্তানের পুত্র (দৌহিত্র বা দৌহিত্রীর পুত্র) এবং কন্যার সন্তানের

---

[৩৭] ফাতাওয়া ও মাসাইল: ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৩৩; Al Sirajiyyah: p 44; Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah. P-3; Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE. P.429 & B R Verma's Islamic Law: P.453.

[৩৮] A Digest of Moohummudan Law: Neil B.E.Baillie, P 715.

[৩৯] মেশ্‌কাত শরীফ, পৃ-১২০।

[৪০] Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE. P.429 & Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah. P-42.

কন্যা[৪১] (দৌহিত্র বা দৌহিত্রীর কন্যা) অন্য সকল যাবিল আরহাম ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে।

(২) যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ একই পর্যায়ের হওয়ার ক্ষেত্রে আসাবা ওয়ারিশের সন্তান শ্রেণি বা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের সন্তান শ্রেণি অংশপ্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পায়।[৪২]

বিভিন্ন শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশ[৪৩]

যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত। মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী উক্ত চারটি শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের তালিকা নিম্নরূপঃ

(১) মৃতের অধস্তন ধারা (যাবিল ফুরুয ও আসাবা ওয়ারিশ ব্যতীত) (Descendants of the deceased) : যাবিল ফুরুযও নয়, আসাবাও নয়, মৃতের এমন অধস্তন ধারার ওয়ারিশগণ যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। এই ধারার ওয়ারিশদের মধ্যকার অগ্রাধিকারক্রম নির্ণয়ের বঞ্চিতকরণ নীতি নিম্নরূপঃ

নীতি-১: অধিকতর নিকটবর্তী আত্মীয়, অধিকতর দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে।

নীতি-২: একই পর্যায়ের আত্মীয়তার (same degree of relationship) ক্ষেত্রে যাবিল ফুরুয ও আসাবা ওয়ারিশের সন্তানগণ যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণের উপর অগ্রাধিকার পায়।

অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী অধস্তন ধারার ওয়ারিশগণ হচ্ছেনঃ

(১) মৃতের কন্যার সন্তানের সন্তান (মৃতের কন্যার পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) (মৃতের তৃতীয় প্রজন্ম)[৪৪];

---

[৪১] Muslim Family Law Ordinance, 1961 এর section 4 অনুযায়ী পূর্বমৃত কন্যার সন্তান প্রতিনিধি ওয়ারিশ হয়ে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়। যার কারণে পূর্বমৃত কন্যার সন্তানের সন্তান যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য।

[৪২] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-42.

[৪৩] Al Sirajiyyah: p 45-46; Principles of Mohomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-65 & 86-87.

(২) মৃতের কন্যার প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর সন্তান (মৃতের চতুর্থ প্রজন্ম);

অনুরূপভাবে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তানগণ।

উল্লেখ্য দ্বিতীয় প্রজন্ম প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ। তৃতীয়, চতুর্থ ও তদ্‌নিম্নক্রম সন্তানগণ যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। যাবিল আরহাম ওয়ারিশ তৃতীয় প্রজন্ম থাকা অবস্থায় চতুর্থ প্রজন্ম বঞ্চিত হবে। একই প্রজন্মের মধ্যে অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে 'এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান' এই হারে অংশ বন্টিত হবে।

মৃত ব্যক্তি
↓
প্রথম প্রজন্ম ← মৃতের কন্যা → যাবিল ফুরুয
↓
দ্বিতীয় প্রজন্ম ← মৃতের কন্যার সন্তান → প্রতিনিধিত্বকারী যাবিল ফুরুয
↓
তৃতীয় প্রজন্ম ← মৃতের কন্যার সন্তানের সন্তান → যাবিল আরহাম (১ম অগ্রাধিকার)
↓
চতুর্থ প্রজন্ম ← মৃতের কন্যার সন্তানের সন্তানের সন্তান → যাবিল আরহাম (২য় অগ্রাধিকার)

[উদাহরণ-১: মৃতের কন্যার পুত্রের পুত্র ২/৩ অংশ এবং মৃতের কন্যার পুত্রের কন্যা ১/৩ অংশ।

উদাহরণ-২: এক কন্যার কন্যার দুই পুত্র ২/৩ অংশ, অন্য কন্যার কন্যার দুই কন্যা ১/৩ অংশ।][৪৫]

---

[৪৪] মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান মতে মৃতের কন্যার সন্তানগণ প্রতিনিধিত্বকারী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হওয়ার কারণে মৃতের কন্যার সন্তানের সন্তানগণ যাবিল আরহাম ওয়ারিশ।

[৪৫] Principles of Mohomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-88.

(২) মৃতের উর্ধ্বতন ধারা (যাবিল ফুরুয ও আসাবা ওয়ারিশ ব্যতীত) (Ascendants of the deceased): পিতৃকুল ও মাতৃকুলের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের মাধ্যমে এই উর্ধ্বতন ধারার ওয়ারিশ। অধস্তন ধারার কোনো যাবিল আরহাম ওয়ারিশ থাকলে এই ধারার ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায় না। এই ধারার ওয়ারিশদের মধ্যকার অগ্রাধিকারক্রম নির্ণয়ের বঞ্চিতকরণ নীতি নিম্নরূপ:

নীতি-১: অধিকতর নিকটবর্তী আত্মীয়, অধিকতর দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে।

নীতি-২: একই পর্যায়ের আত্মীয়তার (same degree of relationship) ক্ষেত্রে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের মাধ্যমে ওয়ারিশগণ যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মাধ্যমে ওয়ারিশগণের উপর অগ্রাধিকার পায়।

নীতি-৩: একই পর্যায়ের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ওয়ারিশের ক্ষেত্রে পিতৃকুলের ওয়ারিশ পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং মাতৃকুলের ওয়ারিশ পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ। একই কুলের সমপর্যায়ের ওয়ারিশ হলে, যেমন নানার পিতা এবং নানার মাতা উভয়ে মাতৃকুলের ওয়ারিশ; এইক্ষেত্রে নানার পিতা পুরুষ ওয়ারিশ হওয়ায় $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে এবং নানার মাতা নারী হওয়ায় $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে।

অগ্রাধিকার অনুযায়ী এই ধারার ওয়ারিশগণ হচ্ছেন:

(১) দাদির পিতা, নানির পিতা, এবং অনুরূপভাবে তদুর্ধ্বক্রম (False grandfathers h.h.s)।

(২) নানার পিতা, নানার মাতা (False grandmothers h.h.s)।

(৩) মৃতের ভ্রাতৃত্ব ধারা (Descendants of the Parents):

অধস্তন ধারা এবং উর্ধ্বতন ধারার কোনো ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রেই ভ্রাতৃত্বের ধারার ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায়। এই ধারার ওয়ারিশগণ মৃতের ভাই ও বোনের অধস্তন ধারার ঐ সকল ওয়ারিশ, যারা যাবিল ফুরুযও নয়, আসাবাও নয়। এই ধারার ওয়ারিশগণের অগ্রাধিকারক্রমের নীতি নিম্নরূপ:

নীতি-১: অধিকতর নিকটবর্তী আত্মীয়, অধিকতর দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে। যেমন ভাইবোনের সন্তানগণ ভাইবোনের সন্তানের সন্তানকে বঞ্চিত করে।

নীতি-২: একই পর্যায়ের আত্মীয়তার (same degree of relationship) ক্ষেত্রে আসাবার সন্তানগণ যাবিল আরহাম ওয়ারিশের সন্তানগণের উপর অগ্রাধিকার পায়। যেমন সহোদর ভাইয়ের পুত্রের কন্যা সহোদর বোনের কন্যার পুত্রের উপর অগ্রাধিকার পায়।

নীতি-৩: একই পর্যায়ের ওয়ারিশের ক্ষেত্রে সহোদর ভাইয়ের অধস্তন ধারা বৈমাত্রেয় ভাইবোনের অধস্তন ধারার উপর অগ্রাধিকার পায়। তবে সহোদর বোনের অধস্তন ধারা বৈমাত্রেয় ভাইবোনের অধস্তন ধারাকে বঞ্চিত করে না। এছাড়া সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাইবোনের অধস্তন ধারা বৈপিত্রেয় ভাইবোনের অধস্তন ধারাকে বঞ্চিত করতে পারে না। তারা একত্রে মিরাসের অংশ পায়। এই ধারার মধ্যকার অগ্রাধিকারক্রম নিম্নরূপ:

(১) সহোদর ভাইয়ের কন্যা, সহোদর বোনের সন্তান এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তান; (১ম অগ্রাধিকার গ্রুপ)

(২) সহোদর বোনের সন্তান, বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তান, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যা এবং বৈমাত্রেয়ী বোনের সন্তান (বৈমাত্রেয় গ্রুপ অবশিষ্টাংশ পায়); (২য় অগ্রাধিকার গ্রুপ)

(৩) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যা, এবং বৈমাত্রেয়ী বোনের সন্তান এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তান; (৩য় অগ্রাধিকার গ্রুপ)

(৪) সহোদর ভাইয়ের পুত্রের কন্যা (আসাবার সন্তান); (৪র্থ অগ্রাধিকার গ্রুপ)

(৫ বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা (আসাবার সন্তান) (৫ম অগ্রাধিকার গ্রুপ);

(৬) সহোদর বোনের কন্যার সন্তান, সহোদর বোনের সন্তানের সন্তান এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তানের সন্তান; (৬ষ্ঠ অগ্রাধিকার গ্রুপ)

(৭) সহোদর বোনের সন্তানের সন্তান, বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তানের সন্তান, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যার সন্তান এবং বৈমাত্রেয়ী বোনের সন্তানের সন্তান (বৈমাত্রেয়গ্রুপ অবশিষ্টাংশ পায়); (৭ম অগ্রাধিকার গ্রুপ)

(৮) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যার সন্তান এবং বৈমাত্রেয়ী বোনের সন্তানের সন্তান এবং, বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তানের সন্তান; (অষ্টম অগ্রাধিকার গ্রুপ)

অনুরূপভাবে ভাই ও বোনের দূরবর্তী অধস্তন ধারা।

(৪) মৃতের পিতৃকুল ও মাতৃকুল ধারা (Descendants of immediate Grandparents) : মৃতের অধস্তন ধারা, উর্ধ্বতন ধারা এবং ভ্রাতৃ ধারার কোনো যাবিল আরহাম ওয়ারিশ না থাকলে এই ধারার ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায়। এই ধারার ওয়ারিশদের অগ্রাধিকারক্রম নিম্নরূপ:

(ক) ফুফু, চাঁচা (বৈপিত্রেয়), মামা, খালা: এই ধারার ওয়ারিশদের মধ্যকার বন্টন নীতি নিম্নরূপ:

(১) পিতৃকুলের ওয়ারিশ $\frac{২}{৩}$ অংশ প্রাপ্য এবং মাতৃকুলের ওয়ারিশ $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রাপ্য;

(২) পিতৃকুলের ওয়ারিশের প্রাপ্য $\frac{২}{৩}$ অংশ নিম্নরূপভাবে পিতৃকুলের ওয়ারিশদের মধ্যে নিম্নরূপ পদ্ধতিতে বন্টিত হবে:

(ক) সহোদর ফুফু (সকলে সমহারে অংশ প্রাপ্য); সহোদর ফুফু না থাকার ক্ষেত্রে

(খ) বৈমাত্রেয় ফুফু (সকলে সমহারে অংশ প্রাপ্য); সহোদর ও বৈমাত্রেয় ফুফু না থাকার ক্ষেত্রে

(গ) বৈপিত্রেয় ফুফু ও চাঁচা (পুরুষ নারীর দ্বিগুন, এই হারে অংশ বন্টিত হবে)।

(৩) মাতৃকুলের ওয়ারিশের প্রাপ্য $\frac{১}{৩}$ অংশ 'পুরুষ নারীর দ্বিগুন' এই হারে নিম্নোক্ত ওয়ারিশগণের মধ্যে নিম্নরূপ অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী বন্টিত হবে:

(ক) সহোদর মামা ও খালা; সহোদর মামা ও খালা না থাকার ক্ষেত্রে

(খ) বৈমাত্রেয় মামা ও খালা; বৈমাত্রেয় মামা ও খালা না থাকার ক্ষেত্রে

(গ) বৈপিত্রেয় মামা ও খালা।

(৪) পিতৃকুলের ফুফু ও চাঁচা না থাকার ক্ষেত্রে মাতৃকুলের মামা ও খালা সমুদয় সম্পত্তি পাবে। অনুরূপভাবে মাতৃকুলের মামা ও খালা না থাকলে পিতৃকুলের ফুফু ও চাঁচা সমুদয় সম্পত্তি পাবে।

(খ) ফুফু, চাঁচা, মামা, খালার অধস্তন ধারা (সহোদর ও বৈমাত্রেয় চাঁচার পুত্র ধারা ব্যতীত, যারা আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য): মৃতের ফুফু, চাঁচা, মামা, খালা না থাকার ক্ষেত্রে তাদের সন্তান ধারা মিরাসের অংশ প্রাপ্য। তাদের মধ্যকার অংশ বন্টন নীতি নিম্নরূপ:

(১) ফুফু ও চাঁচার অধস্তন ধারার ওয়ারিশগণ $\frac{২}{৩}$ অংশ প্রাপ্য এবং মামা ও খালার অধস্তন ধারার ওয়ারিশগণ $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রাপ্য;

(২) ফুফু, চাঁচার অধস্তন ধারার প্রাপ্য $\frac{২}{৩}$ অংশ 'পুরুষ নারীর দ্বিগুন' এই হারে নিম্নরূপ পদ্ধতিতে বন্টিত হবে:

(ক) সহোদর চাঁচার কন্যা, না থাকার ক্ষেত্রে;

(খ) সহোদর ফুফুর সন্তান, না থাকার ক্ষেত্রে;

(গ) বৈমাত্রেয় চাঁচার কন্যা, না থাকার ক্ষেত্রে;

(ঘ) বৈমাত্রেয়ী ফুফুর সন্তান, না থাকার ক্ষেত্রে;

(ঙ) বৈপিত্রেয় চাঁচা ও ফুফুর সন্তান।

উপরোক্ত পাঁচ গ্রুপে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুন' এই হারে অংশ বন্টিত হবে।

(গ) মামা ও খালার অধস্তন ধারার প্রাপ্য $\frac{১}{৩}$ অংশ নিম্নোক্ত ওয়ারিশগণের মধ্যে নিম্নরূপ অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী বন্টিত হবে:

(ক) সহোদর মামা ও খালার সন্তান; না থাকার ক্ষেত্রে

(খ) বৈমাত্রেয় মামা ও খালার সন্তান; না থাকার ক্ষেত্রে

(গ) বৈপিত্রেয় মামা ও খালার সন্তান।

উপরোক্ত গ্রুপে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুন' এই নীতি অনুসরণপূর্বক অংশ বন্টিত হবে।

(ঘ) পিতৃকুলের ফুফু ও চাঁচার সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে মাতৃকুলের মামা ও খালার সন্তান সমুদয় সম্পত্তি পাবে। অনুরূপভাবে মাতৃকুলের মামা ও খালার সন্তান না থাকলে পিতৃকুলের ফুফু ও চাঁচার সন্তান সমুদয় সম্পত্তি পাবে।

(ঙ) ফুফু, চাঁচা, মামা, খালার সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে তাদের সন্তানের সন্তানগণ একই নীতি অনুসরণপূর্বক মিরাসের অংশ প্রাপ্য।

যাবিল আরহাম ওয়ারিশ সম্পর্কে ইমাম মোহাম্মদ ও আবু ইউসূফ এর মতবাদ

যাবিল আরহাম ওয়ারিশ সম্পর্কে দুইটি নীতির একটি হচ্ছে ওয়ারিশদের অগ্রাধিকারক্রম নির্ণয় এবং অন্যটি হচ্ছে তাদের মধ্যে অংশ বন্টন।

উপরোক্ত নীতি সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফা (র) এর দুই বিখ্যাত শিষ্য ইমাম মোহাম্মদ ও আবূ ইউসূফ এর মধ্যে যথেষ্ট প্রার্থক্য রয়েছে। আবূ ইউসূফ এর মতবাদ সহজ এবং ইমাম মোহাম্মদ এর মতবাদ অত্যন্ত জটিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উপমহাদেশে ইমাম মোহাম্মদের মতবাদই গ্রহণ করা হয়েছে।[৪৬]

---

[৪৬] Akbar Ali v. Adar Bibi (1931) 58 Cal. 366, 130 I.C. 873, (31) A.C. 155 (Principles of Mohomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-87.)

মিরাস বন্টনে ওয়ারিশদের শ্রেণিভিত্তিক অগ্রাধিকারক্রম[৪৭]

They begin with the persons entitled to shares, who are such as have each a specifice share alloted to them in the book of Almighty God; then they proceed to the residuary heirs by relations, and they are all such as take what remains of the inheritance, after those who are entitled to shares; and, if there be only residuaries they shall take the whole property,...then they return to those entitled to shares according to their respective rights of consanguinity; then to the more distant kindred; then to the successor by contract; then to him who was acknowledged as a kinsman through another, so as not to prove his consanguinity, provided the deceased persisted in that acknowledgment even till he died; then to the person, to whom the whole property was left by will; and lastly to the public treasury.[48]

(ক) আত্মীয়তার সূত্রে ওয়ারিশ

আত্মীয়তা সূত্রে ওয়ারিশ দুই ধরনের, যথা: (১) রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশ; এবং (২) বৈবাহিক সূত্রে ওয়ারিশ। মিরাস বন্টনে আত্মীয়তার সূত্রে ওয়ারিশের অগ্রাধিকারক্রম সর্বপ্রথম।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে মিরাস বন্টনে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারের অগ্রাধিকারক্রমানুযায়ী আত্মীয়তার সূত্রে ওয়ারিশগণকে ৩ (তিন)টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এ তিনটি শ্রেণি হচ্ছে, যথা:

(১) যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ (Sharers);

(২) আসাবা ওয়ারিশ (Residuaries); এবং

(৩) যাবিল আরহাম ওয়ারিশ (Distant Kindred)।

---

৪৭ Al Sirajiyyah: p 12-13 & B R Verma's Islamic Law: P.424-473.

৪৮ Al Sirajiyyah: p 12-13.

(খ) অনাত্মীয় সূত্রে ওয়ারিশ

আত্মীয়তার সূত্রে ওয়ারিশ একজনও থাকার ক্ষেত্রে অনাত্মীয় সূত্রে ওয়ারিশ মিরাসের দাবিদার হতে পারবে না এবং কোনো অংশও পাবে না। অনাত্মীয় সূত্রে ওয়ারিশ চার শ্রেণির, যথা:

(১) স্বীকৃতিবলে ওয়ারিশ: কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি জীবিত অবস্থায় অন্য কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে ওয়ারিশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং মৃত্যুর সময় আত্মীয়তার সূত্রে কোনো ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে স্বীকৃতিবলে ওয়ারিশ সম্পত্তি পাবে। এ ধরণের ওয়ারিশ বিরল এবং এ ধরণের ওয়ারিশকে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা ওয়ারিশী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

(২) চুক্তিবলে ওয়ারিশ: কোনো মুসলিম ব্যক্তি অন্য কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে চুক্তির মাধ্যমে ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য করলে এবং মৃত্যুর সময় তার আত্মীয় সূত্রে কোনো ওয়ারিশ এবং স্বীকৃতিবলে কোনো ওয়ারিশ না থাকলে চুক্তিবলে ওয়ারিশ সম্পত্তি প্রাপ্য হবে। এ ধরণের ওয়ারিশও বিরল এবং এ ধরনের ওয়ারিশকে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার ওয়ারিশী স্বত্ব প্রমাণ করতে হয়।

(৩) অছিয়তসূত্রে ওয়ারিশ: মুসলিম আইন অনুযায়ী তিন ভাগের এক ভাগের অধিক সম্পত্তি অছিয়ত করা যায় না। ওয়ারিশগণ যাতে মিরাস প্রাপ্তিতে বঞ্চিত না হয়, অর্থাৎ ওয়ারিশদের স্বার্থ ক্ষুন্ন না হয়, সে জন্যেই মুসলিম আইনে এই বিধান। কিন্তু যদি কোনো আত্মীয়তার সূত্রে ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে আত্মীয়তার সূত্রে ওয়ারিশদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার প্রশ্ন আসে না। যে কারণে কোনো মুসলিম তার সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ এর অধিক অথবা সমুদয় সম্পত্তি অছিয়ত করলে, উক্ত অছিয়ত এই ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। আত্মীয়তার সূত্রে ওয়ারিশ, স্বীকৃতিবলে ওয়ারিশ ও চুক্তিবলে ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে এই ধরণের ওয়ারিশ সম্পত্তি প্রাপ্য হবে।

(৪) রাষ্ট: আত্মীয়তার সূত্রে ওয়ারিশ, স্বীকৃতিবলে ওয়ারিশ, চুক্তিবলে ওয়ারিশ এবং অছিয়তবলে কোনো ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে সমুদয় সম্পত্তি রাষ্ট্রের কাছে ন্যস্ত হবে। রাষ্ট্র এই সম্পত্তি কেবল দেশের মুসলিম জনগণের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে পারবে।

মিরাস বন্টনে ওয়ারিশগণের শ্রেণিভিত্তিক অগ্রাধিকারক্রম

১। প্রথম অগ্রাধিকারক্রম যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের

মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রথমে যাবিল-ফুরুয ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করতে হয়। তাঁদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি আসাবা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হয়। উল্লেখ্য কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকলে অবশিষ্টাংশ স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের কাছে ফেরত আসে অর্থাৎ রাদের মতবাদ অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে হারাহারিভাবে পুনঃবন্টন করতে হয়।

কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো যাবিল ফুরুয এবং কোনো আসাবা ওয়ারিশ এবং কোনো যাবিল আরহাম ওয়ারিশ না থাকলে অবশিষ্টাংশ ব্যতিক্রমী রাদ মতবাদ অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রীর কাছে ফেরত আসে। অর্থাৎ সমুদয় সম্পত্তি স্বামী বা স্ত্রী পায়।[৪৯]

উদাহরণ-১: ক এর মৃত্যুকালে তার মাতা, স্ত্রী ও এক কন্যা ব্যতীত অন্য কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ ছিল না। এছাড়া আসাবা ওয়ারিশও ছিল না। এক্ষেত্রে যাবিল ফুরুয হিসেবে মাতা $\frac{২}{৬}$, স্ত্রী $\frac{১}{৮}$, এবং কন্যা $\frac{১}{২}$ অংশ প্রাপ্য। তাদের একত্রিত অংশের পরিমাণ হয় $(\frac{২}{৬}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{২}) = \frac{১৯}{২৪}$। অর্থাৎ $(১-\frac{১৯}{২৪}) = \frac{৫}{২৪}$ অংশ অতিরিক্ত রয়েছে। অন্য কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ ও আসাবা ওয়ারিশ না থাকায় রাদ মতবাদ অনুযায়ী হারাহারিভাবে উক্ত অতিরিক্ত অংশ মাতা ও কন্যা পাবে। ফলে মাতার অংশ হবে $\frac{৭}{৩২}$ এবং কন্যার অংশ হবে $\frac{২১}{৩২}$। উল্লেখ্য রাদ মতবাদ অনুযায়ী স্ত্রী এই অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়।

উদাহরণ- ২: ক ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি বিবাহ করেন এবং স্ত্রী রেখে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। এই ক্ষেত্রে অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকায় স্ত্রী যাবিল ফুরুয হিসেবে $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং রাদ মতবাদ অনুযায়ী অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশ অর্থাৎ সমুদয় সম্পত্তি পাবে।

---

[৪৯] B R Verma Islamic Law: P-424.

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের মধ্যকার অগ্রাধিকারক্রম

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের সংখ্যা মোট ১২ জন। এই ১২ জনের সবাই একত্রে মিরাস বন্টনে অংশ পায় না। এই ওয়ারিশদের মধ্যে ৫ জন ওয়ারিশ যারা কখনো বঞ্চিত হয় না। অবশিষ্ট ৭ জন স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশ। যারা মূল ওয়ারিশের উপস্থিতিতে বঞ্চিত হয়। যাবিল ফুরুয ওয়ারিশগণের মিরাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারক্রম নিম্নরূপ:

১ম অগ্রাধিকারক্রম: বঞ্চিত হয় না এমন যাবিল ফুরুয, যথা: পিতা, মাতা, কন্যা, স্বামী ও স্ত্রী। এরা সবাই একত্রে মিরাসের অংশ পাবে।

⇩

২য় অগ্রাধিকারক্রম: স্থলাভিষিক্ত যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ-যারা বঞ্চিত হতে পারে, যথা: দাদা, দাদি/নানি, প্রপৌত্রী, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন, বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয়ী বোন। এরা ১ম অগ্রাধিকারক্রমের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মিরাসের অংশ পায়।

(২) দ্বিতীয় অগ্রাধিকারক্রম আসাবা ওয়ারিশদের

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশগণের মধ্যে নির্দিষ্ট অংশ বন্টনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা আসাবা ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করতে হয়। কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ না থাকলে সমুদয় সম্পদই আসাবা ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

(৩) তৃতীয় অগ্রাধিকারক্রম যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের

যদি কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ বা আসাবা ওয়ারিশ না থাকে তাহলে সমুদয় সম্পদই যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ পাবে। এছাড়া যদি স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অন্যকোন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ এবং আসাবা ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্ট সম্পত্তি যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ পাবে।

উল্লেখ্য স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অন্যকোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ বা কোনো আসাবা ওয়ারিশ থাকলে যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ মিরাসের কোনো অংশ পায় না।

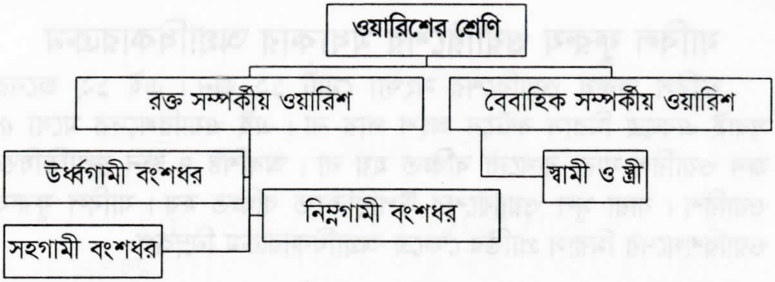

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী ওয়ারিশ মূলত দুই শ্রেণির, যথা: রক্ত সম্পর্কীয় শ্রেণির ওয়ারিশ এবং বৈবাহিক সম্পর্কীয় শ্রেণির ওয়ারিশ। বৈবাহিক সম্পর্কীয় শ্রেণির ওয়ারিশগণ হচ্ছেন স্বামী এবং স্ত্রী। রক্ত সম্পর্কীয় শ্রেণির ওয়ারিশ তিনটি গ্রুপে বিভক্ত, যথা:

১। উর্ধ্বগামী বংশধর (উর্ধ্বতন ধারা) (Ascendants): উর্ধ্বগামী বংশধর অর্থ মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন জীবিত ব্যক্তি অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পিতা ও মাতার পূর্বপুরুষগণ। এ উর্ধ্বতন বংশধরগণ আবার পুরুষ যোগে (পিতৃযোগে) এবং নারীযোগে (মাতৃ যোগে) হয়ে থাকে। এরা পিতৃধারার ও মাতৃধারার ওয়ারিশ।

২। নিম্নগামী বংশধর (অধস্তন ধারা) (Descendants): নিম্নগামী বংশধর অর্থ মৃত ব্যক্তির সন্তান ও তদ্‌নিম্নগামী বংশধরগণ। এরা পুত্রধারার ও কন্যাধারার ওয়ারিশ।

৩। সহগামী বংশধর (ভ্রাতৃ ধারা) (Collaterals): সহগামী বংশধরগণ হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির পিতা ও মাতার সন্তান অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন। এরা ভ্রাতৃধারার ওয়ারিশ।

ভাই বোনের পরিচিতি সংক্রান্ত চার্ট

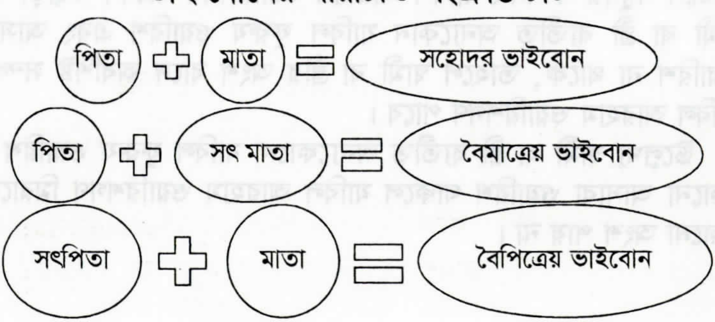

ষষ্ঠ অধ্যায়
মিরাস বন্টনে বঞ্চিতকরণ নীতি
(Principles of Exclusion)

১। নিকট আত্মীয়রাই একে অপরের সম্পত্তির অধিক হকদার (আবূ দাউদ-২৯১১ ও ২৯১৪)।

বঞ্চিতকরণ নীতির ক্ষেত্র ব্যতীত মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ওয়ারিশেরই, এমনকি মাতৃগর্ভস্থ সন্তানেরও, মিরাসের অংশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।[১] তবে মৃত ব্যক্তির সব ওয়ারিশই একত্রে মিরাসের অংশ পায় না। এই অংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ওয়ারিশদের অগ্রাধিকারক্রম রয়েছে। বঞ্চিতকরণ নীতির প্রয়োগের দ্বারা ওয়ারিশদের অগ্রাধিকারক্রম নির্ণীত হয়।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সাধারণভাবে রক্তের সম্পর্কের নৈকট্যের উপর ভিত্তি করে বঞ্চিতকরণ নীতি প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কের অধিকতর নিকটবর্তী ওয়ারিশ অধিকতর দূরবর্তী ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

রক্তের সম্পর্কের নিকটবর্তী আসাবা ওয়ারিশ অধিকতর দূরর্বতী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে না এবং নিকটবর্তী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশও অধিকতর দূরবর্তী আসাবা ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে না। যেমন রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে পিতা নানির চেয়ে অধিকতর নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও পিতা নানিকে বঞ্চিত করে না।

বঞ্চিতকরণ (Exclusion) দুই প্রকার

বঞ্চিতকরণ দুই প্রকার, যথা: আংশিক বঞ্চিতকরণ এবং পূর্ণাঙ্গ বঞ্চিতকরণ।

(১) আংশিক বঞ্চিত করণ (Imperfect exclusion)(hajab nuqsan): এক প্রকার ওয়ারিশ হতে অন্য প্রকার ওয়ারিশে পরিবর্তিত

---

[১] Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, P-394.

হয়ে হ্রাসকৃত হারে অংশ পাওয়াই আংশিক বঞ্চিতকরণ। কোনো কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ অন্যান্য ওয়ারিশের উপস্থিতিতে মিরাসের নির্ধারিত বৃহত্তম অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়ে নির্ধারিত ক্ষুদ্রতম অংশের অংশীদার হওয়া আংশিক বঞ্চিতকরণ হিসেবে গণ্য। যে পাঁচজন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ আংশিকভাবে বঞ্চিত হয়, তারা হচ্ছেন স্বামী, স্ত্রী, মাতা, প্রপৌত্রী এবং বৈমাত্রেয়ী বোন।

(২) পূর্ণাঙ্গ বঞ্চিতকরণ (Perfect exclusion)(hajab hirman): পূর্ণাঙ্গ বঞ্চিতকরণ এর আওতাভুক্ত দুই শ্রেণির ওয়ারিশ। এক শ্রেণির ওয়ারিশ, যারা কোনো অবস্থাতেই বঞ্চিত হয় না। এদের সংখ্যা ছয় জন। যথা: স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান এবং কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান (প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্র ব্যতীত অর্থাৎ সম্পদের মালিকের হত্যাকারী বা ইসলাম ধর্মত্যাগকারী না হলে) মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে কখনো বঞ্চিত হয় না। অন্য শ্রেণির ওয়ারিশ, যারা এক অবস্থায় মিরাসের অংশ পায়, কিন্তু অন্য অবস্থায় মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়। এই শ্রেণির ওয়ারিশগণ হচ্ছেন দাদি, নানি, দাদা, প্রপৌত্রী, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন, বৈপিত্রেয় ভাই বা বৈপিত্রেয়ী বোন।[২]

বঞ্চিতকরণ নীতির ভিত্তি

বঞ্চিতকরণ নীতি নিম্নোক্ত দুইটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

(১) যে ওয়ারিশ অন্য ওয়ারিশের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হয়, উক্ত অন্য ওয়ারিশ জীবিত থাকা অবস্থায় সে মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়। যেমন পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে প্রপৌত্র বঞ্চিত হয়। তবে মাতার সাথে বৈপিত্রেয় ভাইবোন একত্রে ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন বৈপিত্রেয় ভাইবোন মাতার সন্তান । এরা মাতার মাধ্যমে ওয়ারিশ হলেও মাতার সাথে একত্রে ওয়ারিশ হয়। কারণ

---

[২] Al Sirajiyyah: p-27; Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mahomed Ullah, P-127 & Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, P-394.

মাতা নির্ধারিত অংশভোগী হিসেবে সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ পায়, মাতা সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ পায় না।

(২) রক্তের সম্পর্কের অধিকতর নিকটবর্তী ওয়ারিশ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে।

উল্লেখ্য কোনো ওয়ারিশ নিজে বঞ্চিত হলেও সে অন্য ওয়ারিশকে বঞ্চিত করতে পারে। যেমন পিতা ও মাতার সাথে দুই বা ততোধিক সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাইবোন থাকলে, পিতা দ্বারা ভাইবোন মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু তারা মিরাসের কোনো অংশ না পাওয়া সত্ত্বেও তারা মাতার অংশ $\frac{১}{৩}$ হতে $\frac{১}{৬}$ অংশে হ্রাস করে।[৩]

যে সব ওয়ারিশ কখনো বঞ্চিত হয় না

মৃত ব্যক্তির পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তান বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান[৪] মুখ্য ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য। সম্পত্তির মালিকের হত্যাকারী না হলে বা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত না হলে এরা কখনো মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না। তবে বিভিন্ন অবস্থার কারণে তাদের মিরাসের অংশের হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। এই পাঁচজন ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য সকল ওয়ারিশই বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হতে পারে। পিতা, মাতা ও সন্তান বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান অন্য ওয়ারিশদের বঞ্চিত করতে পারে। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী অন্য কোনো ওয়ারিশকে বঞ্চিত করতে পারে না।[৫]

---

[৩] Al Sirajiyyah: p-27: A Digest of Moohummudan Law: Neil B.E.Baillie, P-705 , Part II. P-270 & Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, P-394.

[৪] Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী এবং তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান পূর্বমৃত সন্তানের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে মুখ্য ওয়ারিশ।

[৫] Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, P-413.

মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ দ্বারা বঞ্চিতকরণ নীতিতে পরিবর্তন

রক্তের সম্পর্কের অধিকতর নিকটবর্তী ওয়ারিশ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী ওয়ারিশকে বঞ্চিত করার যে নীতি মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে রয়েছে, মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ এর ৪ ধারার প্রতিনিধিত্বের বিধান দ্বারা ঐ নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির পূর্বমৃত পুত্রযোগে পৌত্র ও পৌত্রী এবং পূর্বমৃত কন্যাযোগে দৌহিত্র ও দৌহিত্রের বঞ্চিত হওয়ার বিধানের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। হানাফি আইন অনুযায়ী অবস্থা বিশেষে তারা বঞ্চিত হয়। কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে তারা পূর্বমৃত পুত্র এবং পূর্বমৃত কন্যার স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় পুত্র ও কন্যার অনুরূপভাবে কখনোই অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না।

যেমন ক এর দুই পুত্র খ ও গ এবং গ এর এক পুত্র ঘ। ক এর জীবিতাবস্থায় পুত্র গ মারা যায়। রক্তের সম্পর্কের নৈকট্যের নীতির কারণে হানাফি উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী এইক্ষেত্রে পূর্বমৃত পুত্র গ এর পুত্র ঘ মিরাস প্রাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হতো। কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইনের দ্বারা প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি হওয়ায় পূর্বমৃত পুত্র গ এর প্রতিনিধি হিসেবে ঘ মিরাসের অংশ পাবে।[৬]

---

৬ Muslim Law, SH. Shaukat Mahmood: P-256.

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের বঞ্চিতকরণ টেবিল[৭]

যে সকল যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ বঞ্চিত হয় না	যে সকল যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ অবস্থার প্রেক্ষিতে বঞ্চিত হতে পারে
১। স্বামী	১। দাদাঃ (পিতা দ্বারা বঞ্চিত)
২। স্ত্রী/স্ত্রীগণ	২। দাদি ও নানিঃ (নানি মাতা দ্বারা বঞ্চিত হয়; দাদি মাতা ও পিতা দ্বারা বঞ্চিত)
৩। পিতা	৩। প্রপৌত্রীঃ (পুত্র বা প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান দ্বারা বঞ্চিত হয়)
৪। মাতা	৪। সহোদর বোনঃ (পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান, পিতা বা দাদা দ্বারা বঞ্চিত হয়)
৫। কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান	৫। বৈমাত্রেয়ী বোনঃ (পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান, পিতা, দাদা দ্বারা এবং সহোদর ভাই দ্বারা এবং সহোদর বোন আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হলে বঞ্চিত হয়)
	৬। বৈপিত্রেয় ভাইঃ (পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান, প্রপৌত্র, পিতা, দাদা দ্বারা বঞ্চিত এবং কন্যা ও প্রপৌত্রী দ্বারাও বঞ্চিত হয়)
	৭। বৈপিত্রেয়ী বোনঃ (পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান, প্রপৌত্র, পিতা, দাদা দ্বারা বঞ্চিত এবং কন্যা ও প্রপৌত্রী দ্বারাও বঞ্চিত হয়)]

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের বঞ্চিত হওয়ার নীতি

যাবিল ফুরয ওয়ারিশ হিসেবে বঞ্চিত হওয়া নিম্নরূপ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

ক। যে ব্যক্তির মাধ্যমে কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, সে ব্যক্তি আসাবা ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ বঞ্চিত হয়। যেমন দাদা, সহোদর বোন বা বৈমাত্রেয়ী বোন পিতার দ্বারা মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় দাদা, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোনকে পিতা বঞ্চিত করে।

খ। সন্তান ধারার ও পিতৃ ধারার পুরুষ ওয়ারিশ, যারা আসাবা ওয়ারিশ হিসেবেও মিরাসের অংশ পায়, তারা সকল সহগামী (collateral)

---
[৭] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mahomed Ullah, P-26.

ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে। যেমন সহোদর বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন, বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনকে পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান বঞ্চিত করে।

গ। নিকটবর্তী যে আসাবা ওয়ারিশ নিকটবর্তী অন্য যাবিল ওয়ারিশকে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত করে, সে দূরবর্তী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে। যেমন পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানকে আসাবায় পরিবর্তিত করে এবং প্রপৌত্রীকে বঞ্চিত করে।

ঘ। যে সহোদর অন্য সহোদরকে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত করে, সে সহোদর বৈমাত্রেয়কে বঞ্চিত করে। যেমন সহোদর ভাই সহোদর বোনকে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত করে এবং বৈমাত্রেয়ী বোনকে বঞ্চিত করে।

ঙ। সহোদর নারী ওয়ারিশ আসাবা ওয়ারিশ হলে বৈমাত্রেয়কে বঞ্চিত করে। যেমন এক ব্যক্তি কন্যা, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোন রেখে মারা যায়। এইক্ষেত্রে সহোদর বোন কন্যার সাথে আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ পাওয়ায় বৈমাত্রেয়ী বোন বঞ্চিত হবে।[৮]

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে বঞ্চিত হয়ে আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে অংশপ্রাপ্তির অবস্থা[৯]

নিম্নোক্ত তিনজন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হলেও আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকলে তা প্রাপ্য:

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ	যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা
প্রপৌত্রী	একাধিক কন্যা বা পূর্বমৃত একাধিক কন্যার সন্তান থাকলে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়
সহোদর বোন	এক বা একাধিক কন্যা বা পূর্বমৃত এক বা একাধিক কন্যার সন্তান অথবা একাধিক প্রপৌত্রী থাকলে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়
বৈমাত্রেয়ী বোন	এক বা একাধিক কন্যা বা পূর্বমৃত একাধিক কন্যার সন্তান অথবা একাধিক প্রপৌত্রী, অথবা একাধিক সহোদর বোন থাকলে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়

[৮] Al Sirajiyyah: p-28 & A Digest of Moohummudan Law: Neil B.E.Baillie. P-705 & Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mahomed Ullah, P-26.
[৯] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mahomed Ullah, P-28.

অংশপ্রাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা[১০]

নিম্নোক্ত দুইজন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে বঞ্চিত হলে মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতেও বঞ্চিত হয়, কেননা তারা কখনো আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয় না:

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ	বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা
নানি	মাতা দ্বারা অংশপ্রাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়
দাদি	মাতা ও পিতা দ্বারা অংশপ্রাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়।
বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন	এক বা একাধিক সন্তান বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান অথবা প্রপৌত্রী থাকার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়।

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা[১১]

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ	যে অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়
১। দাদা	পিতা দ্বারা দাদা এবং পিতা বা দাদা দ্বারা দাদার পিতা বঞ্চিত হয়;
২। দাদি ও নানি	(ক) মাতা থাকলে নানি বঞ্চিত হয়; (খ) মাতা বা পিতা থাকলে দাদি বঞ্চিত হয়;
৩। প্রপৌত্রী	পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে বঞ্চিত হয়;
৪। সহোদর বোন	পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান, অথবা প্রপৌত্র বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র, বা পিতা বা দাদা থাকলে বঞ্চিত হয়
৫। বৈমাত্রেয়ী বোন	পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান, অথবা প্রপৌত্র বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র, বা পিতা বা দাদা, অথবা সহোদর ভাই থাকলে অথবা সহোদর বোন আসাবা হলে বঞ্চিত হয়;
৬। বৈপিত্রেয়ী ভাইবোন	পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান বা প্রপৌত্র, অথবা পিতা বা দাদা, অথবা কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান বা প্রপৌত্রী থাকলে বঞ্চিত হয়।

---

[১০] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mahomed Ullah, P-28.
[১১] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mahomed Ullah, P-29.

যাবিল ফুরূয ওয়ারিশের আংশিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা[১২]

কিছু সংখ্যক ওয়ারিশ মিরাসের নির্ধারিত বৃহত্তম অংশ প্রাপ্য হয় এবং অন্যান্য ওয়ারিশের সাথে একত্রে থাকার কারণে নির্ধারিত হ্রাসকৃত অংশ প্রাপ্য হয়, যথা:

যাবিল ফুরূয ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	হ্রাসকৃত অংশ	হ্রাসকৃত অংশ পাওয়ার অবস্থা
১। স্বামী	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{৪}$	সন্তান বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান অথবা পৌত্রের সন্তান বা প্রপৌত্রের সন্তান থাকলে
২। স্ত্রী	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৮}$	ঐ
৩। মাতা	$\frac{১}{৩}$ (সম্পূর্ণ সম্পত্তির)	$\frac{১}{৬}$	সন্তান বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান অথবা পৌত্রের সন্তান বা প্রপৌত্রের সন্তান, অথবা দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন থাকলে
		$\frac{১}{৩}$ (স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্টাংশের)	সন্তান বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান বা পৌত্রের সন্তান বা প্রপৌত্রের সন্তান, অথবা দুই বা ততোধিক ভাইবোন এবং পিতার সাথে স্বামী বা স্ত্রী থাকলে
৪। প্রপৌত্রী	এক জন $\frac{১}{২}$, একাধিক জন $\frac{২}{৩}$	$\frac{১}{৬}$	এক কন্যা বা পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান বা উর্ধ্বক্রমের প্রপৌত্রী থাকলে এবং বঞ্চিত না হলে এবং আসাবায় পরিবর্তিত না হলে
৫। বৈমাত্রেয়ী বোন	এক জন $\frac{১}{২}$, একাধিক জন $\frac{২}{৩}$	$\frac{১}{৬}$	এক সহোদর বোন থাকলে এবং বঞ্চিত না হলে এবং আসাবায় পরিবর্তিত না হলে

[১২] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mahomed Ullah, P-30.

যেসব ওয়ারিশ যেসব ওয়ারিশকে বঞ্চিত করতে পারে না

১। **পিতা :** পিতা নানিকে বঞ্চিত করতে পারে না। পিতা ও নানি একত্রে মিরাসের অংশ পায়।

২। **মাতা :** মাতা সহোদর বোন এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনকে বঞ্চিত করতে পারে না। মাতা, সহোদর বোন, বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয়ী বোন একত্রে মিরাসের অংশ পায়।

৩। **স্বামী বা স্ত্রী :** স্বামী বা স্ত্রী কোনো ওয়ারিশকে বঞ্চিত করতে পারে না।

৪। **কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান :** কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান ভাইয়ের পুত্রকে বঞ্চিত করতে পারে না। যেমন কেবল কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান থাকলে কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান ও ভাইয়ের পুত্র একত্রে মিরাসের অংশ পায়।

৫। **সহোদর বোন :** সহোদর বোন বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনকে বঞ্চিত করতে পারে না। সহোদর বোন, বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন একত্রে মিরাসের অংশ পায়।

আসাবা ওয়ারিশগণের মধ্যকার বঞ্চিতকরণ নীতি

(Exclusion among classes of residuaries)

বিভিন্ন শ্রেণির আসাবাদের অগ্রাধিকারক্রম অনুসারে বঞ্চিতকরণ নিম্নোক্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা:

(১) সন্তান শ্রেণির (descendants) আসাবা ওয়ারিশগণ অন্য সকল শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশদের বঞ্চিত করে।

(২) পিতৃ শ্রেণির (ascendants) আসাবা ওয়ারিশগণ সন্তান শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য সকল আসাবা ওয়ারিশদের বঞ্চিত করে।

(৩) অধিকতর নিকটবর্তী পিতৃ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী পিতৃ শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশদের বঞ্চিত করে।[১৩]

---

[১৩] B R Verma's Islamic Law: P-435.

একই শ্রেণির আসাবা ওয়ারিশগণের মধ্যকার বঞ্চিতকরণ নীতি

(Rules of exclusion within each class of residuries)

একই শ্রেণির সকল আসাবা ওয়ারিশগণ একই সাথে মিরাসের অংশ পায় না। তাদের মধ্যকার অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম নিম্নোক্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

(১) রক্তের সম্পর্কের অপেক্ষাকৃত নিকটতর আসাবা ওয়ারিশগণ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী আসাবা ওয়ারিশগণকে বঞ্চিত করে। তবে এই নীতির নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন প্রপৌত্রীর সাথে প্রপৌত্র না থাকলে প্রপৌত্রের পুত্র প্রপৌত্রীর সাথে আসাবা ওয়ারিশ হয়।

(২) রক্ত সম্পর্কীয় সহোদর বৈমাত্রেয়কে বঞ্চিত করে। এই নীতি যাবিল ফুরুয ও আসাবা উভয় প্রকার ওয়ারিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১৪]

যাবিল আরহাম ওয়ারিশের ক্ষেত্রে বঞ্চিতকরণ নীতি[১৫]

যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণের শ্রেণি ও অগ্রাধিকারক্রম নিম্নোক্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

(১) সন্তান শ্রেণির (descendants) যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ অন্য সকল শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে।

(২) পিতৃ-মাতৃ শ্রেণির (ascendants) যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ সন্তান শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য সকল যাবিল আরহাম ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে।

(৩) রক্তসম্পর্কীয় নিকটতর পিতৃ-মাতৃ শ্রেণির ওয়ারিশ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী যাবিল আরহাম ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে।

---

১৪ B R Verma's Islamic Law: P-436.

১৫ B R Verma's Islamic Law: P-456-467.

সপ্তম অধ্যায়
আউল ও রাদ মতবাদ
Doctrine of Increase and Return

ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাসের অংশ ভগ্নাংশ রীতিতে বন্টন করা হয়। যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের কুরআন নির্ধারিত অংশের সমষ্টি অর্থাৎ নির্ধারিত অংশের যোগফল পূর্ণ সংখ্যার সমান হতে পারে, অথবা পূর্ণ সংখ্যা হতে কম হতে পারে, অথবা পূর্ণ সংখ্যা হতে বেশি হতে পারে।[১] ভগ্নাংশ রীতিতে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে কুরআন নির্ধারিত অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ তিনটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যথা:

(১) ওয়ারিশের কুরআন নির্ধারিত অংশের যোগফল পূর্ণ সংখ্যার সমান হওয়া (equal to unity) : যেমন পিতা, মাতা ও দুই কন্যা থাকলে, তাদের কুরআন নির্ধারিত অংশের যোগফল হবে $(\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{২}{৩})=১$। এই উদাহরণে নির্ধারিত অংশের সমষ্টি সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশের সমান হওয়ায় আউল বা রাদ মতবাদ প্রযোজ্য নয়।[২]

(২) ওয়ারিশের কুরআন নির্ধারিত অংশের যোগফল পূর্ণ সংখ্যার চেয়ে অধিক হওয়া (more than unity) (aul/awl): মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না, এমন জীবিত যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের কুরআন নির্ধারিত প্রাপ্য অংশের যোগফল পূর্ণ সংখ্যার অধিক হলে আউল মতবাদ প্রযোজ্য হয়। যেমন স্বামী ও দুই বোন থাকলে তাদের নির্ধারিত অংশের যোগফল হবে $(\frac{১}{২}+\frac{২}{৩})=\frac{৭}{৬}$। এই উদাহরণে নির্ধারিত অংশের যোগফল পূর্ণ সংখ্যার চেয়ে অধিক। যার কারণে এই অসংগতি দূরীকরণের জন্য আউল মতবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত অধিক হওয়া অংশকে হারাহারিভাবে কমিয়ে পূর্ণ সংখ্যার সমান করার প্রয়োজন হয়। এইক্ষেত্রে ভগ্নাংশের ল.সা.গু এর

---

[১] A Digest of Moohummudan Law: Neil B.E. Baillie, p-723; & Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, p-416.

[২] Al Sirajiyyah: p 30 & Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, P-416.

সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যা যোগ করে ভগ্নাংশের লব-এর যোগফলের সমান করতে হয়। এই অবস্থায় প্রতিটি ভগ্নাংশের লব অপরিবর্তিত রাখলে ওয়ারিশের অংশ হারাহারিভাবে হ্রাস পাবে।

(৩) ওয়ারিশের কুরআন নির্ধারিত অংশের যোগফল পূর্ণ সংখ্যার চেয়ে কম হওয়া (less than unity) (radd): কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে যদি মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অধিকারী জীবিত যাবিল ফুরুয ওয়ারিশগণের কুরআন নির্ধারিত অংশের যোগফল পূর্ণ সংখ্যার চেয়ে কম হয়, তাহলে রাদ মতবাদ প্রযোজ্য হয়। যেমন মাতা ও এক কন্যা থাকলে তাদের কুরআন নির্ধারিত অংশের যোগফল হবে $(\frac{১}{৬}+\frac{১}{২})=\frac{৪}{৬}$। এই উদাহরণে নির্ধারিত অংশের যোগফল পূর্ণ সংখ্যার চেয়ে কম। অর্থাৎ $১-\frac{৪}{৬} = \frac{২}{৬}$ বা $\frac{১}{৩}$ অংশ অবন্টিত রয়েছে। যার কারণে রাদ মতবাদ অনুযায়ী অবন্টনকৃত অংশ মাতা ও কন্যার মধ্যে পুনরায় হারাহারিভাবে বন্টন করতে হবে।[৩]

আউল (Aul/Awl) মতবাদ

Doctrine of Increase

Aul, or increase, is, when some fraction remains above the regular divisor, or when the divisor is too small to admit one share. Know, that the whole number of divisors is seven, four of which have no increase, namely, two, three, four, and eight; and three of them have an increase. The divisor, six, is therefore increased by the aul to ten, either by odd, or by even, numbers; twelve is raised to seventeen by odd, not by even, numbers; and twenty-four is raised to twenty-seven by one increase only;[4]

---

৩ Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, P-418.

৪ Al Sirajiyyah: p29-30.

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে কুরআন নির্ধারিত অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে বন্টিত সকল অংশের সমষ্টি বা যোগফল পূর্ণ সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে আউল মতবাদ প্রয়োগের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং এই ক্ষেত্রে বন্টিত অংশকে আনুপাতিক হারে হ্রাস করে মিরাস বন্টন করতে হয়।[৫]

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে তাদের প্রাপ্য কুরআন নির্ধারিত অংশের যোগফল পূর্ণ সংখ্যার অধিক হলে, ঐ অতিরিক্ত অংশ উক্ত ওয়ারিশদের মধ্যে হতে আনুপাতিক হারে কমিয়ে যোগফল পূর্ণ সংখ্যার সমান করে মিরাস বন্টনের মতবাদ আউল মতবাদ হিসেবে অভিহিত। আউল মতবাদ কেবল যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে অংশ বন্টনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আসাবা ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে আউল মতবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় না।

আউল মতবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় কেবল কন্যা শ্রেণির ও ভগ্নি শ্রেণির ওয়ারিশদের উপস্থিতিতে। কন্যা ও ভগ্নি শ্রেণির ওয়ারিশদের অনুপস্থিতে আউল মতবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় না।[৬]

ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পত্তি অংশ হিসেবে বন্টন করা হয়। এজন্যে মোট সম্পত্তিকে পূর্ণ সংখ্যা ১ হিসেবে গণ্য করে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ ভগ্নাংশ হিসেবে বন্টন করা হয়। এই বন্টনকৃত ভগ্নাংশের হর (denominator) এর ল.সা.গু (common denominator), তথা ভাজক (divisor) এবং ভগ্নাংশের লব (numerator)-এর সমষ্টি তথা ভাজ্য (divisible) এর সমান হলে আউল মতবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যদি বন্টনকৃত ভগ্নাংশের হর-এর ল.সা.গু তথা ভাজক (divisor) এর চেয়ে ভগ্নাংশের লব-এর সমষ্টি তথা ভাজ্য (divisible) বেশি হয়, তাহলে আউল মতবাদ অনুযায়ী ভাজক এর সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যা যোগ করে ভাজ্য এর সমান করার মাধ্যমে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশকে আনুপাতিক হারে হ্রাস করা হয়।[৭] যেমন $\frac{১}{৪}, \frac{২}{৩}, \frac{১}{৬}$ এই তিনটি ভগ্নাংশের হর এর ল.সা.গু ১২ এবং ভগ্নাংশের

---

[৫] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-33.

[৬] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-70.

[৭] Al Sirajiyyah: p-29; Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-70 & Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-33.

লব-এর সমষ্টি ১৩ [$\frac{৩ + ৮ + ২}{১২} = \frac{১৩}{১২}$]। লব-এর সমষ্টি ও ল.সা.গু এর প্রার্থক্য (১৩-১২)=১। এই ১ সংখ্যাটি ল.সা.গু-এর সাথে যোগ করে হর ও লবকে সমান করে এবং প্রতিটি ভগ্নাংশের লব অপরিবর্তিত রেখে অংশ বন্টন করা হলে আনুপাতিক হারে প্রত্যেকের অংশ হ্রাস পাবে।

আউল মতবাদ অনুযায়ী মিরাস বন্টন পদ্ধতি

আউলের মতবাদ অনুযায়ী হারাহারিভাবে অংশ হ্রাসের নিয়ম নিম্নরূপ:
(১) প্রথমে ভগ্নাংশের হর এর ল.সা.গু (Common denominator)- নির্ণয় করতে হবে; অত:পর
(২) ভগ্নাংশের হর-এর ল.সা.গু কে অর্থাৎ ভাজক (divisor)-কে বৃদ্ধি করে ভগ্নাংশের লব এর সমষ্টি (বা ভাজ্য) (Sum of Numerator) এর সমান করা হলে এবং প্রতিটি ভগ্নাংশের লব অপরিবর্তিত রাখা হলে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ হ্রাস পাবে।[৮]

ভগ্নাংশের হর এর ল.সা.গু এর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার নীতি[৯]

আউল মতবাদ অনুযায়ী হর এর ল.সা.গু (common denominator) ৭টি। এই ৭টির মধ্যে ২, ৩, ৪ ও ৮ এই ৪টি ল.সা.গু এর বৃদ্ধিপ্রাপ্তির অবস্থা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ৬, ১২ ও ২৪ এই ৩টি ল.সা.গু বৃদ্ধি পেতে পারে। ভগ্নাংশের হর (divisor) এর ল.সা.গু এর বৃদ্ধি নিম্নরূপভাবে হয়:

মূল ল.সা.গু	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ল.সা.গু
৬	৭, ৮, ৯ বা ১০ (ল.সা.গু জোড় ও বেজোড় সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়)
১২	১৩, ১৫ বা ১৭ (ল.সা.গু কেবল বেজোড় সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়)
২৪	২৭ (ল.সা.গু কেবল একটি বেজোড় সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়)
২, ৩, ৪ ও ৮	ল.সা.গু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না

---

[৮] Principles of Mahomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-70 & Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-33 & B R VERMA'S's ISlamic Law: p-449.

[৯] Al Sirajiyyah: p-29; A Digest of Moohummudan Law: Neil B.E. Baillie, p-724 & Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-35.

(ক) ল.সা.গু ৬ এর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা ৭, ৮, ৯ ও ১০ এর উদাহরণ[১০]

বন্টন পদ্ধতি: ভগ্নাংশের হর এর ল.সা.গু এর সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যা যোগ করে লব এর সমষ্টির সমান করতে হবে এবং লব এর প্রতিটি ভগ্নাংশ অপরিবর্তিত রাখতে হবে।

উদাহরণ-১। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী ও দুই সহোদর বোন[১১]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৭}$
দুই সহোদর বোন	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	$\frac{৪}{৭}$
	$\frac{১}{২}+\frac{২}{৩}=\frac{৩+৪}{৬}=\frac{৭}{৬}$	$\frac{৭}{৬+১}$

উদাহরণ-২। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, এক সহোদর বোন ও এক বৈমাত্রেয়ী বোন[১২]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৭}$
এক সহোদর বোন	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৭}$
এক বৈমাত্রেয়ী বোন	$\frac{১}{৬}=\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৭}$
	$\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}=\frac{৩+৩+১}{৬}=\frac{৭}{৬}$	$\frac{৭}{৬+১}$

---

১০ Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-70.

১১ Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-70; Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mohomed Ullah, P-34 & Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, p-416.

১২ Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-70.

উদাহরণ-৩। জীবিত ওয়ারিশ: দুই সহোদর বোন, মাতা ও দুই বৈপিত্রেয় ভাই[১৩]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
দুই সহোদর বোন	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	$\frac{৪}{৭}$
দুই বৈপিত্রেয় ভাই (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{৬}$)	$\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}$	$\frac{২}{৭}$
মাতা	$\frac{১}{৬}=\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৭}$
$\frac{২}{৩}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৬}=\frac{৪+২+১}{৬}=\frac{৭}{৬}$		$\frac{৭}{৬+১}$

উদাহরণ-৪। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, মাতা ও এক সহোদর বোন[১৪]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৮}$
মাতা	$\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}$	$\frac{২}{৮}$
এক সহোদর বোন	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৮}$
$\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{২}=\frac{৩+২+৩}{৬}=\frac{৮}{৬}$		$\frac{৮}{৬+২}$

[১৩] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-70.

[১৪] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-34 & B R VERMA'S ISlamic Law: p-450.

উদাহরণ-৫। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, দুই সহোদর বোন, মাতা[১৫]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৮}$
দুই সহোদর বোন (প্রত্যেকের অংশ $\frac{২}{৬}$)	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	$\frac{৪}{৮}$
মাতা	$\frac{১}{৬}=\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৮}$
	$\frac{১}{২}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৬}=\frac{৩+৪+১}{৬}=\frac{৮}{৬}$	$\frac{৮}{৬+২}$

উদাহরণ-৬। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, এক সহোদর বোন, তিন বৈপিত্রেয়ী বোন[১৬]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৮}$
সহোদর বোন	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৮}$
তিন বৈপিত্রেয়ী বোন (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{৯}$)	$\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}$	$\frac{২}{৮}$
$\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}=\frac{৩+৩+২}{৬}=\frac{৮}{৬}$		$\frac{৮}{৬+২}$

১৫ A Digest of Moohummudan Law: Neil B.E. Baillie, p-724; Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-70-71 & Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, p-417.

১৬ Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-71.

উদাহরণ-৭। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, দুই সহোদর বোন, দুই বৈপিত্রেয়ী বোন ও এক বৈপিত্রেয় ভাই[১৭]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৯}$
দুই সহোদর বোন (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{৩}$)	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	$\frac{৪}{৯}$
দুই বৈপিত্রেয়ী বোন ও এক বৈপিত্রেয় ভাই(প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{৯}$)	$\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}$	$\frac{২}{৯}$
$\frac{১}{২}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৩}=\frac{৩+৪+২}{৬}=\frac{৯}{৬}$		$\frac{৯}{৬+৩}$

উদাহরণ-৮। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, এক সহোদর বোন, দুই বৈপিত্রেয়ী বোন, দুই বৈপিত্রেয় ভাই, মাতা[১৮]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৯}$
মাতা	$\frac{১}{৬}=\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৯}$
এক সহোদর বোন	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৯}$
২ বৈপিত্রেয় ভাই, ২ বৈপিত্রেয়ী বোন (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{১২}$)	$\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}$	$\frac{২}{৯}$
$\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৩}=\frac{৩+১+৩+২}{৬}=\frac{৯}{৬}$		$\frac{৯}{৬+৩}$

[১৭] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-71.
[১৮] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-71.

উদাহরণ-৯। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, দুই সহোদর বোন, এক বৈপিত্রেয় ভাই, মাতা[১৯]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৯}$
দুই সহোদর বোন	$\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৬}$	$\frac{৪}{৯}$
এক বৈপিত্রেয় ভাই	$\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৯}$
মাতা	$\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৯}$
$\frac{১}{২} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} = \frac{৩ + ৪ + ১ + ১}{৬} = \frac{৯}{৬}$		$\frac{৯}{৬ + ৩}$

উদাহরণ-১০। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, দুই সহোদর বোন, তিন বৈপিত্রেয়ী বোন, পাঁচ বৈপিত্রেয় ভাই, মাতা[২০]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{১০}$
দুই সহোদর বোন	$\frac{২}{৩} = \frac{৪}{৬}$	$\frac{৪}{১০}$
৩ বৈপিত্রেয়ী বোন, ৫ বৈপিত্রেয় ভাই (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{২৪}$)	$\frac{১}{৩} = \frac{২}{৬}$	$\frac{২}{১০}$
মাতা	$\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$	$\frac{১}{১০}$
$\frac{১}{২} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৬} = \frac{৩ + ৪ + ২ + ১}{৬} = \frac{১০}{৬}$		$\frac{১০}{৬ + ৪}$

---

[১৯] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-34.

[২০] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-71; Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-34.

(খ) ভগ্নাংশের হরের (ভাজকের) ল.সা.গু ১২ এর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা যথাক্রমে ১৩, ১৫ ও ১৭ এর উদাহরণ

উদাহরণ-১। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, পিতা ও দুই কন্যা[২১]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$	$\frac{৩}{১৩}$
পিতা	$\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৩}$
দুই কন্যা	$\frac{২}{৩} = \frac{৮}{১২}$	$\frac{৮}{১৩}$
$\frac{১}{৪} + \frac{১}{৬} + \frac{২}{৩} = \frac{৩+২+৮}{১২} = \frac{১৩}{১২}$		$\frac{১৩}{১২+১}$

উদাহরণ-২। জীবিত ওয়ারিশ: স্ত্রী, মাতা, এক সহোদর বোন[২২]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্ত্রী	$\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$	$\frac{৩}{১৩}$
মাতা	$\frac{১}{৩} = \frac{৪}{১২}$	$\frac{৪}{১৩}$
এক সহোদর বোন	$\frac{১}{২} = \frac{৬}{১২}$	$\frac{৬}{১৩}$
$\frac{১}{৪} + \frac{১}{৩} + \frac{১}{২} = \frac{৩+৪+৬}{১২} = \frac{১৩}{১২}$		$\frac{১৩}{১২+১}$

[২১] B R VERMA'S's ISlamic Law: p-449.

[২২] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-71; Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-34 & B R VERMA'S ISlamic Law: p-450.

উদাহরণ-৩। জীবিত ওয়ারিশ: স্ত্রী, দুই বৈমাত্রেয়ী বোন ও মাতা[২৩]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্ত্রী	$\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$	$\frac{৩}{১৩}$
দুই বৈমাত্রেয়ী বোন (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{৩}$)	$\frac{২}{৩} = \frac{৮}{১২}$	$\frac{৮}{১৩}$
মাতা	$\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৩}$
$\frac{১}{৪} + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৬} = \frac{৩ + ৮ + ২}{১২} = \frac{১৩}{১২}$		$\frac{১৩}{১২ + ১}$

উদাহরণ-৪। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, মাতা, দুই কন্যা[২৪]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$	$\frac{৩}{১৩}$
মাতা	$\frac{১}{৬} = \frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৩}$
দুই কন্যা	$\frac{২}{৩} = \frac{৮}{১২}$	$\frac{৮}{১৩}$
$\frac{১}{৪} + \frac{১}{৬} + \frac{২}{৩} = \frac{৩ + ২ + ৮}{১২} = \frac{১৩}{১২}$		$\frac{১৩}{১২ + ১}$

---

[২৩] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-71.

[২৪] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-71.

উদাহরণ-৫। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, মাতা, এক কন্যা, এক প্রপৌত্রী[২৫]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$	$\frac{৩}{১৩}$
মাতা	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৩}$
এক কন্যা	$\frac{১}{২}=\frac{৬}{১২}$	$\frac{৬}{১৩}$
এক প্রপৌত্রী	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৩}$
$\frac{১}{৪}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}=\frac{৩+২+৬+২}{১২}$		$\frac{১৩}{১২+১}$

উদাহরণ-৬। জীবিত ওয়ারিশ: স্ত্রী, দুই সহোদর বোন, দাদা, নানি[২৬]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্ত্রী	$\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$	$\frac{৩}{১৫}$
দুই সহোদর বোন (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{৩}$)	$\frac{২}{৩}=\frac{৮}{১২}$	$\frac{৮}{১৫}$
দাদা	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৫}$
নানি	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৫}$
$\frac{১}{৪}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{৩+৮+২+২}{১২}=\frac{১৫}{১২}$		$\frac{১৫}{১২+৩}$

[২৫] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-71.
[২৬] B R VERMA'S ISlamic Law: p-450.

উদাহরণ-৭। জীবিত ওয়ারিশ: স্ত্রী, দুই সহোদর বোন, দুই বৈপিত্রেয়ী বোন[২৭]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্ত্রী	$\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$	$\frac{৩}{১৫}$
দুই সহোদর বোন (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{৩}$)	$\frac{২}{৩}=\frac{৮}{১২}$	$\frac{৮}{১৫}$
দুই বৈপিত্রেয়ী বোন (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{৬}$)	$\frac{১}{৩}=\frac{৪}{১২}$	$\frac{৪}{১৫}$
$\frac{১}{৪}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৩}=\frac{৩+৮+৪}{১২}=\frac{১৫}{১২}$		$\frac{১৫}{১২+৩}$

উদাহরণ-৮। জীবিত ওয়ারিশ: স্ত্রী, দুই সহোদর বোন, এক বৈপিত্রেয়ী বোন, মাতা[২৮]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্ত্রী	$\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$	$\frac{৩}{১৫}$
দুই সহোদর বোন	$\frac{২}{৩}=\frac{৮}{১২}$	$\frac{৮}{১৫}$
এক বৈপিত্রেয়ী বোন	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৫}$
মাতা	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৫}$
$\frac{১}{৪}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{৩+৮+২+২}{১২}=\frac{১৫}{১২}$		$\frac{১৫}{১২+৩}$

[২৭] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-71.

[২৮] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-35 & Outlines of Muhammadan Law: ASAF A.A. FYZEE, p-417.

উদাহরণ-৯। জীবিত ওয়ারিশ: স্বামী, পিতা, মাতা, তিন কন্যা[২৯]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$	$\frac{৩}{১৫}$
পিতা	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৫}$
মাতা	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৫}$
তিন কন্যা (প্রত্যেকের অংশ $\frac{২}{৯}$)	$\frac{২}{৩}=\frac{৮}{১২}$	$\frac{৮}{১৫}$
$\frac{১}{৪}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{২}{৩}=\frac{৩+২+২+৮}{১২}=\frac{১৫}{১২}$		$\frac{১৫}{১২+৩}$

উদাহরণ-১০। জীবিত ওয়ারিশ: স্ত্রী, দুই সহোদর বোন, দুই বৈপিত্রেয়ী বোন, মাতা[৩০]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্ত্রী	$\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$	$\frac{৩}{১৭}$
দুই সহোদর বোন (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{৩}$)	$\frac{২}{৩}=\frac{৮}{১২}$	$\frac{৮}{১৭}$
দুই বৈপিত্রেয়ী বোন (প্রত্যেকের অংশ $\frac{১}{৬}$)	$\frac{১}{৩}=\frac{৪}{১২}$	$\frac{৪}{১৭}$
মাতা	$\frac{১}{৬}=\frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৭}$
$\frac{১}{৪}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৬}=\frac{৩+৮+৪+২}{১২}=\frac{১৭}{১২}$		$\frac{১৭}{১২+৫}$

[২৯] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-72.
[৩০] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-35.

(গ) ল.সা.গু ২৪ এর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা ২৭ এর উদাহরণ[৩১]

উদাহরণ-১। জীবিত ওয়ারিশ: স্ত্রী, দুই কন্যা, পিতা, মাতা

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশের যোগফল	হ্রাসকৃত নির্ধারিত অংশ
স্ত্রী	$\frac{১}{৮}=\frac{৩}{২৪}$	$\frac{৩}{২৭}$
দুই কন্যা	$\frac{২}{৩}=\frac{১৬}{২৪}$	$\frac{১৬}{২৭}$
পিতা	$\frac{১}{৬}=\frac{৪}{২৪}$	$\frac{৪}{২৭}$
মাতা	$\frac{১}{৬}=\frac{৪}{২৪}$	$\frac{৪}{২৭}$
$\frac{১}{৮}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{৩+১৬+৪+৪}{২৪}=\frac{২৭}{২৪}$		$\frac{২৭}{২৪+৩}$

[৩১] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla: P-72 & Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-35.

Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর বিধান অনুযায়ী আউল মতবাদ প্রয়োগ

Muslim Family Laws Ordinance, 1961 এর 8 ধারার বিধানমতে পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে মিরাসের অংশ পাওয়ার অধিকারী। এই পরিবর্তনের ফলে পূর্বমৃত কন্যার সন্তান অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ প্রতিনিধি হিসেবে পূর্বমৃত কন্যার স্থান দখল করে। ফলে কন্যার অনুরূপভাবে পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণের ক্ষেত্রেও আউল এর মতবাদ একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ-১। এক নারী স্বামী, এক কন্যা, পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান ও পিতা রেখে মারা যান।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	নির্ধারিত অংশের সমষ্টি/যোগফল	হ্রাসকৃত হারে নির্ধারিত অংশ
স্বামী	$\frac{১}{৪}$	$\frac{৩}{১২}$	$\frac{৩}{১৩}$
জীবিত এক কন্যা	$\frac{১}{৩}$	$\frac{৪}{১২}$	$\frac{৪}{১৩}$
পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান	$\frac{১}{৩}$	$\frac{৪}{১২}$	$\frac{৪}{১৩}$
পিতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{২}{১২}$	$\frac{২}{১৩}$
$\frac{১}{৪}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৬}=\frac{৩+৪+৪+২}{১২}=\frac{১৩}{১২}$			$\frac{১৩}{১২+১}=\frac{১৩}{১৩}=১$

উদাহরণ-২। এক নারী স্বামী, ২ কন্যা ও পিতা রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	ল.সা.গু এর ভিত্তিতে নির্ধারিত অংশ	হ্রাসকৃত অংশ
স্বামী	১/৪	৩/১২	৩/১৩
দুই কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান	২/৩	৮/১২	৮/১৩
পিতা	১/৬	২/১২	২/১৩
১/৪ + ২/৩ + ১/৬ =(৩ + ৮ + ২)/১২ = ১৩/১২			১৩/(১২ + ১)

উদাহরণ-৩। এক ব্যক্তি স্ত্রী, দুই সহোদর বোন, দাদি ও নানি রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	ল.সা.গু এর ভিত্তিতে নির্ধারিত অংশ	হ্রাসকৃত অংশ
স্ত্রী	১/৪	৩/১২	৩/১৩
দুই সহোদর বোন	২/৩	৮/১২	৮/১৩
দাদি	১/১২	১/১২	১/১৩
নানি	১/১২	১/১২	১/১৩
১/৪ + ২/৩ + ১/১২ + ১/১২ = (৩ + ৮ + ১ + ১)/১২ = ১৩/১২			১৩/(১২ + ১)

রাদ (Rad) মতবাদ

Doctrine of Return

The return is the converse of the increase; and it takes place in what remains above the shares of those entitled to them, when there is no legal claimant of it: this surplus is returned to the sharers according to their rights, except the husband or the wife.[32]

আউল মতবাদের বিপরীত অবস্থায় রাদ মতবাদ প্রযোজ্য। যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদেরকে তাদের প্রাপ্য কুরআন নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পরও সম্পত্তির কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকলে এবং উক্ত অবশিষ্ট অংশের কোনো দাবিদার ওয়ারিশ না থাকলে উক্ত অবশিষ্ট অংশ স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে প্রাপ্যতার হার অনুযায়ী পুনঃবন্টনই রাদ।

সকল মাযহাবের মত অনুযায়ী যদি আসাবা ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদেরকে অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা তাদের মধ্যেই পুনঃবন্টন করতে হবে। ফারাইযের পরিভাষায় একে 'রাদ' বলা হয়। উল্লেখ্য স্বামী ও স্ত্রীর উপর রাদ হয় না। তারা কোনো অবস্থায়ই নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কোনো অংশ পায় না।[৩৩]

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ বন্টনের পর যদি মিরাসের কোনো অংশ অবশিষ্ট অর্থাৎ অতিরিক্ত থাকে এবং যদি কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে উক্ত অবশিষ্ট বা অতিরিক্ত অংশ পুনরায় যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করার মতবাদকে রাদ মতবাদ বলা হয়। রাদ মতবাদ অনুযায়ী উক্ত অতিরিক্ত অংশ স্বামী ও স্ত্রী প্রাপ্য নয়। তবে অন্য কোনো যাবিল ফুরুয, আসাবা বা যাবিল আরহাম ওয়ারিশ না থাকলে অতিরিক্ত অংশ স্বামী ও স্ত্রী পাবে।[৩৪]

---

[৩২] Al Sirajiyyah: p-37-38.

[৩৩] তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩০১।

[৩৪] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-36 & Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-82.

সুন্নি উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তিন ধরণের ওয়ারিশ রয়েছে, যথা: যাবিল ফুরুয, আসাবা এবং যাবিল আরহাম। মিরাস বা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে প্রথমে মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন, ঋণ পরিশোধ ও অছিয়ত পূরণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি (যদি থাকে) তার ওয়ারিশদের মধ্যে ফারাইযের নিয়ম অনুযায়ী বন্টন করতে হয়। এই বন্টনের ক্ষেত্রে প্রথমে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ বন্টন করতে হয়। যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাসের নির্ধারিত অংশ বন্টনের পর যদি সম্পত্তির কোনো অংশ অবশিষ্ট অর্থাৎ অতিরিক্ত থাকে, তাহলে ঐ অতিরিক্ত অংশ আসাবা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হয়। কিন্তু যদি কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকে তাহলে উক্ত অতিরিক্ত অংশ যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে আনুপাতিক হারে পুনঃবন্টন করতে হয়।[৩৫]

যাবিল ফুরুয, আসাবা এবং যাবিল আরহাম শ্রেণির কোনো ওয়ারিশ না থাকলে স্বামী ও স্ত্রী নিজস্ব অংশ ছাড়াও অবশিষ্টাংশ রাদ মতবাদ অনুযায়ী পাবে।[৩৬]

স্বামী ও স্ত্রীর পুনঃবন্টনের সুবিধাপ্রাপ্তির ব্যতিক্রমী অবস্থা

যাবিল ফুরুযদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রাপ্য কুরআন নির্ধারিত অংশ বন্টনের পর যদি কোনো অংশ অতিরিক্ত থাকে এবং কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকে তাহলে উক্ত অতিরিক্ত অংশ স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে পুনঃবন্টন করতে হয়। তবে নিম্নোক্ত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তে স্বামী ও স্ত্রী তার প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ ছাড়াও অবশিষ্ট সমুদয় অংশ প্রাপ্য:

(১) স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত যদি অন্য কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ না থাকে; এবং

(২) যদি কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকে; এবং

(৩) যদি কোনো যাবিল আরহাম ওয়ারিশ না থাকে।[৩৭]

---

[৩৫] BR VERMA's Islamic Law: p-421.

[৩৬] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-82.

[৩৭] BR VERMA's Islamic Law: p-451.

যে ক্ষেত্রে রাদ মতবাদ প্রযোজ্য নয়

আসাবা ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে রাদ মতবাদ প্রযোজ্য নয়। কারণ যাবিল-ফুরুযদের মধ্যে নির্ধারিত অংশ বন্টনের পর অবশিষ্ট সমুদয় অংশ আসাবা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টিত হয়।

পুনঃবন্টনের দাবিদার[৩৮]

রাদ মতবাদ অনুযায়ী আটজন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ পুনঃবন্টনের সুবিধা প্রাপ্য। এদের মধ্যে কেবল একজন পুরুষ (বৈপিত্রেয় ভাই) এবং সাতজন নারী ওয়ারিশ। এদের মধ্যে যদি কেবল একজন ওয়ারিশ থাকে, তাহলে উক্ত ওয়ারিশ একাই সমুদয় সম্পত্তি পাবে।

যে সকল ওয়ারিশ অতিরিক্ত অংশের সুবিধা প্রাপ্তির দাবিদার এবং যে সকল ওয়ারিশ দাবিদার নয়, তা নিম্নের টেবিলে দেখানো হলো:

যে সকল ওয়ারিশ সাধারণভাবে পুনঃবন্টনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়*	যে সকল ওয়ারিশ সর্বাবস্থায় পুনঃবন্টনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য **
১। স্বামী	১। মাতা
২। স্ত্রী/স্ত্রীগণ	২। দাদি ও নানি
	৩। কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান (দৌহিত্র ও দৌহিত্রী)
	৪। প্রপৌত্রী
	৫। সহোদর বোন
	৬। বৈমাত্রেয়ী বোন
	৭। বৈপিত্রেয় ভাই
	৮। বৈপিত্রেয়ী বোন

* অন্য কোনো যাবিল ফুরুয, আসাবা বা যাবিল আরহাম ওয়ারিশ না থাকলে অবশিষ্টাংশ স্বামী ও স্ত্রী প্রাপ্য।

** রক্ত সম্পর্কীয় উল্লেখিত যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে একত্রে এক বা দুই বা তিন পর্যায়ের ওয়ারিশ অবশিষ্টাংশের সুবিধা প্রাপ্য। একত্রে তিন পর্যায়ের অধিক ওয়ারিশ এই সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় না।

[৩৮] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mohomed Ullah, P-36.

মাতা, দাদি, নানি, কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান বা প্রপৌত্রী বা বোন (বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন এর সাথে সহোদর বা বৈমাত্রেয় বোন) অতিরিক্ত অংশ পুনঃবন্টনের মাধ্যমে প্রাপ্য, যদি কোনো পুরুষ আসাবা ওয়ারিশ না থাকে এবং কন্যা (বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান) ও বোন একত্রে না থাকে ।

পিতা, দাদা ও তদুর্ধ্বক্রম যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ এবং অবস্থা বিশেষে আসাবা ওয়ারিশ। তারা অন্য যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের সাথে একত্রে থাকলে রাদ অবস্থার সৃষ্টি হয় না।

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের (স্বামী/স্ত্রী ব্যতীত) সমুদয় সম্পত্তি প্রাপ্তির অবস্থা

যাবিল ফুরুয যদি কেবল একজন ওয়ারিশ থাকে এবং কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকে তাহলে সে তার নির্ধারিত অংশ ছাড়াও অবশিষ্ট সমুদয় অংশ রাদ মতবাদ অনুযায়ী প্রাপ্য।[৩৯]

রাদ মতবাদে অবশিষ্টাংশ বন্টনের অগ্রাধিকারক্রম

যাবিল ফুরুযদের মধ্যে নির্ধারিত অংশ বন্টনের পর অবশিষ্টাংশ বন্টনের অগ্রাধিকারক্রম নিম্নরূপ:

(ক) অবশিষ্টাংশ প্রথমে প্রাপ্য আসাবা ওয়ারিশগণ;

(খ) আসাবা ওয়ারিশ না থাকলে স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্য যাবিল ফুরুয ওয়ারিশগণ প্রাপ্য;

(গ) আসাবা ও যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ না থাকলে যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ প্রাপ্য; এবং

(ঘ) আসাবা, যাবিল ফুরুয ও যাবিল আরহাম ওয়ারিশ না থাকলে স্বামী ও স্ত্রী প্রাপ্য।[৪০]

---

[৩৯] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-36.

[৪০] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mohomed Ullah, P-40.

রাদ মতবাদে মিরাস বন্টনের পদ্ধতি[৪১]

রাদ মতবাদ অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রী অতিরিক্ত অংশের দাবিদার না হওয়ায় স্বামী ও স্ত্রী থাকলে মিরাস বন্টনে কখনো কখনো জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

রাদ মতবাদ অনুযায়ী অবশিষ্টাংশ বন্টনের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের হর (denominator)-এর ল.সা.গু (common denominator) কে কমিয়ে ভগ্নাংশের লব-এর সমষ্টি এর সমান করে অবন্টনকৃত অংশ আনুপাতিক হারে বন্টন করতে হয়। তবে এই অবন্টনকৃত অংশের কোনো অংশ স্বামী ও স্ত্রী পাবে না। উল্লেখ্য অবন্টনকৃত অংশ হারাহারিভাবে বন্টনপূর্বক ওয়ারিশদের অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ল.সা.গু (common denominator) ভাজক (divisor) হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ভগ্নাংশের লব এর সমষ্টি ভাজ্য (divisible) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রাদ মতবাদ অনুযায়ী অবশিষ্টাংশ বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ৪টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে:

(১) একই পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে রাদ মতবাদ অনুযায়ী অংশ বন্টন পদ্ধতি: কেবল একই পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ অংশপ্রাপ্তির অধিকারী হলে রাদ মতবাদ অনুযায়ী তাদের মধ্যে অংশ সমহারে বন্টিত হবে। যেমন কেবল দুই কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান অথবা কেবল দুই সহোদর বোন অথবা কেবল দাদি ও নানি থাকার অবস্থা।

এরা একই পর্যায়ের ওয়ারিশ। এইরূপ একই পর্যায়ের ওয়ারিশদের মধ্যে রাদ মতবাদ অনুযায়ী অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে মোট সম্পত্তি একই পর্যায়ের ওয়ারিশের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ পাওয়া যাবে। যেমন তিন কন্যা বা পূর্বমৃত তিন কন্যার সন্তান থাকার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অংশ হবে তিন ভাগের এক ভাগ। তদ্রুপভাবে চার কন্যা বা পূর্বমৃত চার কন্যার সন্তান থাকার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অংশ হবে চার ভাগের এক ভাগ। কেবল দাদি ও নানি থাকলে তাদের প্রত্যেকের অংশ হবে দুই ভাগের এক ভাগ।

---

[৪১] Al Sirajiyyah: p-38-40, 86-89.

(২) দুই বা তিন পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ একত্রে থাকার ক্ষেত্রে রাদ মতবাদ অনুযায়ী অতিরিক্ত অংশ বন্টন পদ্ধতিঃ দুই বা তিন পর্যায়ের যাবিল ফুরুয[৪২] একত্রে অতিরিক্ত অংশ পাওয়ার অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের নির্ধারিত প্রাপ্য ভগ্নাংশের লব-এর সমষ্টি (ভাজ্য) এর চেয়ে ভগ্নাংশের হর-এর ল.সা.গু (ভাজক) বেশি হবে। হারাহারিভাবে অতিরিক্ত অংশ বন্টনের জন্য ল.সা.গু কমিয়ে ভগ্নাংশের লব-এর সমষ্টির সমান করতে হবে এবং ভগ্নাংশের লব এর সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখতে হবে।

উদাহরণঃ এক ব্যক্তি দুই কন্যা ও মাতা রেখে মারা যান।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	একত্রিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
দুই কন্যা বা পূর্বমৃত দুই কন্যার সন্তান	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$		$\frac{৪}{৫}$
মাতা	$\frac{১}{৬}$		$\frac{১}{৫}$
যোগফল	$(\frac{৪}{৬}+\frac{১}{৬})=\frac{৫}{৬-১}=\frac{৫}{৫}$		১

এইক্ষেত্রে ভগ্নাংশের লবের সমষ্টি ৫ এবং ভগ্নাংশের হর এর ল.সা.গু ৬। ল.সা.গু ৬ কে কমিয়ে লবের সমষ্টির সমান ৫ করতে হবে এবং ভগ্নাংশের লবের সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে হ্রাসকৃত ল.সা.গু ৫ এর ভিত্তিতে অংশ বন্টন করতে হবে। ফলে দুই কন্যা প্রত্যেকে $\frac{২}{৫}$ অংশ করে দু'জনে একত্রে $\frac{৪}{৫}$ অংশ এবং মাতা $\frac{১}{৫}$ অংশ পাবে।

[৪২] রাদ মতবাদে তিন পর্যায়ের অধিক যাবিল ফুরুয থাকার অবস্থা সৃষ্টি হয় না।

(৩) অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য একই পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ এবং স্বামী ও স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অংশ বন্টন পদ্ধতি: রাদ মতবাদের অনুযায়ী অতিরিক্ত অংশ পাওয়ার যোগ্য যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ থাকলে স্বামী ও স্ত্রী অতিরিক্ত অংশ পাবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ একই পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে সমহারে বন্টন করতে হবে।

উদাহরণ: স্বামী ও তিন কন্যা বা পূর্বমৃত তিন কন্যার সন্তান রেখে মারা যান:

এই ক্ষেত্রে স্বামীর নির্ধারিত প্রাপ্য অংশ চার ভাগের এক ভাগ এবং তিন কন্যার নির্ধারিত অংশ তিন ভাগের দুই ভাগ। স্বামীর নির্ধারিত অংশ বাদে অবশিষ্ট চার ভাগের তিন ভাগ তিন কন্যার মধ্যে সমহারে বন্টন করতে হবে এবং প্রত্যেক কন্যার প্রাপ্য অংশ হবে চার ভাগের এক ভাগ।

(৪) অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্তির অধিকারী দুই বা তিন পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ এবং স্বামী বা স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে অংশ বন্টন পদ্ধতি: এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান থাকলে স্বামী ও স্ত্রী এর অংশ বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় অবস্থার অনুরূপ পদ্ধতিতে বন্টন করতে হবে।

[৪৩]**উদাহরণ:** এক ব্যক্তি এক স্ত্রী, এক দাদি, এক নানি ও দুই বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্ত্রী	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$
দাদি ও নানি	$\frac{১}{৬}$	$\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৩}{১২}$
দুই বৈপিত্রেয় ভাই	$\frac{১}{৩}$ বা $\frac{২}{৬}$	$\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{৬}{১২}$
দাদি ও নানি এবং দুই বৈপিত্রেয় ভাইয়ের নির্ধারিত অংশ যথাক্রমে $\frac{১}{৬}$ ও $\frac{২}{৬}$। অর্থাৎ প্রাপ্য নির্ধারিত অংশের অনুপাত ১:২। স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৪}$ বাদে অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশ তাদের মধ্যে উক্ত অনুপাতে বন্টন করা হয়েছে।		

[৪৩]A Digest of Moohummudan Law: Neil B.E. Baillie, p-727.

রাদ মতবাদ অনুযায়ী অংশ বন্টনের উদাহরণ[৪৪]

১। স্বামী ও স্ত্রী এবং একই পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ থাকার অবস্থার উদাহরণ

অংশ বন্টন পদ্ধতি: স্বামী ও স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্টাংশ একই পর্যায়ের ওয়ারিশের মধ্যে সমহারে বন্টন করতে হবে।

উদাহরণ-১: এক নারী স্বামী ও মাতা রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	অতিরিক্ত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্বামী	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়	$\frac{১}{২}$
মাতা	$\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}$	$১-(\frac{৩}{৬}+\frac{২}{৬})=\frac{১}{৬}$	$\frac{২}{৬}+\frac{১}{৬}=\frac{১}{২}$

স্বামীর নির্ধারিত $\frac{১}{২}$ অংশ বাদে অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ অংশ মাতা একাই পেয়েছে।

উদাহরণ-২: এক নারী স্বামী ও কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	অতিরিক্ত অংশ .	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্বামী	$\frac{১}{৪}$	অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়	$\frac{১}{৪}$
কন্যা	$\frac{১}{২}=\frac{২}{৪}$	$১-(\frac{১}{৪}+\frac{২}{৪})=\frac{১}{৪}$	$\frac{২}{৪}+\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪}$

স্বামীর নির্ধারিত $\frac{১}{৪}$ অংশ বাদে অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশ কন্যা একাই পেয়েছে।

[৪৪] উদাহরণসমূহ Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-82-84 & Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-37-39; BR VERMA's Islamic Law: p-452 হতে নেওয়া হয়েছে.

উদাহরণ-৩: জনৈক ব্যক্তি স্ত্রী ও বোন (সহোদর/বৈমাত্রেয়ী) রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	অতিরিক্ত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্ত্রী	$\frac{১}{৪}$	অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়	$\frac{১}{৪}$
বোন (সহোদর বা বৈমাত্রেয়ী)	$\frac{১}{২}=\frac{২}{৪}$	$১-(\frac{১}{৪}+\frac{২}{৪})=\frac{১}{৪}$	$\frac{২}{৪}+\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪}$

স্ত্রীর নির্ধারিত $\frac{১}{৪}$ অংশ বাদে অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশ বোন একাই পেয়েছে।

উদাহরণ-৪: এক ব্যক্তি স্ত্রী ও প্রপৌত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	অতিরিক্ত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ
স্ত্রী	$\frac{১}{৮}$	অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়	$\frac{১}{৮}$
প্রপৌত্রী	$\frac{১}{২}=\frac{৪}{৮}$	$১-(\frac{১}{৮}+\frac{৪}{৮})=\frac{৩}{৮}$	$\frac{৪}{৮}+\frac{৩}{৮}=\frac{৭}{৮}$

স্ত্রীর নির্ধারিত $\frac{১}{৮}$ অংশ বাদে অবশিষ্ট $\frac{৭}{৮}$ অংশ প্রপৌত্রী একাই পেয়েছে।

উদাহরণ-৫: এক নারী স্বামী ও ভাইয়ের সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ
স্ত্রী	$\frac{১}{৪}$	(অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়) $\frac{১}{৪}$
ভাইয়ের সন্তান	$\frac{৩}{৪}$	(অতিরিক্ত সমুদয় অংশ) $\frac{৩}{৪}$

স্ত্রীর নির্ধারিত $\frac{১}{৪}$ অংশ বাদে অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশ ভাইয়ের সন্তান একাই পেয়েছে।

উদাহরণ-৬: এক নারী স্বামী, বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয়ী বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্বামী	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	(অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়) $\frac{১}{২}=\frac{২}{৪}$
বৈপিত্রেয় ভাই	$\frac{১}{৬}$	$১-\frac{১}{২}=\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{২}=\frac{১}{৪}$
বৈপিত্রেয় বোন	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{২}=\frac{১}{৪}$

স্বামীর নির্ধারিত $\frac{১}{২}$ অংশ বাদে অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ অংশ বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-৭: এক নারী স্বামী ও দৌহিত্রীর কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করেন

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্বামী	$\frac{১}{২}$	(অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়) $\frac{১}{২}$
দৌহিত্রীর কন্যা*	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$

* স্বামী অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য না হওয়ায় দৌহিত্রীর কন্যা যাবিল আরহাম হিসেবে অবশিষ্টাংশ পেয়েছে।

উদাহরণ-৮: এক ব্যক্তি স্ত্রী, বৈপিত্রেয়ী ভাই ও বৈপিত্রেয়ী বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্ত্রী	$\frac{১}{৪}$	(অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়) $\frac{১}{৪}=\frac{২}{৮}$
বৈপিত্রেয় ভাই	$\frac{১}{৬}$	$১-\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{২}=\frac{৩}{৮}$
বৈপিত্রেয় বোন	$\frac{১}{৬}$	$১-\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{২}=\frac{৩}{৮}$
স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্ট অংশ বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়েছে।		

২। স্বামী ও স্ত্রী এবং দুই বা তিন পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ থাকার অবস্থার উদাহরণ[৪৫]

অংশ বন্টন পদ্ধতি: স্বামী ও স্ত্রীর প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ বাদ দেওয়ার পর যে অবশিষ্টাংশ থাকে, তা অন্যান্য ওয়ারিশদের মধ্যে প্রাপ্যতার নির্ধারিত অংশের অনুপাতে বন্টন করতে হবে।

উদাহরণ-১: এক ব্যক্তি স্ত্রী, মাতা ও কন্যা রেখে মৃতুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্ত্রী	$\frac{১}{৮}$	(অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়) $\frac{১}{৮}=\frac{৪}{৩২}$
মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{১}{৪}=\frac{৭}{৩২}$
কন্যা	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{৩}{৪}=\frac{২১}{৩২}$

মাতা ও কন্যার নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}$ ও $\frac{৩}{৬}$। যার অনুপাত ১:৩ = ১+৩ = $\frac{১}{৪}:\frac{৩}{৪}$। স্ত্রীর $\frac{১}{৮}$ অংশ বাদে অবশিষ্ট $\frac{৭}{৮}$ অংশ $\frac{১}{৪}:\frac{৩}{৪}$ অনুপাতে তাদের মধ্যে বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-২: এক নারী স্বামী, মাতা ও কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্বামী	$\frac{১}{৪}$	(অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়) $\frac{১}{৪}=\frac{৪}{১৬}$
মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১৬}$
কন্যা	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{৩}{৪}=\frac{৯}{১৬}$

মাতা ও কন্যার নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}$ ও $\frac{৩}{৬}$। যার অনুপাত ১:৩ =১+৩= $\frac{১}{৪}:\frac{৩}{৪}$। স্বামীর $\frac{১}{৪}$ অংশ বাদে অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশ $\frac{১}{৪}:\frac{৩}{৪}$ অনুপাতে তাদের মধ্যে বন্টিত হয়েছে।

---

[৪৫] Principles of Mahomedan Law: Sir Dinshaw Fardunji Mulla, P-83 & Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mohomed Ullah, P-38.

উদাহরণ-৩: এক ব্যক্তি স্ত্রী, মাতা ও দুই প্রপৌত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্ত্রী	$\frac{১}{৮}$	(অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়) $\frac{১}{৮}=\frac{৫}{৪০}$
মাতা	$\frac{১}{৬}$	$১-\frac{১}{৮}=\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{১}{৫}=\frac{৭}{৪০}$
দুই প্রপৌত্রী	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	$১-\frac{১}{৮}=\frac{৭}{৮}$ এর $\frac{৪}{৫}=\frac{২৮}{৪০}$

স্ত্রী বাদে অন্যদের নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}$ ও $\frac{৪}{৬}$। যার অনুপাত ১:৪ =১+৪=$\frac{১}{৫}:\frac{৪}{৫}$। স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্টাংশ উক্ত অনুপাতে তাদের মধ্যে বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-৪: এক ব্যক্তি স্ত্রী, সহোদর ও বৈমাত্রেয়ী বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্ত্রী	$\frac{১}{৪}$	(অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য নয়) $\frac{১}{৪}=\frac{৪}{১৬}$
সহোদর বোন	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$১-\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{৩}{৪}=\frac{৯}{১৬}$
বৈমাত্রেয়ী বোন	$\frac{১}{৬}$	$১-\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১৬}$

স্ত্রী বাদে অন্যদের নির্ধারিত অংশ $\frac{৩}{৬}$ ও $\frac{১}{৬}$। যার অনুপাত ৩:১=৩+১=৪ =$\frac{৩}{৪}:\frac{১}{৪}$। স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্টাংশ উক্ত অনুপাতে বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-৫: এক ব্যক্তি স্ত্রী, বৈপিত্রেয় ভাই, বৈপিত্রেয়ী বোন ও মাতা রেখে মারা যান।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
স্ত্রী	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪}$
বৈপিত্রেয় ভাই	$\frac{১}{৬}$	$১-\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩}=\frac{৩}{১২}=\frac{১}{৪}$
বৈপিত্রেয়ী বোন	$\frac{১}{৬}$	$১-\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩}=\frac{৩}{১২}=\frac{১}{৪}$
মাতা	$\frac{১}{৬}$	$১-\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩}=\frac{৩}{১২}=\frac{১}{৪}$

স্ত্রীর অংশ বাদে অন্যদের নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}, \frac{১}{৬}$ ও $\frac{১}{৬}$। যার অনুপাত ১:১:১ = ১+১+১ = ৩ = $\frac{১}{৩}:\frac{১}{৩}:\frac{১}{৩}$। স্ত্রীর $\frac{১}{৪}$ অংশ বাদে অবশিষ্ট $\frac{৩}{৪}$ অংশ $\frac{১}{৩}:\frac{১}{৩}:\frac{১}{৩}$ অনুপাতে তাদের মধ্যে বন্টিত হয়েছে।

৩। স্বামী ও স্ত্রী না থাকার অবস্থার উদাহরণ

(ভগ্নাংশের ল.সা.গু হ্রাস করে ভগ্নাংশের লব এর সমষ্টির সমান করতে হবে এবং ভগ্নাংশের প্রতিটি লব অপরিবর্তিত রাখতে হবে।)

উদাহরণ-১: এক ব্যক্তি মাতা ও এক প্রপৌত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৪}$
প্রপৌত্রী	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৪}$

নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}$ ও $\frac{৩}{৬}$। যার অনুপাত ১:৩ = ১+৩ = ৪ = $\frac{১}{৪}:\frac{৩}{৪}$ অনুপাতে তাদের মধ্যে অংশ বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-২: এক ব্যক্তি দাদি ও নানি এবং দুই কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করেন

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্ত অংশ)
দাদি ও নানি	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৫}$
দুই কন্যা	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	$\frac{৪}{৫}$

মাতা ও প্রপৌত্রীর নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}$ ও $\frac{৪}{৬}$। যার অনুপাত ১:৪ = ১+৪ = ৫ = $\frac{১}{৫}:\frac{৪}{৫}$। এই অনুপাতে তাদের মধ্যে অংশ বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-৩: এক ব্যক্তি মাতা, এক কন্যা ও এক প্রপৌত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্তি অংশ)
মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৫}$
কন্যা	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৫}$
প্রপৌত্রী	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৫}$

নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}, \frac{৩}{৬}$ ও $\frac{১}{৬}$ । যার অনুপাত ১:৩:১=১+৩+১=৫ $=\frac{১}{৫}:\frac{৩}{৫}:\frac{১}{৫}$ । এই অনুপাতে তাদের মধ্যে অংশ বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-৪: এক ব্যক্তি সহোদর বোন ও কন্যার সন্তানের সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	অতিরিক্ত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ
সহোদর বোন (যাবিল ফুরুয)	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}+\frac{১}{২}$
কন্যার সন্তানের কন্যা (যাবিল আরহাম)	সহোদর বোন দ্বারা বঞ্চিত		

উদাহরণ-৫: এক ব্যক্তি নানি/দাদি, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেন

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্তি অংশ)
নানি/দাদি	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৫}$
সহোদর বোন	$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৫}$
বৈমাত্রেয়ী বোন	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৫}$

তাদের নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}, \frac{৩}{৬}$ ও $\frac{১}{৬}$ এবং এর অনুপাত ১:৩:১=১+৩+১=৫= $\frac{১}{৫}:\frac{৩}{৫}:\frac{১}{৫}$
এই অনুপাতে অংশ বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-৬: এক ব্যক্তি সহোদর, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেন

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্তি অংশ)
সহোদর বোন	$\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৫}$
বৈমাত্রেয়ী বোন	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৫}$
বৈপিত্রেয়ী বোন	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৫}$

নির্ধারিত অংশ $\frac{৩}{৬}$, $\frac{১}{৬}$ ও $\frac{১}{৬}$ এবং অনুপাত ৩:১:১=৩+১+১=৫= $\frac{৩}{৫} : \frac{১}{৫} : \frac{১}{৫}$ । এই অনুপাতে অংশ বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-৭: এক ব্যক্তি মাতা, সহোদর বোন ও বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মৃত্যুবরণ করেন

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্তি অংশ)
মাতা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৫}$
সহোদর বোন	$\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$	$\frac{৩}{৫}$
বৈপিত্রেয় ভাই	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৫}$

নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}$, $\frac{৩}{৬}$ ও $\frac{১}{৬}$ এবং অনুপাত ১:৩:১=১+৩+১=৫= $\frac{১}{৫} : \frac{৩}{৫} : \frac{১}{৫}$ । এই অনুপাতে অংশ বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-৮: এক ব্যক্তি নানি ও এক বৈপিত্রেয়ী বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেন

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	অতিরিক্ত অংশ	মোট প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ + অতিরিক্তি অংশ)
নানি	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৩}$	$(\frac{১}{৬} + \frac{১}{৩}) = \frac{১}{২}$
বৈপিত্রেয়ী বোন	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৩}$	$(\frac{১}{৬} + \frac{১}{৩}) = \frac{১}{২}$

নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}$ ও $\frac{১}{৬}$ এবং অনুপাত ১:১=১+১=২= $\frac{১}{২} : \frac{১}{২}$ । এই অনুপাতে বন্টিত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়
ওয়ারিশদের মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

সুন্নাহঃ (১) ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুন, পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ, স্ত্রীর জন্য সন্তান থাকলে আট ভাগের এক ভাগ, সন্তান না থাকলে চার ভাগের এক ভাগ, স্বামীর জন্য সন্তান না থাকলে অর্ধেক, সন্তান থাকলে চার ভাগের এক ভাগ। (বুখারীঃ হাদিস নং ২৫৬০)

(২) কেউ যদি সম্পদ রেখে যায়, তবে সে সম্পদ পাবে তার ঘনিষ্ট আত্মীয় (মুসলিমঃ হাদিস নং-৪০১৪; তিরিমিযী, হাদিস নং-২০৯৩।)

মৃত ব্যক্তি হলো ঐ ব্যক্তি যার সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে যাদের অধিকার রয়েছে, তারাই ওয়ারিশ। ওয়ারিশদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের ভিত্তি হলো আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তার নৈকট্য ও দূরত্বের ভিত্তিতে ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কোন ওয়ারিশ কি পরিমাণ অংশ প্রাপ্য বা আদৌ প্রাপ্য কি না তা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার বিধান অনুসারে নির্ধারিত।

ওয়ারিশ মূলত তিন শ্রেণির, যথাঃ

(১) যাবিল ফুরুয (Zav-ul Furuz), (Sharers): যাদের অংশ কুরআনে নির্ধারিত আছে, তারাই যাবিল ফুরুয।[১] অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে অংশ বন্টিত হয়।[২] এই শ্রেণির ওয়ারিশগণকে নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশও বলা হয়। এই শ্রেণির ওয়ারিশগণ ফারাইযের বিধান অনুযায়ী সম্পত্তির কুরআন নির্ধারিত অংশ (fixed share) পাওয়ার অধিকারী;

(২) আসাবা (Asabah), (Residuaries): যে সব ওয়ারিশের অংশ কুরআনে নির্ধারিত নাই এবং যাবিল ফুরুযদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ যারা পায়, তারাই আসাবা ওয়ারিশ।[৩] যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ এই শ্রেণির ওয়ারিশগণ পায়

---

[১] মুয়াত্তাঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ-১, পৃ-১০২।

[২] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-3.

[৩] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-3.

বিধায় এদেরকে অবশিষ্টাংশভোগী ওয়ারিশও বলা হয়। যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ এবং যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে সমুদয় অংশ প্রাপ্তির অধিকারী ব্যক্তিগণই আসাবা ওয়ারিশ।

(৩) যাবিল আরহাম (Zav-ul Arham), (Distant Kinddred): যাবিল ফুরুযও নয়, আসাবাও নয়, মৃতের এমন আত্মীয়রাই যাবিল আরহাম। স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ ও আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকলে যাবিল আরহাম ওয়ারিশরা অংশ পাওয়ার অধিকারী হয়।[৪]

যাবিল ফুরুয ওয়ারিশগণের মিরাসপ্রাপ্তির অবস্থা

১। পিতার মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

১। **কুরআনঃ** মৃতের সন্তান থাকলে মৃতের পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ (সূরা নিসাঃ আয়াত-১১)।

২। **সুন্নাহঃ** পিতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ (বুখারীঃ হাদিস নং ২৫৬০, ৪২২৩)।

৩। **ইজমাঃ** মৃত ব্যক্তি যদি ছেলে কিংবা পুত্রের ঔরসজাত নাতি রেখে মারা যায়, তাহলে মৃতের পিতা ছয় ভাগের এক ভাগ মিরাস পাবেন। যদি মৃতের ছেলে কিংবা নাতি না থাকে, তাহলে যাবিল ফুরুযের অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা ছয় ভাগের এক ভাগের সমান হোক কিংবা বেশি হোক পিতা পাবেন। যদি যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের অংশ দেওয়ার পর ছয় ভাগের এক ভাগ না থাকে, তাহলে ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।[৫]

৪। মৃত সন্তানের সম্পত্তিতে পিতার অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা হতে পারেঃ

(১) মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতাসহ এবং একাধিক কন্যা থাকলে পিতা সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন।

---

[৪] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-3; Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-63.

[৫] মুয়াত্তাঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০৫।

(২) মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতাসহ এক কন্যা থাকলে পিতা সম্পত্তির নির্ধারিত ছয় ভাগের এক ভাগ যাবিল ফুরুয হিসেবে পাবেন এবং আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন। ফলে পিতার প্রাপ্য অংশ হবে তিন ভাগের এক ভাগ।

(৩) মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকলে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হলে মাতার তিন ভাগের এক অংশ বাদে অবশিষ্ট তিন ভাগের দুই ভাগ পাবেন পিতা।[৬]

৫। আল্লাহ্ মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করেছেন এবং এর তিনটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন:

প্রথম অবস্থা: পিতা-মাতা উভয়ই জীবিত এবং সন্তানাদিও রয়েছে, এ অবস্থায় পিতা-মাতা প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ হারে পাবেন। অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য ওয়ারিশ সন্তান এবং স্বামী বা স্ত্রী পাবেন। কোনো কোনো অবস্থায় অবশিষ্ট কিছু অংশ পুনরায় পিতা পাবেন, যা তার নির্ধারিত ছয় ভাগের এক ভাগের অতিরিক্ত।

দ্বিতীয় অবস্থা: মৃত ব্যক্তির সন্তান ও ভাইবোন না থাকলে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হলে মাতা তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন অবশিষ্ট তিন ভাগের দুই ভাগ পিতা পাবেন। কিন্তু যদি পিতা মাতার সাথে স্বামী বা স্ত্রী থাকেন, তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্ট অংশের তিন ভাগের এক ভাগ মাতা পাবেন এবং তিন ভাগের দুই ভাগ পিতা পাবেন।

তৃতীয় অবস্থা: মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকলে কিন্তু দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন বা ভাইবোন থাকলে মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন। অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ পিতা পাবেন।[৭]

৬। The father takes in three cases;

1. An absolute share, which is a sixth, and that with the son, or son's son, how low soever;

---

[৬] তাফসীরে ইবনে কাছীর: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৭৫৮।

[৭] তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৯১-২৯২।

2. A legal share, and a residuary portion also; and that with a daughter, or a son's doughter, how low soever in the degree of descent;
3. He has a simple residuary title, on failure of children and son's children, or other low descendants.[৮]

(২) পিতার অংশপ্রাপ্তির তিনটি অবস্থা

১। যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তির অবস্থা: মৃতের পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান (প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুসারে) বা প্রপৌত্র বা পুরুষযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্র থাকার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে যাবিল ফুরুয হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ পিতা পাবেন। পিতার অংশ কখনো ছয় ভাগের এক ভাগ এর কম হবে না। কোনো অবস্থায় কম হলে আউল মতবাদ অনুসরণ করে ছয় ভাগের এক ভাগ পূরণ করতে হবে।

২। যাবিল ফুরুয এবং আসাবা, উভয় অধিকারে, মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা: মৃতের কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ) বা প্রপৌত্রী বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্ন কন্যা থাকার ক্ষেত্রে যাবিল ফুরুয হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ এবং যাবিল ফুরুযদের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ আসাবা হিসেবে প্রাপ্য।

৩। আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে অবশিষ্টাংশ প্রাপ্তির অবস্থা: মৃতের সন্তান বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ) বা পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে আসাবা হিসেবে অংশ পায়।[৯]

পিতার উপরোক্ত অবস্থাকে জটিল মনে হতে পারে। এজন্য পিতার অংশ প্রাপ্তির অবস্থাকে নিম্নোক্তভাবে সহজ করা যায়; যথা:

পিতা কখনো অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হবে না। মৃতের পুত্র বা পৌত্র বা পৌত্রী (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ), প্রপৌত্র বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র থাকার ক্ষেত্রে পিতা যাবিল ফুরুয হিসেবে নির্ধারিত অংশ (Legal share) ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন এবং উল্লেখিত ওয়ারিশ

---

[৮] Al-Sirajiyyah: p 15-16.

[৯] Al-Sirajiyyah: p15-16; Mulla's Principles of Mahomedan Law: p-7; B.R.Verma's Islamic Law & Muslim Family Law Ordinance, 1961: s-4.

না থাকার ক্ষেত্রে পিতা আসাবা হিসেবে অন্যান্য যাবিল ফুরুযদের নির্ধারিত অংশ (Legal share) দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ পাবেন। অন্যান্য যাবিল ফুরুযদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর পিতার অংশ ছয় ভাগের এক ভাগের কম হলে আউল মতবাদ অনুসরণ করে সবার অংশ হ্রাস করে পিতার অংশ ছয় ভাগের এক ভাগ করতে হবে।[১০]

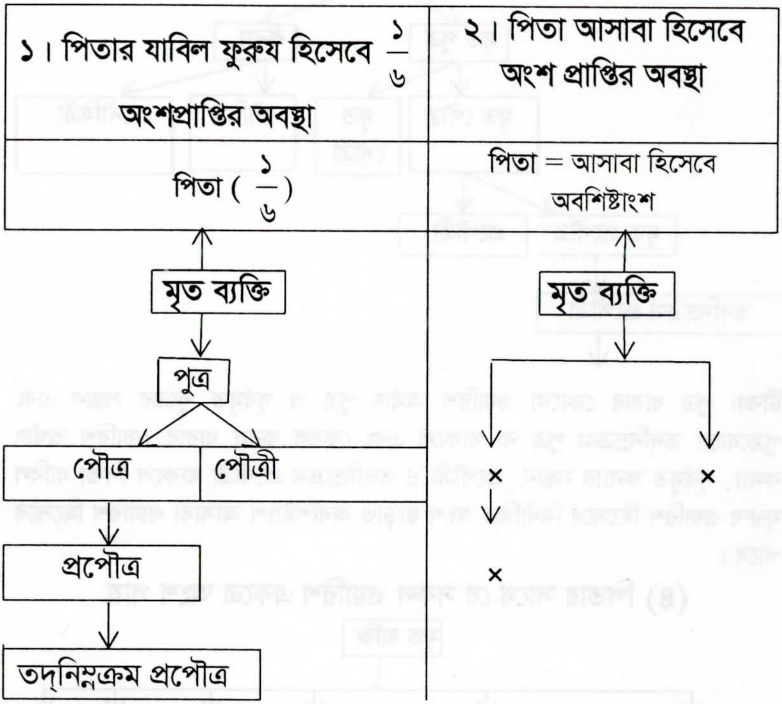

টীকা-(১): মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান অনুসারে পৌত্রী প্রতিনিধিত্বকারী আসাবা ওয়ারিশ। অর্থাৎ পৌত্রী প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে পৌত্রী থাকলে পিতা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়ে নির্ধারিত $\frac{১}{৬}$ অংশই পাবে।

টীকা-(২) : পুত্র ধারার কোনো ওয়ারিশ না থাকার কারণে পিতা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হতে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়ে অংশ পাবে।

---

[১০] Al-Sirajiyyah: p-16 (note) & Muslim Family Law Ordinance, 1961, s-4.

(৩) পিতার নির্ধারিত অংশ ও অবশিষ্টাংশ প্রাপ্তির অবস্থা

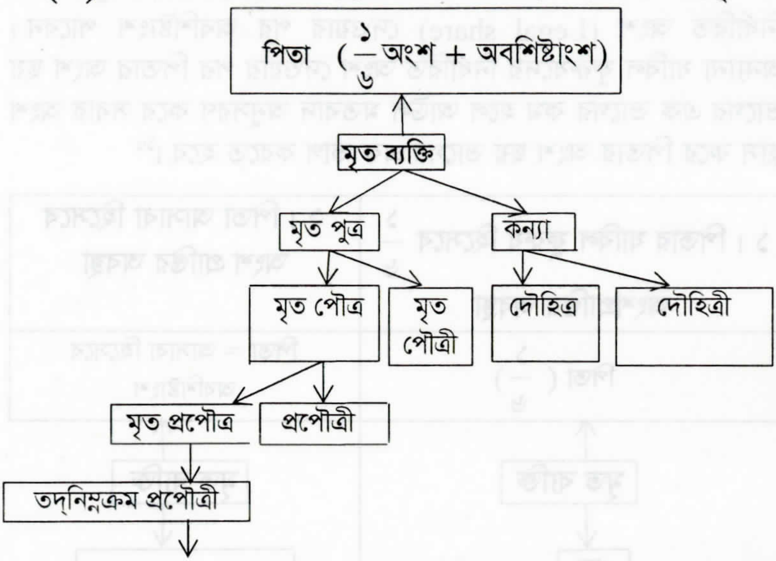

টীকা: পুত্র ধারার কোনো ওয়ারিশ অর্থাৎ পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান এবং পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্র না থাকলে এবং কেবল কন্যা ধারার ওয়ারিশ অর্থাৎ কন্যা, পূর্বমৃত কন্যার সন্তান, প্রপৌত্রী ও তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী থাকলে পিতা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে নির্ধারিত অংশ ছাড়াও অবশিষ্টাংশ আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে পাবে।

(৪) পিতার সাথে যে সকল ওয়ারিশ একত্রে অংশ পায়

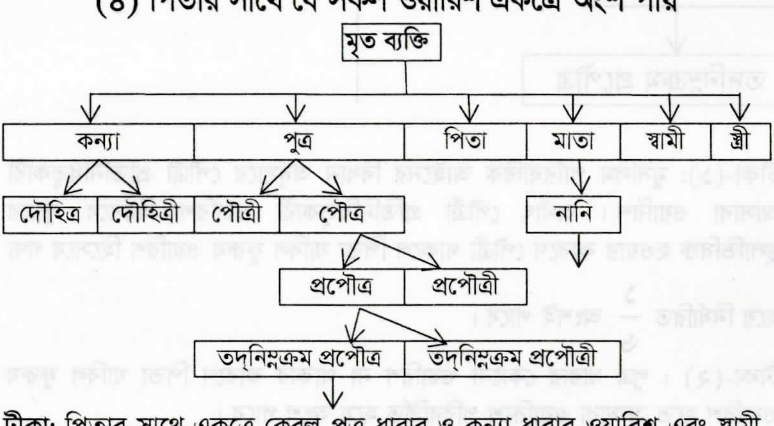

টীকা: পিতার সাথে একত্রে কেবল পুত্র ধারার ও কন্যা ধারার ওয়ারিশ এবং স্বামী, স্ত্রী এবং মাতা ও মাতার অবর্তমানে নানি মিরাসের অংশ পায়।

(৫) পিতার অংশপ্রাপ্তির টেবিল[১১]

ওয়ারিশ	স্বামী	স্ত্রী	কন্যা	প্রপৌত্রী	মাতা	পিতা
পিতা, মাতা, দাদা, নানি, দুই কন্যা, প্রপৌত্রী*	-	-	২/৩	-	১/৬	১/৬ (যা.ফু)
পিতা ও স্বামী	১/২	-	-	-	-	১/২ (আসাবা)
পিতা ও চার স্ত্রী	-	১/৪	-	-	-	৩/৪ (আসাবা)
পিতা, মাতা**	-	-	-	-	১/৩	২/৩ (আসাবা)
মাতা, পিতা, স্বামী	১/২	-	-	-	১/৬	১/৩ (আসাবা)
মাতা, পিতা, দুই প্রপৌত্রী	-	-	-	২/৩	১/৬	১/৬ (যাবিল ফুরুয)

* পিতা থাকায় দাদা এবং মাতা থাকায় নানি এবং দুই কন্যা থাকায় প্রপৌত্রী অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়েছেন।

** সন্তান না থাকায় মাতার অংশ বর্ধিত হয়েছে।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে পিতার অংশপ্রাপ্তির অবস্থা

যে অধিকারে	প্রাপ্য অংশ	যে অবস্থায় প্রাপ্য
যাবিল ফুরুয হিসেবে	১/৬	পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান বা প্রপৌত্র বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র থাকলে
যাবিল ফুরুয ও আসাবা হিসেবে	১/৬	কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান বা প্রপৌত্রী বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রী থাকলে
আসাবা হিসেবে	অবশিষ্টাংশ	সন্তান বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান বা প্রপৌত্র বা প্রপৌত্রী বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র বা প্রপৌত্রী না থাকলে

[১১] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p 66, 67,69.

২। দাদার মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা
(true grandfather)

১। সুন্নাহ:

(১) দাদার সর্বনিম্ন প্রাপ্য অংশ হলো ছয় ভাগের এক ভাগ (আবূ দাউদ: হাদিস নং-২৮৮৬ ও ২৮৮৭; ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং-২৭২২, ২৭২৩; তিরমিযী: হাদিস নং-২১০২)।

(২) দাদার প্রাপ্য অংশ ছয় ভাগের এক ভাগ। তবে পুত্র শ্রেণির আসাবা বা পিতা না থাকলে দাদা ছয় ভাগের এক ভাগ ছাড়াও আসাবা হিসেবে অবশিষ্টাংশ পাবেন (তিরমিযী শরীফ: হাদিস নং ২১০২; মিশকাত শরীফ: হাদিস নং২৯১৭)।

(৩) মৃতের এক ভাই থাকলে দাদা অর্ধেক, দুই বা ততোধিক ভাইবোন থাকলে দাদা তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন।[১২]

২। ইজমা: মৃতের পিতা জীবিত থাকলে দাদা বঞ্চিত হবে। কিন্তু মৃতের ছেলে বা নাতি থাকলে দাদা যাবিল ফুরুয হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন। যদি মৃতের ছেলে বা নাতি না থাকে এবং সহোদর ভাইবোন কিংবা বৈমাত্রেয় ভাইবোন না থাকে, তাহলে যাবিল ফুরুয থাকলে তাদের অংশ দেওয়ার পর দাদা ছয় ভাগের এক ভাগ কিংবা ততোধিক সম্পদ অবশিষ্ট থাকলে তা পাবেন। যদি ছয় ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম থাকে, তাহলে ছয় ভাগের এক ভাগ দাদাকে দিতে হবে।[১৩]

৩। The true grandfather has the same interest with the father, except in four cases;-- but the gradfather is excluded by the father, if he be living; since the father is the mean of consanguinity between the grandfather and the deceased.[১৪]

৪। দাদা অর্থ পিতার পিতা। এছাড়া দাদার পিতা এবং পুরুষযোগে তদুর্ধ্বক্রম পুরুষও দাদার অন্তর্ভুক্ত হবে। পিতা দ্বারা দাদা বঞ্চিত হবে এবং দাদা দ্বারা দাদার পিতা বঞ্চিত হবে।[১৫]

---

[১২] মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, রেওয়াত ১, ২ ও ৩।

[১৩] মুয়াত্তা, দ্বিতীয় খণ্ড, রেওয়ায়ত-৩, পৃ-১১২।

[১৪] Al-Sirajiyyah: p-16.

[১৫] Al-Sirajiyyah: p-15 (note).

(১) দাদার মিরাসের অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত দাদার মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা পিতার অনুরূপ। পিতা দ্বারা দাদা বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ পিতা জীবিত থাকলে দাদা অংশ পাবে না এবং পিতা বা দাদা জীবিত থাকলে দাদার পিতা অংশ পাবে না।

(২) পিতা ও দাদার মিরাস প্রাপ্তির তিনটি ব্যতিক্রমী অবস্থা

[১৬]দাদার মিরাস প্রাপ্তি পিতার অনুরূপ হলেও নিম্নোক্ত তিনটি ব্যতিক্রম রয়েছে; যথা:

(১) দাদির নির্ধারিত অংশ ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়ার পর দাদা আসাবা হিসেবে অবশিষ্টাংশ পাবে। অর্থাৎ দাদা ও দাদি উভয়ে অংশ পাবে। অপরদিকে পিতা জীবিত থাকলে দাদি অংশ প্রাপ্তিতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে এবং পিতা আসাবা হিসেবে সম্পূর্ণ অবশিষ্টাংশ পাবে।

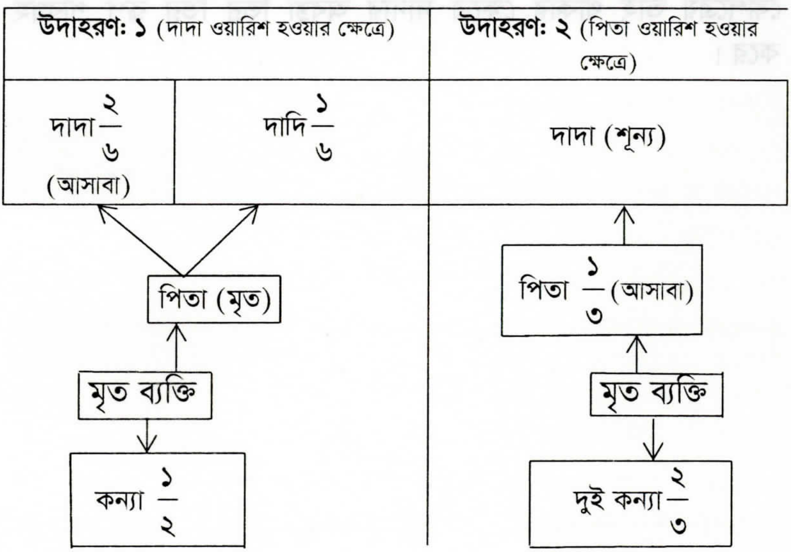

---

[১৬] Al-Sirajiyyah: p-16 & 70- appendix A; Al-Sirajiyyah-তে চারটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ রয়েছে, চতুর্থ ব্যক্তিক্রম ক্রীতদাস সম্পর্কিত হওয়ায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

(২) পিতা জীবিত থাকলে স্বামী বা স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশের তিন ভাগের এক ভাগ মাতা পাবে। অপর দিকে দাদা ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে মাতা সম্পূর্ণ সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পাবে।

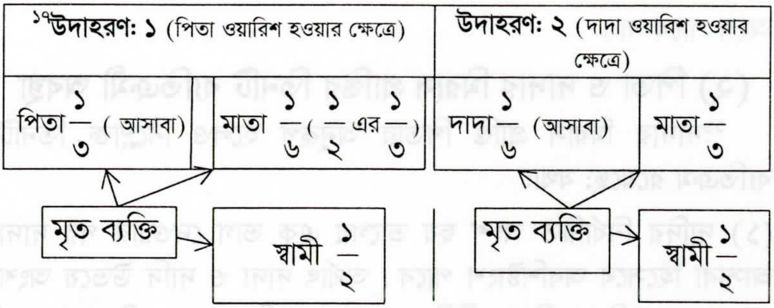

(৩) কোনো কোনো মতবাদ অনুযায়ী মৃতের সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় ভাই থাকার ক্ষেত্রে দাদার অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

---

[১৭] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-67.

৩। মাতার মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

১। কুরআনঃ সন্তান থাকলে পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ; নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকার হলে মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ; ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ (সূরা নিসাঃ আয়াত-১১)।

২। সুন্নাহঃ মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ ও তিন ভাগের এক ভাগ (বুখারীঃ হাদিস নং ৪২২৩)

৩। ইজমাঃ মৃত ব্যক্তির যদি মাতা, ছেলেমেয়ে কিংবা ছেলের পক্ষের নাতি, নাতনী কিংবা দুই ভাই কিংবা ততোধিক ভাই থাকে, সহোদর ভাই কিংবা মাতৃপক্ষের ভাই কিংবা পিতৃপক্ষের ভাই কিংবা বোনগণ থাকে, তাহলে মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন। যদি উল্লেখিত কেউ না থাকে, তবে মাতা পূর্ণ তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন। শুধু দুই অবস্থায় তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন না বরং অবশিষ্ট সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন। এক অবস্থা এই যে, যদি মৃতের মাতা-পিতা জীবিত থাকে এবং স্ত্রী থাকে, তাহলে স্ত্রী চার ভাগের এক ভাগ পাবেন এবং মাতা অবশিষ্ট অংশের তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি স্বামী এবং মাতা-পিতা থাকে, তাহলে স্বামী অর্ধেক অংশ পাবেন এবং মাতা যা অবশিষ্ট থাকে তার তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন। অর্থাৎ মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ এবং পিতা ছয় ভাগের দুই ভাগ পাবেন।[১৮]

৩। মৃতের ভাইবোন মায়ের অংশ তিন ভাগের এক ভাগ থেকে কমিয়ে ছয় ভাগের এক ভাগে নামিয়ে আনে। অথচ উক্ত ভাইবোন ওয়ারিশ হয় না। কিন্তু যদি এক ভাই বা এক বোন থাকে, তাহলে সে মায়ের অংশ কমাবে না। কেবল একের অধিক হলেই কমাবে।[১৯]

মাতার অংশ প্রাপ্তি সম্পর্কে নিম্নরূপ অভিমত রয়েছেঃ

(১) পিতা-মাতা এবং সন্তান থাকলে মাতা সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন।

---

[১৮] মুয়াত্তাঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০৫ এবং Al-Sirajiyyah: p-22.

[১৯] তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৬০।

(২) পিতা-মাতা এবং স্বামী বা স্ত্রী থাকলে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্টাংশের তিন ভাগের এক ভাগ মাতা পাবেন।

(৩) সন্তান না থাকলে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হলে মাতা সমুদয় সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন।

(৪) মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতাসহ যদি সহোদর বা বৈপিত্রেয় ভাই থাকে, তাহলে এ অবস্থায় পিতা থাকার কারণে ভাইয়েরা কোনো অংশ পাবে না। তবে তারা মাতার অংশ তিন ভাগের এক ভাগ হতে ছয় ভাগের এক ভাগে নামিয়ে দিবে। অর্থাৎ তখন মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ।[২০]

৪। আল্লাহ্ মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করেছেন এবং এর তিনটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন:

প্রথম অবস্থা: পিতা-মাতা উভয়ই জীবিত এবং সন্তানাদিও রয়েছে, এ অবস্থায় পিতা-মাতা প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ হারে পাবেন। অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য ওয়ারিশ এবং স্বামী বা স্ত্রী পাবেন। কোনো কোনো অবস্থায় অবশিষ্ট কিছু অংশ পুনরায় পিতা পাবেন, যা তার নির্ধারিত ছয় ভাগের এক ভাগের অতিরিক্ত।

দ্বিতীয় অবস্থা: মৃত ব্যক্তির সন্তান ও ভাইবোন না থাকলে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হলে মাতা তিন ভাগের এক ভাগ পাবে অবশিষ্ট তিন ভাগের দুই ভাগ পিতা পাবেন। কিন্তু যদি পিতা-মাতার সাথে স্বামী বা স্ত্রী থাকেন, তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্ট অংশের তিন ভাগের এক ভাগ মাতা পাবেন এবং তিন ভাগের দুই ভাগ পিতা পাবেন।

তৃতীয় অবস্থা: মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকলে কিন্তু দুই বা ততোধিক ভাইবোন থাকলে মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন। অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ পিতা পাবেন।[২১]

৫। The mother takes in three cases: a sixth with a child, or a son's child, even in the lowest degree, or with two brothers and sisters or more, by which ever side they are related; and a third of the whole on failure of those just mentioned; and a third of the residue after

---

[২০] তাফসীরে ইবনে কাছীর: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৭৫৮ ও ৭৬০।

[২১] তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৯১-২৯২।

the share of the husband or wife; and this is in two cases, either when there are the husband and both parents, or the wife and both parents: if there be a grandfather instead of a father, then the mother takes a third of the whole property, though not by the opinon of Abu Yusuf, on whom be God's mercy! for he says, that in this case also she has only a third of the residue.[22]

(১) মাতার অংশপ্রাপ্তির তিনটি অবস্থা

মাতার অংশপ্রাপ্তির নিম্নরূপ তিনটি অবস্থা হতে পারে; যথা:

১। মৃতের সন্তান অথবা সন্তানের সন্তান (প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুসারে) অথবা প্রপৌত্র বা প্রপৌত্রী বা পুত্রযোগে তদনিম্নক্রম সন্তান অথবা দুই বা ততোধিক সহোদর বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাইবোন[২৩] থাকার ক্ষেত্রে মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন।

(ক) মাতার $\frac{১}{৬}$ অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ[২৪]

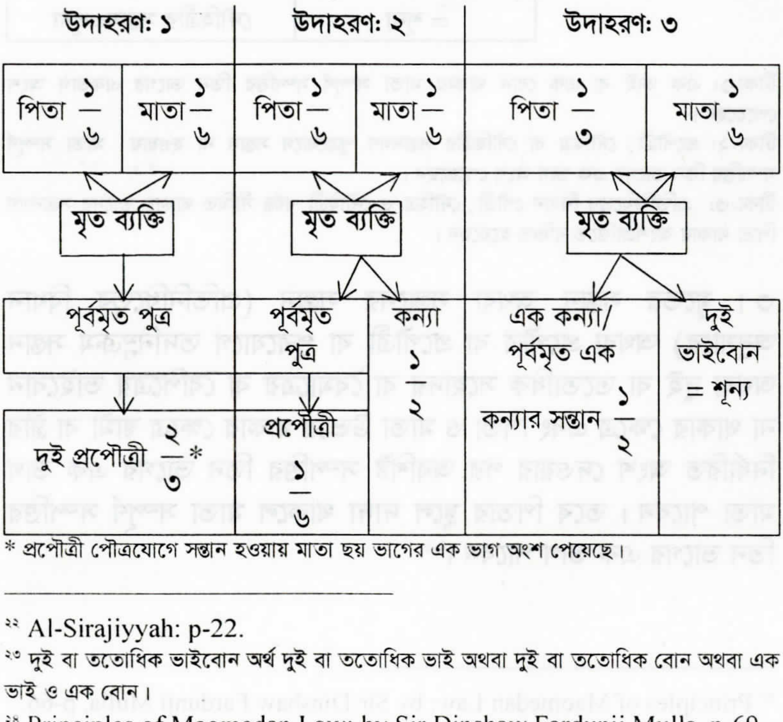

* প্রপৌত্রী পৌত্রযোগে সন্তান হওয়ায় মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ অংশ পেয়েছে।

---

[২২] Al-Sirajiyyah: p-22.

[২৩] দুই বা ততোধিক ভাইবোন অর্থ দুই বা ততোধিক ভাই অথবা দুই বা ততোধিক বোন অথবা এক ভাই ও এক বোন।

[২৪] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-69.

২। মৃতের সন্তান অথবা সন্তানের সন্তান (প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুসারে) অথবা প্রপৌত্র বা প্রপৌত্রী বা পুত্রযোগে তদনিম্নক্রম সন্তান অথবা দুই বা ততোধিক সহোদর বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাইবোন না থাকার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মাতা পাবেন।

(খ) মাতার সম্পূর্ণ সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ[২৫]

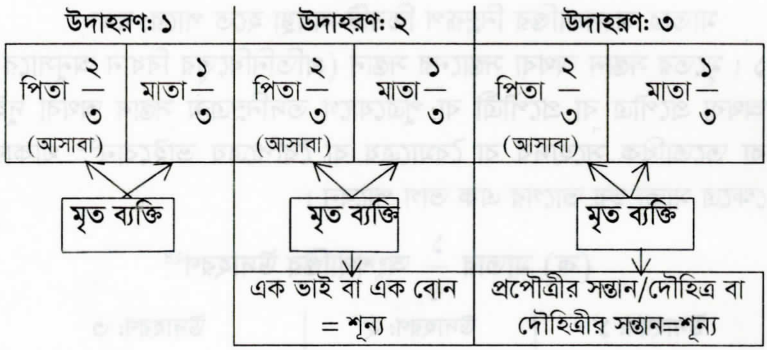

টীকা-১: এক ভাই বা এক বোন থাকায় মাতা সম্পূর্ণ সম্পত্তির তিন ভাগের একভাগ অংশ পেয়েছেন।

টীকা-২: প্রপৌত্রী, দৌহিত্র বা দৌহিত্রীর সন্তানগণ পুত্রযোগে সন্তান না হওয়ায় মাতা সম্পূর্ণ সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ অংশ পেয়েছেন।

টীকা-৩: প্রতিনিধিত্বের বিধান পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী পর্যন্ত সীমিত থাকায় তাদের সন্তানগণ পিতা থাকায় অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়েছেন।

৩। মৃতের সন্তান অথবা সন্তানের সন্তান (প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুসারে) অথবা প্রপৌত্র বা প্রপৌত্রী বা পুত্রযোগে তদনিম্নক্রম সন্তান অথবা দুই বা ততোধিক সহোদর বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাইবোন না থাকার ক্ষেত্রে এবং পিতা ও মাতা উভয়ে থাকার ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মাতা পাবেন। তবে পিতার স্থলে দাদা থাকলে মাতা সম্পূর্ণ সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন।[২৬]

---

[২৫] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-66.
[২৬] Al-Sirajiyyah: p-22.

(গ) স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদে মাতার অবশিষ্ট সম্পত্তির ১/৩ অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ[২৭]

টীকা: দাদা ওয়ারিশ হওয়ায় মাতা সম্পূর্ণ সম্পত্তির তিন ভাগের একভাগ অংশ পেয়েছেন।

(২) মাতার তিন অবস্থার উদাহরণ[২৮]

ওয়ারিশ	স্ত্রী	পিতা	দাদা	মাতা
স্ত্রী, পিতা, মাতা	১/৪ = ৩/১২	১/২ = ৬/১২ (আসাবা)	-	১/৪ = ৩/১২ (৩/৪ এর ১/৩)
স্ত্রী, দাদা, মাতা	১/৪ = ৩/১২	-	৫/১২ (আসাবা)	১/৩ = ৪/১২

(ক) মাতার সম্পূর্ণ সম্পত্তির ১/৬ অংশপ্রাপ্তির অবস্থার উদাহরণ টেবিল[২৯]

ওয়ারিশ	মাতা	পিতা	কন্যা	ভাই/ বোন
মাতা, পিতা, দুই বোন (সহোদর/ বৈমাত্রেয়ী/বৈপিত্রেয়ী)	১/৬	৫/৬ (আসাবা)	-	শূন্য
পিতা, মাতা, দুই কন্যা	১/৬	১/৬ (যা.ফু)	২/৩ = ৪/৬	-
পিতা,মাতা, এক ভাই, এক বোন (সহোদর/বৈমাত্রেয়ী/বৈপিত্রেয়ী)	১/৬	৫/৬ (আসাবা)	-	শূন্য

[২৭] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-67.
[২৮] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-67.
[২৯] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p 66-67.

(খ) মাতার সম্পূর্ণ সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশপ্রাপ্তির অবস্থার উদাহরণ টেবিল[৩০]

জীবিত ওয়ারিশ	মাতা	পিতা	দাদা	স্বামী/স্ত্রী	ভাই/বোন
মাতা, পিতা	$\frac{১}{৩}$	$\frac{২}{৩}$ (আসাবা)	-	-	-
মাতা, পিতা, এক বোন	$\frac{১}{৩}$	$\frac{২}{৩}$ (আসাবা)	-	-	শূন্য
স্বামী, মাতা, দাদা	$\frac{১}{৩}$	-	$\frac{১}{৬}$ (আসাবা)	$\frac{১}{২}$	-
স্ত্রী, মাতা, দাদা	$\frac{১}{৩}$	-	$\frac{৫}{১২}$ (আসব)	$\frac{১}{৪}$	-
মাতা, পিতা, এক ভাই	$\frac{১}{৩}$	$\frac{২}{৩}$ (আসাবা)	-	-	শূন্য

(গ) স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদে মাতার অবশিষ্ট অংশের $\frac{১}{৩}$ অংশপ্রাপ্তির অবস্থার উদাহরণ টেবিল[৩১]

ওয়ারিশ	মাতা	পিতা	স্বামী	স্ত্রী
মাতা, পিতা, স্বামী	$\frac{১}{৬}$ ($\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{৩}$)	$\frac{১}{৩}$ (আসাবা)	$\frac{১}{২}$	-
মাতা, পিতা, স্ত্রী	$\frac{১}{৪}$ ($\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৩}$)]	$\frac{১}{২}$ (আসাবা)	-	$\frac{১}{৪}$

---

৩০ Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-66-67 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-8.

৩১ Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-67 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj ahomed Ullah, p-8..

(৩) মাতার বিভিন্ন অবস্থার টেবিল

ওয়ারিশ	মাতার প্রাপ্য অংশ
(১) সন্তান অথবা সন্তানের সন্তান (প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুসারে) থাকার ক্ষেত্রে; অথবা (২) প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী বা পুত্রযোগে তদনিম্নক্রম সন্তান থাকার ক্ষেত্রে; অথবা (৩) দুই বা ততোধিক সহোদর বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাইবোন থাকার ক্ষেত্রে।	$\frac{১}{৬}$
(১) সন্তান অথবা সন্তানের সন্তান (প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুসারে) না থাকার ক্ষেত্রে; অথবা (২) প্রপৌত্র , প্রপৌত্রী বা পুত্রযোগে তদনিম্নক্রম সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে; অথবা (৩) দুই বা ততোধিক সহোদর বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাইবোন না থাকার ক্ষেত্রে।	$\frac{১}{৩}$
সন্তান অথবা সন্তানের সন্তান (প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুসারে); অথবা প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী বা পুত্রযোগে তদনিম্নক্রম সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে যদি স্বামী বা স্ত্রী থাকে।	স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্টাংশের $\frac{১}{৩}$ অংশ

৪। দাদি ও নানির (true grandmother) মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

১। **সুন্নাহঃ (১)** দাদি ও নানির জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। তবে মাতা থাকলে দাদি ও নানি উভয়ে বঞ্চিত হবে।[৩২]

(২) দাদি ও নানি উভয়ই একত্রে থাকলে, তাদের দু'জনের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ এবং যদি তাদের একজনও থাকে, তাহলে একজনই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে।[৩৩]

(৩) পুত্র বা পুত্র ধারার ওয়ারিশ থাকলেও দাদি ও নানি বঞ্চিত হবে না।[৩৪]

২। **ইজমা:** মৃত ব্যক্তির মাতা জীবিত থাকলে নানি অংশ পাবেন না। এ অবস্থা ব্যতীত অন্য অবস্থায় নানি ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন। মাতা অথবা পিতা জীবিত থাকলে দাদি বঞ্চিত হবেন। অন্য অবস্থাতে তার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি দাদিও মৃত ব্যক্তির কাছের হয় অথবা নৈকট্যের বিবেচনায় দুইজন সমপর্যায়ের হয়, তবে দুই জনে (দাদি ও নানি) ছয় ভাগের এক ভাগের অর্ধেক অর্ধেক অংশ পাবেন।

অন্যান্য দাদি-নানির জন্য কোনো মিরাস নাই, এই দুই দাদি ও নানি ব্যতীত, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) দাদিকে মিরাস দিয়েছেন। অতঃপর আবূ বকর (রা) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাদিকে অংশ দিয়েছেন বলে প্রমাণ পেয়ে তিনিও দাদিকে অংশ দিয়েছেন। অতঃপর এক নানি উমন ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এর কাছে আসলে তিনি বলেছেন আমি কারও জন্য মিরাসে নূতন কোনো অংশ দিতে পারি না, তবে দাদি ও নানি একত্র হলে ঐ অংশ তাদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দেয়া হবে। তাদের যদি একজন কেউ থাকে, তবে সে একাই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন।

---

[৩২] আবূ দাউদ: হাদিস নং-২৮৮৪, ২৮৮৫; তিরমিযী: হাদিস নং-২১০৩, ২১০৪, ২১০৫ এবং মিশকাত শরীফ: ২৯০৬ ও ২৯১৮।

[৩৩] তিরমিযী: হাদিস নং ২১০৩ ও ২১০৪; আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৮৮৪; ইবনে মাজাহ: হাদিস নং-২৭২৪ ও ২৭২৫; মুয়াত্তা: রেওয়াত নং ৪, ৫ ও ৬।

[৩৪] তিরমিযী: হাদিস নং ২১০৫ এবং মিশকাত শরীফ: ২৯১৯।

ইসলামের প্রারম্ভ হতে আজ পর্যন্ত উক্ত নানি এবং দাদি ব্যতীত কেউই অন্য কোনো দাদি বা নানিকে মিরাস দেয় নাই।[৩৫]

৩। The grandmother has a sixth, whether she be by the father or by the mother, whether alone or with more, if they be true grandmother and equal in degree; but they are all exculded by the mother, and the paternal female ancestors also by the father; and in like manner, by the grandfather, except the father's mother, even in the highest degree; for she takes with the grandfather, since she is not related through him.

The nearest grandmother, or female ancestor, on either side, excludes the more distant grandmother, on whichever side she be; whether the nearer grandmother be entitled to a share of the inheritance, or be herself excluded.[৩৬]

(১) যাবিল ফুরুয দাদি ও নানির (true grandmother) পরিচিতি চার্ট[৩৭]

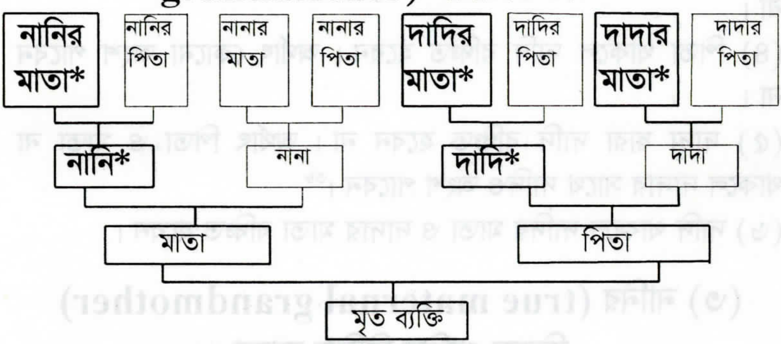

* যাবিল ফুরুয দাদি ও নানি (true grandmother).

[৩৫] মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, রেওয়ায়ত-৬, পৃ-১১৪।

[৩৬] Al-Sirajiyyah: p 22-23.

[৩৭] Muslim Law of Inheritance: Al-Haj Mahomed Ullah, P-9.

(২) দাদির (true paternal grandmother) মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

দাদি শ্রেণির ওয়ারিশের (true paternal grandmother) অন্তর্ভুক্ত ওয়ারিশগণ হচ্ছেন পিতার মাতা (দাদি), দাদির মাতা, দাদার মাতা। দাদির মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা নিম্নরূপ:

(১) দাদি যাবিল ফুরুয শ্রেণির ওয়ারিশ। দাদির নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}$।

(২) সমপর্যায়ের দাদি ও নানি একত্রে ওয়ারিশ হলে উভয়ের মিলিত অংশও $\frac{১}{৬}$। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দাদি পাবেন $\frac{১}{১২}$ অংশ এবং নানি পাবেন $\frac{১}{১২}$ অংশ।

(৩) মাতা থাকলে দাদি বঞ্চিত হবেন। অর্থাৎ কোনো অংশ পাবেন না।

(৪) পিতা থাকলে দাদি বঞ্চিত হবেন। অর্থাৎ কোনো অংশ পাবেন না।

(৫) দাদা দ্বারা দাদি বঞ্চিত হবেন না। অর্থাৎ পিতা ও মাতা না থাকলে দাদার সাথে দাদিও অংশ পাবেন।[৩৮]

(৬) দাদি থাকলে দাদির মাতা ও দাদার মাতা বঞ্চিত হবেন।

(৩) নানির (true maternal grandmother) মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

নানি (true maternal grandmother) হচ্ছেন মাতার মাতা। নানির মাতাও নানির অন্তর্ভুক্ত।

নানির মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা নিম্নরূপ:

(১) নানি যাবিল ফুরুয শ্রেণির ওয়ারিশ। নানির নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{৬}$।

---

[৩৮] Al-Sirajiyyah: p 22.

(২) সমপর্যায়ের নানি ও দাদি একত্রে ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ে মিলিতভাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবেন। অর্থাৎ এই $\frac{১}{৬}$ অংশ উভয়ের মধ্যে সমহারে বন্টিত হবে। ফলে নানি পাবেন $\frac{১}{১২}$ অংশ এবং দাদি পাবেন $\frac{১}{১২}$ অংশ।

(৩) নানি মাতা দ্বারা বঞ্চিত হবেন।

(৪) নানির মাতা নানি দ্বারা বঞ্চিত হবেন।

(৪) দাদি ও নানির অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল[৩৯]

জীবিত ওয়ারিশ	পিতা	দাদা	দাদি	নানি	নানির মাতা	দাদির/ দাদার মাতা
পিতা, দাদি*, নানি	$\frac{৫}{৬}$	-	শূন্য	$\frac{১}{৬}$	-	-
দাদি, নানি, দাদা	-	$\frac{৫}{৬}=\frac{১০}{১২}$	$\frac{১}{১২}$	$\frac{১}{১২}$	-	-
দাদার মাতা**, দাদা	-	পূর্ণ অংশ	-	-	-	শূন্য
দাদির মাতা, দাদা	-	$\frac{৫}{৬}$	-	-	-	$\frac{১}{৬}$
দাদি, নানির মাতা***, দাদা	-	$\frac{৫}{৬}$	$\frac{১}{৬}$	-	শূন্য	-
দাদি, নানির মাতা, পিতা#	পূর্ণ অংশ	-	শূন্য	-	শূন্য	-

* দাদি পিতা দ্বারা বঞ্চিত;

**দাদার মাতা দাদা দ্বারা বঞ্চিত;

***নানির মাতা দাদি দ্বারা বঞ্চিত;

দাদি পিতা দ্বারা বঞ্চিত এবং নানির মাতা দাদি দ্বারা বঞ্চিত।

---

[৩৯] Princip.es of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p 67-68 হতে উদাহরণ নেওয়া হয়েছে।

৫। স্বামীর মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

১। **কুরআনঃ** তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ; তাদের অছিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর (সূরা নিসাঃ আয়াত-১২)।

২। **সুন্নাহঃ** স্বামীর জন্য সন্তান থাকলে চার ভাগের এক ভাগ, সন্তান না থাকলে অর্ধেক।[৪০]

৩। **ইজমাঃ** স্ত্রীর মৃত্যুর পর যদি তার কোনো ছেলে কিংবা নাতি না থাকে, তাহলে স্বামী অর্ধেক সম্পদের মিরাস পাবেন। যদি কোনো ছেলে অথবা ছেলের ঔরসজাত নাতি বা নাতনী থাকে, তাহলে স্বামী চার ভাগের এক ভাগ মিরাস পাবেন। তবে শর্ত এই যে, মৃতের কোনো অছিয়ত থাকলে কিংবা কোনো ঋণ থাকলে তা পূর্বেই আদায় করতে হবে।[৪১]

৪। স্ত্রী যদি একজন, দুইজন, তিনজন বা চারজন হয়, তবে সবাই একত্রে চার ভাগের এক ভাগের বা আট ভাগের এক ভাগের অধিকারী হবেন। অর্থাৎ সবার মধ্যে উক্ত অংশ সমহারে বন্টিত হবে।[৪২]

৫। যদি মৃত স্ত্রীর সন্তান থাকে, তা এ স্বামীর ঔরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী কোনো স্বামীর ঔরসজাত হোক তাহলে বর্তমান স্বামী চার ভাগের এক ভাগ অংশ পাবেন। কিন্তু যদি সন্তান না থাকে, তাহলে স্বামী দুই ভাগের এক ভাগ অংশ পাবেন।[৪৩]

৬। The husband takes in two cases; half, on failure of children, and son's children, and a fourth, with children or son's children, how low soever they descend.[৪৪]

---

[৪০] বুখারীঃ হাদিস নং- ২৫৬০, ৪২২৩ ও ৬২৮৩।

[৪১] মুয়াত্তাঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০৩।

[৪২] তাফসীরে ইবনে কাছীরঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৭৬৩।

[৪৩] তফসীরে মা'আরেফুল কুরআনঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৯৪।

[৪৪] Al-Sirajiyyah: p-17.

(১) স্বামীর মিরাসের অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

স্বামী যাবিল ফুরুয মুখ্য ওয়ারিশ। স্বামী কোনো অবস্থাতেই অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না। স্বামীর অংশ প্রাপ্তির নিম্নরূপ দু'টি অবস্থা:

(১) মৃতের কোনো সন্তান* অথবা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ) অথবা পৌত্রের সন্তান বা প্রপৌত্রের সন্তান এবং অনুরূপভাবে পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে স্বামী নির্ধারিত $\frac{১}{২}$ অংশ পাবেন।

(২) মৃতের কোনো সন্তান অথবা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ) অথবা পৌত্রের সন্তান বা প্রপৌত্রের সন্তান এবং অনুরূপভাবে পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান থাকার ক্ষেত্রে স্বামী নির্ধারিত $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবেন।[৪৫]

* মৃতের সন্তান অর্থ মৃতের গর্ভজাত সন্তান, সে বর্তমান বা পূর্ববর্তী কোনো স্বামীর ঔরসজাতই হউক না কেন।

(২) স্বামীর অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল[৪৬]

ওয়ারিশ	স্বামী	মাতা	পুত্র*	কন্যা*	ভাই	বোন	প্রপৌত্রী
স্বামী, মাতা, পুত্র, কন্যা	$\frac{৯}{৩৬}$	$\frac{৬}{৩৬}$	$\frac{১৪}{৩৬}$	$\frac{৭}{৩৬}$	-	-	-
স্বামী, মাতা, ভাই ও বোন	$\frac{১}{২} = \frac{৯}{১৮}$	$\frac{১}{৬} = \frac{৩}{১৮}$	-	-	$\frac{২}{৯} = \frac{৪}{১৮}$	$\frac{১}{৯} = \frac{২}{১৮}$	-
স্বামী, কন্যা, মাতা, বোন, প্রপৌত্রী**	$\frac{৩}{১৩}$	$\frac{২}{১৩}$	-	$\frac{৬}{১৩}$	-	শূন্য	$\frac{২}{১৩}$

*মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ এর ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী পুত্র ও কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে মিরাসের অংশ পায় পূর্বমৃত পুত্র ও কন্যার সন্তানগণ।

** যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের একত্রিত অংশ মোট অংশের অধিক হওয়ায় আউল মতবাদ অনুয়ায়ী অংশ বন্টিত হয়েছে।

[৪৫] Al-Sirajiyyah: p 17.

[৪৬] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p 74,76, & 77.

৬। স্ত্রীর মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

১। **কুরআনঃ** তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ, তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ; তোমরা যা অছিয়ত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর (সূরা নিসাঃ আয়াত-১২)।

২। **সুন্নাহঃ** স্ত্রীর জন্য সন্তান থাকলে আট ভাগের এক ভাগ, সন্তান না থাকলে চার ভাগের এক ভাগ।[৪৭]

৩। **ইজমাঃ** স্বামীর মৃত্যু হলে যদি কোনো ছেলে কিংবা নাতি না থাকে, তাহলে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ হতে স্ত্রী চার ভাগের এক ভাগ এবং যদি ছেলে বা নাতি-নাতনী থাকে, তাহলে স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবেন। স্বামীর কোনো অছিয়ত ও ঋণ থাকলে তা মিরাস বন্টনের পূর্বেই আদায় করতে হবে।[৪৮]

৪। মৃত স্বামীর যদি সন্তান থাকে, তা এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক বা অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত হোক, স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবেন। কিন্তু যদি কোনো সন্তান না থাকে, তাহলে চার ভাগের এক ভাগ পাবেন। স্ত্রী একাধিক হলে ঐ অংশই তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হবে।[৪৯]

৫। Wives take in two cases; a fourth goes to one or more on failure of children, and son's children, how low soever, and an eighth with children or son's children, in any degree of descent.[৫০]

---

[৪৭] বুখারীঃ হাদিস নং- ২৫৬০, ৪২২৩, ৬২৮৩।

[৪৮] মুয়াত্তাঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০৩।

[৪৯] তফসীরে মা'আরেফুল কুরআনঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৯৪।

[৫০] Al-Sirajiyyah: p 17-18.

(১) স্ত্রীর মিরাসের অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

স্ত্রী মিরাস প্রাপ্তিতে কখনো বঞ্চিত হয় না। স্ত্রী দুই বা ততোধিক হওয়ার ক্ষেত্রে (তবে চার স্ত্রীর অধিক নয়) তাদের নির্ধারিত অংশ সবার মধ্যে সমহারে বন্টিত হবে।[৫১] স্ত্রীর অংশ প্রাপ্তির দু'টি অবস্থা নিম্নরূপ:

(১) মৃতের কোনো সন্তান* অথবা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান (প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ) অথবা পৌত্রের সন্তান বা প্রপৌত্রের সন্তান এবং অনুরূপভাবে পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে স্ত্রী নির্ধারিত অংশ চার ভাগের এক ভাগ পাবেন।

(২) মৃতের কোনো সন্তান অথবা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান অথবা পৌত্রের সন্তান বা প্রপৌত্রের সন্তান এবং অনুরূপভাবে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান থাকার ক্ষেত্রে স্ত্রী নির্ধারিত অংশ আট ভাগের এক ভাগ পাবেন।[৫২]

টীকা: মৃতের সন্তান অর্থ মৃতের ঔরসজাত সন্তান।

(২) স্ত্রীর অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল[৫৩]

ওয়ারিশ	স্ত্রী	মাতা	পুত্র	কন্যা	পিতা/দাদা	চাঁচা
স্ত্রী, পুত্র, কন্যা	$\frac{১}{৮}=\frac{৩}{২৪}$	-	$\frac{১৪}{২৪}$	$\frac{৭}{২৪}$	-	-
স্ত্রী, মাতা, দাদা	$\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$	$\frac{১}{৩}=\frac{৪}{১২}$	-	-	$\frac{৫}{১২}$ (আসাবা)	-
স্ত্রী, মাতা, চাঁচা	$\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$	$\frac{১}{৩}=\frac{৪}{১২}$	-	-	-	$\frac{৫}{১২}$
স্ত্রী, মাতা, পিতা	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪}$	-	-	$\frac{১}{২}$ (আসাবা)	-

---

[৫১] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-405 & B.R.Verma's Islamic Law, p-442.

[৫২] Al-Sirajiyyah: p 17-18.

[৫৩] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p 67-74,76, 78 & B.R.Verma's Islamic Law, p-443.

স্বামী ও স্ত্রীর অংশপ্রাপ্তির অবস্থা

স্বামীর অংশ	স্ত্রীর অংশ	প্রাপ্তির অবস্থা
$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৮}$	পুত্র, কন্যা, তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী, প্রপৌত্রের পুত্র, প্রপৌত্রীর কন্যা থাকলে
$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{৪}$	পুত্র, কন্যা, তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী, প্রপৌত্রের পুত্র, প্রপৌত্রীর কন্যা না থাকলে

স্বামী ও স্ত্রীর বিশেষ অবস্থা

১। রাদ মতবাদ অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রীর অংশ হারাহারিভাবে বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু আউল মতবাদ অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রীর অংশ হারাহারিভাবে হ্রাস পায়।

২। স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্য।

বিশেষ অবস্থার উদাহরণ[৫৪]

ওয়ারিশ	স্ত্রী	মাতা	সহোদর বোন	বৈপিত্রেয়ী বোন
স্ত্রী	*সম্পূর্ণ অংশ	-	-	-
স্ত্রী, বোন	$\frac{১}{৪}$	-	$\frac{৩}{৪}$	-
স্ত্রী, মাতা, দুই সহোদর বোন, এক বৈপিত্রেয়ী বোন	$\frac{৩}{১৫}$	$\frac{২}{১৫}$	$\frac{৮}{১৫}$	$\frac{২}{১৫}$

* $\frac{১}{৪}$ অংশ যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে এবং $\frac{৩}{৪}$ অংশ রাদ মতবাদ অনুযায়ী অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকায়।

---

[৫৪] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-405,417, 418.

৭। কন্যার মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

১। **কুরআন:** আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু কন্যা দুইয়ের অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ এবং এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধেক (সূরা নিসা: আয়াত নং-১১)।

২। **সুন্নাহ:**
(১) এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।[৫৫]
(২) দুই কন্যার অংশ তিন ভাগের দুই ভাগ।[৫৬]

৩। **ইজমা:** ছেলে ও মেয়ে রেখে পিতা-মাতা মারা গেলে, মেয়ের দ্বিগুন মিরাস ছেলে পাবে। যদি শুধু দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকে, তবে সম্পূর্ণ সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ মেয়েগণ পাবে। যদি এক মেয়ে থাকে, তবে অর্ধেক অংশ মিরাস পাবে। যদি মৃত ব্যক্তির কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ থাকে এবং ছেলেমেয়েও বিদ্যমান থাকে, তবে প্রথমে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের অংশ দেয়ার পর পূর্ব বর্ণিত নিয়মে অর্থাৎ ছেলে পাবে মেয়ের দ্বিগুন, এ হারে অংশ পাবে। তবে পিতা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে, অন্য ওয়ারিশগণ অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাঁচ ভাগের মধ্যে ছয় ভাগের দুই ভাগ এক ছেলে এবং ছয় ভাগের তিন ভাগ তিন মেয়ে পাবে।[৫৭]

৪। যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন, কোনো পুরুষ বা নারী যদি কন্যা সন্তান রেখে যায়, তাহলে সে অর্ধেক অংশ পাবে। তাদের সংখ্যা দুই বা ততোধিক হলে তারা পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ। যদি উক্ত কন্যা বা কন্যাদের সাথে পুরুষ থাকে তাহলে প্রথমে অংশীদারদেরকে তাদের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ 'দুই নারী সমান এক পুরুষ' ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। বুখারী: পরিচ্ছেদ নং ২৭৯৪

---

[৫৫] তিরমিযী: হাদিস নং-২০৯৯

[৫৬] তিরমিযী: হাদিস নং ২০৯৫: আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৮৮২ ও ২৮৮৩; ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং ২৭২০।

[৫৭] মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০২।

৫। এক কন্যার অংশ দুই ভাগের এক ভাগ, দুইয়ের অধিক কন্যার অংশ তিন ভাগের দুই ভাগ[৫৮] এবং দুই কন্যার অংশও তিন ভাগের দুই ভাগ।[৫৯]

৬। Daughters begotten by the deceased take in three cases: half goes to one only, and two-thirds to two or more; and, if there be a son, the male has the share of two females, and he makes them residuaries.[৬০]

মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ এর ৪ ধারার বিধানমতে পূর্বমৃত কন্যার সন্তান পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য। উক্ত আইন অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বের বিধান দোহিত্র ও দৌহিত্রী পর্যন্ত বিস্তৃত।

কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান কখনো মিরাস প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না। মৃতের পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান না থাকলে কন্যা যাবিল ফুরুয মুখ্য ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য। কিন্তু পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে তাদের সাথে একত্রে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়।[৬১]

মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ এর ৪ ধারার বিধান মতে পূর্বমৃত কন্যার সন্তান প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়ে কন্যার স্থলাভিষিক্ত হয়। অনুরূপভাবে পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানও প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হয়ে পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়।

কন্যার অংশপ্রাপ্তির তিনটি অবস্থা হতে পারে, যথা:

(১) এক কন্যার কুরআন নির্ধারিত অংশ $\frac{১}{২}$।

(২) দুই বা ততোধিক কন্যার কুরআন নির্ধারিত অংশ $\frac{২}{৩}$। একাধিক কন্যার কুরআন নির্ধারিত $\frac{২}{৩}$ অংশ তাদের মধ্যে সমহারে বন্টিত হবে।

---

[৫৮] সূরা নিসা: আয়াত নং ১১।

[৫৯] তিরমিযী: হাদিস নং-২০৯৫; আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৮৮২ ও ২৮৮৩; ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ২৭২০ ও তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২৯১।

[৬০] Al-Sirajiyyah: p-18.

[৬১] Al-Sirajiyyah: p 18.

(৩) কন্যার বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানের সাথে পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয় এবং পুত্র কন্যার দ্বিগুন হারে অংশ পায়।[৬২]

কন্যার অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল[৬৩]

ওয়ারিশ	পিতা	মাতা	পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান	কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান	স্ত্রী	বোন
পিতা, মাতা, তিন কন্যা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}$	-	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	-	-
স্ত্রী, পুত্র, কন্যা	-	-	$\frac{১৪}{২৪}$	$\frac{৭}{২৪}$	$\frac{৩}{২৪}$	-
পিতা, মাতা, দুই কন্যা	$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}$	$\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$	-	-	-
দুই পুত্র, তিন কন্যা	-	-	$\frac{৪}{৭}$	$\frac{৩}{৭}$	-	
এক কন্যা, এক বোন	-	-	-	$\frac{১}{২}$	-	$\frac{১}{২}$ (আসাবা)
দুই কন্যা, এক বোন	-	-	-	$\frac{২}{৩}$	-	$\frac{১}{৩}$ (আসাবা)
এক কন্যা, পিতা	$\frac{১}{২}$	-	-	$\frac{১}{২}$	-	-

---

[৬২] Al-Sirajiyyah: p-18.

[৬৩] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p 68,74,76,77 Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-409, 411.

৮। (ক) পৌত্র ও পৌত্রীর মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা

মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ এর ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র ও কন্যা অর্থাৎ পৌত্র (grandson) ও পৌত্রী (granddaughter) পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হওয়ায় পৌত্রী পৃথকভাবে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে অংশ পায় না এবং পৌত্রও আসাবা হিসেবে পৃথকভাবে অংশ পায় না। উভয়ে পূর্বমৃত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসাবায় পরিবর্তিত হয়। পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান অর্থাৎ পৌত্র ও পৌত্রী একত্রে থাকলে পৌত্রীর দ্বিগুন অংশ পৌত্র পায়।

মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী পৌত্র ও পৌত্রীর (পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র ও কন্যা) অংশ প্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল

ওয়ারিশ	স্বামী	স্ত্রী	পিতা	মাতা	কন্যা	পৌত্রী	পৌত্র
পিতা, মাতা, পৌত্রী, পৌত্র	-	-	৩/১৮	৩/১৮	-	৪/১৮	৮/১৮
পিতা, পৌত্রী	-	-	১/৬	-	-	৫/৬	-
মাতা, পৌত্রী	-	-	১/৬	-	-	৫/৬	-
স্বামী, পিতা, পৌত্রী	১/৪	-	১/৬	-	-	৭/১২	-
স্ত্রী, কন্যা, পৌত্রী	-	৩/২৪	-	-	৭/২৪	১৪/২৪	-
স্ত্রী, মাতা, পৌত্রী	৩/২৪	-	-	৪/২৪	-	১৭/২৪	-
পিতা, মাতা, কন্যা, পৌত্রী			৩/১৮	৩/১৮	৪/১৮	৮/১৮	-
পিতা, স্ত্রী, পৌত্রী	-	৩/২৪	৪/২৪	-	-	১৭/২৪	-

(খ) দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর মিরাসপ্রাপ্তির অবস্থা

মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ জারির পূর্বে কন্যার সন্তানগণ অর্থাৎ দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়ে তদ্রুপভাবে অংশ পেতেন। উক্ত আইন দ্বারা প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি হওয়ায় বর্তমানে পূর্বমৃত কন্যার পুত্র ও কন্যা অর্থাৎ দোহিত্র (daughter's son) ও দৌহিত্রীগণ (daughter's daughter) পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী যাবিল ফুরুয মুখ্য ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়। তবে যদি মৃতের পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে একত্রে থাকে, তাহলে পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়ে তদ্রুপভাবে অংশ পায়।

পূর্বমৃত কন্যার সন্তান অর্থাৎ দৌহিত্র ও দৌহিত্রী একত্রে থাকলে দৌহিত্রীর দ্বিগুন অংশ দৌহিত্র পাবে।

দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর অংশ প্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল

ওয়ারিশ	স্বামী	স্ত্রী	পিতা	মাতা	কন্যা	দৌহিত্রী	দৌহিত্র
পিতা, মাতা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী (একই কন্যার গর্ভজাত)	-	-	২/৬	১/৬	-	১/৬	১/৩ = ২/৬
পিতা, দৌহিত্রী	-	-	১/২	-	-	১/২	-
স্বামী, পিতা, দৌহিত্রী	১/৪	-	১/৪	-	-	২/৪	-
স্ত্রী, পিতা, দৌহিত্র	-	১/৮	৩/৮	-	-	-	৪/৮ = ১/২
পিতা, মাতা, কন্যা, দৌহিত্রী	-	-	১/৬	১/৬	২/৬	২/৬	-
পিতা, মাতা, দৌহিত্র			২/৬ =	১/৬		-	৩/৬

(গ) প্রপৌত্রীর অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা (great-granddaughter)

১। সুন্নাহঃ

(১) কন্যা পাবে অর্ধেক এবং প্রপৌত্রী পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। এভাবে তিনভাগের দুই ভাগ পূরণ হবে। অবশিষ্ট তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন বোন।[৬৪]

(২) যায়দ (রা) বলেন, পুত্রের সন্তানাদি পুত্রের মতোই, যখন তারা ছাড়া অন্য কোনো সন্তান না থাকে। পৌত্রগণ পুত্রদের মতো এবং পৌত্রীগণ কন্যাদের মতো। পুত্রদের মতো পৌত্রীগণও উত্তরাধিকারী হয়, আবার পুত্রগণ যেরূপ অন্যদেরকে মাহরুম করে, পৌত্রগণও সেরূপ অন্যদেরকে মাহরুম করে। পৌত্রগণ পুত্রদের বর্তমানে উত্তরাধিকারী হয় না। বুখারী: পরিচ্ছেদ নং-২৭৯৬

২। The son's daughters are like the daughters begotten by the deceased; and they may be in six cases: half goes to one only, and two-thirds to two or more, on failur of daughters begotten by the deceased; with a single daughter of the deceased, they have a sixth, completing (with the daughter's half), two-thirds: but, with two daughters of the deceased, they have no share of the inheritance, unless there be, in an equal degree with, or in a lower degree than, them, a boy, who makes them residuaries. As to remainder between them, the male has the portion of two females; and all of the son's daughters are excluded by the son himself.[৬৫]

মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ এর ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী পৌত্রী পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হলেও প্রপৌত্রী প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ নয়। প্রপৌত্রী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ।

---

[৬৪] বুখারী: হাদিস নং ৬২৮০, ৬২৮৬; তিরমিযী: হাদিস নং-২০৯৬; আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৮৮০ ও মিশকাত শরীফ: হাদিস নং ২৯১৬ (হাদিসে পৌত্রীর উল্লেখ রয়েছে, প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টির কারণে পৌত্রী পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হওয়ায় পৌত্রীর স্থলে ছয় ভাগের এক ভাগ প্রপৌত্রী পাবে।)

[৬৫] Al-Sirajiyyah: p-18-19.

উল্লেখ্য প্রপৌত্রের কন্যা এবং তদ্‌রুপভাবে তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রের কন্যাগণও প্রপৌত্রী শ্রেণির ওয়ারিশ। প্রপৌত্রী মৃতের কন্যা শ্রেণির ওয়ারিশ।

মৃতের পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান অথবা একাধিক কন্যা বা পূর্বমৃত একাধিক কন্যার সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে প্রপৌত্রী কন্যার অনুরূপভাবে মিরাসের অংশ পায়। প্রপৌত্রীর অংশ প্রাপ্তির নিম্নরূপ ছয়টি অবস্থা হতে পারে:

(১) মৃতের কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে প্রপৌত্রী এক জন হলে দুই ভাগের এক ভাগ পাবে;

(২) মৃতের কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে প্রপৌত্রী দুই বা ততোধিক হলে সকলে একত্রে তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে।

(৩) মৃতের এক কন্যা বা পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান থাকার ক্ষেত্রে প্রপৌত্রী ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। প্রপৌত্রীর সংখ্যা যাই হোক তাদের প্রাপ্য অংশ ছয় ভাগের এক ভাগই হবে। এভাবে কন্যার অর্ধেক এবং প্রপৌত্রীর ছয় ভাগের এক ভাগ মিলে তিন ভাগের দুই ভাগ পূরণ হবে।

(৪) মৃতের একাধিক কন্যা বা একাধিক পূর্বমৃত কন্যার সন্তান থাকার ক্ষেত্রে প্রপৌত্রী বঞ্চিত হবে।

(৫) তবে মৃতের একাধিক কন্যা বা একাধিক পূর্বমৃত কন্যার সন্তান থাকা সত্ত্বেও যদি প্রপৌত্র বা প্রপৌত্রের পুত্র থাকে তাহলে প্রপৌত্রী বঞ্চিত না হয়ে প্রপৌত্র বা প্রপৌত্রের পুত্রের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হয়ে অংশ পাবে। এইক্ষেত্রে এক প্রপৌত্রের অংশ দুই প্রপৌত্রীর অংশের সমান হবে।

(৬) মৃতের কোনো পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকার ক্ষেত্রে প্রপৌত্রী বঞ্চিত হবে।[৬৬]

---

[৬৬] Al-Sirajiyyah: p-18 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, P.10 & Muslim Family Law Ordinance, 1961, s-4.

প্রপৌত্রীর অংশ প্রাপ্তির উদাহরণের টেবিল[৬৭]

জীবিত ওয়ারিশ	পিতা	মাতা	পুত্র	কন্যা	প্রপৌত্রী	প্রপৌত্র
পিতা, মাতা, তিন প্রপৌত্রী	১/৬	১/৬	-	-	৪/৬	
পিতা, মাতা, কন্যা ও চার প্রপৌত্রী	১/৬	১/৬	-	৩/৬	১/৬	
পিতা, মাতা, দুই প্রপৌত্রী	১/৬	১/৬	-	-	৪/৬	
মাতা, এক কন্যা, এক প্রপৌত্রী		১/৫		৩/৫	১/৫	
পুত্র, কন্যা, প্রপৌত্রী	-	-	২/৩	১/৩	শূন্য	-
পিতা, দুই কন্যা, প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী	৩/১৮	-	-	১২/১৮	২/১৮	১/১৮
পিতা, মাতা, দুই কন্যা, প্রপৌত্রী	১/৬	১/৬		৪/৬	শূন্য	-

প্রপৌত্রীর বঞ্চিত হওয়ার উদাহরণ

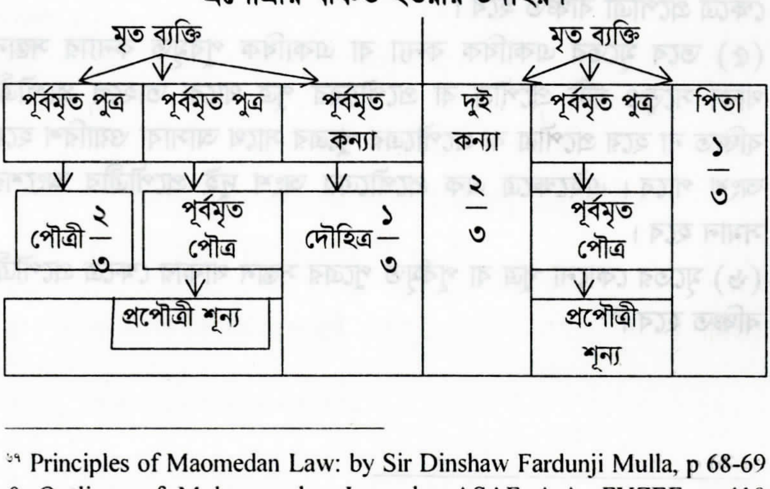

[৬৭] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p 68-69 & Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-410 (উদাহরণ ১-৩)।

৯। সহোদর বোনের অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা
(Co-uterine sister/Full Sister)

১। পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। সে (মহিলা) যদি সন্তানহীনা হয় তবে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। অতঃপর যদি দুই বোন থাকে তবে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ। যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান (সূরা নিসাঃ আয়াত-১৭৬)।[৬৮]

২। সুন্নাহঃ

(ক) এক বোন তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন।[৬৯]

(খ) একাধিক সহোদর বোনের অংশ দুই ভাগের তিন ভাগ।[৭০]

(গ) এক কন্যা ও এক বোন থাকার ক্ষেত্রে কন্যা সম্পত্তির অর্ধেক এবং বোন সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন।[৭১]

৩। **ইজমাঃ** মৃত ব্যক্তির ছেলে কিংবা নাতি কিংবা পিতা জীবিত থাকলে সহোদর ভাইবোন মিরাস পাবেন না। যদি মৃত ব্যক্তির দাদা জীবিত না থাকে শুধু কন্যা ও নাতিন (পুত্রের কন্যা) থাকে, তাহলে সহোদর ভাইবোন ওয়ারিশ হবেন এবং যাবিল ফুরুযদের অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সহোদর ভাইবোন পাবেন। ভাই বোনের দ্বিগুন হারে অংশ পাবেন। যদি যাবিল ফুরুযের অংশ দেওয়ার পর কোনো সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে তারা বঞ্চিত হবে।

মৃত ব্যক্তির যদি পিতা ও দাদা না থাকে এবং যদি ছেলে এবং নাতি না থাকে, শুধু একজন সহোদর বোন থাকে, তাহলে বোন অর্ধেক অংশ পাবেন। যদি দুই বা ততোধিক সহোদর বোন থাকে, তাহলে তারা তিন ভাগের দুই ভাগ পাবেন। যদি এই বোনদের সাথে কোনো

---

[৬৮] সূরা নিসাঃ আয়াত-১৭৬।

[৬৯] আবূ দাউদঃ হাদিস নং-২৮৭৭।

[৭০] বুখারীঃ হাদিস নং ৬২৭৮ ও ৬২৮৫; আবূ দাউদঃ হাদিস নং-২৮৭৭।

[৭১] বুখারীঃ হাদিস নং-৬২৭৮, ৬২৮৫; আবূ দাউদঃ হাদিস নং-২৮৮১।

ভাইও থাকে, তাহলে বোনদের জন্য নির্ধারিত অংশ থাকবে না, তারা যাবিল ফুরুযদের অংশ দেয়ার পর ভাইয়ের সাথে আসাবা হিসেবে অংশ পাবেন। যা অবশিষ্ট থাকে, তা হতে ভাই বোনের দ্বিগুন হারে অংশ পাবেন। শুধু এক অবস্থায় তাদের জন্য কিছুই থাকবে না বরং বৈপিত্রেয় ভাইবোনের সাথে শরিক হয়ে যাবেন।

যেমন কোনো মৃত স্ত্রীলোকের স্বামী জীবিত আছেন, মাতা আছেন এবং বৈপিত্রেয় ভাই আছেন এবং সহোদর ভাইও জীবিত আছেন। প্রথমত স্বামী অর্ধেক অংশ পাবেন। মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা তিন ভাগের এক ভাগ পাওয়ার পর কোনো সম্পদ অবশিষ্ট রইল না। এমতাবস্থায় সহোদর ভাইগণ বৈপিত্রেয় ভাইদের সাথে তিন ভাগের এক ভাগ অংশের শরিক হবেন। কেননা সকলের মাতা এক হওয়াতে সবাই তিন ভাগের এক ভাগে শরিক হবেন। ভাই বোনের দ্বিগুন, এই হারে অংশ বন্টিত হবে।[৭২]

৩। Sisters by the same father and mother may be in five cases: half goes to one alone; two-thirds to two or more; and, if there be brothers by the same father and mother, the male has the portion of two females; and the females become residuaries through him by reason of their equality in the degree of relation to the deceased; and they take the residue, when they are with daughters or with son's daughters, by the saying of Him, on whom be blessing and peach! "Make sisters, with daughters, residuaries.

Brothers and sisters by the same father and mother, and by the same father only, are all excluded by the son and the son's son, in how low a degree soever, and by the father also, as it is agreed among the learned, and even by the grandfather according to Abu Hanifah, on whom be the mercy of Almighty God. And those of the half blood are also excluded by the brothers of the whole blood.[৭৩]

---

[৭২] মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১০৭-১০৮।

[৭৩] Al-Sirajiyyah: p-20-22.

সহোদর বোন অর্থ একই মাতা-পিতার সন্তান। সহোদর বোন যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ। সহোদর বোনের ওয়ারিশী স্বত্ত্বের নিম্নরূপ পাঁচটি অবস্থা হতে পারে:

১। এক বোনের অংশ দুই ভাগের এক ভাগ।

২। দুই বা ততোধিক বোনের অংশ তিন ভাগের দুই ভাগ। এইক্ষেত্রে সকলের মাঝে উক্ত অংশ সমহারে অংশ বন্টিত হবে।

৩। সহোদর বোনের সাথে সহোদর ভাই থাকার ক্ষেত্রে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুন' এই হারে ভাই বোনের মধ্যে অংশ বন্টিত হবে; অর্থাৎ সহোদর বোন সহোদর ভাইয়ের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হবে।

৪। সহোদর বোনের সাথে কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান অথবা প্রপৌত্রী থাকার ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহোদর বোন আসাবা হবে।

৫। সহোদর বোন পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান, প্রপৌত্র এবং তদ্নিম্নক্রম প্রপৌত্র, পিতা এবং দাদা দ্বারা অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়।[৭৪]

(১) সহোদর বোনের তিন অধিকারে মিরাসপ্রাপ্তি[৭৫]

সহোদর বোন নিম্নরূপ তিন অধিকারবলে ওয়ারিশী স্বত্ত্ব পেতে পারে:

(ক) যাবিল ফুরুয হিসেবে অংশ পেতে পারে;

(২) সহোদর ভাই থাকলে সহোদর ভাইয়ের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়ে অংশ পেতে পারে; অথবা

(৩) অন্য কোনো আসাবা না থাকলে এক কন্যা বা পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান বা এক প্রপৌত্রী থাকলে তাদের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে পাবে। যেমন এক কন্যা ও এক বোন থাকার ক্ষেত্রে কন্যা যাবিল ফুরুয হিসেবে দুই ভাগের এক ভাগ পাবে এবং বোন আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে অবশিষ্ট দুই ভাগের এক ভাগ পাবে।

---

[৭৪] Al-Sirajiyyah: p-20.

[৭৫] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p -76.

(২) সহোদর বোনের বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা[৭৬]

সহোদর বোন মুখ্য ওয়ারিশ নয়, দ্বিতীয় পর্যায়ের যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ। কতিপয় যাবিল ফুরুয বা আসাবা ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে সহোদর বোন বঞ্চিত হয়।

সহোদর ভাইবোন নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়:

(১) মৃতের পুত্র থাকলে; অথবা

(২) মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুসারে মৃতের পুত্রের সন্তান (পৌত্র ও পৌত্রী) থাকলে; অথবা

(৩) মৃতের প্রপৌত্র বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র থাকলে; অথবা

(৪) মৃতের পিতা থাকলে; অথবা

(৫) মৃতের দাদা (পিতার পিতা) থাকলে।

(৩) সহোদর বোনের অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল[৭৭]

জীবিত ওয়ারিশ	মাতা	কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান	প্রপৌত্রী	সহোদর বোন	স্বামী
স্বামী, এক বোন	-	-	-	১/২	১/২
এক বোন, এক কন্যা	-	১/২	-	১/২	-
দুই কন্যা, এক বোন	-	২/৩	-	১/৩	-
এক কন্যা, দুই বোন	-	১/২	-	১/২	-
দুই কন্যা, স্বামী, বোন		২/৩		১/১২	১/৪

---

[৭৬] Al-Sirajiyyah: p-21-22 & Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-410.

[৭৭] Al-Sirajiyyah: p-20 & (note); Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p -71,76-77; Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-411, 417.

জীবিত ওয়ারিশ	মাতা	কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান	প্রপৌত্রী	সহোদর বোন	স্বামী
এক কন্যা, এক প্রপৌত্রী, এক বোন	-	১/২	১/৬	১/৩	-
এক কন্যা, এক প্রপৌত্রী, স্বামী, বোন	-	১/২	১/৬	১/১২	১/৪
এক কন্যা, এক প্রপৌত্রী, এক বোন	-	১/২	১/৬	১/৩	-
স্বামী, মাতা, দুই বোন	১/৮	-	-	৪/৮*	৩/৮
এক কন্যা, এক প্রপৌত্রী, স্বামী, মাতা, বোন	২/১৩	৬/১৩	২/১৩	শূন্য**	৩/১৩

* আউল মতবাদ অনুযায়ী অংশ বন্টিত হয়েছে।

** কন্যা ও প্রপৌত্রী থাকার কারণে অন্যান্য যাবিল ফুরুযদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর কোনো অংশ অবশিষ্ট না থাকায় সহোদর বোন কোনো অংশ পায় নাই।

১০। বৈমাত্রেয় বোনের মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা

(step sister/consanguine sister/half sister by father)

১। ইজমাঃ মৃতের যদি সহোদর ভাইবোন না থাকে, তাহলে বৈমাত্রেয় ভাইবোন তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। বৈমাত্রেয়ী বোন সহোদর বোনের মত অংশ পাবে যেমন একজন বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে সে সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ পাবেন। যদি একজন বৈমাত্রেয়ী বোন থাকে, তাহলে অর্ধেক অংশ পাবেন। দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয়ী বোন থাকলে তিন ভাগের দুই ভাগ পাবেন। যদি বৈমাত্রেয় ভাইবোন উভয়ই থাকে, তাহলে বোনের দ্বিগুন ভাই পাবেন। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের সাথে শরিক হবে না। কেননা তাদের মাতা পৃথক, এক নয়।

যদি সহোদর বোনদের সাথে বৈমাত্রেয়ী বোনও থাকে এবং সহোদর কোনো ভাইও থাকে, তাহলে বৈমাত্রেয়ী বোনগণ বঞ্চিত হবেন। যদি সহোদর ভাই না থাকে, শুধু একজন সহোদর বোন থাকে এবং বৈমাত্রেয়ী বোনগণ থাকে, তাহলে সহোদর বোন অর্ধেক অংশ পাবেন এবং বৈমাত্রেয়ী

বোনেরা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন। যদি বৈমাত্রেয়ী বোনদের সাথে কোনো বৈমাত্রেয় ভাইও থাকে, তবে তার অংশ নির্দিষ্ট হবে না। বরং যাবিল ফুরুযদের অংশ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা বৈমাত্রেয়ী ভাইবোনগণ বোনের দ্বিগুন হারে বৈমাত্রেয় ভাই পাবেন। কিন্তু যদি সম্পত্তির কোনো অংশ অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে তারা বঞ্চিত হবেন। যদি সহোদর বোন দুই বা ততোধিক থাকে, তাহলে তারা তিন ভাগের দুই ভাগ পাবেন এবং বৈমাত্রেয়ী বোনেরা বঞ্চিত হবেন। যদি বৈমাত্রেয়ী বোনদের সাথে তাদের কোনো ভাইও থাকে, তাহলে ভাই বোনদেরকে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত করবে। বৈপিত্রেয় ভাইবোন যদি সহোদর ভাইবোনদের সাথে হয়, কিংবা বৈমাত্রেয় ভাইবোনদের সাথে হয়, তাহলে একজন হলে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন, দুইজন বা ততোধিক হলে তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন। বৈপিত্রেয় ভাইবোন সমান সমান অংশ পাবেন, এখানে পুরুষ ও নারী এক পর্যায়ের গণ্য হবে।[৭৮]

২। Sister by the same father only are like sisters by the same father and mother, and may be in seven cases: half goes to one, and two-thirds to two or more on failure of sisters by the same father and mother; and, with one sister by the same father and mother, they have a sixth, as the complement of two-thirds; but they have no inheritance with two sisters by the same father and mother, unless there be with them a brother by the same father, who makes them residuaries; and then the residue is distributed among them by the sacred rule "to the male what is equal to the share of two females." The sixth case is, where they are residuaries with daughters or with son's daughters, as we have before stated it.

Brother and sisters by the same father and mother, and by the same father only, are all excluded by the son and the son's son, in how low a degree soever, and by the father also, as it is agreed among the learned, and even by the grandfather according to Abu Hanifah, on whom be the mercy of Almighty God! And those of the half blood are also excluded by the brothers of the whole blood,[৭৯] [and also excluded by full sisters provided the latter take as residuaries.][৮০]

---

[৭৮] মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০৯।

[৭৯] Al-Sirajiyyah: p-21-22.

[৮০] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, P-121(এই শেষ লাইনটি Sir William Jones এর অনুদিত Al-Sirajiyyah-তে নাই)।

(১) বৈমাত্রেয়ী বোনের মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

বৈমাত্রেয়ী বোন অর্থ একই পিতার ঔরসজাত কিন্তু ভিন্ন মাতার গর্ভজাত সন্তান।

বৈমাত্রেয়ী বোন সহোদর বোনের অনুরূপভাবে মিরাসের অংশ পাবে। বৈমাত্রেয়ী বোনের অংশপ্রাপ্তির নিম্নরূপ সাতটি অবস্থা হতে পারে:

(১) একাধিক সহোদর বোন না থাকলে এক বৈমাত্রেয়ী বোন অর্ধেক অংশ পাবে;

(২) একাধিক সহোদর বোন না থাকলে দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয়ী বোন তিন ভাগের দুই ভাগ অংশ পাবে।

(৩) এক সহোদর বোনের সাথে বৈমাত্রেয়ী বোন থাকলে বৈমাত্রেয় বোন ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে এবং সহোদর বোন দুই ভাগের এক ভাগ পাবে। এইক্ষেত্রে সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোনের একত্রিত অংশ হবে তিন ভাগের দুই ভাগ।

(৪) দুই বা ততোধিক সহোদর বোন থাকলে বৈমাত্রেয়ী বোন মিরাস প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হবেন।

(৫) বৈমাত্রেয়ী বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই বোনদেরকে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত করবে এবং 'এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান' এই নীতি অনুযায়ী তাদের মাঝে অবশিষ্টাংশ বন্টিত হবে।

(৬) বৈমাত্রেয়ী বোনের সাথে কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান (প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী) বা প্রপৌত্রী থাকার ক্ষেত্রে বৈমাত্রেয়ী বোন তাদের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হবে।

(৭) সকল ইসলামিক চিন্তাবিদদের মতে পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান (প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী), প্রপৌত্র বা তদনিম্নক্রম প্রপৌত্র থাকলে বা পিতা থাকলে এবং ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতানুসারে দাদাও থাকলে সহোদর ভাইবোন এবং বৈমাত্রেয় ভাইবোন মিরাস প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হবে। এছাড়া সহোদর ভাই ও বোন দ্বারা বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন বঞ্চিত হবে।[৮১]

---

[৮১] Al-Sirajiyyah: p-21-22 & Muslim Law of Inheritance; Al-Haj Mahomed Ullah, P-121.

(২) বৈমাত্রেয় ভাইবোনের বঞ্চিত হওয়ার বিধান

বৈমাত্রেয় ভাইবোন নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হবে:

(১) মৃতের পুত্র থাকলে; অথবা

(২) মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুসারে মৃতের পুত্রের সন্তান (পৌত্র ও পৌত্রী) থাকলে; অথবা

(৩) মৃতের প্রপৌত্র বা তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র থাকলে; অথবা

(৪) মৃতের পিতা থাকলে; অথবা

(৫) মৃতের দাদা (পিতার পিতা) থাকলে; অথবা

(৬) মৃতের সহোদর ভাই থাকলে।[৮২]

(৩) বৈমাত্রেয়ী বোনের অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল[৮৩]

জীবিত ওয়ারিশ	মাতা	স্বামী	স্ত্রী	সহোদর বোন	বৈমাত্রেয়ী বোন	বৈপিত্রেয়ী ভাইবোন	ভাতিজা
স্বামী, এক সহোদর বোন, এক বৈমাত্রেয়ী বোন	-	৩/৭		৩/৭	১/৭	-	-
মাতা, স্ত্রী, দুই বৈমাত্রেয়ী বোন	২/১৩		৩/১৩	-	৮/১৩	-	-
মাতা, এক সহোদর বোন, এক বৈমাত্রেয়ী বোন, ভাতিজা	১/৬	-	-	১/২	১/৬	-	১/৬
এক সহোদর বোন, দুই বৈমাত্রেয়ী বোন, দুই বেপিত্রেয় ভাইবোন				১/২	১/৬	১/৩	

---

[৮২] Al-Sirajiyyah: p-21-22.

[৮৩] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p -70,77; Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-412.

টীকা-১: বৈপিত্রেয় ভাইবোন সমহারে অংশ প্রাপ্য।
টীকা-২: যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের নির্ধারিত অংশের সমষ্টি মোট সম্পত্তি হতে অধিক হওয়ায় আউল মতবাদ অনুযায়ী হারাহারিভাবে নির্ধারিত অংশ হ্রাস করে বন্টন করা হয়েছে।

১১-১২। বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা

(Uterine brother and sister/half brother and sister by mother)

১। **কুরআন:** যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। তারা এর বেশি হলে সবাই সমান অংশীদার হবে তিন ভাগের এক ভাগে (সূরা নিসা: আয়াত-১২)।

২। **ইজমা:** মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান থাকে কিংবা তার পিতা কিংবা দাদা জীবিত থাকে, তাহলে মাতৃপক্ষের ভাইবোন মিরাস হতে বঞ্চিত হবেন। যদি উল্লেখিত ওয়ারিশগণ না থাকে, তাহলে তারাও মিরাস পাবেন। যদি একজন বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন থাকে, তাহলে সে অর্ধেক অংশ পাবে। যদি দুই বা ততোধিক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন থাকে, তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ সবাই মিলে সমান হারে পাবেন এবং বোন ভাইয়ের সমান অংশ পাবেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে বলেন: "যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে এবং তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ, তারা এর অধিক হলে সবাই মিলে সমঅংশীদার হবে তিন ভাগের এক ভাগের। এইরূপ অবস্থায় পুরুষ ও নারী তফাৎ হবে না, সবাই সমান অংশ পাবে।"[৮৪]

৩। The mother's children also take in three cases: a sixth is the share of one only; a third, of two, or of more: males and females have an equal division and right; but the monther's children are excluded by children of the decesed and by son's children, how low soever, as well as by the father and the grandfather: as the learned agree.[৮৫]

---

[৮৪] মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০৬।

[৮৫] Al-Sirajiyyah: p-16-17.

(১) বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন অর্থ একই মাতার গর্ভজাত কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরসজাত সন্তান। অর্থাৎ এরা মায়ের সন্তান (mother's children)। এরা যাবিল ফুরুয ২য় পর্যায়ের ওয়ারিশ।

বৈপিত্রেয় ভাইবোনের মিরাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে:

(১) একজন বৈপিত্রেয় ভাই বা একজন বৈপিত্রেয়ী বোন থাকলে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

(২) বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের সংখ্যা দুই বা ততোধিক হলে সবাই একত্রে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। এইক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন সমহারে অংশ পাবে। এইক্ষেত্রে 'এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান' নীতি প্রযোজ্য হবে না।

(৩) সকল ইসলামিক চিন্তাবিদদের মতানুযায়ী মৃতের সন্তান বা পূর্বমৃত সন্তানের সন্তান (প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী) অথবা পৌত্রের সন্তান বা প্রপৌত্রের সন্তান অথবা পিতা অথবা দাদা থাকলে বৈপিত্রেয় ভাইবোন মিরাস প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হবে।[৮৬]

টীকা: মৃতের পুত্র, কন্যা, তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী এবং প্রপৌত্রের সন্তান বৈপিত্রেয় ভাইবোনকে বঞ্চিত করে।[৮৭]

(২) বৈপিত্রেয় ভাইবোনের বঞ্চিত হওয়ার বিধান[৮৮]

বৈপিত্রেয় ভাইবোন নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়:

(১) মৃতের সন্তান থাকলে; অথবা

(২) মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুসারে মৃতের সন্তানের সন্তান (পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) থাকলে; অথবা

---

[৮৬] Al-Sirajiyyah: p-16-17.

[৮৭] Al-Sirajiyyah: p-17 এর নোট্ এবং মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ এর ধারা ৪।

[৮৮] Al-Sirajiyyah: p-16-17.

(৩) মৃতের পৌত্রের সন্তান বা প্রপৌত্রের সন্তান থাকলে; অথবা
(৪) মৃতের পিতা থাকলে; অথবা
(৫) মৃতের দাদা (পিতার পিতা) থাকলে।

(৩) বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল[৮৯]

জীবিত ওয়ারিশ	মাতা	সহোদর বোন	বৈমাত্রীয় বোন	বৈপিত্রেয়ী ভাইবোন	চাঁচা	স্বামী
মাতা, দুই সহোদর বোন, এক বৈমাত্রেয়ী বোন, এক বৈপিত্রেয়ী বোন বা ভাই	১/৬	২/৩	শূন*	১/৬	-	-
দুই সহোদর বোন, দুই বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন	-	২/৩	-	১/৩	-	-
দুই বৈমাত্রেয়ী বোন, দুই বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন	-	-	২/৩	১/৩	-	-
এক সহোদর বোন, দুই বৈমাত্রেয়ী বোন, এক বৈপিত্রেয় ভাই ও এক বৈপিত্রেয়ী বোন		১/২	১/৬	১/৩	-	-
স্বামী, মাতা, দুই বৈপিত্রেয় ভাইবোন, সহোদর ভাই	১/৬	-	-	১/৩	শূন্য **	১/২

* দুই সহোদর বোন থাকায় বৈমাত্রেয়ী বোন বঞ্চিত হয়েছে।

** সম্পত্তির কোনো অংশ অবশিষ্ট না থাকায় সহোদর ভাই বঞ্চিত হয়েছে।

---

৮৯ Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-412 & Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p -69

আসাবা ওয়ারিশগণের মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা
(Residuaries)

১। সুন্নাহঃ

(১) মিরাসের প্রাপ্যাংশ তার হকদারদেরকে পৌঁছে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষের জন্য। (বুখারী: হাদিস নং-৬২৭৬, ৬২৭৯, ৬২৮১ ও ৬২৯০; মুসলিম: হাদিস নং ৩৯৯৬, ৩৯৯৭, ৩৯৯৮ ও ৩৯৯৯; তিরমিযী: হাদিস নং ২১০১; আবূ দাউদ: ২৮৮৮; ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং ২৭৪০; মিশকাত শরীফ: হাদিস নং ২৯০০)

(২) বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভ্রাতাগণের আগে সহোদর ভ্রাতাগণ মিরাস পাবে। একজন সহোদর ভাই বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পূর্বে ওয়ারিশ হয়। (তিরমিযী: হাদিস নং-২০৯৭, ২০৯৮)

(৩) যাদের ফারাইয আছে তা তাদেরকে দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষ আত্মীয়গণ পাবে। (তিরমিযী: হাদিস নং-২১০১)

(৪) কিতাবের বিধান অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টন কর। এদের মাঝে বন্টনের পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে, তার সবই নিকটাত্মীয় পুরুষ প্রাপ্য হবে। (আবূ দাউদ: হাদিস নং-২৮৮৮)

(৫) তোমরা যাবিল ফুরুযদের মাঝে সম্পদ বন্টন করে দাও আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী। নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা সবচে' নিকটতম আত্মীয় যে পুরুষ তারই হবে। (ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং-২৭৪০)

(৬) অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। অতঃপর যা বেঁচে থাকে তা নিকটতম পুরুষের প্রাপ্য। (মুসলিম: হাদিস নং ৩৯৯৬-৩৯৯৯)

২। **ইজমা:** সহোদর ভাই বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপর অগ্রগণ্য। বৈমাত্রেয় ভাই সহোদর ভাইয়ের সন্তান ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তানদের উপর, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তান সহোদর ভাইয়ের পৌত্রদের উপর অগ্রগণ্য। এইরূপে বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তান সহোদর চাঁচার উপর, সহোদর চাঁচা বৈপিত্রেয় চাঁচার উপর, বৈপিত্রেয় চাঁচা সহোদর চাঁচার সন্তানের উপর, বৈপিত্রেয় চাঁচার সন্তান পিতার চাঁচার উপর অগ্রগণ্য।

আসাবা ওয়ারিশগণের মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা
(Residuaries)

১। সুন্নাহঃ

(১) মিরাসের প্রাপ্যাংশ তার হকদারদেরকে পৌঁছে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষের জন্য। (বুখারী: হাদিস নং-৬২৭৬, ৬২৭৯, ৬২৮১ ও ৬২৯০; মুসলিম: হাদিস নং ৩৯৯৬, ৩৯৯৭, ৩৯৯৮ ও ৩৯৯৯; তিরমিযী: হাদিস নং ২১০১; আবূ দাউদ: ২৮৮৮; ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং ২৭৪০; মিশকাত শরীফ: হাদিস নং ২৯০০)

(২) বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভ্রাতাগণের আগে সহোদর ভ্রাতাগণ মিরাস পাবে। একজন সহোদর ভাই বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পূর্বে ওয়ারিশ হয়। (তিরমিযী: হাদিস নং-২০৯৭, ২০৯৮)

(৩) যাদের ফারাইয আছে তা তাদেরকে দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষ আত্মীয়গণ পাবে। (তিরমিযী: হাদিস নং-২১০১)

(৪) কিতাবের বিধান অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টন কর। এদের মাঝে বন্টনের পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে, তার সবই নিকটাত্মীয় পুরুষ প্রাপ্য হবে। (আবূ দাউদ: হাদিস নং-২৮৮৮)

(৫) তোমরা যাবিল ফুরুযদের মাঝে সম্পদ বন্টন করে দাও আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী। নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা সবচে' নিকটতম আত্মীয় যে পুরুষ তারই হবে। (ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং-২৭৪০)

(৬) অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। অতঃপর যা বেঁচে থাকে তা নিকটতম পুরুষের প্রাপ্য। (মুসলিম: হাদিস নং ৩৯৯৬-৩৯৯৯)

২। ইজমা: সহোদর ভাই বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপর অগ্রগণ্য। বৈমাত্রেয় ভাই সহোদর ভাইয়ের সন্তান ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তানদের উপর, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তান সহোদর ভাইয়ের পৌত্রদের উপর অগ্রগণ্য। এইরূপে বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তান সহোদর চাঁচার উপর, সহোদর চাঁচা বৈপিত্রেয় চাঁচার উপর, বৈপিত্রেয় চাঁচা সহোদর চাঁচার সন্তানের উপর, বৈপিত্রেয় চাঁচার সন্তান পিতার চাঁচার উপর অগ্রগণ্য।

সারকথা এই যে, উপস্থিত আসাবাকে মৃত ব্যক্তির সাথে যুক্ত করলে যারা তাদের মধ্য হতে এরূপভাবে মৃত ব্যক্তির সাথে মিলবে যে, তার নিকট পিতার সাথে সম্পর্ক হিসেবে অন্য কেউ মিলবে না, তাহলে তাকেই অংশ দেয়া হবে। যে উপরের পিতার সাথে মিলিত হবে তাকে অংশ দেয়া হবে না।

যেমন যদি ভাই আর চাঁচা থাকে, তাহলে দেখতে হবে ভাই এবং চাঁচা মৃত ব্যক্তির সাথে কিরূপে সম্পর্কিত। ভাই হলো মৃত ব্যক্তির পিতার সন্তান এবং চাঁচা হলো মৃত ব্যক্তির পিতার পিতার সন্তান। এমতাবস্থায় ভাই অংশ পাবে। কেননা প্রথমেই সে মৃত ব্যক্তির পিতার সাথে মিলিত। চাঁচা অন্য পিতার (দাদা) সাথে মিলিত। যদি এদের মধ্যে কয়েকজন পিতায় মিলিয়া যায়, তাহলে দেখতে হবে কার সম্বন্ধ নিকটবর্তী। যদিও নিকটবর্তী হওয়াটা সৎসম্পর্কিত হয়, কিন্তু অংশ সে-ই পাবে, দূরবর্তী সহোদর হলেও অংশ সে পাবে না।

সৎ ভাইয়ের সন্তান আর সহোদর ভাইয়ের পৌত্র, যদিও তারা উভয়েই মৃত ব্যক্তির সাথে একই পিতায় মিলিয়া যায় কিন্তু সৎ ভাইয়ের সন্তান মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী এবং সহোদর ভাইয়ের পৌত্র দূরবর্তী।

যদি সকলেরই সম্বন্ধে বরাবর হয় বা সকলেই সৎসম্পর্কে সম্পর্কিত হয়, তাহলে সবাই সমান অংশ পাবে। যদি তাদের কারও পিতা মৃত ব্যক্তির পিতার সহোদর হয় এবং কারও পিতা মৃত ব্যক্তির পিতার সৎ ভাই হয়, তাহলে সহোদর ভাইয়ের সন্তানগণ মিরাস পাবে। দাদা ভাতিজা হতে অগ্রগণ্য এবং চাঁচা হতেও।[৯০]

৩। যেসব আত্মীয়ের অংশ কুরআন কারীমে নির্ধারিত নাই, নির্ধারিত অংশীদারদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই যারা পায়, তারাই হল আসাবা। যথা: ছেলে, বাপ-চাঁচা, ভাই প্রমুখ।[৯১]

---

[৯০] মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১১৮।

[৯১] ইবনে মাজাহ্: হাদিস নং ২৭৩৯ এর ব্যাখ্যা।

৪। যাবিল ফুরুয কোনো ওয়ারিশ না থাকলে কিংবা তাদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর যদি কোনো অংশ থাকে, তবে তা আসাবা ওয়ারিশদেরকে দেওয়া হয়। ক্ষেত্র বিশেষে একই ব্যক্তি উভয় দিক দিয়েই অংশ পেতে পারে।[৯২]

৫। Residuaries by relation to the deceased are three: the residuary in his own right, the residuary in another's right, and residuary together with another.[৯৩]

যেসব আত্মীয়ের অংশ কুরআন কারীমে নির্ধারিত নাই, নির্ধারিত অংশীদারদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই যারা পায়, তারাই হল আসাবা।

যাবিল ফুরুযদের কুরআন নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর সম্পত্তির কোনো অংশ থাকলে উক্ত অবশিষ্ট অংশ প্রাপ্তির অধিকারী ব্যক্তিগণই আসাবা ওয়ারিশ।

মৃতের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে আসাবা তিন প্রকারের, যথা: (১) নিজ অধিকারবলে আসাবা ওয়ারিশ; (২) অন্যের অধিকারবলে আসাবা ওয়ারিশ; এবং (৩) অন্যের সাথে একত্রে আসাবা ওয়ারিশ।[৯৪]

(১) নিজ অধিকারবলে আসাবা ওয়ারিশ

(Residuary in his own right)

The Residuary in his own right is every male, in whose line of relation to the deceased no female enters; and of this sort there are four classes; the offspring of the deceased, and his root; and the offspring of his father and of his nearest grandfather, a preference being given, I mean a preference in the right of inheritance, according to proximity of degree. The offsprng of the deceased are his

---

[৯২] তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩০১।

[৯৩] Al-Sirajiyyah: p-23.

[৯৪] Al-Sirajiyyah: p-23-24.

sons first; then their sons, in how low a degree soever: then comes his root, or his father; then his paternal grandfather, and their paternal great grandfathers, how high soever; then the offspring of his father, or his brothers; then their sons, how low soever; and then the offspring of his grandfather, or his uncles: then their sons, how low soever. The the strength of consanguinuity prevails: I mean, he who has two relations is preferable to him, who has only one relation, whether it be male or female, according to the saying of Him, on whom be peace! "Surely, kinsmen by the same father and mother shall inherit before kinsmen by the same father only:" thus a brother by the same father and mother is preferred to a brother by the father only, and sister by the same father and mother, if she become a residuary with the daughter, is preferred to a brother by the father only; and the son of a brother by the same father and mother is preferred to the son of a brother by the same father only; and the rule is the same in regard to the paternal uncles of the deceased; and, after them, to the paternal uncles of his father, and, after them to the paternal uncles of his grandfather.[95]

নিজ অধিকারবলে আসাবাগণ সবাই পুরুষ এবং সবাই মৃতের সাথে পুরুষযোগে সম্পর্কিত, তাদের মধ্যবর্তী কোনো নারী নেই। নিজ অধিকারবলে আসাবা ওয়ারিশগণ ৪টি ধারায় বিভক্ত, যথা:

(ক) পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশ;

(খ) পিতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশ;

(গ) পিতার পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশ; এবং

(ঘ) পিতার পিতার (দাদা) পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশ। উল্লেখ্য দাদার পিতার পুত্র ধারা, দাদার দাদার পুত্র ধারার এবং অনুরূপভাবে তদুর্ধ্বক্রম দাদার পুত্রগণও এই ধারার অন্তর্ভুক্ত।

---

৯৫ Al-Sirajiyyah: p-24-25.

চার ধারার ওয়ারিশেরঅংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম

১। পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশ: মৃতের পুত্র এবং পুরুষযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ এই ধারার আসাবা ওয়ারিশ। এই ধারার আসাবা ওয়ারিশের অগ্রাধিকারক্রম সর্বপ্রথম। এরা সর্বদাই আসাবা ওয়ারিশ, এরা কখনো মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না। পুত্র ধারার সাথে সমপর্যায়ের কন্যা ধারার ওয়ারিশ থাকলে উক্ত কন্যাও আসাবায় পরিবর্তিত হয়। যেমন পুত্রের সাথে কন্যা থাকলে, কিংবা প্রপৌত্রের সাথে প্রপৌত্রী থাকলে কন্যা পুত্রের সাথে এবং প্রপৌত্রী প্রপৌত্রের সাথে আসাবা ওয়ারিশ হয়। এই ধারার কোনো একজন ওয়ারিশ থাকলেও অন্য কোনো ধারার ওয়ারিশগণ আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ পাবে না। তবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার নৈকট্যের ভিত্তিতে পিতৃ ধারার ওয়ারিশগণ যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ পাবে।

⇩

২। পিতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশ: মৃতের পিতা, দাদা ও তদুর্ধ্বক্রম দাদাগণ এই ধারার ওয়ারিশ। এই ধারার অগ্রাধিকারক্রম দ্বিতীয়। পুত্র ধারার কোনো ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রেই কেবল পিতৃ ধারার ওয়ারিশ আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ পাবে। পুত্র ধারার ওয়ারিশ থাকলে এরা যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হবে। পুত্র ধারার এবং পিতৃ ধারার কোনো ওয়ারিশ থাকলে ৩য় ও ৪র্থ ধারার ওয়ারিশরা কোনো অংশ পাবে না।

⇩

পিতার পুত্র ধারার (ভ্রাতৃ ধারা) আসাবা ওয়ারিশ: মৃতের পিতার পুত্র অর্থাৎ মৃতের ভাই এবং ভাইয়ের পুত্রও তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ এই ধারার ওয়ারিশ। এই ধারার কোনো ওয়ারিশের সমপর্যায়ের কন্যা ওয়ারিশ থাকলে উক্ত কন্যা ওয়ারিশও আসাবায় পরিবর্তিত হবে এবং 'পুরুষের অংশ নারীর দ্বিগুন' এই হারে অংশ পাবে। এই ধারার অগ্রাধিকারক্রম তৃতীয়। পুত্র ধারা ও পিতৃ ধারার কোনো ওয়ারিশ থাকলে এই ধারা মিরাসের অংশ পাবে না এবং এই ধারার কোনো ওয়ারিশ থাকলে ৪র্থ ধারার কোনো ওয়ারিশ মিরাসের অংশ পাবে না।

⇩

পিতার পিতার (দাদার) পুত্র ধারার ওয়ারিশ: মৃতের দাদার পুত্র ধারা অর্থাৎ মৃতের পিতার ভাই (চাঁচা) এবং তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ এই ধারার ওয়ারিশ। পুত্র ধারা, পিতৃ ধারা, পিতার পুত্র ধারার কোনো ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রেই কেবল এই ধারার ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায়। এই ধারার ওয়ারিশদের অংশপ্রাপ্তির নিয়ম ও শর্তাদি পিতার পুত্র ধারার অনুরূপ।

চার ধারার আসাবা ওয়ারিশের অগ্রাধিকারক্রমের ফ্লোচার্ট

চারটি ধারার আসাবা ওয়ারিশগণের মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অধিকারক্রম আত্মীয়তার নৈকট্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত। এই চারটি ধারার আসাবা ওয়ারিশের মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম নিম্নরূপ:

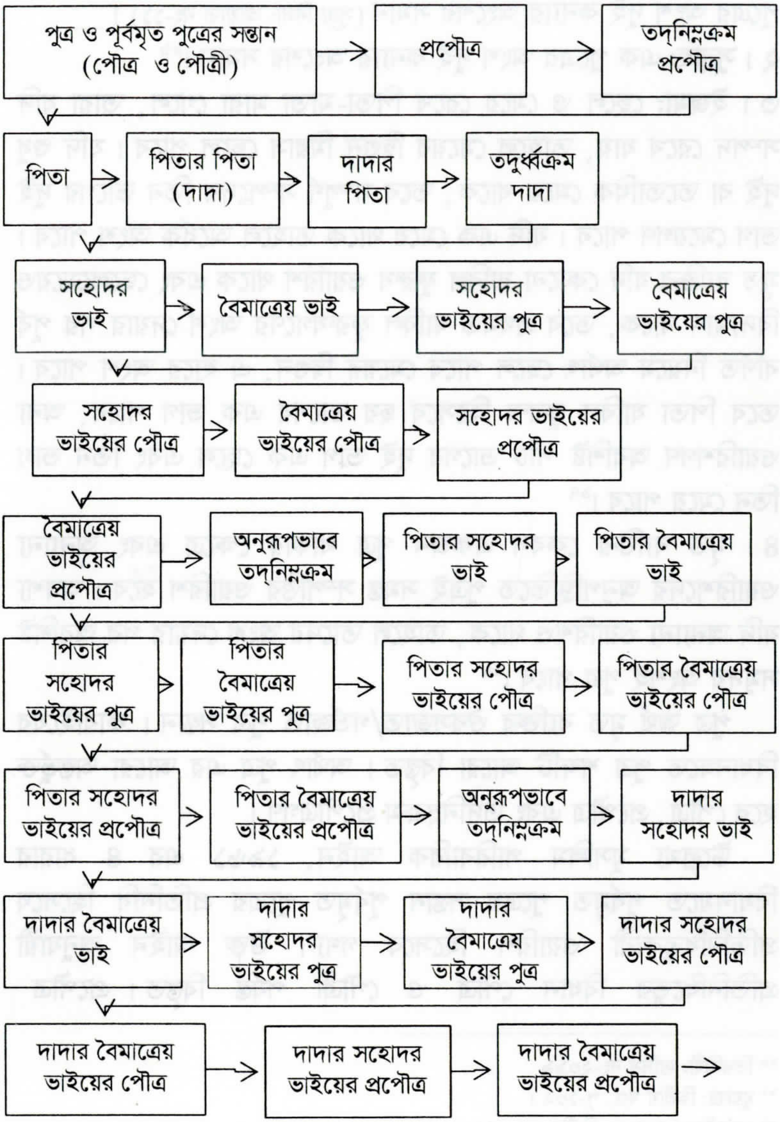

টীকা: অনুরূপভাবে দাদার পিতার পুত্র ও তদ্‌নিম্নক্রম, দাদার পিতার পিতার----এভাবে আসাবা ওয়ারিশ না পাওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে।

পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশদের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা

১। **কুরআন:** আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান (সূরা নিসা: আয়াত নং-১১)।

২। **সুন্নাহ:** এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।[৯৬]

৩। **ইজমা:** ছেলে ও মেয়ে রেখে পিতা-মাতা মারা গেলে, তারা যদি সম্পদ রেখে যায়, তাহলে মেয়ের দ্বিগুন মিরাস ছেলে পাবে। যদি শুধু দুই বা ততোধিক মেয়ে থাকে, তবে সম্পূর্ণ সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ মেয়েগণ পাবে। যদি এক মেয়ে থাকে তাহলে অর্ধেক অংশ পাবে। মৃত ব্যক্তির যদি কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ থাকে এবং ছেলেমেয়েও বিদ্যমান থাকে, তবে প্রথমত যাবিল ফুরুযগণের অংশ দেয়ার পর পূর্ব বর্ণিত নিয়মে অর্থাৎ ছেলে পাবে মেয়ের দ্বিগুন, এ হারে অংশ পাবে। তবে পিতা যাবিল ফুরুয হিসেবে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে, অন্য ওয়ারিশগণ অবশিষ্ট পাঁচ ভাগের দুই ভাগ এক ছেলে এবং তিন ভাগ তিন মেয়ে পাবে।[৯৭]

৪। মৃত ব্যক্তির কেবল একজন পুত্র থাকার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ওয়ারিশদের অনুপস্থিতিতে পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। অবশ্য যদি অন্যান্য ওয়ারিশও থাকে, তাহলে তাদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সমুদয় অংশই পুত্র পাবে।[৯৮]

পুত্র অর্থ মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত/গর্ভজাত পুত্র সন্তান। ফারাইযের বিধানমতে পুত্র শব্দটি আরো বিস্তৃত। অর্থাৎ পুত্র এর আরো অন্তর্ভুক্ত হবে পৌত্র, প্রপৌত্র এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রগণ।

উল্লেখ্য মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ এর ৪ ধারার বিধানমতে পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য। উক্ত আইন অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বের বিধান পৌত্র ও পৌত্রী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রপৌত্র

---

[৯৬] তিরমিযী: হাদিস নং-২০৯৯

[৯৭] মুয়াত্তা: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০২।

[৯৮] তাফহীমুল কুরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৮৮।

প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য নয় বিধায় প্রপৌত্র নিম্নক্রম পুত্র হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ পুত্র, পুত্রের সন্তান, প্রপৌত্র এবং পুরুষযোগে তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রগণ পুত্র হিসেবে গণ্য।

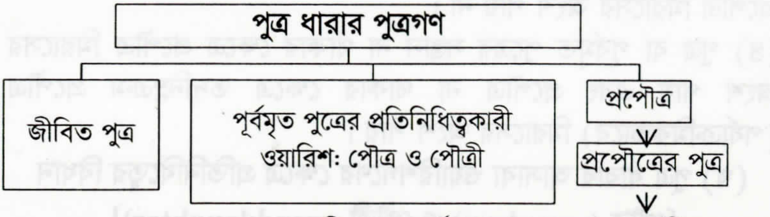

পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ সর্বাবস্থায় আসাবা ওয়ারিশ। পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ হচ্ছেন, (১) মৃতের পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান; (২) প্রপৌত্র এবং তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রগণ।

উল্লেখ্য মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী পৌত্র ও পৌত্রী পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হয়ে পূর্বমৃত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হয়।

পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান সর্বদাই মুখ্য আসাবা ওয়ারিশ। যাবিল ফুরুযদের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে প্রাপ্য। পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সাথে কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান থাকলে কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ আসাবায় পরিবর্তিত হয় এবং পুত্র কন্যার দ্বিগুন এই হারে তারা মিরাসের অংশ পায়।

পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান কখনো মিরাস প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না।

পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশগণের মিরাস প্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম

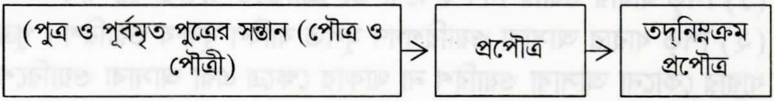

(ক) পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশগণের অংশপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশগণের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা নিম্নরূপ:

(১) পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান কখনো মিরাসের অংশ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না। পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানগণ একত্রে মিরাসের অংশ পায়।

(২) মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের অগ্রাধিকারক্রম সর্বপ্রথম।

(৩) পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকা অবস্থায় প্রপৌত্র ও তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র মিরাসের অংশ পায় না।

(৪) পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে প্রপৌত্র মিরাসের অংশ পায় এবং প্রপৌত্র না থাকার ক্ষেত্রে তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্র (পর্যাক্রমিকভাবে) মিরাসের অংশ পায়।

(খ) পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশগণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধান {পৌত্র (grandson) ও পৌত্রী granddaughter)}

মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ এর ৪ ধারার বিধান অনুযায়ী পৌত্র ও পৌত্রী বর্তমানে প্রতিনিধিত্বকারী আসাবা ওয়ারিশ। পুত্র জীবিত না থাকার ক্ষেত্রে পৌত্র ও পৌত্রী (পুত্রের সন্তান) পুত্রের প্রতিনিধি হিসেবে মৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ পায়।

পৌত্র ও পৌত্রী পূর্বমৃত পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী আসাবা ওয়ারিশ হওয়ায় এরা পুত্রের অনুরূপভাবে সর্বদাই আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য। পূর্বমৃত পুত্র জীবিত থাকলে আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে যেরূপ অংশ প্রাপ্য হতেন, পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানগণও ঐরূপ অংশ প্রাপ্য হবেন। পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানগণের মধ্যে পূর্বমৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ, পুত্র কন্যার দ্বিগুন, এ নীতি অনুযায়ী বন্টিত হবে।

পিতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশদের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা

পিতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ হচ্ছেন: পিতা, দাদা, দাদার পিতা ও তদুর্ধ্বক্রম দাদা। পিতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশদের মিরাসপ্রাপ্তির অবস্থা নিম্নরূপ:

(১) পিতৃ ধারার ওয়ারিশগণ কখনো অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না।

(২) পিতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ মূলত যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ। পুত্র ধারার কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে এরা আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়।

(৩) পিতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশগণের অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম পর্যায়ক্রমিক। যেমন পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় দাদা মিরাসের অংশ পায় না এবং পিতা বা দাদা (পিতামহ) জীবিত থাকা অবস্থায় দাদার পিতা (প্রপিতামহ) মিরাসের অংশ পায় না।

পিতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম

পিতা → দাদা → দাদার পিতা → দাদার পিতার পিতা ও তদুর্ধ্বক্রম

পিতার পুত্র ধারার (ভ্রাতৃ-ধারা) আসাবা ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা

১। **সুন্নাহঃ** (১) সহোদর ভাইয়েরা ওয়ারিশ হবে, তারা থাকতে বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ওয়ারিশ হবে না।[৯৯]
(২) সহোদর ভাই বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পূর্বে ওয়ারিশ হয়।[১০০]

২। **ইজমাঃ** মৃতের যদি সহোদর ভাইবোন না থাকে, তাহলে বৈমাত্রেয় ভাইবোন তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। বৈমাত্রেয়ী বোন সহোদর বোনের মত অংশ পাবে। যেমন একজন বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে সে সম্পূর্ণ সম্পত্তি পাবে। যদি একজন বৈমাত্রেয়ী বোন থাকে, তাহলে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয়ী বোন থাকলে তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পত্তি পাবে। যদি ভাইবোন উভয়ই থাকে, তাহলে বোনের দ্বিগুন ভাই পাবে। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের সাথে শরীক হবে না। কেননা তাদের মাতা পৃথক, এক নয়।

যদি সহোদর বোনদের সাথে বৈমাত্রেয়ী বোনও থাকে এবং সহোদর কোনো ভাইও থাকে, তাহলে বৈমাত্রেয়ী বোনগণ বঞ্চিত হবে। যদি সহোদর ভাই না থাকে, শুধু একজন সহোদর বোন থাকে এবং বৈমাত্রেয়ী বোনগণ থাকে, তাহলে সহোদর বোন অর্ধেক অংশ পাবে এবং বৈমাত্রেয়ী বোনেরা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। যদি বৈমাত্রেয়ী বোনদের সাথে কোনো বৈমাত্রেয় ভাইও থাকে, তবে তার অংশ নির্দিষ্ট হবে না। বরং যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের অংশ দিয়া যা অবশিষ্ট থাকে তা বৈমাত্রেয় ভাই বোনের দ্বিগুন হারে অংশ পাবে। কিন্তু যদি সম্পত্তির কোনো অংশ অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে তারা বঞ্চিত হবে। যদি

---

[৯৯] ইবনে মাজাহ: হাদিস নং-২৭৩৯

[১০০] তিরমিযী: হাদিস নং-২০৯৭, ২০৯৮

সহোদর বোন দুই বা ততোধিক থাকে, তাহলে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে এবং বৈমাত্রেয় বোনেরা বঞ্চিত হবে। যদি বৈমাত্রেয়ী বোনদের সাথে তাদের কোনো ভাইও থাকে, তাহলে ভাই বোনদেরকে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত করবে। বৈপিত্রেয় ভাইবোন যদি সহোদর ভাইবোনদের সাথে হয়, কিংবা বৈমাত্রেয় ভাইবোনদের সাথে হয়, তাহলে একজন হলে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে, দুইজন বা ততোধিক হলে তিন ভাগের এক ভাগ পাবে। এমতাবস্থায় ভাইবোন সমান সমান অংশ পাবে, এখানে পুরুষ ও নারী এক পর্যায়ের গণ্য হবে।[১০১]

মৃত ব্যক্তির পিতার পুত্র এবং পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ এই ধারার আসাবা ওয়ারিশ। এই ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ পুনরায় সহোদর ধারা ও বৈমাত্রেয় ধারায় বিভক্ত।

(১) সহোদর ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ হচ্ছেন, যথাক্রমে সহোদর ভাই, সহোদর ভাইয়ের পুত্র, সহোদর ভাইয়ের পৌত্র, সহোদর ভাইয়ের প্রপৌত্র এবং পুরুষযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ।

(২) বৈমাত্রেয় ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ হচ্ছেন, যথাক্রমে বৈমাত্রেয় ভাই, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রপৌত্র এবং পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ।

ভ্রাতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা

(১) পুত্র ধারার এবং পিতৃ ধারার কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকলেই কেবল ভ্রাতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায়।

(২) সমপর্যায়ের সহোদর ধারা ও বৈমাত্রেয় ধারার মধ্যে সহোদর ধারার অগ্রাধিকারক্রম প্রথমে, অতঃপর বৈমাত্রেয় ধারার অগ্রাধিকার। যেমন সহোদর ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে সহোদর ভাই মিরাসের অংশ পাবে এবং বৈমাত্রেয় ভাই বঞ্চিত হবে। কিন্তু সহোদর ভাইয়ের পুত্র ও বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই অংশ পাবে এবং সহোদর ভাইয়ের পুত্র সমপর্যায়ের না হওয়ায় বঞ্চিত হবে।

---

[১০১] মুয়াত্তা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০৯।

ভ্রাতৃ ধারার আসাবা ওয়ারিশের মিরাস প্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রমের ফ্লোচার্ট

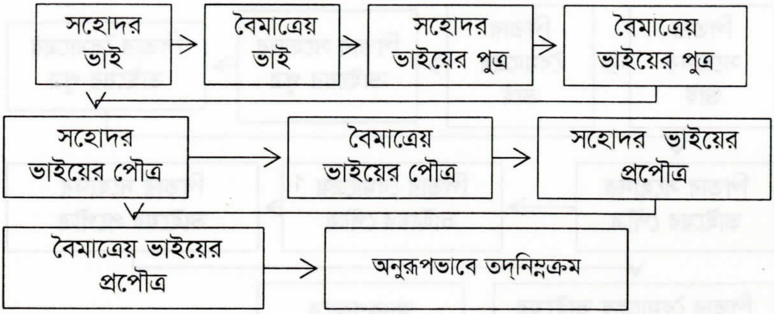

দাদার পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা

মৃতের দাদার পুত্র এবং পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ এই ধারার আসাবা ওয়ারিশ। এই ধারার আসাবা ওয়ারিশগণও পুনরায় সহোদর ধারা ও বৈমাত্রেয় ধারায় বিভক্ত। সহোদর ধারা ও বৈমাত্রেয় ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ নিম্নরূপ:

(১) সহোদর ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ হচ্ছেন, যথাক্রমে পিতার সহোদর ভাই, পিতার সহোদর ভাইয়ের পুত্র, পিতার সহোদর ভাইয়ের পৌত্র এবং পিতার সহোদর ভাইয়ের প্রপৌত্র এবং পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ।

(২) বৈমাত্রেয় ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ হচ্ছেন, যথাক্রমে পিতার বৈমাত্রেয় ভাই, পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র, পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রপৌত্র এবং পুত্রযোগে তদ্‌নিম্নক্রম পুত্রগণ।

দাদার পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশগণের মিরাসপ্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

(১) পুত্র ধারার, পিতৃ ধারার এবং পিতার পুত্র ধারার কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রেই কেবল এই ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ মিরাস পাবে।

(২) এই ধারার অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম পিতার পুত্র ধারার অনুরূপ। সমপর্যায়ের সহোদর ধারা ও বৈমাত্রেয় ধারার মধ্যে সহোদর ধারার অগ্রাধিকার প্রথমে।

দাদার পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশের মিরাস প্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রমের ফ্লোচার্ট

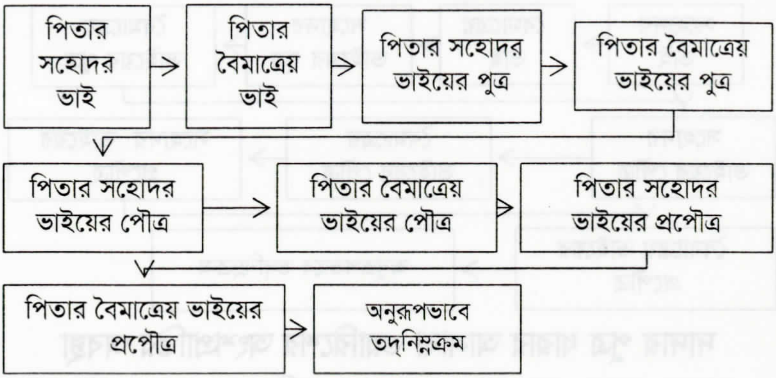

উদাহরণ: জীবিত ওয়ারিশ: স্ত্রী, কন্যা, মাতা ও চাঁচা।

এক্ষেত্রে $\frac{১২}{২৪}$ অংশ কন্যা, $\frac{৩}{২৪}$ অংশ স্ত্রী, $\frac{৪}{২৪}$ অংশ মাতা এবং $\frac{৫}{২৪}$ অংশ চাঁচা পাবেন।[১০২]

দাদার পিতার পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা

মৃতের দাদার পিতার পুত্র এবং পুত্রযোগে তদনিম্নক্রম পুত্রগণ এই ধারার আসাবা ওয়ারিশ। পুত্র ধারা, পিতৃ ধারা, পিতার পুত্র ধারা এবং দাদার পুত্র ধারার আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রেই কেবল এই ধারার আসাবা ওয়ারিশগণ অংশ পায়। এই ধারার আসাবা ওয়ারিশগণও পুনরায় সহোদর ধারা ও বৈমাত্রেয় ধারায় বিভক্ত। এই ধারার মধ্যকার আসাবা ওয়ারিশগণের অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকার পিতার পুত্র ধারা ও দাদার পুত্র ধারার অনুরূপ।

(চ) উপরোক্তভাবে আসাবা ওয়ারিশগণের ধারাবাহিকতা আরো বিস্তৃত হতে পারে।

---

[১০২] তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩০১

(২) অন্যের অধিকারবলে আসাবা

(Residuary in another's right)

The residuaries in another's right are four female; namely, those whose shares are half and two-thirds, and who become residuaries in right of their brothers, as we have before mentioned in their different cases; but she, who has no share among females, and whose brother is the heir, doth not become a residuary in his right; as in the case of a paternal uncle and a paternal aunt, [103] [the whole property is for the uncle and there is nothing for the aunt]. [104]

অন্যের অধিকারবলে আসাবা ওয়ারিশগণ সবাই নারী এবং এদের সংখ্যা চার জন, যথা: (১) কন্যা; (২) প্রপৌত্রী; (৩) সহোদর বোন; এবং (৪) বৈমাত্রেয়ী বোন।[১০৫] তাদের প্রাপ্য অংশ দুই ভাগের এক ভাগ এবং তিন ভাগের দুই ভাগ। তারা ভাইদের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়।

মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অবস্থা

(১) অন্যের অধিকারবলে আসাবা ওয়ারিশগণ মূলত যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ। কিন্তু যখনই তাদের সাথে কোনো পুরুষ আসাবা ওয়ারিশ থাকে, তখন তারা পুরুষ আসাবা ওয়ারিশের সাথে নিজেরাও আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়।

(২) আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়ে 'এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান' এই নীতির ভিত্তিতে মিরাসের অংশ পায়।

উদাহরণ: কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তানগণ যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ। তারা যখন পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে একত্রে থাকে, তখন তারা আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে

---

১০৩ Al-Sirajiyyah: p-25.

১০৪ Muslim Law of Inheritance; Al-Haj Mahomed Ullah, P-125 (শেষ লাইনটি Sir William Jones এর অনুবাদে নেই।

১০৫ Muslim Law of Inheritance; Al-Haj Mahomed Ullah, P-125.

সহোদর ভাইয়ের সাথে সহোদর বোন থাকলে সহোদর বোন আসাবায় পরিবর্তিত হয়।

পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ যথাক্রমে দৌহিত্র (daughter's son) ও দৌহিত্রী (daughter's daughter) হওয়ায় এরা পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সাথে একত্রে থাকলে অন্যের অধিকার বলে আসাবা ওয়ারিসে পরিবর্তিত হয়।

(৩) অন্যের সাথে একত্রে আসাবা

(Residuary together with another)

১। **সুন্নাহ:** এক কন্যা ও এক বোন থাকার ক্ষেত্রে কন্যা তার নির্ধারিত অর্ধেক অংশ পাবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক অংশ পাবে বোন।[১০৬]

২। As to residuaries togther with others: such is every female who becomes a residuary with another female; as a sister with a daughter ....[107]

অন্যের সাথে একত্রে আসাবা ওয়ারিশগণ সবাই নারী। কোনো যাবিল ফুরুয নারী যখন অন্য কোনো যাবিল ফুরুয নারীর সাথে একত্রে ওয়ারিশ হওয়ার কারণে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়, তখন তাদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সহোদর বা বৈমাত্রেয়ী বোনের সাথে কন্যা থাকলে সহোদর বা বৈমাত্রেয়ী বোন আসাবা ওয়ারিশ হয় এবং কন্যার নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ বোন আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে পায়।[১০৮]

সহোদর ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা

১। **সুন্নাহ:** (১) যাবিল ফুরুযদের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ ভাই আসাবা হিসেবে পায়।[১০৯]

(২) বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পূর্বে সহোদর ভাই মিরাসের অংশ পায়।[১১০]

---

[১০৬] বুখারী: হাদিস নং ৬২৭৮ ও ৬২৮৫।

[১০৭] Al-Sirajiyyah: p-25.

[১০৮] Al-Sirajiyyah: p-25.

[১০৯] তিরমিযী: হাদিস নং ২০৯৫; আবূ দাউদ: হাদিস নং ২৮৮২ ও ২৮৮৩; ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ২৭২০।

২। ইজমাঃ মৃত ব্যক্তির ছেলে কিংবা নাতি কিংবা পিতা থাকলে সহোদর ভাইবোন মিরাস পাবে না। যদি মৃত ব্যক্তির দাদা জীবিত না থাকে শুধু কন্যা ও নাতিন (পুত্রের কন্যা) থাকে, তাহলে সহোদর ভাইবোন ওয়ারিশ হবে এবং যাবিল ফুরুযদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সহোদর ভাইবোন পাবে। বোনের দ্বিগুন হারে ভাই অংশ পাবে। যদি যাবিল ফুরুযের অংশ দেয়ার পর কোনো সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে তারা বঞ্চিত হবে।[১১১]

সহোদর ভাই ও বোনের অংশপ্রাপ্তির উদাহরণ টেবিল[১১২]

জীবিত ওয়ারিশ	স্বামী	মাতা	কন্যা	সহোদর বোন	সহোদর ভাই	প্রপৌত্রী
স্বামী, মাতা, সহোদর ভাই, সহোদর বোন	৯/১৮	৩/১৮	-	২/১৮	৪/১৮	-
সহোদর ভাই, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন	-	-	-	১/৩	২/৩	-
কন্যা, সহোদর বোন, সহোদর ভাইয়ের পুত্র*	-		১/২	১/২		
দুই প্রপৌত্রী, এক সহোদর বোন	-	-	-	১/৩ (আ)		২/৩
স্বামী, দুই কন্যা, এক সহোদর বোন, পিতার চাঁচার পুত্র)**	৩/১২	-	৮/১২	১/১২ (আ)	-	-
মাতা, কন্যা, প্রপৌত্রী, সহোদর বোন	-	১/৬	৩/৬	১/৬ (আ)	-	১/৬
স্বামী, কন্যা, প্রপৌত্রী, সহোদর বোন	৩/১২		৬/১২	১/১২ (আ)	-	২/১২

*সহোদর বোন দ্বারা ভাইয়ের পুত্র বঞ্চিত। ** সহোদর বোন দ্বারা বঞ্চিত।

---

[১১০] তিরমিযীঃ হাদিস নং ২০৯৮।

[১১১] মুয়াত্তাঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১০৭।

[১১২] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p -76,77.

যাবিল আরহাম (Zuvil Arham) ওয়ারিশদের মিরাস প্রাপ্তির অবস্থা

A distant kinsman is every relation, who is neither a sharer nor a residuary. The generality of the Prophet's companions repeat a tradition concerning the inheritance of distant kinsmen; and, according to this, our masters and their followers (may God be merciful to them!) have decided; .... Now these distant kindred are of four classes: the first class is descended from the deceased; and they are the daughter's children, and the children of the son's daughters. The second sort are they, from whom the deceased descend; and they are the excluded grandfathers and the excluded grandmothers. The third sort are descended from the parents of the deceased; and they are the sisters' children, and the brothers' daughters, and the sons of bothers by the same mother only. The fourth sort are descended from the two grandfathers and two grandmothers of the deceased; and they are paternal aunts, and uncles by the same mother only, and maternal uncles and aunts. These, and all who are related to the deceased through them, are among the distant kindred. Abu Sulaiman reports from Muhammed the son of Alhasan, who reported from Abu Hanifah (on whom be God's mercy!) that the second sort are the nearest of the four sorts, how high sover they ascend; then the first, how low soever they descend; then the third, how low soever; and lastly, the fourth, how distant soever their degree: but Abu Yusuf and Alhasan, the son of Ziyad, report from Abu Hanifah, (on whom be the mercy of God!) that the nearest of the four sorts is the first, then the second, then the third, then the fourth, like the order of the residuaries; and this is taken as a rule for decision. According to both Abu Yusuf and Muhammed, the third sort has a preference over the maternal grandfather.[113]

"Distant kindred" include all relations, whether near or remote, who are not sharer or residuaries.[114]

---

১১৩ Al-Sirajiyyah: p-44-46.

১১৪ Al-Sirajiyyah: p-45-Note.

মৃত ব্যক্তির রক্ত সম্পর্কীয় যে সকল আত্মীয় যাবিল ফুরুয ওয়ারিশও নয়, আসাবা ওয়ারিশও নয়, তারাই যাবিল আরহাম ওয়ারিশ।

হানাফি মতবাদ অনুযায়ী যদি কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ অথবা আসাবা ওয়ারিশ না থাকে, তাহলেই কেবল যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায়। যাবিল আরহাম ওয়ারিশের তালিকা দীর্ঘ। দৌহিত্র-দৌহিত্রীর সন্তান, বোনের সন্তানাদি, ফুফু, মামা, খালা-এরা যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের তালিকায় পড়ে।[১১৫]

(ক) যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের মিরাস প্রাপ্তির বিভিন্ন অবস্থা

(১) যাবিল ফুরুয ও আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রেই এরা মিরাসের অংশ পায়।

(২) স্বামী বা স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বাদে অবশিষ্ট অংশ পায়।

(৩) অধিকতর নিকটবর্তী ওয়ারিশ, অধিকতর দূরবর্তী ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে। যেমন কন্যার পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী অন্য সকল যাবিল আরহাম ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে।

(৪) সমপর্যায়ের (equal in degree) ওয়ারিশের মধ্যে যাবিল ফুরুয বা আসাবা ওয়ারিশযোগে যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ অগ্রাধিকার পায়। [১১৬]

(খ) যাবিল আরহাম ওয়ারিশের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিধানের প্রয়োগ

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ জারীর পূর্বে কন্যার সন্তান (মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) ছিলেন যাবিল আরহাম ওয়ারিশ। কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইন দ্বারা প্রতিনিধিত্বের বিধান সৃষ্টি করায় কন্যার সন্তাগণ বর্তমানে পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ। যার কারণে দৌহিত্র ও দৌহিত্রী বর্তমানে যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য নয়। তবে দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর সন্তানগণ এবং তদ্‌নিম্নক্রম সন্তানগণ যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হিসেবে পূর্বের মতোই বহাল আছে। অপরদিকে মুসলিম পারিবারিক আইন জারীর পূর্বে মৃতের পৌত্রীর সন্তান দ্বিতীয় পর্যায়ের যাবিল আরহাম ওয়ারিশ ছিলেন। প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে তারা যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হিসেবে বহাল আছে।

---

[১১৫] তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৩০১ এবং Al-Sirajiyyah: p-45.।

[১১৬] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-42.

(গ) চার শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মিরাস প্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রমের ফ্লোচার্ট[১১৭]

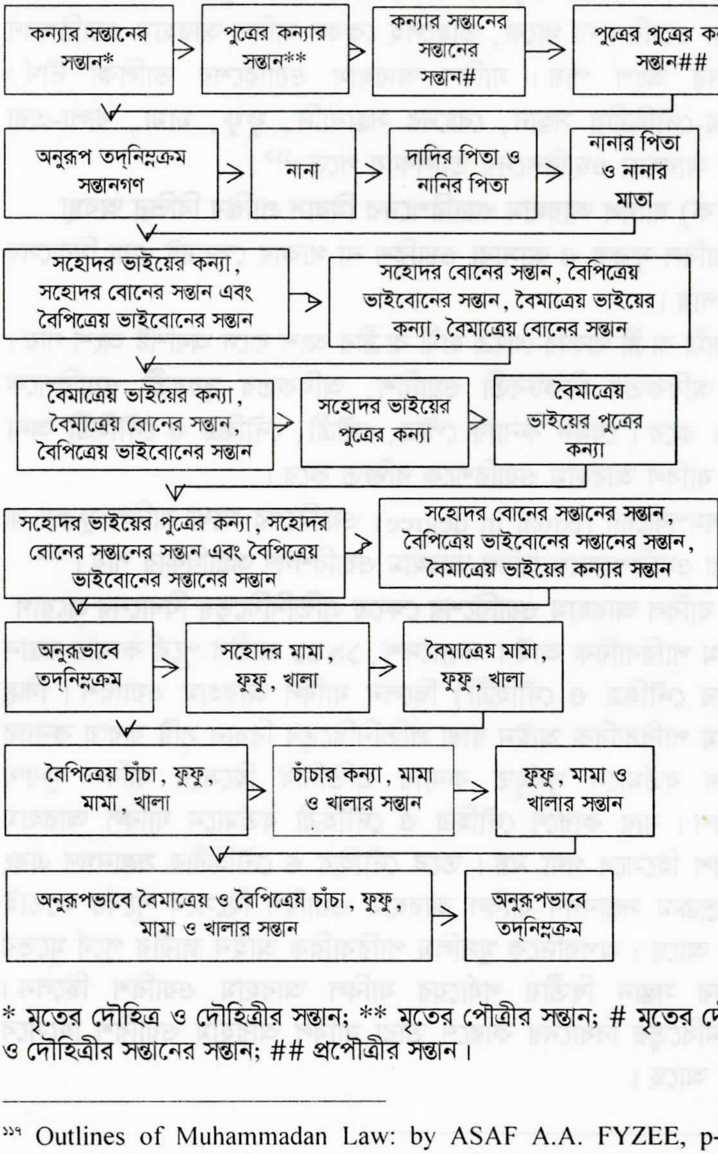

* মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর সন্তান; ** মৃতের পৌত্রীর সন্তান; # মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর সন্তানের সন্তান; ## প্রপৌত্রীর সন্তান।

---

[১১৭] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-432; Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p -89 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-44.

(ঘ) প্রথম শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মধ্যে অংশ বন্টন[১১৮]

অংশ বন্টন নীতি: এই শ্রেণির ওয়ারিশগণ কন্যার সন্তান ধারার ও পৌত্রীর সন্তান ধারার ওয়ারিশ। প্রথম শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের অগ্রাধিকার সর্বপ্রথম। এই শ্রেণির ওয়ারিশ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে। এই শ্রেণির ওয়ারিশের মধ্যে অংশ বন্টন নীতি নিম্নরূপ:

(১) অধিকতর নিকট আত্মীয় অধিকতর দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে।

উল্লেখ্য মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ৪ এর প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে মৃতের কন্যার সন্তানগণ (মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী) প্রতিনিধিত্বকারী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে তাদের পরবর্তী বংশক্রম অর্থাৎ মৃতের কন্যার সন্তানের সন্তানগণ (মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর সন্তান) যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হিসেবে মৃতের কন্যার সন্তানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অপরদিকে মৃতের পুত্রের কন্যার সন্তানগণ (মৃতের পৌত্রীর সন্তান) প্রতিনিধিত্বকারী আসাবা ওয়ারিশযোগে যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হিসেবে অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে আত্মীয়তার নৈকট্যের দিক হইতে উভয়ে সমপর্যায়ের। কিন্তু মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রের সন্তানগণ প্রতিনিধিত্বকারী যাবিল ফুরুয ওয়ারিশযোগে ওয়ারিশ হওয়ায় মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে প্রথম অগ্রাধিকার প্রাপ্য। মৃতের পৌত্রীর সন্তানগণ প্রতিনিধিত্বকারী আসাবাযোগে ওয়ারিশ হওয়ায় দ্বিতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্য। অর্থাৎ মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রের সন্তানগণ বঞ্চিত করবে মৃতের পৌত্রীর সন্তানগণকে।

(২) সমপর্যায়ের ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে যাবিল ফুরুযযোগে ও আসাবাযোগে ওয়ারিশগণ যাবিল আরহামযোগে ওয়ারিশগণের উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্য।

---

[১১৮] Al-Sirajiyyah: p-47; Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-437; Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p -95 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-50 এবং মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ৪।

উদাহরণ (ইমাম মুহাম্মদ এর মতবাদ অনুযায়ী)[১১৯]

১। কন্যার পুত্রের কন্যা (মৃতের দৌহিত্রের কন্যা) $\frac{২}{৩}$, কন্যার কন্যার পুত্র (মৃতের দৌহিত্রীর পুত্র) $\frac{১}{৩}$;

২। কন্যার কন্যার পুত্র (মৃতের দৌহিত্রীর পুত্র) $\frac{৩}{১৫}$; কন্যার পুত্রের পুত্র (মৃতের দৌহিত্রের পুত্র) $\frac{৮}{১৫}$, কন্যার পুত্রের কন্যা (মৃতের দৌহিত্রের কন্যা) $\frac{৪}{১৫}$;

৩। কন্যার কন্যার পুত্র (মৃতের দৌহিত্রীর পুত্র) $\frac{৪}{১৮}$; কন্যার পুত্রের পুত্র (মৃতের দৌহিত্রের পুত্র) $\frac{৮}{১৮}$, কন্যার কন্যার কন্যা (মৃতের দৌহিত্রীর কন্যা) $\frac{২}{১৮}$, কন্যার পুত্রের কন্যা (মৃতের দৌহিত্রের কন্যা) $\frac{৪}{১৮}$।

(ঙ) দ্বিতীয় শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মধ্যে অংশ বন্টন[১২০]

অংশ বন্টন নীতি: এই শ্রেণির ওয়ারিশগণ হচ্ছেন মাতার পিতা (নানা), দাদির পিতা ও নানির পিতা, নানার পিতা, নানার মাতা। প্রথম শ্রেণির কোনো যাবিল আরহাম ওয়ারিশ না থাকলে দ্বিতীয় শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশ অংশ প্রাপ্য। এই শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশের অগ্রাধিকারক্রম নীতি নিম্নরূপ:

(১) অধিকতর নিকট আত্মীয় অধিকতর দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে। যেমন নানা বঞ্চিত করে দাদির পিতাকে।

(২) সমপর্যায়ের ওয়ারিশের মধ্যে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশযোগে ওয়ারিশগণ যাবিল আরহামযোগে ওয়ারিশগণের উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্য।

---

[১১৯] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-44-46.

[১২০] Outlines of Muhammadan Law: by ASAF A.A. FYZEE, p-437; Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p -95 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-50.

(৩) সমপর্যায়ের পিতৃপক্ষের ও মাতৃপক্ষের ওয়ারিশের মধ্যে পিতৃপক্ষের ওয়ারিশ মাতৃপক্ষের ওয়ারিশের দ্বিগুন অংশ প্রাপ্য।
(৪) সমপর্যায়ের ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ ওয়ারিশ নারী ওয়ারিশের দ্বিগুন অংশ পাবে। যেমন নানার পিতা তিন ভাগের দুই ভাগ এবং নানার মাতা তিন ভাগের এক ভাগ অংশ প্রাপ্য।

উদাহরণ[১২১]

১। নানা=সম্পূর্ণ অংশ, নানির পিতা=শূন্য;

২। দাদির পিতা $\frac{২}{৩}$ (পিতৃপক্ষের ওয়ারিশ হওয়ার কারণে) এবং নানির পিতা $\frac{১}{৩}$ (মাতৃপক্ষের ওয়ারিশ হওয়ার কারণে);

৩। নানার পিতা $\frac{২}{৩}$ (পুরুষ ওয়ারিশ হওয়ায়) এবং নানার মাতা $\frac{১}{৩}$ (নারী ওয়ারিশ হওয়ার)।

(চ) তৃতীয় শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মধ্যে অংশ বন্টন[১২২]

অংশ বন্টন নীতি: এই শ্রেণির ওয়ারিশগণ মৃতের ভাই ও বোনের সন্তান ধারার ঐ সকল ওয়ারিশ, যারা যাবিল ফুরুয ও আসাবা ওয়ারিশের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে এই শ্রেণির ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ প্রাপ্য। এই শ্রেণির ওয়ারিশদের মধ্যে অংশ বন্টনের নীতি নিম্নরূপ:

(১) অধিকতর নিকট আত্মীয় অধিকতর দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে। যেমন ভাই ও বোনের সন্তান বঞ্চিত করে ভাই ও বোনের পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রকে; বোনের পুত্র বঞ্চিত করে ভাইয়ের পুত্রের কন্যাকে ।

(২) সমপর্যায়ের ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে আসাবাযোগে ওয়ারিশগণ যাবিল আরহামযোগে ওয়ারিশগণের উপর অগ্রাধিকার পাবে। যেমন ভাইয়ের পুত্রের কন্যা আসাবাযোগে ওয়ারিশ হওয়ায় বোনের কন্যার

---

[১২১] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-50.

[১২২] Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p -96-97 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-51.

পুত্রকে বঞ্চিত করে, কেননা সে যাবিল আরহাম ওয়ারিশযোগে ওয়ারিশ। অনুরূপভাবে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা বঞ্চিত করে সহোদর বোনের কন্যার পুত্রকে।

(৩) সমপর্যায়ের সহোদর ভাইয়ের সন্তানগণ বৈমাত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তানকে বঞ্চিত করে। কিন্তু সহোদর বোনের সন্তান বৈমাত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তানকে বঞ্চিত করে না। সহোদর বোনের সন্তান এবং বৈপিত্রেয় ভাইবোনের সন্তানগণকে নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ বৈমাত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তানগণ পাবে। বৈপিত্রেয় ভাইবোনের সন্তাগণ সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাইবোনের সন্তানের সাথে একত্রে অংশ পাবে।

উদাহরণ:

১। ভাইয়ের পুত্রের কন্যা ও বোনের কন্যার পুত্রের মধ্যে ভাইয়ের পুত্রের কন্যা সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্য (আসাবা ওয়ারিশের সন্তান হওয়ার কারণে) এবং, বোনের কন্যার পুত্র বঞ্চিত হবে (যাবিল আরহাম ওয়ারিশের সন্তান হওয়ার কারণে); [১২৩]

[১২৪][২। সহোদর ভাইয়ের পুত্রের কন্যা = সম্পূর্ণ অংশ, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা=শূন্য, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা=শূন্য;

৩। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যার পুত্র $\frac{৪}{১৮}$, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যার কন্যা (দুইজন) $\frac{৮}{১৮}$, বৈপিত্রেয়ী বোনের পুত্রের কন্যা $\frac{৩}{১৮}$, বৈপিত্রেয়ী বোনের কন্যার পুত্র $\frac{৩}{১৮}$;

৪। সহোদর ভাইয়ের কন্যা $\frac{৩}{৯}$, সহোদর বোনের পুত্র $\frac{২}{৯}$, সহোদর বোনের কন্যা $\frac{১}{৯}$, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যা $\frac{১}{৯}$, বৈপিত্রেয়ী বোনের পুত্র $\frac{১}{৯}$, বৈপিত্রেয়ী বোনের কন্যা $\frac{১}{৯}$।

---

[১২৩] Al-Sirajiyyah: p-52.

[১২৪] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-51-54.

(ছ) চতুর্থ শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশের মধ্যে অংশ বন্টন[১২৫]

অংশ বন্টন নীতি: এই শ্রেণির ওয়ারিশগণ মৃতের পিতার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই (আসাবা ওয়ারিশ) ব্যতীত পিতার ভাইবোন এবং মাতার ভাইবোন এবং তাদের সন্তান ধারার ঐ সকল ওয়ারিশ যারা আসাবা ওয়ারিশের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির কোনো যাবিল আরহাম ওয়ারিশ না থাকলে চতুর্থ শ্রেণির যাবিল আরহাম ওয়ারিশ মিরাসের অংশ প্রাপ্য। এই শ্রেণির ওয়ারিশদের মধ্যে অংশ বন্টনের নীতি নিম্নরূপ:

(১) পিতৃপক্ষের ওয়ারিশ তিন ভাগের দুই ভাগ এবং মাতৃপক্ষের ওয়ারিশ তিন ভাগের এক ভাগ প্রাপ্য।

(২) বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়কে সহোদর বঞ্চিত করে এবং বৈমাত্রেয় বঞ্চিত করে বৈপিত্রেয়কে ।

(৩) আত্মীয়তা এবং নৈকট্যের দিক হতে সমপর্যায়ের ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে আসাবা ওয়ারিশযোগে ওয়ারিশগণ যাবিল আরহাম ওয়ারিশযোগে ওয়ারিশগণের উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্য।

(৪) সমপর্যায়ের হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ ওয়ারিশ নারী ওয়ারিশের দ্বিগুন প্রাপ্য।

উদাহরণ টেবিল[১২৬]

পিতৃপক্ষের যাবিল আরহাম ওয়ারিশ		মাতৃপক্ষের যাবিল আরহাম ওয়ারিশ	
১। পিতার সহোদর বোন (ফুফু)	২/৩	(ক) মাতার সহোদর ভাই (মামা)	১/৩ এর ২/৩ = ২/৯
		(খ) মাতার সহোদর বোন (খালা)	১/৩ এর ১/৩ = ১/৯
২। পিতার বৈমাত্রেয়ী বোন (বৈমাত্রেয়ী ফুফু)	২/৩	(ক) মাতার বৈমাত্রেয় ভাই (মামা)	১/৩ এর ২/৩ = ২/৯
		(খ) মাতার বৈমাত্রেয়ী বোন (খালা)	১/৩ এর ১/৩ = ১/৯

---

[১২৫] Al-Sirajiyyah: p-55; Principles of Maomedan Law: by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p 101, 102 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-55.

[১২৬] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-56-58.

পিতৃপক্ষের যাবিল আরহাম ওয়ারিশ		মাতৃপক্ষের যাবিল আরহাম ওয়ারিশ	
৩। (ক) পিতার বৈপিত্রেয় ভাই (বৈপিত্রেয় চাঁচা)	$\frac{২}{৩}$ এর $\frac{২}{৩}$ $=\frac{৪}{৯}$	(ক) মাতার বৈপিত্রেয় ভাই (বৈপিত্রেয় মামা)	$\frac{১}{৩}$ এর $\frac{২}{৩}=\frac{২}{৯}$
(খ) পিতার বৈপিত্রেয়ী বোন (বৈপিত্রেয়ী ফুফু)	$\frac{২}{৩}$ এর $\frac{১}{৩}$ $=\frac{২}{৯}$	(খ) মাতার বৈপিত্রেয়ী বোন (বৈপিত্রেয়ী খালা)	$\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{৩}=\frac{১}{৯}$

[১২৭]**উদাহরণ:** ১। সহোদর ফুফু (পিতার সহোদর বোন) $\frac{২}{৩}$, বৈপিত্রেয়ী খালা (মায়ের বৈপিত্রেয় বোন) $\frac{১}{৩}$;

২। সহোদর ফুফু $\frac{২}{৩}$, বৈপিত্রেয়ী ফুফু=শূন্য (সহোদর বোন দ্বারা বঞ্চিত), সহোদর মামা $\frac{২}{৯}$, সহোদর খালা $\frac{১}{৯}$;

৩। বৈমাত্রেয় ফুফু $\frac{২}{৩}$, সহোদর খালা $\frac{১}{৩}$;

৪। বৈপিত্রেয় চাঁচা $\frac{৪}{৯}$, বৈপিত্রেয়ী ফুফু $\frac{২}{৯}$, সহোদর মামা $\frac{২}{৯}$, সহোদর খালা $\frac{১}{৯}$;

৫। বৈপিত্রেয় চাঁচা $\frac{২}{৩}$, বৈমাত্রেয় মামা $\frac{২}{৯}$, বৈমাত্রেয়ী খালা $\frac{১}{৯}$;

৬। সহোদর ফুফুর পুত্র $\frac{২}{৩}$, বৈমাত্রেয় খালার কন্যা $\frac{১}{৩}$;

৭। চাঁচার (পিতার সহোদর ভাইয়ের) কন্যা $\frac{২}{৩}$, বৈমাত্রেয় খালার কন্যা $\frac{১}{৩}$;

৮। সহোদর ভাইয়ের পুত্রের কন্যার কন্যা $\frac{২}{৩}$, সহোদর ভাইয়ের কন্যার কন্যার পুত্র $\frac{১}{৩}$।

---

[১২৭] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-57.

(জ) ইমাম মুহাম্মদ এর মতবাদ[১২৮] অনুযায়ী মিরাস বন্টনের উদাহরণ[১২৯]

১। কন্যার পুত্রের কন্যা (কন্যার পৌত্রী) $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$, কন্যার কন্যার পুত্র (কন্যার দৌহিত্র) $\frac{১}{৩} = \frac{২}{৬}$, কন্যার কন্যার কন্যা (কন্যার দৌহিত্রী) $\frac{১}{৬} = \frac{১}{৬}$;

২। কন্যার কন্যার পুত্র (কন্যার দৌহিত্র) $\frac{৩}{১৫}$, কন্যার পুত্রের পুত্র (কন্যার পৌত্র) $\frac{৮}{১৫}$, কন্যার পুত্রের কন্যা (কন্যার পৌত্রী) $\frac{৪}{১৫}$;

৩। (ক গ্রুপ- $\frac{১}{৩}$) =বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যা $\frac{১}{৯}$, বৈপিত্রেয়ী বোনের পুত্র $\frac{১}{৯}$,, বৈপিত্রেয় বোনের কন্যা $\frac{১}{৯}$;

(খ গ্রুপ- $\frac{২}{৩}$)=সহোদর ভাইয়ের কন্যা $\frac{৩}{৯}$, সহোদর বোনের পুত্র $\frac{২}{৯}$, সহোদর বোনের কন্যা $\frac{১}{৯}$;

৪। বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যা $\frac{১}{৬}$, বৈপিত্রেয় বোনের পুত্র $\frac{১}{৬}$, সহোদর বোনের পুত্র $\frac{১}{২}$ ($\frac{৩}{৬}$), বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যা $\frac{১}{৬}$;

---

[১২৮] যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের মধ্যে অংশ বন্টনের বিষয়ে ইমাম আবূ হানিফার বিখ্যাত দুই শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসূফ এর মতবাদের মধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। এই উপমহাদেশে ইমাম মুহাম্মদ এর মতবাদ অনুসরণ করা হয়। যার কারণে উল্লেখিত উদাহরণে প্রতিনিধিত্বের বিধান সমন্বয়পূর্বক ইমাম মুহাম্মদ এর মতবাদ অনুসরণ করা হয়েছে।

[১২৯] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-59.

৫। (ক গ্রুপ-$\frac{২}{৩}$) = সহোদর ফুফু $\frac{৬}{৯} = \frac{২}{৩}$, বৈমাত্রেয় ফুফু = শূন্য,

(খ গ্রুপ-$\frac{১}{৩}$) = মামা $\frac{২}{৯}$, খালা $\frac{১}{৯}$;

৬। বৈমাত্রেয়ী ফুফু $\frac{২}{৩}$, সহোদর খালা $\frac{১}{৩}$;

৭। (ক গ্রুপ-$\frac{২}{৩}$) =বৈপিত্রেয় চাঁচা $\frac{৪}{৯}$, বৈপিত্রেয়ী ফুফু $\frac{২}{৯}$;

(খ গ্রুপ-$\frac{১}{৩}$)=সহোদর মামা $\frac{২}{৯}$, সহোদর খালা $\frac{১}{৯}$;

৮। (ক গ্রুপ-$\frac{১}{৩}$) =বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যার কন্যা $\frac{১}{১২} = \frac{৩}{৩৬}$, বৈপিত্রেয়ী ভাইয়ের কন্যার পুত্র $\frac{১}{১২} = \frac{৩}{৩৬}$, বৈপিত্রেয় বোনের কন্যার কন্যা $\frac{১}{১২} = \frac{৩}{৩৬}$, বৈপিত্রেয় বোনের কন্যার কন্যা $\frac{১}{১২} = \frac{৩}{৩৬}$;

(খ গ্রুপ-$\frac{২}{৩}$)=সহোদর ভাইয়ের কন্যার পুত্র $\frac{১৬}{৩৬}$, সহোদর ভাইয়ের কন্যার কন্যা $\frac{১৬}{৩৬}$।

নবম অধ্যায়

মিরাস বন্টন

মিরাস বন্টনের অগ্রাধিকারক্রম

মিরাস ইসলামের নীতি অনুসারেই বন্টিত হবে (মিশকাত শরীফ: হাদিস নং ২৯২৬)।

কোনো মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর তার কাফন-দাফন ব্যয়, ঋণ পরিশোধ ও অছিয়ত পূরণের পর ত্যক্ত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ নিম্নোক্ত অগ্রাধিকারক্রমের ভিত্তিতে ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে, যথা:

(১) প্রথমে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে কুরআন নির্ধারিত প্রাপ্য অংশ বন্টন করতে হবে।

(২) যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে অংশ বন্টনের পর সম্পত্তির কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকলে তা আসাবা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। আসাবা ওয়ারিশ একজন থাকলে একজনই অবশিষ্ট সমুদয় অংশ পাবে।

(৩) কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে কুরআন নির্ধারিত অংশ বন্টনের পর যদি কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকে, উক্ত অবশিষ্টাংশ রাদ মতবাদ অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের মধ্যে প্রাপ্যতা অনুযায়ী হারাহারিভাবে পুনঃবন্টন করতে হবে।

(৪) স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ এবং কোনো আসাবা ওয়ারিশ না থাকলে সম্পত্তি যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

(৫) যাবিল ফুরুয ওয়ারিশের মধ্যে কেবল স্বামী ও স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে যাবিল আরহাম ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পাবে।[1]

অগ্রাধিকারক্রম চার্ট

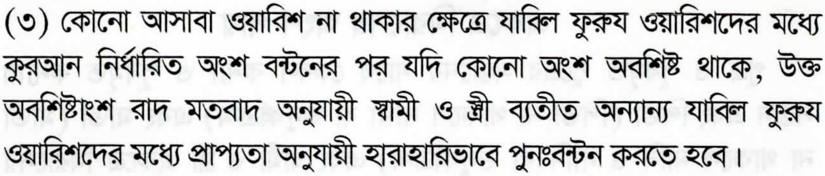

[1] Al-Sirajiyyah, P-12-13.

পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের মিরাস

পুত্র মুখ্য আসাবা ওয়ারিশ। মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধানমতে পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানও পুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী মুখ্য আসাবা ওয়ারিশ। পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান কখনো মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না। পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের (পৌত্র ও পৌত্রী) নির্ধারিত কোনো অংশ নেই। যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের কুরআন নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানগণের প্রাপ্য।

পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে কন্যা ও পূর্বমৃত কন্যার সন্তান থাকলে তাঁরা পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হবে এবং 'পুত্র কন্যার দ্বিগুন' এই হারে তাদের মধ্যে অংশ বন্টন করতে হবে।

যে সকল ওয়ারিশ পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে একত্রে মিরাসের অংশ পায়

পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে কেবল কন্যা ও পূর্বমৃত কন্যার সন্তান এবং পিতা (পিতা না থাকলে দাদা বা তদুর্ধ্বক্রম) এবং মাতা (মাতা না থাকলে নানি ও দাদি বা তদুর্ধ্বক্রম) এবং স্বামী ও স্ত্রী একত্রে মিরাসের অংশ পায়।

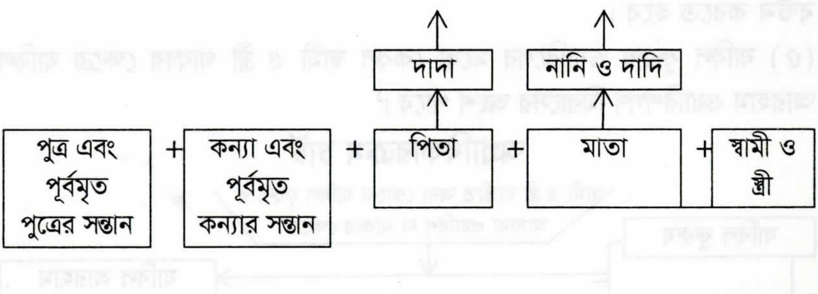

পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে একত্রে মিরাসের অংশ পাওয়ার যোগ্য ওয়ারিশগণ

ওয়ারিশ	কোন অবস্থায় অংশ প্রাপ্য	প্রাপ্য অংশ
পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান	মুখ্য ওয়ারিশ: সর্বাবস্থায় অংশ প্রাপ্য	আসাবা ওয়ারিশ হিসেবে অবশিষ্টাংশ প্রাপ্য
কন্যা ও পূর্বমৃত কন্যার সন্তান	মুখ্য ওয়ারিশ: সর্বাবস্থায় অংশ প্রাপ্য	পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে আসাবা ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয়
স্বামী	মুখ্য ওয়ারিশ: সর্বাবস্থায় অংশ প্রাপ্য	১/৪
স্ত্রী	মুখ্য ওয়ারিশ: সর্বাবস্থায় অংশ প্রাপ্য	১/৮
পিতা	মুখ্য ওয়ারিশ: সর্বাবস্থায় অংশ প্রাপ্য	১/৬
দাদা	পিতা না থাকলে অংশ প্রাপ্য	১/৬
মাতা	সর্বাবস্থায় অংশ প্রাপ্য	১/৬
নানি	মাতা না থাকলে অংশ পায়	১/৬ অংশ (প্রত্যেকে ১/১২ অংশ, তবে একজন হলে একজনই ১/৬ অংশ প্রাপ্য)
দাদি	পিতা ও মাতা না থাকলে অংশ পায়	

পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে অন্যান্য যাবিল ফুরুয ওয়ারিশদের অংশ প্রাপ্তির নীতি

পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে কন্যা ও পূর্বমৃত কন্যার সন্তান, পিতা ও তদুর্ধ্বক্রম, মাতা ও তদুর্ধ্বক্রম, স্বামী ও স্ত্রী একত্রে মিরাসের অংশ পায়। তবে মিরাসের অংশপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বঞ্চিতকরণ নীতি প্রযোজ্য:

(ক) পিতা থাকলে দাদা ও তদুর্ধ্বক্রম এবং দাদি ও তদুর্ধ্বক্রম বঞ্চিত হবে; এবং

(খ) মাতা থাকলে নানি ও দাদি এবং তদুর্ধ্বক্রম বঞ্চিত হবে।

মিরাস বন্টনের উদাহরণ[২]

ক। পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে মৃতের কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান না থাকার অবস্থা

(১) মৃতের কোনো কন্যা বা পূর্বমৃত কন্যার সন্তান না থাকলে পুত্র ও পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানের সাথে কেবল পিতা, (পিতা না থাকলে দাদা ও তদুর্ধ্বক্রম) মাতা (মাতা না থাকলে নানি ও তদুর্ধ্বক্রম এবং মাতা ও পিতা না থাকলে দাদি ও তদুর্ধ্বক্রম) এবং স্বামী ও স্ত্রী মিরাসের অংশ পায়।

(২) মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ। পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র ও কন্যার মধ্যে 'পুত্র কন্যার দ্বিগুন' এই হারে অংশ বন্টন করতে হবে।

মিরাসের অংশ বন্টন পদ্ধতি

১। (১ − যাবিল ফুরুযদের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশের যোগফল) ÷ পুত্র সংখ্যা (জীবিত পুত্র+পূর্বমৃত পুত্র) = প্রত্যেক পুত্রের প্রাপ্য অংশ

২। পূর্বমৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধানমতে পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানদের মধ্যে 'পুত্র কন্যার দ্বিগুন' এই হারে বন্টন করতে হবে।

পিতা= $\frac{২}{১২}$	পিতা= $\frac{৪}{২৪}$	দাদা= $\frac{২}{১২}$	দাদা= $\frac{৪}{২৪}$	পিতা= $\frac{১}{৬}$
দাদা=শূন্য	দাদা=শূন্য	মাতা= $\frac{২}{১২}$	মাতা= $\frac{৪}{২৪}$	মাতা= $\frac{১}{৬}$
মাতা= $\frac{২}{১২}$	মাতা= $\frac{৪}{২৪}$	নানি= শূন্য	নানি= শূন্য	নানি= শূন্য
নানি/দাদি=শূন্য	নানি/দাদি=শূন্য	দাদি= শূন্য	দাদি= শূন্য	দাদি= শূন্য
স্বামী= $\frac{৩}{১২}$	স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$	স্বামী= $\frac{৩}{১২}$	স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$	পুত্র= $\frac{৪}{৬}$
পুত্র= $\frac{৫}{১২}$	পুত্র= $\frac{১৩}{২৪}$	পুত্র= $\frac{৫}{১২}$	পুত্র= $\frac{১৩}{২৪}$	

[২] AL Sirajiyya; Mulla Principles of Mahomedan Law, Sir Dineshaw Fardunji Mulla; Muslim Law of Inheritance, Al-haj Mohomed Ullah; Outlines of Muhammadan Law, ASAF A.A. FYZEE; BR VERMA Islamic Law বইসমূহ হতে অধিকাংশ উদাহরণ নেওয়া হয়েছে।

দাদা= $\frac{১}{৬}$ মাতা= $\frac{১}{৬}$ নানি= শূন্য দাদি= শূন্য পুত্র= $\frac{৪}{৬}$	পিতা= $\frac{১}{৬}$ নানি= $\frac{১}{৬}$ দাদি= শূন্য পুত্র= $\frac{৪}{৬}$	দাদা= $\frac{২}{১২}$ নানি= $\frac{১}{১২}$ দাদি= $\frac{১}{১২}$ পুত্র= $\frac{৮}{১২}$	পিতা= $\frac{২}{১২}$ নানি= $\frac{২}{১২}$ দাদি= শূন্য স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ পুত্র= $\frac{৫}{১২}$	পিতা= $\frac{৪}{২৪}$ নানি= $\frac{৪}{২৪}$ দাদি= শূন্য স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ পুত্র= $\frac{১৩}{২৪}$
পিতা= $\frac{১}{৬}$ দাদি= শূন্য পুত্র= $\frac{৫}{৬}$ (আসাবা)	দাদা= $\frac{১}{৬}$ দাদি= $\frac{১}{৬}$ পুত্র= $\frac{৪}{৬}$	নানি= $\frac{১}{১২}$ দাদি= $\frac{১}{১২}$ পুত্র= $\frac{১০}{১২}$	পিতা= $\frac{১}{৬}$ দাদা= শূন্য পুত্র= $\frac{৫}{৬}$	পিতা= $\frac{১}{৬}$ দাদি= শূন্য পুত্র= $\frac{৫}{৬}$
পিতা= $\frac{২}{১২}$ নানি= $\frac{২}{১২}$ স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ পুত্র= $\frac{৫}{১২}$	দাদা= $\frac{২}{১২}$ নানি= $\frac{২}{১২}$ স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ পুত্র= $\frac{৫}{১২}$	নানি= $\frac{১}{১২}$ দাদি= $\frac{১}{১২}$ স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ পুত্র= $\frac{৭}{১২}$	নানি= $\frac{২}{২৪}$ দাদি= $\frac{২}{২৪}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ পুত্র= $\frac{১৭}{২৪}$	পিতা= $\frac{১}{৬}$ দাদা= শূন্য দাদি= শূন্য পুত্র= $\frac{৫}{৬}$
মাতা= $\frac{১}{৬}$ নানি= শূন্য দাদি= শূন্য পুত্র= $\frac{৫}{৬}$	মাতা= $\frac{২}{১২}$ স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ পুত্র= $\frac{৭}{১২}$	মাতা= $\frac{৪}{২৪}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ পুত্র= $\frac{১৭}{২৪}$	নানি= $\frac{২}{১২}$ স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ পুত্র= $\frac{৭}{১২}$	দাদি= $\frac{২}{১২}$ স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ পুত্র= $\frac{৭}{১২}$
দাদা= $\frac{১}{৬}$ পুত্র= $\frac{৫}{৬}$	মাতা= $\frac{১}{৬}$ পুত্র= $\frac{৫}{৬}$	নানি= $\frac{১}{৬}$ পুত্র= $\frac{৫}{৬}$	দাদি= $\frac{১}{৬}$ পুত্র= $\frac{৫}{৬}$	স্বামী= $\frac{১}{৪}$ পুত্র= $\frac{৩}{৪}$

পিতা= $\frac{১}{৬}$ পুত্র= $\frac{৫}{৬}$ (আসাবা)	নানি= $\frac{৪}{২৪}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ পুত্র= $\frac{১৭}{২৪}$	দাদি= $\frac{৪}{২৪}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ পুত্র= $\frac{১৭}{২৪}$	স্বামী= $\frac{১}{৪}$ পুত্র= $\frac{৩}{৪}$ প্রপৌত্রী=শূন্য (পুত্র দ্বারা বঞ্চিত)	স্ত্রী= $\frac{১}{৮}$ পুত্র= $\frac{৭}{৮}$

টীকা: (১) পুত্র একাধিক হওয়ার ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে পুত্রের প্রাপ্য অংশ সমহারে বন্টিত হবে।

(২) পূর্বমৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ তাঁর সন্তানদের মধ্যে 'পুত্র কন্যার দ্বিগুন' এই হারে বন্টন করতে হবে।

(৩) পুত্র ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকলে পুত্র একাই সমুদয় সম্পত্তি প্রাপ্য।

(৪) মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান অনুযায়ী কোনো পূর্বমৃত পুত্র বা পূর্বমৃত কন্যা থাকলে তাদের প্রাপ্য অংশ প্রতিনিধি ওয়ারিশ হিসেবে তাদের সন্তানদের মধ্যে 'পুত্র কন্যার দ্বিগুন' এই হারে বন্টন করতে হবে।

খ। কেবল পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান এবং কন্যা/ পূর্বমৃত কন্যার সন্তান থাকার অবস্থা

ওয়ারিশ	পুত্র	পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান	কন্যা	পূর্বমৃত কন্যার সন্তান
এক পুত্র, পূর্বমৃত এক পুত্রের সন্তান, দুই কন্যা, পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান	$\frac{২}{৭}$	$\frac{২}{৭}$	$\frac{২}{৭}$	$\frac{১}{৭}$
এক পুত্র, এক কন্যা	$\frac{২}{৩}$	-	$\frac{১}{৩}$	-

গ। পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান এবং কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তানের সাথে অন্যান্য যাবিল ফুরুয ওয়ারিশ থাকার অবস্থা

১। (১ – কন্যা ও পূর্বমৃত কন্যার সন্তান ব্যতীত অন্যান্য যাবিল ফুরুযদের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশের যোগফল) = পুত্র ও কন্যার একত্রে প্রাপ্য অংশ;

২। পুত্র ও কন্যার একত্রে প্রাপ্য অংশ ÷ (পুত্র সংখ্যা ×২ + কন্যা সংখ্যা × ১) = প্রত্যেক কন্যার অংশ;

৩। প্রত্যেক কন্যার অংশ × ২ = প্রত্যেক পুত্রের অংশ;

পিতা= $\frac{২}{১২}$ দাদা= শূন্য মাতা= $\frac{২}{১২}$ নানি= শূন্য দাদি= শূন্য স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ পুত্র ও কন্যা= $\frac{৫}{১২}$	পিতা= $\frac{৪}{২৪}$ দাদা= শূন্য মাতা= $\frac{৪}{২৪}$ নানি= শূন্য দাদি= শূন্য স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ পুত্র ও কন্যা= $\frac{১৩}{২৪}$	দাদা= $\frac{২}{১২}$ মাতা= $\frac{২}{১২}$ নানি= শূন্য দাদি= শূন্য স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ পুত্র ও কন্যা= $\frac{৫}{১২}$	দাদা= $\frac{৪}{২৪}$ মাতা= $\frac{৪}{২৪}$ নানি= শূন্য দাদি= শূন্য স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ পুত্র ও কন্যা= $\frac{১৩}{২৪}$
পুত্র= $\frac{২}{৩}$ (আসাবা) কন্যা= $\frac{১}{৩}$ (আসাবা)	দুই পুত্র= $\frac{৪}{৭}$ (আসাবা) তিন কন্যা= $\frac{৩}{৭}$ (আসাবা)	স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ পুত্র= $\frac{১৪}{২৪}$ (আসাবা) কন্যা= $\frac{৭}{২৪}$ (আসাবা)	স্বামী= $\frac{১}{৪}$ পুত্র= $\frac{২}{৪}$ কন্যা= $\frac{১}{৪}$
পিতা= $\frac{১}{৬}$ মাতা= $\frac{১}{৬}$ নানি= শূন্য দাদি= শূন্য পুত্র ও কন্যা= $\frac{৪}{৬}$	দাদা= $\frac{১}{৬}$ মাতা= $\frac{১}{৬}$ নানি= শূন্য দাদি= শূন্য পুত্র ও কন্যা= $\frac{৪}{৬}$	পিতা= $\frac{২}{১২}$ নানি= $\frac{২}{১২}$ দাদি= শূন্য স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ পুত্র ও কন্যা= $\frac{৫}{১২}$	পিতা= $\frac{৪}{২৪}$ নানি= $\frac{৪}{২৪}$ দাদি= শূন্য স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ পুত্র ও কন্যা= $\frac{১৩}{২৪}$

পিতা= ১/৬ নানি= ১/৬ দাদি= শূন্য পুত্র ও কন্যা= ৪/৬	দাদা= ২/১২ নানি= ১/১২ দাদি= ১/১২ পুত্র ও কন্যা= ৮/১২	পিতা= ২/১২ নানি= ২/১২ স্বামী= ৩/১২ পুত্র ও কন্যা= ৫/১২	দাদা= ২/১২ নানি= ২/১২ স্বামী= ৩/১২ পুত্র ও কন্যা= ৫/১২
পিতা= ৪/২৪ মাতা= ৪/২৪ স্ত্রী= ৩/২৪ পুত্র ও কন্যা= ১৩/২৪	পিতা= ৪/২৪ মাতা= ৪/২৪ স্বামী= ৬/২৪ পুত্র ও কন্যা= ১০/২৪	নানি= ২/২৪ দাদি= ২/২৪ স্ত্রী= ৩/২৪ পুত্র ও কন্যা= ১৭/২৪	নানি= ১/১২ দাদি= ১/১২ স্বামী= ৩/১২ পুত্র ও কন্যা= ৭/১২
দাদা= ১/৬ দাদি= ১/৬ পুত্র ও কন্যা= ৪/৬	নানি= ১/১২ দাদি= ১/১২ দাদা= ১০/১২	মাতা= ২/১২ স্বামী= ৩/১২ পুত্র ও কন্যা= ৭/১২	মাতা= ৪/২৪ স্ত্রী= ৩/২৪ পুত্র ও কন্যা= ১৭/২৪
স্বামী= ৬/২৪ পিতা= ৪/২৪ মাতা= ৪/২৪ দুই কন্যা= ৫/২৪ এক পুত্র= ৫/২৪	পিতা= ২৮/১৬৮ মাতা= ২৮/১৬৮ স্ত্রী= ২১/১৬৮ তিন পুত্র= ৭৮/১৬৮ এক কন্যা= ১৩/১৬৮	পিতা= ৮/৪৮ মাতা= ৮/৪৮ স্ত্রী= ৬/৪৮ দুই পুত্র= ১৩/৪৮ চার কন্যা= ১৩/৪৮ দুই ভাই=শূন্য এক বোন=শূন্য	মাতা= ৩/১৮ পিতা= ৩/১৮ কন্যা= ৪/১৮ পুত্র= ৮/১৮ ভাই=শূন্য

পিতা= ৩/১৮ দাদি= শূন্য পুত্র= ১০/১৮ কন্যা= ৫/১৮ ভাই= শূন্য বোন= শূন্য	মাতা= ৬/৩৬ পিতা= ৬/৩৬ কন্যা= ৮/৩৬ পুত্র= ১৬/৩৬ (আ) ভাই=শূন্য	স্বামী= ৬/২৪ পিতা= ৪/২৪ মাতা= ৪/২৪ দুই কন্যা= ৫/২৪ এক পুত্র= ৫/২৪	পিতা= ২৮/১৬৮ মাতা= ২৮/১৬৮ স্ত্রী= ২১/১৬৮ তিনপুত্র= ৭৮/১৬৮ কন্যা= ১৩/১৬৮ (আসাবা)
স্বামী= ৯/৩৬ মাতা= ৬/৩৬ পুত্র= ১৪/৩৬ কন্যা= ৭/৩৬	মাতা= ৩/১৮ কন্যা= ৫/১৮ পুত্র= ১০/১৮ (আ) দাদি= শূন্য নানি= শূন্য	দাদা= ৩/১৮ পুত্র= ১০/১৮ কন্যা= ৫/১৮ (আ) বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন=শূন্য সহো:/বৈমাত্রেয়ী বোন=শূন্য	দাদির মাতা= ১/৬ দাদা= ৫/৬ (আ)
পিতা= ১/৬ পুত্র= ৫/৬ দাদি=শূন্য	স্ত্রী= ১/৮ পুত্র ও কন্যা= ৭/৮		

ঘ। বিভিন্ন ওয়ারিশের সাথে কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান থাকার অবস্থা

এক কন্যার নির্ধারিত অংশ=১/২

একাধিক কন্যার নির্ধারিত অংশ=২/৩

পিতা=১/৬ মাতা=১/৬ দুই কন্যা=৪/৬ দাদা=শূন্য নানি=শূন্য প্রপৌত্রী=শূন্য	দুই কন্যা=২/৩ প্রপৌত্র=১/৩ প্রপৌত্রের পুত্র=শূন্য প্রপৌত্রের কন্যা=শূন্য;	স্বামী=৩/১৫ পিতা=২/১৫ মাতা=২/১৫ চার কন্যা=৮/১৫	দুই কন্যা=৮/১২ প্রপৌত্রের পুত্র=২/১২ প্রপৌত্রী=১/১২ প্রপৌত্রের কন্যা=১/১২
স্ত্রী=৩/২৪ চার কন্যা=১৬/২৪ দাদি=২/২৪ নানি=২/২৪ ভাই=১/২৪ (আ)	দুই কন্যা=৮/১২ স্বামী=৩/১২ সহোঃ বোন=১/১২ পিতার চাঁচার পুত্র=শূন্য	কন্যা=৬/১৩ প্রপৌত্রী=২/১৩ স্বামী=৩/১৩ মাতা=২/১৩	ছয় কন্যা=৮/১২ নানি=১/১২ দাদি=১/১২ তিন চাঁচা=২/১২
দুই কন্যা=৬/৯ প্রপৌত্র=২/৯ প্রপৌত্রী=১/৯	স্ত্রী=৩/২৪ পুত্র=১৪/২৪ কন্যা=৭/২৪	কন্যা=৩/৬ ভাই=২/৬ বোন=১/৬	স্ত্রী=৩/২৪ কন্যা=১২/২৪ পিতা=৯/২৪

দুই কন্যা= $\frac{৮}{১২}$ স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ সহো:বোন= $\frac{১}{১২}$ পিতার চাঁচার পুত্র=শূন্য	স্বামী= $\frac{৯}{৩৬}$ মাতা= $\frac{৬}{৩৬}$ পুত্র= $\frac{১৪}{৩৬}$ কন্যা= $\frac{৭}{৩৬}$	কন্যা= $\frac{৯}{১৮}$ প্রপৌত্রী= $\frac{৩}{১৮}$ প্রপৌত্রের পুত্র= $\frac{৪}{১৮}$ প্রপৌত্রীর কন্যা= $\frac{২}{১৮}$	কন্যা= $\frac{৬}{১২}$ প্রপৌত্রী= $\frac{২}{১২}$ স্বামী= $\frac{৩}{১২}$ সহো: বোন= $\frac{১}{১২}$
কন্যা= $\frac{৩}{৬}$ মাতা= $\frac{১}{৬}$ পিতা (যা+আ) = $\frac{২}{৬}$	একাধিক কন্যা= $\frac{৪}{৬}$ নানি= $\frac{১}{৬}$ চাঁচা= $\frac{১}{৬}$	নানি= $\frac{১}{১০}$ দাদি= $\frac{১}{১০}$ দুই কন্যা= $\frac{৮}{১০}$	মাতা= $\frac{৩}{১৬}$ কন্যা= $\frac{৯}{১৬}$ স্বামী= $\frac{৪}{১৬}$
স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ কন্যা= $\frac{১২}{২৪}$ প্রপৌত্রী= $\frac{৪}{২৪}$ বৈমা: বোন= $\frac{৫}{২৪}$	কন্যা $\frac{৩}{৬}$ প্রপৌত্রী= $\frac{১}{৬}$ মাতা= $\frac{১}{৬}$ সহোদর বোন= $\frac{১}{৬}$	কন্যা= $\frac{৩}{৬}$ প্রপৌত্র= $\frac{২}{৬}$ প্রপৌত্রী $\frac{১}{৬}$ প্রপৌত্রের পুত্র=শূন্য প্রপৌত্রের কন্যা=শূন্য	কন্যা= $\frac{৯}{১৮}$ প্রপৌত্রী= $\frac{৩}{১৮}$ প্রপৌত্রের পুত্র= $\frac{৪}{১৮}$ প্রপৌত্রের কন্যা= $\frac{২}{১৮}$
দুই কন্যা= $\frac{৬}{৯}$ প্রপৌত্রী= $\frac{১}{৯}$ প্রপৌত্রের পুত্র= $\frac{২}{৯}$	স্বামী= $\frac{৩}{১৫}$ পিতা= $\frac{২}{১৫}$ মাতা= $\frac{২}{১৫}$ তিন কন্যা= $\frac{৮}{১৫}$	স্ত্রী= $\frac{৩}{২৭}$ পিতা= $\frac{৪}{২৭}$ মাতা= $\frac{৪}{২৭}$ দুই কন্যা= $\frac{১৬}{২৭}$	স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ একাধিক কন্যা= $\frac{১৬}{২৪}$ নানি= $\frac{৪}{২৪}$ ভাই= $\frac{১}{২৪}$

স্ত্রী=৩/২৪ মাতা=৪/২৪ কন্যা=১২/২৪ বোন=৫/২৪ (আ)	কন্যা=৬/১২ দুই প্রপৌত্রী=২/১২ স্বামী=৩/১২ সহোঃ ভাই=১/১২ (আ)	দাদা=১/৬ মাতা=১/৬ চার কন্যা=৪/৬ প্রপৌত্রী=শূন্য	স্বামী=৩/১২ দুই কন্যা=৮/১২ সহো:বোন ১/১২ (আ)
পুত্র=২/৩ কন্যা=১/৩	দুই পুত্র=৪/৭ তিন কন্যা=৩/৭	দুই কন্যা=২/৩ এক সহোঃ বোন=১/৩	পিতা=১/৩ একাধিক কন্যা=২/৩
পিতা=১/২ কন্যা=১/২	দুই কন্যা=৪/৫ মাতা=১/৫	দুই কন্যা=২/৩ সহো:বোন=১/৩	স্বামী=১/৪ কন্যা=৩/৪
তিন কন্যা=৬/৯ প্রপৌত্রী=১/৯ প্রপৌত্রের পুত্র=২/৯	দাদা=১/৬ মাতা=১/৬ চার কন্যা=৪/৬ প্রপৌত্রী=শূন্য	দুই স্ত্রী=৩/২৪ কন্যা=১২/২৪ পিতা=৯/২৪ (যা+আ)	দুই কন্যা=৬/৯ প্রপৌত্র=২/৯ প্রপৌত্রী=১/৯
স্বামী=৩/১২ কন্যা=৬/১২ প্রপৌত্রী=২/১২ বোন=১/১২	স্ত্রী=৩/২৪ মাতা=৪/২৪ কন্যা=১২/২৪ বোন=৫/২৪	কন্যা=১/২ দাদা=১/২ (যা+আ) দাদার পিতা=শূন্য বোন=শূন্য	কন্যা=৩/৬ দাদা=৩/৬ দাদার পিতা=শূন্য বোন=শূন্য

এক কন্যা=১/২ দুই বোন=১/২ (আ)	এক কন্যা=১/২ এক বোন=১/২ (আ)	পিতা=১/২ (যা+আ) এক কন্যা=১/২

ঙ। মাতার মিরাসপ্রাপ্তির উদাহরণ

মাতা=১/৯ স্বামী=৩/৯ দুই সহো:বোন=৪/৯ বৈপিত্রেয় ভাই=১/৯	মাতা=২/১৭ দুই সহো:বোন=৮/১৭ ২ বৈপি: বোন=৪/১৭ স্ত্রী=৩/১৭	মাতা=৪/২৭ পিতা=৪/২৭ দুই কন্যা=১৬/২৭ স্ত্রী=৩/২৭	মাতা=১/৬ সহোদর বোন=৩/৬ বৈমাত্রেয়ী বোন=১/৬ ভাইয়ের পুত্র=১/৬
মাতা=১/৪ পিতা=২/৪ (আ) স্ত্রী=১/৪	মাতা=১/৬ পিতা=২/৬ (আ) স্বামী=৩/৬	মাতা=৪/১২ দাদা=৫/১২ (আ) স্ত্রী=৩/১২	মাতা=২/৬ দাদা=১/৬ (আ) স্বামী=৩/৬
মাতা=৪/১৩ সহোদর বোন=৬/১৩ স্ত্রী=৩/১৩	মাতা=৩/১৬ কন্যা=৯/১৬ স্বামী=৪/১৬	মাতা=১/৫ কন্যা=৩/৫ প্রপৌত্রী=১/৫	মাতা=১/৮ স্বামী=৩/৮ ২সহো:বোন=৪/৮
মাতা=১/৬ পিতা=৫/৬ ভাই=শূন্য বোন=শূন্য	মাতা=১/৬ দুই সহো:বোন=৪/৬ ২ বৈমা: ভাই=১/৬	মাতা=১/৬ ২ সহো:বোন=৪/৬ বৈপি: বোন=১/৬	মাতা=২/৬ বৈমা: বোন=৩/৬ ভাতিজা=১/৬ (আ)

মাতা= $\frac{৭}{৪০}$ দুই প্রপৌত্রী= $\frac{২৮}{৪০}$ স্ত্রী= $\frac{৫}{৪০}$	মাতা= $\frac{১}{৭}$ ২ সহো:বোন= $\frac{৪}{৭}$ দুই বৈপি:= $\frac{২}{৭}$	মাতা= $\frac{৪}{১২}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{১২}$ চাঁচা= $\frac{৫}{১২}$ (আ)	মাতা= $\frac{১}{৬}$ বৈমা: বোন= $\frac{৩}{৬}$ বৈপি:ভাই ও বোন= $\frac{২}{৬}$
মাতা= $\frac{২}{১৫}$ ২ সহো:বোন= $\frac{৮}{১৫}$ বৈপি: বোন= $\frac{২}{১৫}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{১৫}$	মাতা= $\frac{১}{১০}$ স্বামী= $\frac{৩}{১০}$ ২ সহো:বোন $\frac{৪}{১০}$ ২ বৈপি: ভাই ও দুই বৈপি:বোন= $\frac{২}{১০}$		

চ। স্ত্রী ও স্বামীর মিরাসপ্রাপ্তির অবস্থা

স্ত্রী= $\frac{২}{৮}$ বৈপিত্রেয় ভাই= $\frac{৩}{৮}$ বৈপিত্রেয়ী বোন= $\frac{৩}{৮}$	স্ত্রী= $\frac{৩}{১৩}$ দুই বৈমাত্রেয়ী বোন= $\frac{৮}{১৩}$ মাতা= $\frac{২}{১৩}$	স্ত্রী= $\frac{৩}{১৩}$ সহোদর বোন= $\frac{৬}{১৩}$ মাতা= $\frac{৪}{১৩}$
স্ত্রী= $\frac{৩}{১৫}$ দুই সহোদর বোন= $\frac{৮}{১৫}$ এক বৈপিত্রেয়ী বোন= $\frac{২}{১৫}$ মাতা= $\frac{২}{১৫}$	স্ত্রী= $\frac{৩}{১৭}$ দুই সহোদর বোন= $\frac{৮}{১৭}$ দুই বৈপিত্রেয়ী বোন= $\frac{৪}{১৭}$ মাতা= $\frac{২}{১৭}$	স্বামী= $\frac{৯}{১৮}$ মাতা= $\frac{৩}{১৮}$ ভাই= $\frac{৪}{১৮}$ বোন= $\frac{২}{১৮}$
স্বামী= $\frac{৩}{৭}$ সহোদর বোন= $\frac{৩}{৭}$ বৈমাত্রেয়ী বোন= $\frac{১}{৭}$	স্বামী= $\frac{৩}{৮}$ সহোদর বোন= $\frac{৩}{৮}$ তিন বৈপিত্রেয়ী বোন= $\frac{২}{৮}$	স্ত্রী= $\frac{৫}{১৫}$ দুই সহোদর বোন= $\frac{৮}{১৫}$ দুই বৈপিত্রেয়ী বোন= $\frac{৪}{১৫}$
স্বামী= $\frac{৩}{৯}$ সহোদর বোন= $\frac{৩}{৯}$ দুই বৈপিত্রেয়ী বোন ও দুই বৈপিত্রেয়ী বোন= $\frac{২}{৯}$ মাতা= $\frac{১}{৯}$	স্বামী= $\frac{৩}{১০}$ দুই সহোদর বোন= $\frac{৪}{১০}$ তিন বৈপিত্রেয়ী বোন ও পাঁচ বৈপিত্রেয়ী ভাই= $\frac{২}{১০}$ মাতা= $\frac{১}{১০}$	স্বামী= $\frac{৩}{৯}$ দুই সহোদর বোন= $\frac{৪}{৯}$ দুই বৈপিত্রেয়ী বোন ও এক বৈপিত্রেয় ভাই= $\frac{২}{৯}$

স্ত্রী=$\frac{১}{৪}$ বোন=$\frac{৩}{৪}$	স্ত্রী=$\frac{১}{৮}$ দুই কন্যা=$\frac{৭}{৮}$	স্বামী=$\frac{৩}{৬}$ মাতা=$\frac{১}{৬}$ পিতা=$\frac{২}{৬}$	স্বামী=$\frac{১}{৪}$ কন্যা=$\frac{৩}{৪}$	স্ত্রী=$\frac{৩}{২৪}$ তিন কন্যা=$\frac{১৬}{২৪}$ ভাই=$\frac{৫}{২৪}$

ছ। নিঃসন্তান[৩] ব্যক্তির সম্পত্তি বন্টনের অবস্থা

পিতা=$\frac{২}{৩}$ (আ) মাতা=$\frac{১}{৩}$	পিতা=$\frac{৩}{৪}$ (আ) স্ত্রী=$\frac{১}{৪}$	পিতা=$\frac{১}{২}$ (আ) স্বামী=$\frac{১}{২}$	ভাই=$\frac{২}{৩}$ বোন=$\frac{১}{৩}$	দাদা=$\frac{৫}{৬}$ দাদি=$\frac{১}{৬}$
পিতা=$\frac{২}{৪}$ মাতা=$\frac{১}{৪}$ স্ত্রী=$\frac{১}{৪}$ দাদা= শূন্য	পিতা=$\frac{২}{৬}$ মাতা=$\frac{১}{৬}$ স্বামী=$\frac{৩}{৬}$	দাদা=$\frac{৫}{১২}$ মাতা=$\frac{৪}{১২}$ স্ত্রী=$\frac{৩}{১২}$	দাদা=$\frac{১}{৬}$ মাতা=$\frac{২}{৬}$ স্বামী=$\frac{৩}{৬}$	দাদা=$\frac{১০}{১২}$ নানি=$\frac{১}{১২}$ দাদি=$\frac{১}{১২}$
পিতা=$\frac{৫}{৬}$ (আ) মাতা=$\frac{১}{৬}$ একাধিক ভাইবোন= শূন্য	দাদা=$\frac{৫}{৬}$ দাদি=$\frac{১}{৬}$ সহোদর বোন= শূন্য	দাদা=$\frac{৫}{৬}$ দাদি/নানি=$\frac{১}{৬}$ সহোদর বোন= শূন্য	পিতা=$\frac{৫}{৬}$ (আ) দাদি=শূন্য নানি=$\frac{১}{৬}$	পিতা=$\frac{২}{৩}$ মাতা=$\frac{১}{৩}$ এক ভাই/ বোন= শূন্য
নানি=$\frac{১}{৬}$ পিতা=$\frac{৫}{৬}$ দাদি= শূন্য	পিতা=$\frac{৭}{৮}$ স্ত্রী=$\frac{১}{৮}$ ভাই= শূন্য	দাদি= শূন্য নানির মাতা=শূন্য পিতা=সম্পূর্ণ অংশ;	দাদি=$\frac{১}{৬}$ নানির মাতা=শূন্য দাদা=$\frac{৫}{৬}$ (আ)	স্বামী=$\frac{১}{২}$ এক সহো: বোন=$\frac{১}{২}$

[৩] যার পুত্র ধারার ও কন্যা ধারার কোনো ওয়ারিশ নেই।

২সহো:বোন=১২/১৮ বৈপি: ভাই=৩/১৮ বৈমা: ভাই=২/১৮ বৈমা: বোন=১/১৮	২বৈপি: ভাই=৪/১২ মাতা=২/১২ ১ সহো:ভাই=৩/১২ ২ সহো:বোন=৩/১২	পিতা=৫/৬ মাতা=১/৬ ভাই (সহো:/বৈমা:/বৈপি:)= শূন্য বোন (সহো/বৈমা:/বৈপি:)= শূন্য	এক সহো: বোন=১/২ একাধিক বৈমা: বোন=১/৬ এক বৈপি: বোন=১/৬ এক বৈপি: ভাই=১/৬
একাধিক সহো: বোন=২/৩ একাধিক বৈপিত্রেয়ী ভাই=১/৩	মাতা=১/৬ পিতা=৫/৬ দুই সহোদর বোন= শূন্য	মাতা=১/৬ একাধিক সহো: বোন=৪/৬ বৈমা: বোন= শূন্য বৈপি: বোন=১/৬	মাতা=১/৬ একাধিক সহো: বোন=৪/৬ বৈপি: ভাই/বোন= ১/৬
দাদির মাতা=১/৬ দাদা=৫/৬	সহোদর বোন=১/২ চাঁচার পুত্র =১/২	পিতা=৫/৬ নানি=১/৬	একাধিক সহো:/বৈমা: বোন=২/৩ দুই বৈপি: বোন=১/৩
নানির মাতা=১/৬ পিতা=৫/৬ (আ)	পিতা= সম্পূর্ণ দাদি= শূন্য নানির মাতা=শূন্য	দাদা=সম্পূর্ণ (আ) দাদার মাতা=শূন্য	স্বামী=১/২ পিতা=১/২

জ। প্রপৌত্রী ও প্রপৌত্র থাকার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টনের অবস্থা

পিতা=১/৬ মাতা=১/৬ দুই প্রপৌত্রী=৪/৬ প্রপৌত্রের কন্যা=শূন্য	পিতা=১/৬ মাতা=১/৬ প্রপৌত্রী=৩/৬ প্রপৌত্রের কন্যা=১/৬	চার প্রপৌত্রী=৬/৯ প্রপৌত্রের পুত্র=২/৯ প্রপৌত্রের কন্যা=১/৯ বোন=শূন্য	মাতা=১/৬ কন্যা=৩/৬ প্রপৌত্রী=১/৬ বোন=১/৬
মাতা=১/৫ কন্যা=৩/৫ প্রপৌত্রী=১/৫	কন্যা=৩/৬ প্রপৌত্রী=১/৬ বোন=২/৬	তিন কন্যা=৬/৯ প্রপৌত্রী=১/৯ প্রপৌত্রের পুত্র=২/৯	প্রপৌত্রী=১/২ সহোদর বোন=১/২ ভাইয়ের পুত্র=শূন্য
কন্যা=৬/১২ প্রপৌত্রী=২/১২ বোন=১/১২ স্বামী=৩/১২	পিতা=১/৬ মাতা=১/৬ প্রপৌত্রী=৩/৬ ২ প্রপৌত্রের কন্যা ১/৬	পিতা=১/৬ মাতা=১/৬ এক কন্যা=৩/৬ একাধিক প্রপৌত্রী=১/৬	মাতা=২/১৩ কন্যা=৬/১৩ প্রপৌত্রী=২/১৩ বোন=বঞ্চিত স্বামী=৩/১৩
মাতা=১/৪ প্রপৌত্রী=৩/৪	দুই প্রপৌত্রী=২/৩ সহোদর বোন ১/৩	এক প্রপৌত্রী=১/২ এক বোন=১/২ ভাইয়ের পুত্র=শূন্য	প্রপৌত্র=২/৩ প্রপৌত্রী ১/৩
স্ত্রী=১/৮ প্রপৌত্রী=৭/৮	স্বামী=১/৪ প্রপৌত্রী=৩/৪	প্রপৌত্রী=১/২ প্রপৌত্রের পুত্র=১/২	মাতা=১/৬ ২ প্রপৌত্রী=৫/৬

একাধিক কন্যা= $\frac{১২}{১৮}$ প্রপৌত্রী= $\frac{২}{১৮}$ প্রপৌত্রের পুত্র= $\frac{৪}{১৮}$	তিন কন্যা= $\frac{৮}{১২}$ প্রপৌত্রী= $\frac{১}{১২}$ প্রপৌত্রের কন্যা= $\frac{১}{১২}$ প্রপৌত্রের পুত্র= $\frac{২}{১২}$	কন্যা= $\frac{৯}{১৮}$ প্রপৌত্রী= $\frac{৩}{১৮}$ প্রপৌত্রের পুত্র= $\frac{৪}{১৮}$ প্রপৌত্রের কন্যা= $\frac{২}{১৮}$	পিতা= $\frac{১}{৬}$ মাতা= $\frac{১}{৬}$ একাধিক প্রপৌত্রী= $\frac{৪}{৬}$
প্রপৌত্রী= $\frac{১}{২}$ প্রপৌত্রের পুত্র= $\frac{১}{২}$ বোন=শূন্য	প্রপৌত্রী= $\frac{১}{২}$ সহোদর বোন= $\frac{১}{২}$ ভাইয়ের পুত্র=শূন্য	একাধিক কন্যা= $\frac{১২}{১৮}$ প্রপৌত্র= $\frac{৪}{১৮}$ প্রপৌত্রী= $\frac{২}{১৮}$	কন্যা= $\frac{৩}{৬}$ প্রপৌত্র= $\frac{২}{৬}$ প্রপৌত্রী= $\frac{১}{৬}$
স্ত্রী= $\frac{৩}{২৪}$ কন্যা= $\frac{১২}{২৪}$ প্রপৌত্রী= $\frac{৪}{২৪}$ বৈমা: বোন= $\frac{৫}{২৪}$	২ কন্যা= $\frac{২}{৩}$ ১ প্রপৌত্রী= $\frac{১}{৩}$ প্রপৌত্রের পুত্র=শূন্য প্রপৌত্রের কন্যা=শূন্য	পিতা= $\frac{১}{৬}$ প্রপৌত্র= $\frac{৫}{৬}$ দাদি=শূন্য	

ঝ। যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের মধ্যে মিরাস বন্টন

(পুত্র ও কন্যা এবং তদ্‌নিম্নক্রম না থাকা অবস্থায়)

দাদির মাতা=$\frac{১}{৬}$ দাদা=$\frac{৫}{৬}$	দাদি=শূন্য নানির মাতা=শূন্য পিতা-সম্পূর্ণ অংশ	নানির মাতা=$\frac{১}{৬}$ পিতা=$\frac{৫}{৬}$
স্ত্রী=$\frac{৪}{১৬}$ সহোদর বোন=$\frac{৯}{১৬}$ বৈমাত্রেয়ী বোন=$\frac{৩}{১৬}$	সহোদর বোন=$\frac{৩}{৬}$ দুই বৈমাত্রেয়ী বোন=$\frac{১}{৬}$ পিতার ভাই=$\frac{২}{৬}$	দুই সহো: বোন=$\frac{২}{৩}$ পিতার (সহো:বৈমা:) ভাই=$\frac{১}{৩}$ (আসাবা) বৈমাত্রেয়ী বোন=শূন্য
মাতা=$\frac{১}{৬}$ চার বৈমাত্রেয়ী বোন=$\frac{৪}{৬}$ সহো: ভাইয়ের পুত্র=$\frac{১}{৬}$	স্ত্রী=$\frac{৩}{১৩}$ মাতা=$\frac{৪}{১৩}$ সহোদর বোন=$\frac{৬}{১৩}$	সহোদর ভাই=$\frac{২}{৩}$ সহোদর বোন=$\frac{১}{৩}$ বৈমাত্রেয়ী বোন=শূন্য
দুই সহোদর বোন=$\frac{১২}{১৮}$ বৈপিত্রেয় ভাই=$\frac{৩}{১৮}$ বৈমাত্রেয় ভাই=$\frac{২}{১৮}$ বৈমাত্রেয়ী বোন=$\frac{১}{১৮}$	মাতা=$\frac{১}{৬}$ স্বামী=$\frac{৩}{৬}$ একাধিক বৈপি: ভাইবোন=$\frac{২}{৬}$ সহোদর ভাই=শূন্য	দুই বৈপি: ভাই=$\frac{৪}{১২}$ মাতা=$\frac{২}{১২}$ এক সহোদর ভাই=$\frac{৩}{১২}$ দুই সহোদর বোন=$\frac{৩}{১২}$
স্ত্রী=$\frac{৩}{১৫}$ দুই বোন=$\frac{৮}{১৫}$ দাদা=$\frac{২}{১৫}$ দাদি=$\frac{২}{১৫}$	দাদি/নানি=$\frac{১}{৫}$ সহোদর বোন=$\frac{৩}{৫}$ বৈমাত্রেয়ী বোন=$\frac{১}{৫}$	পিতা=$\frac{২}{৬}$ মাতা=$\frac{১}{৬}$ কন্যা=$\frac{৩}{৬}$ ভাই=শূন্য বোন=শূন্য

সহোদর ভাই= $\frac{২}{৩}$ সহোদর বোন= $\frac{১}{৩}$ বৈমাত্রেয়ী বোন=শূন্য	স্বামী= $\frac{৩}{৬}$ মাতা= $\frac{১}{৬}$ দুই বৈপি: বোন= $\frac{২}{৬}$ সহোদর ভাই=শূন্য	দাদি=শূন্য নানি= $\frac{১}{৬}$ পিতা= $\frac{৫}{৬}$
মাতা= $\frac{১}{৩}$ নানি ও দাদি=শূন্য সহোদর ভাই= $\frac{২}{৩}$	স্বামী= $\frac{৩}{৮}$ মাতা= $\frac{২}{৮}$ সহোদর বোন= $\frac{৩}{৮}$	মাতা= $\frac{১}{৬}$ বৈমাত্রেয়ী বোন= $\frac{৩}{৬}$ বৈপি: ভাই ও বোন = $\frac{২}{৬}$
স্ত্রী= $\frac{১}{৪}$ সহ:/বৈমাত্রেয়ী বোন= $\frac{৩}{৪}$	দুই সহো/বৈমা বোন= $\frac{২}{৩}$ দুই বৈপি:বোন/ভাই= $\frac{১}{৩}$	দাদা-সম্পূর্ণ অংশ দাদার মাতা=শূন্য;
পিতা = সম্পূর্ণ অংশ দাদি=শূন্য		

ঞ। আউল মতবাদ অনুসারে মিরাস বন্টন

স্বামী= $\frac{৩}{৮}$ মাতা= $\frac{১}{৮}$ দুই বোন= $\frac{৪}{৮}$	মাতা= $\frac{৪}{১৩}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{১৩}$ সহোদর বোন= $\frac{৬}{১৩}$	স্বামী= $\frac{৩}{৭}$ সহো: বোন= $\frac{৩}{৭}$ এক বৈমা: বোন= $\frac{১}{৭}$
সহো:বোন= $\frac{৩}{৮}$ স্বামী= $\frac{৩}{৮}$ তিন বৈপিত্রেয়ী বোন= $\frac{২}{৮}$	মাতা= $\frac{২}{১৩}$ স্বামী= $\frac{৩}{১৩}$ দুই কন্যা= $\frac{৮}{১৩}$	স্ত্রী= $\frac{৩}{১৩}$ একাধিক সহো:বোন= $\frac{৮}{১৩}$ এক বৈপিত্রেয়ী বোন= $\frac{২}{১৩}$

পিতা= $\frac{৪}{২৭}$ মাতা= $\frac{৪}{২৭}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{২৭}$ একাধিক কন্যা= $\frac{১৬}{২৭}$	মাতা= $\frac{২}{১৭}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{১৭}$ তিন সহো:বোন= $\frac{৮}{১৭}$ দুই বৈপিত্রেয় বোন= $\frac{৪}{১৭}$	মাতা= $\frac{১}{১০}$ স্বামী= $\frac{৩}{১০}$ একাধিক সহো: বোন= $\frac{৪}{১০}$ ২ বৈপি: ভাই/বোন= $\frac{২}{১০}$
পিতা= $\frac{২}{১৫}$ মাতা= $\frac{২}{১৫}$ স্বামী= $\frac{৩}{১৫}$ একাধিক কন্যা= $\frac{৮}{১৫}$	পিতা= $\frac{৪}{২৭}$ মাতা= $\frac{৪}{২৭}$ একাধিক কন্যা= $\frac{১৬}{২৭}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{২৭}$	মাতা= $\frac{২}{১৫}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{১৫}$ একাধিকসহো:বোন= $\frac{৮}{১৫}$ বৈপিত্রেয়ী বোন= $\frac{২}{১৫}$
মাতা= $\frac{১}{৮}$ স্বামী= $\frac{৩}{৮}$ একাধিক সহো:বোন= $\frac{৪}{৮}$	মাতা= $\frac{১}{৯}$ স্বামী= $\frac{৩}{৯}$ সহো:বোন= $\frac{৩}{৯}$ দুই বৈপি: ভাই= $\frac{২}{৯}$	পিতা= $\frac{২}{১৫}$ মাতা= $\frac{২}{১৫}$ একাধিক কন্যা= $\frac{৮}{১৫}$ স্বামী= $\frac{৩}{১৫}$
মাতা= $\frac{২}{৮}$ স্বামী= $\frac{৩}{৮}$ এক সহোদর বোন= $\frac{৩}{৮}$	মাতা= $\frac{৪}{১৩}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{১৩}$ সহোদর বোন= $\frac{৬}{১৩}$	মাতা= $\frac{২}{১৩}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{১৩}$ দুই বৈমা: বোন= $\frac{৮}{১৩}$

স্ত্রী= $\frac{৩}{১৫}$ একাধিক সহো:বোন= $\frac{৮}{১৫}$ একাধিক বৈপি:বোন= $\frac{৪}{১৫}$	মাতা= $\frac{১}{৭}$ দুই সহো:বোন= $\frac{৪}{৭}$ দুই বৈপি: বোন= $\frac{২}{৭}$	সহোদর বোন= $\frac{৩}{৬}$ একাধিক বৈমা বোন= $\frac{১}{৬}$ বৈপিত্রেয় ভাই/বোন= $\frac{২}{৬}$
মাতা= $\frac{২}{১৭}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{১৭}$ দুই সহোদর বোন= $\frac{৮}{১৭}$ দুই বৈপিত্রেয় বোন= $\frac{৪}{১৭}$	মাতা= $\frac{২}{১৫}$ স্ত্রী= $\frac{৩}{১৫}$ একাধিকসহো:বোন= $\frac{৮}{১৫}$ বৈপিত্রেয় বোন= $\frac{২}{১৫}$	মাতা= $\frac{১}{১০}$ স্বামী= $\frac{৩}{১০}$ দুই সহোদর বোন= $\frac{৪}{১০}$ তিন বৈপিত্রেয় বোন ও পাঁচ বৈপিত্রেয় ভাই= $\frac{২}{১০}$
স্বামী= $\frac{৩}{৯}$ একাধিক সহো:বোন= $\frac{৪}{৯}$ দুই বৈপি: বোন= $\frac{১}{৯}$ এক বৈপি: ভাই= $\frac{১}{৯}$	স্ত্রী= $\frac{৩}{১৫}$ দুই সহোদর বোন= $\frac{৮}{১৫}$ দাদা= $\frac{২}{১৫}$ দাদি= $\frac{২}{১৫}$	স্বামী= $\frac{৩}{১৩}$ মাতা= $\frac{২}{১৩}$ কন্যা= $\frac{৬}{১৩}$ প্রপৌত্রী= $\frac{২}{১৩}$ বোন=শূন্য
স্বামী= $\frac{৩}{৭}$ একাধিক বোন= $\frac{৪}{৭}$	দুই সহোদর বোন= $\frac{২}{৩}$ দুই বৈমাত্রেয়ী বোন= $\frac{১}{৩}$	

ট। রাদ মতবাদ অনুসারে মিরাস বন্টন

মাতা=১/৪ এক কন্যা=৩/৪	মাতা=১/২ স্বামী=১/২	স্ত্রী=১/৪ বোন=৩/৪	স্বামী=১/৪ কন্যা=৩/৪
স্বামী=১/২ মাতা=১/২	স্ত্রী=১/৮ প্রপৌত্রী=৭/৮	নানি=১/২ সহোদর বোন=১/২	দাদি/নানি=১/৫ একাধিক কন্যা=৪/৫
মাতা=১/৪ প্রপৌত্রী=৩/৪	দুই কন্যা=৪/৫ দাদি/নানি=১/৫	স্বামী=১/২ দৌহিত্রীর কন্যা=১/২	স্ত্রী=১/৪ ভাইয়ের কন্যা=৩/৪
মাতা=৭/৩২ কন্যা=২১/৩২ স্ত্রী=৪/৩২	মাতা=১/৫ এক কন্যা=৩/৫ প্রপৌত্রী=১/৫	মাতা=৩/১৬ কন্যা=৯/১৬ স্বামী=৪/১৬	মাতা=১/৫ সহোদর বোন=৩/৫ বৈপিত্রেয় ভাই/বোন=১/৫
দাদি/নানি=১/৫ সহোঃ বোন=৩/৫ বৈমাঃ বোন=১/৫	মাতা=৭/৪০ স্ত্রী=৫/৪০ দুই প্রপৌত্রী=২৮/৪০	সহোঃ বোন=৩/৫ বৈমাঃ বোন=১/৫ বৈপিঃ বোন=১/৫	মাতা=৩/১৬ কন্যা=৯/১৬ স্বামী=৪/১৬
স্ত্রী=২/৮ বৈপিঃ ভাই=৩/৮ বৈপিঃ বোন=৩/৮	স্ত্রী=৪/১৬ সহোঃবোন=৯/১৬ বৈমাঃ বোন=৩/১৬	মাতা=১/৪ স্ত্রী=১/৪ বৈপিঃভাই/বোন=২/৪	স্ত্রী=৪/১৬ সহোঃ বোন=৯/১৬ বৈমাঃ বোন=৩/১৬

স্ত্রী=$\frac{১}{৪}$ বৈপি: ভাই=$\frac{১}{৪}$ বৈপি: বোন=$\frac{১}{৪}$ মাতা=$\frac{১}{৪}$	সহোদর বোন=$\frac{৩}{৫}$ বৈমা: বোন=$\frac{১}{৫}$ বৈপি: বোন=$\frac{১}{৫}$	স্বামী=$\frac{২}{৪}$ বৈপিত্রেয় ভাই=$\frac{১}{৪}$ বৈপি: বোন=$\frac{১}{৪}$	স্ত্রী=$\frac{১}{৪}$ বোন (সহো:/বৈমা:/বৈপি:=$\frac{৩}{৪}$
দাদি/নানি=$\frac{১}{৩}$ ২ বৈপি: বোন=$\frac{২}{৩}$	স্ত্রী = সম্পূর্ণ অংশ	স্বামী = সম্পূর্ণ অংশ	সহোদর বোন=সম্পূর্ণ অংশ দৌহিত্রীর কন্যা=শূন্য

ঠ। স্বামী, স্ত্রী এবং যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টন

স্বামী=$\frac{১}{২}$ কন্যার কন্যার পুত্র=$\frac{১}{২}$	কন্যার পুত্রের কন্যা=$\frac{২}{৩}$ কন্যার কন্যার পুত্র=$\frac{১}{৩}$	পিতার বৈমা: বোন=$\frac{২}{৩}$ মাতার সহো: বোন=$\frac{১}{৩}$
স্ত্রী=$\frac{১}{৪}$ কন্যার কন্যার পুত্র=$\frac{৩}{৪}$	দৌহিত্রের দুই পুত্র=$\frac{৪}{৫}$ দৌহিত্রের কন্যা=$\frac{১}{৫}$	কন্যার পুত্রের পুত্র=$\frac{২}{৩}$ কন্যার পুত্রের কন্যা=$\frac{১}{৩}$
স্বামী=$\frac{১}{২}$ দৌহিত্রের কন্যা (কন্যার পুত্রের কন্যা)=$\frac{১}{২}$	কন্যার কন্যার পুত্র=$\frac{১}{২}$ কন্যার কন্যার একাধিক কন্যা=$\frac{১}{২}$	দৌহিত্রীর দুই পুত্র=$\frac{৪}{৬}$ দৌহিত্রীর কন্যা=$\frac{২}{৬}$
মামা=$\frac{২}{৩}$ খালা=$\frac{১}{৩}$	পিতার সহোদর বোন=$\frac{২}{৩}$ মাতার বৈপিত্রেয়ী বোন=$\frac{১}{৩}$	

স্ত্রী=১/৪ বৈপি: ভাই=১/৪ বৈপি: বোন=১/৪ মাতা=১/৪	সহোদর বোন=৩/৫ বৈমা: বোন=১/৫ বৈপি: বোন=১/৫	স্বামী=২/৪ বৈপিত্রেয় ভাই=১/৪ বৈপি: বোন=১/৪	স্ত্রী=১/৪ বোন (সহো:/বৈমা:/ বৈপি:=৩/৪
দাদি/নানি=১/৩ ২ বৈপি: বোন=২/৩	স্ত্রী = সম্পূর্ণ অংশ	স্বামী = সম্পূর্ণ অংশ	সহোদর বোন=সম্পূর্ণ অংশ দৌহিত্রীর কন্যা=শূন্য

ঠ। স্বামী, স্ত্রী এবং যাবিল আরহাম ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টন

স্বামী=১/২ কন্যার কন্যার পুত্র=১/২	কন্যার পুত্রের কন্যা=২/৩ কন্যার কন্যার পুত্র=১/৩	পিতার বৈমা: বোন=২/৩ মাতার সহো: বোন=১/৩
স্ত্রী=১/৪ কন্যার কন্যার পুত্র=৩/৪	দৌহিত্রের দুই পুত্র=৪/৫ দৌহিত্রের কন্যা=১/৫	কন্যার পুত্রের পুত্র=২/৩ কন্যার পুত্রের কন্যা=১/৩
স্বামী=১/২ দৌহিত্রের কন্যা (কন্যার পুত্রের কন্যা)=১/২	কন্যার কন্যার পুত্র=১/২ কন্যার কন্যার একাধিক কন্যা=১/২	দৌহিত্রীর দুই পুত্র=৪/৬ দৌহিত্রীর কন্যা=২/৬
মামা=২/৩ খালা=১/৩	পিতার সহোদর বোন=২/৩ মাতার বৈপিত্রেয়ী বোন=১/৩	

কন্যার পুত্রের কন্যা= $\frac{৩}{৬}$ কন্যার কন্যার পুত্র= $\frac{২}{৬}$ কন্যার কন্যার কন্যা= $\frac{১}{৬}$	কন্যার কন্যার পুত্র= $\frac{৩}{১৫}$ কন্যার পুত্রের পুত্র= $\frac{৮}{১৫}$ কন্যার পুত্রের কন্যা= $\frac{৪}{১৫}$	বৈমাত্রেয়ী ফুফু= $\frac{২}{৩}$ খালা= $\frac{১}{৩}$
পিতার সহোদর বোনের পুত্র= $\frac{২}{৩}$ মাতার বৈমাত্রেয়ী বোনের কন্যা= $\frac{১}{৩}$	পিতার সহোদর ভাইয়ের কন্যা= $\frac{২}{৩}$ মাতার বৈমাত্রেয়ী বোনের কন্যা= $\frac{১}{৩}$	সহোদর ভাইয়ের পুত্রের কন্যার কন্যা= $\frac{২}{৩}$ সহোদর ভাইয়ের কন্যার কন্যার পুত্র= $\frac{১}{৩}$

কন্যা-১	কন্যার পুত্রের কন্যার কন্যা = $\frac{৮}{২৮}$ কন্যার পুত্রের কন্যার কন্যা= $\frac{৮}{২৮}$
কন্যা-২	কন্যার কন্যার কন্যার পুত্র= $\frac{৩}{২৮}$ কন্যার কন্যার কন্যার পুত্র= $\frac{৩}{২৮}$
কন্যা-৩	কন্যার কন্যার পুত্রের কন্যা= $\frac{৬}{২৮}$

কন্যার কন্যার পুত্র= $\frac{৪}{১৮}$ কন্যার কন্যার কন্যা= $\frac{২}{১৮}$ কন্যার পুত্রের পুত্র= $\frac{৮}{১৮}$ কন্যার পুত্রের কন্যা= $\frac{৪}{১৮}$

$\frac{২}{৩}$	ফুফু= $\frac{২}{৩}=\frac{৬}{৯}$ বৈমাত্রেয়ী ফুফু=শূন্য
$\frac{১}{৩}$	মামা= $\frac{২}{৯}$ খালা= $\frac{১}{৯}$

পিতার সহোদর বোন= $\frac{৬}{৯}$ মাতার সহোদর ভাই= $\frac{২}{৯}$ মাতার সহোদর বোন= $\frac{১}{৯}$

দশম অধ্যায়
শিয়া উত্তরাধিকার আইন

প্রারম্ভ

Muslim Family Law Ordinance, 1961 এর বিধান বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকদের উপর প্রযোজ্য হওয়ায় বাংলাদেশি নাগরিক শিয়া সম্প্রদায়ের উপরও আইনটি সুন্নি সম্প্রদায়ের মতো একইভাবে প্রযোজ্য। মুসলিম পারিবারিক আইনের দ্বারা সুন্নি অর্থাৎ হানাফি উত্তরাধিকার আইনে কতিপয় ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টনে যেমন পরিবর্তন হয়েছে, ঠিক তদ্রূপভাবে শিয়া উত্তরাধিকার আইনেও কতিপয় ওয়ারিশের মধ্যে মিরাস বন্টনে পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত পরিবর্তনসমূহ এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ওয়ারিশের শ্রেণি[১]

হানাফি উত্তরাধিকার আইনের অনুরূপ শিয়া উত্তরাধিকার আইনেও ওয়ারিশ দুইটি গ্রুপে বিভক্ত, যথাঃ রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশ এবং বৈবাহিক সম্পর্কীয় ওয়ারিশ। বাংলাদেশে কেবল এই দুইটি গ্রুপই ওয়ারিশ হতে পারে। রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশের সংখ্যা অনেক। কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কীয় ওয়ারিশ কেবল একজন, যথাঃ স্বামী অথবা স্ত্রী।

রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশের শ্রেণি

রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত এবং প্রতিটি শ্রেণি পুনরায় দুইটি শাখায় বিভক্ত, যথাঃ

---

[১] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla: 110, Muslim Law of Inheritance, by Al-Haj Mahomed Ullah: P-60; BR Verma Islamic Law: p-478.

১। প্রথম শ্রেণি

(১) পিতা ও মাতা (Parents); এবং
(২) সন্তান এবং তাদের অধস্তন বংশধর (পুরুষ ও নারী) (Children and other lineal descendats h.l.s.)।

২। দ্বিতীয় শ্রেণি

(১) দাদা-দাদি, নানা-নানি এবং তাদের উর্ধ্বতন বংশধর (পুরুষ ও নারী) (Grandparents h.h.s (true as well as false); এবং
(২) ভাই ও বোন এবং তাদের অধস্তন বংশধর (পুরুষ ও নারী) (brothers and sisters and their descendats h.l.s.)।

৩। তৃতীয় শ্রেণি:

(১) মৃতের চাঁচা, ফুফু; মৃতের পিতা-মাতার চাঁচা, ফুফু; এবং মৃতের দাদা-দাদি ও নানা-নানির চাঁচা, ফুফু এবং তাদের অধস্তন বংশধর (পুরুষ ও নারী); এবং
(২) মৃতের মামা, খালা; মৃতের পিতা-মাতার মামা, খালা এবং মৃতের দাদা-দাদি ও নানা-নানির মামা, খালা ও তাদের অধস্তন বংশধর (পুরুষ ও নারী)।

{(i) Paternal, and (ii) maternal, uncles and aunts, of the deceased, and of his parents and grandparents h.h.s, and their descendants h.l.s.}

উপরোক্ত তিনটি শ্রেণির ওয়ারিশের মধ্যে মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে প্রথম শ্রেণি বঞ্চিত করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিকে এবং দ্বিতীয় শ্রেণি বঞ্চিত করে তৃতীয় শ্রেণিকে। অর্থাৎ একই সঙ্গে দুইটি শ্রেণি কখনো মিরাসের অংশ পায় না। তবে একই শ্রেণির দুইটি শাখার ওয়ারিশগণ একত্রে মিরাসের অংশ পায়। এই দুইটি শাখার মধ্যে অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার নৈকট্যের নীতি প্রযোজ্য।[২]

---

[২] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-111.

তিনটি শ্রেণির পরিচিতি চার্ট[৩]

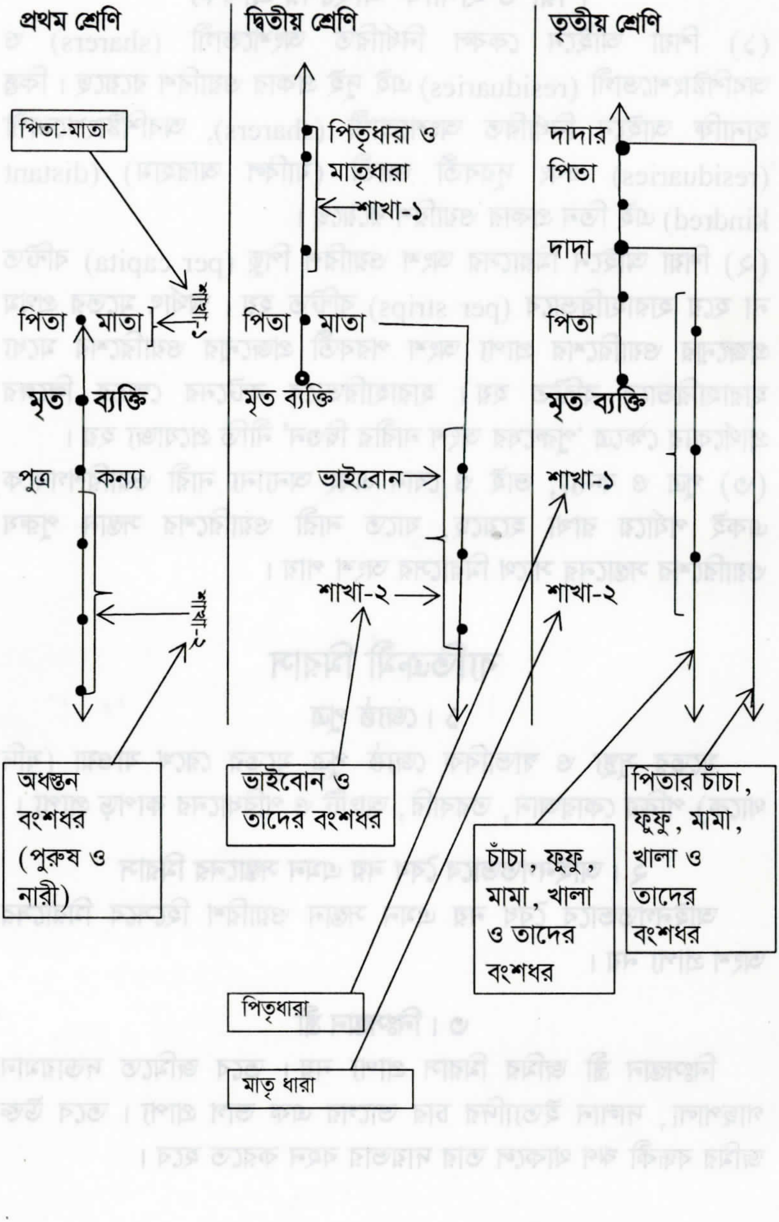

[৩] Outlines of Muhammadan Law, ASAF A.A. FYZEE, p-442.

শিয়া ও হানাফি আইনের প্রার্থক্য

(১) শিয়া আইনে কেবল নির্ধারিত অংশভোগী (sharers) ও অবশিষ্টাংশভোগী (residuaries) এই দুই প্রকার ওয়ারিশ রয়েছে। কিন্তু হানাফি আইনে নির্ধারিত অংশভোগী (sharers), অবশিষ্টাংশভোগী (residuaries) এবং দূরবর্তী জ্ঞাতী (যাবিল আরহাম) (distant kindred) এই তিন প্রকার ওয়ারিশ রয়েছে।

(২) শিয়া আইনে মিরাসের অংশ ওয়ারিশ পিছু (per capita) বন্টিত না হয়ে হারাহারিভাবে (per strips) বন্টিত হয়। অর্থাৎ মৃতের প্রথম প্রজন্মের ওয়ারিশের প্রাপ্য অংশ পরবর্তী প্রজন্মের ওয়ারিশের মধ্যে হারাহারিভাবে বন্টিত হয়। হারাহারিভাবে বন্টনের ক্ষেত্রে লিঙ্গের প্রার্থক্যের ক্ষেত্রে 'পুরুষের অংশ নারীর দ্বিগুন' নীতি প্রযোজ্য হয়।

(৩) পুত্র ও কন্যা, ভাই ও বোন এবং অন্যান্য নারী ওয়ারিশগণকে একই পর্যায়ে রাখা হয়েছে, যাতে নারী ওয়ারিশের সন্তান পুরুষ ওয়ারিশের সন্তানের সাথে মিরাসের অংশ পায়।

ব্যতিক্রমী মিরাস

১। জ্যেষ্ঠ পুত্র

মৃতের সুস্থ্য ও স্বাভাবিক জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃতের রেখে যাওয়া (যদি থাকে) পবিত্র কোরআন, তরবারি, আংটি ও পরিধানের কাপড় প্রাপ্য।

২। আইনগতভাবে বৈধ নয় এমন সন্তানের মিরাস

আইনগতভাবে বৈধ নয় এমন সন্তান ওয়ারিশ হিসেবে মিরাসের অংশ প্রাপ্য নয়।

৩। নিঃসন্তান স্ত্রী

নিঃসন্তান স্ত্রী জমির মিরাস প্রাপ্য নয়। তবে জমিতে দন্ডায়মান গাছপালা, দালান ইত্যাদির চার ভাগের এক ভাগ প্রাপ্য। তবে উক্ত জমির বন্ধকী ঋণ থাকলে তার দায়ভার বহন করতে হবে।

ওয়ারিশের প্রকার[৪]

শিয়া আইনে ওয়ারিশ দুই প্রকার, যথা: নির্ধারিত অংশভোগী ও অবশিষ্টাংশভোগী।

(১) নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশ: হানাফি আইনে নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশের সংখ্যা বার জন হলেও শিয়া আইনে নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশের সংখ্যা নয় জন। নির্ধারিত অংশভোগীর অধস্তন বংশধরও নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য। দাদা ও তদুর্ধ্বক্রম এবং পৌত্রী, প্রপৌত্রী ও তদ্‌নিম্নক্রম প্রপৌত্রীগণ হানাফি আইনে নির্ধারিত অংশভোগী হলেও শিয়া আইনে নির্ধারিত অংশভোগী নয়।

(২) অবশিষ্টাংশভোগী ওয়ারিশ: নির্ধারিত অংশভোগী নয় এমন সকল ওয়ারিশগণই অবশিষ্টাংশভোগী ওয়ারিশ। অবশিষ্টাংশভোগী ওয়ারিশের অধস্তন বংশধরগণও অবশিষ্টাংশভোগী।

নির্ধারিত অংশভোগী (Sharers) (Zufarz)[5]

শিয়া আইনে নির্ধারিত অংশভোগী **(sharers)** নয় জন। এর মধ্যে স্বামী, স্ত্রী ও মাতা সর্বদাই নির্ধারিত অংশভোগী। অবশিষ্ট ছয় জন সময়ে সময়ে অবশিষ্টাংশভোগীতে **(Zu qarabat)** পরিবর্তিত হয়। উল্লেখ্য নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশের অধস্তন বংশধরগণও (পুরুষ ও নারী) নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য।

মিরাসের ভিত্তি	পুরুষ ওয়ারিশ	নারী ওয়ারিশ
বৈবাহিক সম্পর্কীয় ওয়ারিশ	১। স্বামী	৪। স্ত্রী
রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশ	২। পিতা	
	৩। বৈপিত্রেয় ভাই	
		৫। মাতা
		৬। কন্যা
		৭। সহোদর বোন
		৮। বৈমাত্রেয়ী বোন
		৯। বৈপিত্রেয়ী বোন

---

৪ Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-112.

৫ Muslim Law of Inheritance, by Al-Haj Mahomed Ullah: P-61 & Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-112.

নির্ধারিত অংশভোগী নয়জন ওয়ারিশের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী আত্মীয়তাসূত্রে ওয়ারিশ (heirs by affinity) এবং মাতা, পিতা ও কন্যা প্রথম শ্রেণির রক্তসম্পর্কীয় ওয়ারিশ। সহোদর বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন, বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন দ্বিতীয় শ্রেণির রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশ। তৃতীয় শ্রেণির নির্ধারিত অংশভোগী অন্য কোনো ওয়ারিশ নেই।

নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশদের টেবিল[৬]

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ	যে অবস্থায় নির্ধারিত অংশপ্রাপ্য	যে অবস্থায় অবশিষ্টাংশভোগী ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয় বা বঞ্চিত হয়
১। স্বামী	১/৪	অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী) থাকলে	কখনো বঞ্চিত হয় না
	১/২	অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী) না থাকলে	
২। স্ত্রী	১/৮	অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী) থাকলে	কখনো বঞ্চিত হয় না
	১/৪	অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী) না থাকলে	
৩। পিতা	১/৬	অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী) থাকলে	কখনো বঞ্চিত হয় না
	অবশিষ্টাংশভোগী	-	অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী) না থাকলে
৪। মাতা	১/৬	অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী) থাকলে	কখনো বঞ্চিত হয় না
		দুই বা ততোধিক ভাই, অথবা এক ভাই ও দুই বোন অথবা চার বোন (সহোদর/ বৈমাত্রেয়) পিতার সাথে একত্রে ওয়ারিশ হলে	
	১/৩	অন্য সকল ক্ষেত্রে	

[৬] Muslim Law of Inheritance, by Al-Haj Mahomed Ullah, P 60-62 & Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-113.

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ		যে অবস্থায় নির্ধারিত অংশপ্রাপ্য	যে অবস্থায় অবশিষ্টাংশভোগী ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয় বা বঞ্চিত হয়
৫। কন্যা	১/২	একজন হলে	পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান[৭] না থাকলে	কখনো বঞ্চিত হয় না
	২/৩	দুই বা ততোধিক হলে		
	অবশিষ্টাংশভোগী			এক বা একাধিক পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে
৬। সহোদর বোন	১/২	একজন হলে	পিতা-মাতা অথবা অধস্তন বংশধর অথবা সহোদর ভাই অথবা দাদা না থাকলে	পিতা-মাতা অথবা অধস্তন বংশধর দ্বারা বঞ্চিত
	২/৩	দুই বা ততোধিক হলে		
	অবশিষ্টাংশভোগী			সহোদর ভাই বা দাদা থাকলে
৭। বৈমাত্রেয়ী বোন	১/২	একজন হলে	পিতা-মাতা অথবা অধস্তন বংশধর অথবা সহোদর ভাই অথবা সহোদর বোন অথবা বৈমাত্রেয় ভাই অথবা দাদা না থাকলে	পিতা-মাতা অথবা অধস্তন বংশধর দ্বারা বঞ্চিত
	২/৩	দুইজন বা ততোধিক হলে		
	অবশিষ্টাংশভোগী			বৈমাত্রেয় ভাই বা দাদা থাকলে

[৭] Muslim Family Laws Ordinance, 1961, section-4.

ওয়ারিশ	নির্ধারিত অংশ		যে অবস্থায় নির্ধারিত অংশপ্রাপ্য	যে অবস্থায় অবশিষ্টাংশভোগী ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয় বা বঞ্চিত হয়
৮ ও ৯। বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন	১/৬	একজন হলে	পিতা-মাতা অথবা অধ্বস্তন বংশধর এবং নানা-নানি না থাকলে	পিতা-মাতা অথবা অধ্বস্তন বংশধর দ্বারা বঞ্চিত
	১/৩	দুইজন বা ততোধিক হলে		
	অবশিষ্টাংশভোগী			নানা-নানি থাকলে ১/৩ অংশ নানা-নানি ও তাদের মধ্যে বন্টিত হবে

মিরাস বন্টন[৮]

বঞ্চিতকরণ নীতি[৯]

বঞ্চিতকরণ তিনটি সাধারণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা:

(১) পূর্বপুরুষের নৈকট্যের নীতি; (২) দাবিদারদের নৈকট্যের নীতি; এবং (৩) রক্তের সম্পর্কের নিবিড়তার নীতি।

মিরাস বন্টনে বঞ্চিতকরণ[১০]

অধিকতর নিকটবর্তী অধিকতর দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে। এই বঞ্চিতকরণ নীতির কারণে হানাফি আইনের অনুরূপভাবে শিয়া আইনে জীবিত পুত্র থাকার ক্ষেত্রে পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র বঞ্চিত হওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে বর্তমানে পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র পূর্বমৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ারিশ হিসেবে প্রাপ্য।

---

[৮] Muslim Law of Inheritance, by Al-Haj Mahomed Ullah: P 70 & Muslim Family Laws Ordinance, 1961, section-4.

[৯] Muslim Law of Inheritance, by Al-Haj Mahomed Ullah, P 63.

[১০] Muslim Law, SH Shaukat Mahmood: p 296-298 & Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-111.

মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধান দ্বিতীয় প্রজন্মের ওয়ারিশ পর্যন্ত সীমিত হওয়ায় হানাফি আইনে দ্বিতীয় প্রজন্ম পর্যন্তই প্রতিনিধিত্বের বিধান প্রযোজ্য। কিন্তু শিয়া আইনে অধস্তন বংশধরদের মধ্যে মিরাস বন্টনে প্রতিনিধিত্বের বিধান থাকায় মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান সত্ত্বেও দ্বিতীয় প্রজন্মের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অংশ বন্টনে প্রতিনিধিত্বের বিধান বহাল আছে। এছাড়া এ প্রতিনিধিত্বের বিধান উর্ধ্বগামী বংশধরদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বঞ্চিতকরণ টেবিল[১১]

<table>
<tr><th>নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশ</th><th>বঞ্চিতকরণ অবস্থা</th></tr>
<tr><td>১। স্বামী</td><td rowspan="5">কখনো বঞ্চিত হয় না</td></tr>
<tr><td>২। স্ত্রী</td></tr>
<tr><td>৩। পিতা</td></tr>
<tr><td>৪। মাতা</td></tr>
<tr><td>৫। কন্যা</td></tr>
<tr><td>৬। সহোদর বোন</td><td>পিতা-মাতা এবং অধস্তন বংশধর দ্বারা বঞ্চিত</td></tr>
<tr><td>৭। বৈমাত্রেয়ী বোন</td><td>পিতা-মাতা, অধস্তন বংশধর এবং সহোদর ভাই বা বোন দ্বারা বঞ্চিত</td></tr>
<tr><td>৮। বৈপিত্রেয় ভাই অথবা</td><td rowspan="2">পিতা-মাতা এবং অধস্তন বংশধর দ্বারা বঞ্চিত</td></tr>
<tr><td>৯। বৈপিত্রেয়ী বোন</td></tr>
</table>

উদাহরণ:-১

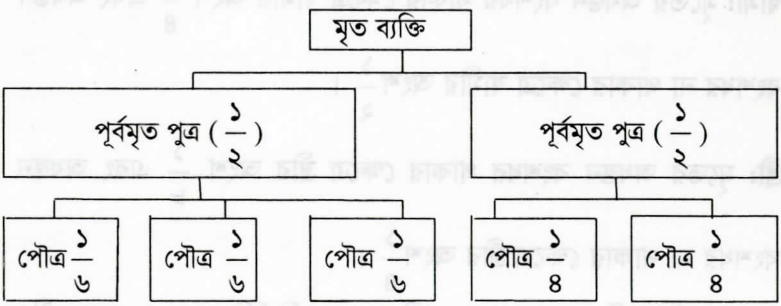

[১১] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-63.

উদাহরণ-২

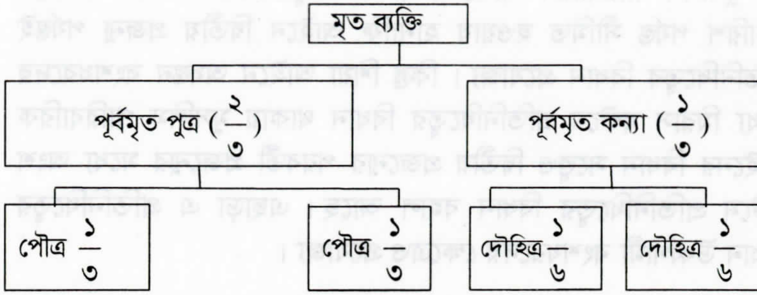

উদাহরণ-৩

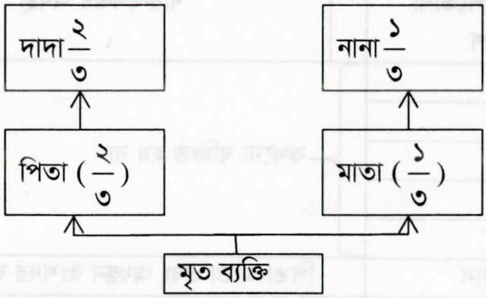

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মিরাস বন্টন

স্বামী ও স্ত্রী কখনো মিরাসের অংশপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয় না। স্বামী ও স্ত্রীর সাথে প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির ওয়ারিশগণ একত্রে মিরাসের অংশ পায়।

স্বামী: মৃতের অধস্তন বংশধর থাকার ক্ষেত্রে স্বামীর অংশ $\frac{১}{৪}$ এবং অধস্তন বংশধর না থাকার ক্ষেত্রে স্বামীর অংশ $\frac{১}{২}$।

স্ত্রী: মৃতের অধস্তন বংশধর থাকার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অংশ $\frac{১}{৮}$ এবং অধস্তন বংশধর না থাকার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অংশ $\frac{১}{৪}$।

একাধিক স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টিত হবে।

প্রথম শ্রেণির ওয়ারিশের মিরাস[১২]

প্রথম শ্রেণির ওয়ারিশ থাকলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ওয়ারিশগণ মিরাসের কোনো অংশ পায় না।

প্রথম শ্রেণির ওয়ারিশগণ নিম্নোক্ত দুইটি শাখায় বিভক্ত, যথা:

১। শাখা-১: পিতা ও মাতা;

২। শাখা-২: অধস্তন বংশধর (পুরুষ ও নারী)।

প্রথম শ্রেণির উপরোক্ত ওয়ারিশদের সাথে স্বামী বা স্ত্রী একত্রে মিরাসের অংশ পায়। এই শ্রেণির ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টনের নীতি নিম্নরূপ:

(১) মৃতের অধিকতর নিকটবর্তী অধিকতর দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে। তবে মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিনিধিত্বের বিধানের কারণে পুত্র ও কন্যা হতে পূর্বমৃত পুত্র ও কন্যাযোগে পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী অধিকতর দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত হয় না।

(২) পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান একমাত্র অবশিষ্টাংশভোগী (residuaries) ওয়ারিশ হলে পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তানই সমুদয় সম্পত্তি পাবে।

কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান একমাত্র নির্ধারিত অংশভোগী (sharers) ওয়ারিশ হলে এবং পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সাথে একত্রে ওয়ারিশ হলে কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান অবশিষ্টাংশভোগী ওয়ারিশে পরিবর্তিত হবে এবং 'পুত্র কন্যার দ্বিগুন' এই হারে মিরাসের অংশ পাবে।

(৩) পুত্র ও কন্যা না থাকলে তাদের প্রাপ্য অংশ তাদের নিকটবর্তী অধস্তন বংশধরগণ হারাহারিভাবে (per stirps) পাবে।

১। প্রথম শ্রেণির ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টন

প্রথম শ্রেণির শাখা-১ এর ওয়ারিশগণ হচ্ছে কেবল পিতা ও মাতা এবং শাখা-২ এর ওয়ারিশগণ হচ্ছেন কেবল সন্তান বা তাদের অধস্তন বংশধরগণ। প্রথম শ্রেণির শাখা-১ ও শাখা-২ এর ওয়ারিশগণ একত্রে মিরাসের অংশ পায় এবং তাদের সাথে স্বামী বা স্ত্রীও একত্রে অংশ পায়।

---

[১২] Muslim Law, SH Shaukat Mahmood: p 298, Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla. p-116-18 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-70-72.

প্রথমে স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে তাদের নির্ধারিত অংশ বন্টন করতে হবে। অতঃপর প্রথম শ্রেণির শাখা-১ ও শাখা-২ এর ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টন করতে হবে।

(ক) পিতা ও মাতার মিরাস (শাখা-১ এর অন্তর্ভুক্ত ওয়ারিশ)

পিতার মিরাসঃ

মৃতের অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী) থাকলে পিতা নির্ধারিত অংশভোগী হিসেবে $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপ্য। কিন্তু কোনো অধস্তন বংশধর না থাকলে অবশিষ্টভোগী হিসেবে অংশ প্রাপ্য।

মাতার মিরাসঃ

মৃতের অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী), অথবা দুই বা ততোধিক সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই অথবা অনুরূপ এক ভাই ও দুই বোন অথবা চার বোন থাকলে নির্ধারিত অংশভোগী হিসেবে মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপ্য। অন্যান্য অবস্থায় $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রাপ্য।

পিতা ও মাতা একত্রে থাকার ক্ষেত্রে মিরাস

(১) পিতা ও মাতা এক সাথে যদি ওয়ারিশ হয়, তাহলে মাতার অংশ হবে $\frac{১}{৬}$ বা $\frac{১}{৩}$ এবং পিতা অবশিষ্টাংশ পাবে। কিন্তু যদি মাতা ওয়ারিশ হয় এবং পিতা না থাকে, তাহলে মাতার অংশ হবে $\frac{১}{৩}$। কিন্তু যদি পিতা ওয়ারিশ হয় এবং মাতা না থাকে তাহলে পিতা অবশিষ্টাংশ পাবে।

(২) পিতা ও মাতার সাথে পুত্র বা পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান বা তদনিম্নক্রম পুরুষ বংশধর থাকলে পিতার অংশ হবে $\frac{১}{৬}$ এবং মাতার অংশও হবে $\frac{১}{৬}$। কিন্তু যদি পিতা ও মাতার সাথে কন্যা বা কন্যার অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী) থাকে, তাহলে তারা নির্ধারিত অংশভোগী হিসেবে অংশ পাবে।

প্রথম শ্রেণির ওয়ারিশ এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মিরাস বন্টনের উদাহরণ

*স্বামী $\frac{১}{২} = \frac{৩}{৬}$	*স্ত্রী $\frac{১}{৪} = \frac{৩}{১২}$	*পিতা= $\frac{১}{৬}$	পিতা= $\frac{১}{৬}$
*মাতা $\frac{১}{৩} = \frac{২}{৬}$	*মাতা= $\frac{১}{৩} = \frac{৪}{১২}$	*মাতা= $\frac{১}{৬}$	মাতা= $\frac{১}{৬}$
**পিতা= $\frac{১}{৬}$	**পিতা= $\frac{৫}{১২}$	**পুত্র= $\frac{৪}{৬}$	দুই কন্যা= $\frac{৪}{৬}$

*নির্ধারিত অংশভোগী; **অবশিষ্টাংশভোগী

(খ) সন্তান ও তাদের অধস্তন বংশধরদের মিরাস

(শাখা-২ এর অন্তর্ভুক্ত ওয়ারিশ)

এই শাখার ওয়ারিশগণ হচ্ছেন:

১। পুত্র;

২। কন্যা;

৩। পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী;

৪। প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রের সন্তান, দৌহিত্রীর সন্তান;

এবং অনুরূপভাবে তদ্‌নিম্নক্রম সন্তানগণ।

১। পুত্রঃ পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান সর্বদাই অবশিষ্টাংশভোগী। পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে পিতা নির্ধারিত অংশভোগী হিসেবে অংশ পায়।

২। কন্যাঃ এক কন্যা/পূর্বমৃত এক কন্যার সন্তান $\frac{১}{২}$ অংশ প্রাপ্য।

একাধিক কন্যা/পূর্বমৃত একাধিক কন্যার সন্তান $\frac{২}{৩}$ অংশ প্রাপ্য।

কন্যার/পূর্বমৃত কন্যার সন্তানের সাথে পুত্র/পূর্বমৃত পুত্রের সন্তান থাকলে কন্যা/পূর্বমৃত কন্যার সন্তান অবশিষ্টাংশভোগী ওয়ারিশে পরিবর্তিত হয় এবং 'পুত্র কন্যার দ্বিগুন' এই হারে তাদের মধ্যে অংশ বন্টিত হয়।

৩। পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীঃ মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান অনুযায়ী যথাক্রমে পূর্বমৃত পুত্র ও পূর্বমৃত কন্যার প্রতিনিধি হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হয়ে পূর্বমৃত পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকলে যে

পরিমাণ অংশ প্রাপ্য হতেন, সেই পরিমাণ অংশ তারা প্রাপ্য হবেন। অর্থাৎ পূর্বমৃত পুত্রের প্রাপ্য অংশ পৌত্র ও পৌত্রীর মধ্যে 'পুত্রের অংশ কন্যার দ্বিগুন' এই হারে বন্টিত হবে। পূর্বমৃত কন্যার প্রাপ্য অংশ দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর মধ্যে 'পুত্রের অংশ কন্যার দ্বিগুন' এই হারে বন্টিত হবে।

দ্বিতীয় প্রজন্মের ওয়ারিশে মুসলিম পারিবারিক আইন দ্বারা শিয়া আইনের পরিবর্তিত অবস্থার উদাহরণ

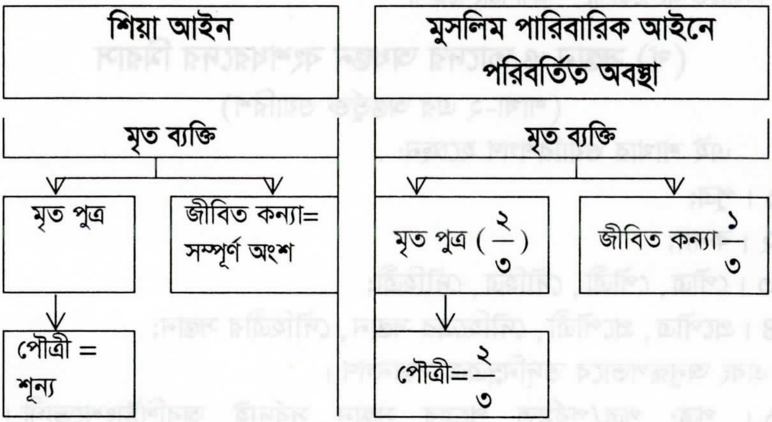

দ্বিতীয় প্রজন্মের ওয়ারিশে শিয়া আইন ও মুসলিম পারিবারিক আইনে একইরূপ অবস্থার উদাহরণ

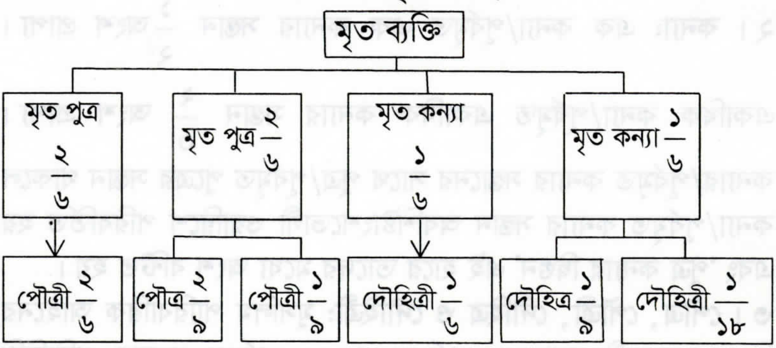

৪। প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রের সন্তান, দৌহিত্রীর সন্তান (এবং তদ্‌নিম্নক্রম সন্তান): শিয়া আইনে মিরাসের অংশ বন্টনের নীতি অনুযায়ী পৌত্রের প্রাপ্য অংশ তার সন্তানগণের মধ্যে, পৌত্রীর প্রাপ্য অংশ তার সন্তানগণের মধ্যে, দৌহিত্রের প্রাপ্য অংশ তার সন্তানগণের মধ্যে, দৌহিত্রীর প্রাপ্য অংশ তার সন্তানগণের মধ্যে 'পুত্রের অংশ কন্যার দ্বিগুন' এই নীতি অনুসরণপূর্বক বন্টিত হবে। শিয়া আইন অনুযায়ী তদ্‌নিম্নক্রম সন্তানগণের মধ্যেও তাদের পিতা-মাতার প্রাপ্য মিরাসের অংশ অনুরূপভাবে বন্টিত হবে।

উদাহরণ-১

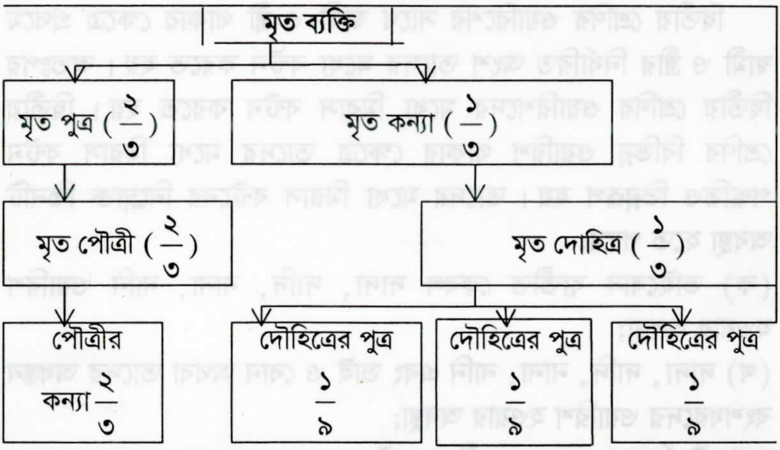

উদাহরণ-২

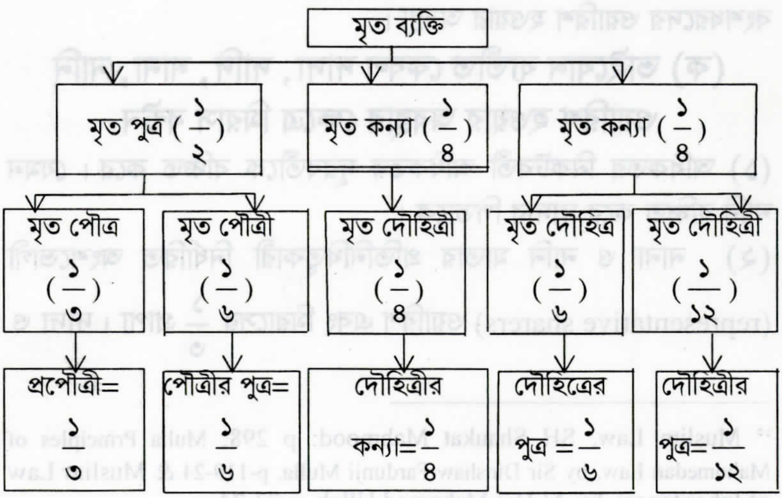

দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়ারিশ[১৩]

প্রথম শ্রেণির কোনো ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রেই কেবল দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায়।

দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়ারিশগণ নিম্নোক্ত দুইটি শাখায় বিভক্ত, যথা:

শাখা-১: দাদা, দাদি, নানা, নানি ও তাদের উর্ধ্বতন বংশধর (নারী ও পুরুষ);

শাখা-২: সহোদর, বৈমাত্রেয় এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন এবং তাদের অধস্তন বংশধরগণ (নারী ও পুরুষ)।

দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়ারিশের সাথে স্বামী ও স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে প্রথমে স্বামী ও স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ তাদের মধ্যে বন্টন করতে হয়। অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়ারিশদের মধ্যে মিরাস বন্টন করতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণির বিভিন্ন ওয়ারিশ থাকার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মিরাস বন্টন পদ্ধতিও ভিন্নরূপ হয়। তাদের মধ্যে মিরাস বন্টনের নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থা হতে পারে:

(ক) ভাইবোন ব্যতীত কেবল দাদা, দাদি, নানা, নানি ওয়ারিশ হওয়ার অবস্থা;

(খ) দাদা, দাদি, নানা, নানি এবং ভাই ও বোন অথবা তাদের অধস্তন বংশধরদের ওয়ারিশ হওয়ার অবস্থা;

(গ) উর্ধ্বতন বংশধর ব্যতীত ভাই ও বোন অথবা তাদের অধস্তন বংশধরদের ওয়ারিশ হওয়ার অবস্থা।

(ক) ভাইবোন ব্যতীত কেবল দাদা, দাদি, নানা, নানি ওয়ারিশ হওয়ার অবস্থার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন

(১) অধিকতর নিকটবর্তী অধিকতর দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে। যেমন নানি বঞ্চিত করে দাদার পিতাকে।

(২) নানা ও নানি মাতার প্রতিনিধিত্বকারী নির্ধারিত অংশভোগী (representative sharers) ওয়ারিশ এবং মিরাসের $\frac{১}{৩}$ প্রাপ্য। দাদা ও

---

[১৩] Muslim Law, SH Shaukat Mahmood: p 298; Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-119-24 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-73-74.

দাদি পিতার প্রতিনিধিত্বকারী অবশিষ্টাংশভোগী (representative residuaries) ওয়ারিশ এবং সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ প্রাপ্য এবং অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুন' নীতি প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য অবশিষ্টাংশ বলতে ক্ষেত্র বিশেষে সমুদয় সম্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩) সম পর্যায়ের (same degree) পিতৃপক্ষের দাদা ও দাদি এবং মাতৃপক্ষের নানা ও নানি থাকলে উভয় পক্ষ মিরাসের অংশ পাবে। এই ক্ষেত্রে পিতৃপক্ষ মাতৃপক্ষের দ্বিগুন অংশ পাবে। পিতৃপক্ষের প্রাপ্য $\frac{২}{৩}$ অংশ পিতৃপক্ষের দাদা ও দাদির মধ্যে বন্টিত হবে এবং বন্টনের ক্ষেত্রে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুন' এই নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ দাদির দ্বিগুন অংশ দাদা পাবে। অপরদিকে মাতৃপক্ষের প্রাপ্য $\frac{১}{৩}$ অংশ মাতৃপক্ষের নানা ও নানির মধ্যে বন্টিত এবং এই বন্টনের ক্ষেত্রে নানা ও নানি সমহারে অংশ পাবে।

উদাহরণ[১৪]	প্রাপ্য অংশ		প্রাপ্য অংশ	
	পিতৃপক্ষ= $\frac{২}{৩}$		মাতৃপক্ষ= $\frac{১}{৩}$	
	দাদার অংশ $\frac{২}{৩}$ এর $\frac{২}{৩}$	দাদির অংশ $\frac{২}{৩}$ এর $\frac{১}{৩}$	নানার অংশ $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{২}$	নানির অংশ $\frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{২}$
১।	দাদা= $\frac{৮}{১৮}$	দাদি= $\frac{৪}{১৮}$	নানা= $\frac{৩}{১৮}$	নানি= $\frac{৩}{১৮}$
২।	দাদা= $\frac{৪}{৬}$	-	নানা= $\frac{১}{৬}$	নানি= $\frac{১}{৬}$
৩।	দাদা= $\frac{৪}{৯}$	দাদি= $\frac{২}{৯}$	-	নানি= $\frac{৩}{৯}$
৪।	দাদা= $\frac{২}{৩}$	-	-	নানি= $\frac{১}{৩}$
৫।	-	দাদি= $\frac{২}{৩}$	নানি= $\frac{১}{৩}$	-

[১৪] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-119 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-73.

দাদা, দাদি, নানা, নানির সাথে স্বামী বা স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রের উদাহরণ[১৫]

(স্বামীর অংশ $\frac{১}{২}$, স্ত্রীর অংশ $\frac{১}{৪}$, মাতৃপক্ষের অংশ $\frac{১}{৩}$, পিতৃপক্ষ অবশিষ্টাংশভোগী)

উদাহরণ-১: স্বামী= $\frac{৯}{১৮}$, নানা= $\frac{৩}{১৮}$, নানি= $\frac{৩}{১৮}$, দাদা= $\frac{২}{১৮}$, দাদি= $\frac{১}{১৮}$

এই উদাহরণে স্বামীর নির্ধারিত $\frac{১}{২}$ অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ অংশের $\frac{১}{৩}$ অংশ মাতৃপক্ষের নানা ও নানির মধ্যে সমহারে বন্টিত হয়েছে। স্বামী ও মাতৃপক্ষের অংশ বন্টনের পর অবশিষ্টাংশ $\{১-(\frac{১}{২}+\frac{১}{৩})\}=\frac{১}{৬}$ অংশ দাদা ও দাদির মধ্যে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুন' এই হারে বন্টিত হয়েছে।

উদাহরণ-২	
$\frac{২}{৩}$	দাদা= $\frac{৮}{১৮}$
	দাদি= $\frac{৪}{১৮}$
$\frac{১}{৩}$	নানা= $\frac{৩}{১৮}$
	নানি= $\frac{৩}{১৮}$

উদাহরণ-৩	
$\frac{১}{৪}$	স্ত্রী= $\frac{১}{৪}=\frac{৯}{৩৬}$
$\frac{১}{৩}$	নানা= $\frac{৬}{৩৬}$
	নানি= $\frac{৬}{৩৬}$
$\frac{৫}{১২}$	দাদা= $\frac{১০}{৩৬}$
	দাদি= $\frac{৫}{৩৬}$

উদাহরণ-৪		
$\frac{২}{৩}$	$\frac{৪}{৯}$	দাদার পিতা= $\frac{৩২}{১০৮}$
		দাদার মাতা= $\frac{১৬}{১০৮}$
	$\frac{২}{৯}$	দাদির পিতা= $\frac{১২}{১০৮}$
		দাদির মাতা= $\frac{১২}{১০৮}$
$\frac{১}{৩}$		নানার পিতা= $\frac{৯}{১০৮}$
		নানার মাতা= $\frac{৯}{১০৮}$
		নানির পিতা= $\frac{৯}{১০৮}$
		নানির মাতা $\frac{৯}{১০৮}$

[১৫] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-74-75.

(খ) দাদা, দাদি, নানা, নানি এবং ভাই ও বোন একত্রে ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন

দাদা, দাদি, নানা, নানির সাথে ভাইবোন বা তাদের অধস্তন বংশধর (নারী ও পুরুষ) একত্রে ওয়ারিশ হলে নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণপূর্বক মিরাস বন্টিত হবে:

(১) পিতৃপক্ষের দাদা সহোদর ভাইয়ের সাথে থাকলে মিরাসের অংশপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সে সহোদর ভাইয়ের অনুরূপ, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে থাকলে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের অনুরূপ অংশ পাবে। পিতৃপক্ষের দাদি সহোদর বোনের সাথে থাকলে সহোদর বোনের অনুরূপ, বৈমাত্রেয় বোনের সাথে থাকলে বৈমাত্রেয় বোনের অনুরূপ অংশ পাবে।

(২) মাতৃপক্ষের নানা বৈপিত্রেয় ভাইয়ের অনুরূপ এবং নানি বৈপিত্রেয় বোনের অনুরূপ অংশ পাবে।

(৩) ভাইবোন না থাকার ক্ষেত্রে তাদের অধস্তন বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অনুরূপভাবে দাদা, দাদি, নানা, নানি না থাকলে তাদের পূর্বপুরুষগণ তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

উদাহরণ-১	উদাহরণ-২
দাদা= $\frac{১}{২}$ (সহোদর ভাইয়ের অনুরূপ)	দাদা= $\frac{২}{৩}$ (বৈমাত্রেয় ভাইয়ের অনুরূপ)
দুই বোন= $\frac{১}{২}$ (প্রত্যেকে $\frac{১}{৪}$)	বৈমাত্রেয়ী বোন= $\frac{১}{৩}$

<table>
<tr><td>উদাহরণ-৩</td><td rowspan="3">$\frac{১}{৩}$</td><td>উদাহরণ-৪</td></tr>
<tr><td>দাদা= $\frac{২}{৩}$ (সহোদর ভাইয়ের অনুরূপ)</td><td>বৈপিত্রেয় ভাই= $\frac{১}{৬}$</td></tr>
<tr><td>সহোদর বোন= $\frac{১}{৩}$</td><td rowspan="2">নানি= $\frac{১}{৬}$ (বৈপিত্রেয়ী বোনের অনুরূপ)</td></tr>
<tr><td>উদাহরণ-৪</td><td></td></tr>
<tr><td>দাদা= $\frac{১}{২}$ (ভাইয়ের অনুরূপ)</td><td>$\frac{২}{৩}$</td><td>দুই সহোদর বোন= $\frac{২}{৩}$</td></tr>
<tr><td>সহোদর ভাইয়ের পুত্র= $\frac{১}{২}$
(প্রতিনিধি হিসেবে পিতার শেয়ার)</td><td></td><td></td></tr>
</table>

উদাহরণ-৫		উদাহরণ-৬	
১/৩	নানি= ১/৯ (বৈপিত্রেয়ী বোনের অনুরূপ)	১/৩	নানা= ৩/১৮
	বৈপিত্রেয় ভাই= ১/৯		নানি= ৩/১৮
	বৈপিত্রেয়ী বোন= ১/৯		দাদা= ৪/১৮ (সহোদর ভাইয়ের অনুরূপ)
২/৩	দাদা= ১/৩ (বৈমাত্রেয় ভাইয়ের অনুরূপ)	২/৩	দাদি= ২/১৮ (সহোদর বোনের অনুরূপ)
	দাদি= ১/৬ (বৈমাত্রেয় ভাইয়ের অনুরূপ)		সহোদর ভাই= ৪/১৮
	বৈমাত্রেয়ী বোন= ১/৬		সহোদর বোন= ২/১৮

(গ) কেবল ভাইবোন বা তাদের অধস্তন বংশধর (পুরুষ বা নারী) থাকার ক্ষেত্রে মিরাস বন্টন

কেবল ভাইবোন বা তাদের অধস্তন বংশধর (নারী বা পুরুষ) থাকলে এবং কোনো পূর্বপুরুষ (নারী বা পুরুষ) না থাকলে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত নীতিতে মিরাস বন্টিত হবে:

(১) সহোদর ভাইবোন বৈমাত্রেয় ভাইবোনকে বঞ্চিত করে;

(২) বৈপিত্রেয় ভাইবোন সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাইবোন দ্বারা বঞ্চিত হয় না;

(৩) সহোদর ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাই অবশিষ্টাংশভোগী হিসেবে মিরাসের অংশ পায়;

(৪) সহোদর বোন নির্ধারিত অংশভোগী হিসেবে অংশ পায়। কিন্তু যদি সহোদর ভাইয়ের সাথে থাকে, তাহলে সে অবশিষ্টাংশভোগীতে পরিবর্তিত হয়। বৈমাত্রেয় বোনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ।

(৫) ভাই ও বোনের অধস্তন বংশধরগণ তাদের পিতা বা মাতার অংশই প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী পায়।

(৬) সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই ও বোনের সন্তানদের মধ্যে তাদের ভাই ও বোনের প্রাপ্য অংশ 'পুরুষের অংশ নারীর দ্বিগুন' হারে বন্টিত হয়। তবে বৈপিত্রেয় ভাইবোনের সন্তানদের মধ্যে সমান হারে অংশ বন্টিত হয়।

(৭) আত্মীয়তার নৈকট্য নীতি ভাইবোনের অধস্তন বংশধরদের মধ্যে মিরাস বন্টনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উদাহরণ[১৬]

১। স্বামী= ১/২ দুই সহো:/ বৈমাত্রেয় বোন= ১/২ ২। স্ত্রী= ১/৪ সহো:ভাই= ৩/৪	৩। স্বামী= ৩/৬ সহো:ভাই= ২/৬ সহো:বোন= ১/৬	৪। বৈপি:ভাইয়ের কন্যা= ১/৬ সহো: বোনের কন্যা= ৫/৬ (মায়ের অনুরূপ) বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র=শূন্য (সহোদর বোনের কন্যা দ্বারা বঞ্চিত)
৫। বৈপি:ভাইয়ের পুত্র= ১/৬ (মায়ের অনুরূপ) সহোদর বোনের পুত্র= ৫/৬ (আ)	৬। স্বামী= ১/২ বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যা= ১/৩ সহোদর বোনের কন্যা= ১/৬ বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র=শূন্য	

---

[১৬] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-121.

তৃতীয় শ্রেণির ওয়ারিশ[১৭]

প্রথম শ্রেণির ও দ্বিতীয় শ্রেণির কোনো ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রেই কেবল তৃতীয় শ্রেণির ওয়ারিশগণ মিরাসের অংশ পায়। তবে স্বামী ও স্ত্রী থাকলে স্বামী ও স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ এই শ্রেণির ওয়ারিশের মধ্যে বন্টিত হবে। মৃতের পিতা-মাতার ভাইবোন এবং তদুর্ধ্বক্রমের ভাইবোন এই শ্রেণির ওয়ারিশ। এই শ্রেণির ওয়ারিশগণের মিরাসের অংশপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারক্রম নিম্নরূপ:

(১) মৃতের চাঁচা, ফুফু, মামা ও খালা এবং অতঃপর তাদের বংশধরগণ;

(২) মৃতের পিতা-মাতার চাঁচা, ফুফু, মামা ও খালা এবং অতঃপর তাদের অধস্তন বংশধরগণ;

(৩) মৃতের দাদা-দাদি, নানা-নানির চাঁচা, ফুফু, মামা ও খালা এবং অতঃপর তাদের অধস্তন বংশধরগণ।

অনুরূপভাবে তদুর্ধ্বক্রম ও তাদের বংশধর।

মিরাস বন্টনে আত্মীয়তার নৈকট্যের নীতি এই শ্রেণির ওয়ারিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে সহোদর চাঁচার পুত্রের সাথে বৈমাত্রেয় চাঁচার একত্রে ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্র।

(ক) একই পর্যায়ের সহোদর বৈমাত্রেয়কে বঞ্চিত করে;

(খ) মাতার ভাইবোন প্রতিনিধিত্বকারী নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশ এবং পিতার ভাইবোন প্রতিনিধিত্বকারী অবশিষ্টাংশভোগী ওয়ারিশ।

(ক) মিরাস বন্টন নীতি

(ক) পিতৃপক্ষের ওয়ারিশ মিরাসের $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং মাতৃপক্ষের ওয়ারিশ $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রাপ্য।

---

[১৭] Muslim Law, SH Shaukat Mahmood: p 298; Mulla Principles of Mahomedan Law. by Sir Dinshaw Fardunji Mulla. p-124-27 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-77..

(খ) বৈপিত্রেয় চাঁচা, ফুফু, মামা, খালা $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রাপ্য, তবে একজন হলে $\frac{১}{৬}$ অংশ প্রাপ্য।

(গ) পিতৃপক্ষের প্রাপ্য অংশ পিতৃপক্ষের ওয়ারিশদের মধ্যে 'পুরুষ নারীর দ্বিগুন অংশ' পাওয়ার নীতি অনুযায়ী বন্টিত হবে। কিন্তু মাতৃপক্ষের প্রাপ্য অংশ মাতৃপক্ষের ওয়ারিশগণের মধ্যে সমহারে বন্টিত হবে।

(ঘ) মাতৃপক্ষের ওয়ারিশ না থাকার ক্ষেত্রে পিতৃপক্ষ সমুদয় সম্পত্তি প্রাপ্য। অনুরূপভাবে পিতৃপক্ষ না থাকার ক্ষেত্রে মাতৃপক্ষ সমুদয় সম্পত্তি প্রাপ্য।

(ঙ) চাঁচা, ফুফু, মামা, খালার প্রাপ্য অংশ তাদের অধস্তন বংশধরদের মধ্যে হারাহারিভাবে (per stirps) বন্টিত হবে।

(খ) মিরাস বন্টনের উদাহরণ

উদাহরণ-১		উদাহরণ-২	
$\frac{২}{৩}$	সহোদর চাঁচা= $\frac{১০}{১৮}$ বৈমাত্রেয় চাঁচা=শূন্য বৈপিত্রেয় চাঁচা= $\frac{২}{১৮}$	$\frac{২}{৩}$	সহোদর চাঁচা= $\frac{১৬}{৫৪}$ সহোদর ফুফু= $\frac{৮}{৫৪}$ বৈপিত্রেয় চাঁচা= $\frac{৬}{৫৪}$ বৈপিত্রেয় ফুফু= $\frac{৬}{৫৪}$
$\frac{১}{৩}$	সহোদর মামা= $\frac{৫}{১৮}$	$\frac{১}{৩}$	বৈপিত্রেয় মামা= $\frac{৯}{৫৪}$
	বৈমাত্রেয় মামা=শূন্য		বৈপিত্রেয়ী খালা= $\frac{৯}{৫৪}$
	বৈপিত্রেয় মামা= $\frac{১}{১৮}$		

উদাহরণ-৩	উদাহরণ-৪	উদাহরণ-৫	উদাহরণ-৬
স্বামী=১/২ মামা=১/৩ চাঁচা=১/৬	সহোদর চাঁচা=২/৩ খালা=১/৩	সহোদর চাঁচা=২/৩ সহোদর ফুফু=১/৩	সহোদর মামা=১/২ সহোদর খালা=১/২

হানাফি ও শিয়া আইনে একইরূপ বন্টনের উদাহরণ[১৮]

১। স্বামী=১/২ বোন (সহো/বৈমা)=১/২	২। স্ত্রী=১/৪ সহোদর ভাই=৩/৪	৩। স্বামী=১/২ সহোদর ভাই=১/৩ সহোদর বোন=১/৬
৪। স্ত্রী=১/৪ বৈপিত্রেয় ভাই=১/৬ বৈমাত্রেয় ভাই=৭/১৮ বৈমাত্রেয় বোন=৭/৩৬		

[১৮] Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-120.

আউল মতবাদ (Doctrine of Increase)[19]

শিয়া আইনে নির্ধারিত অংশভোগীদের প্রাপ্য অংশের যোগফল পূর্ণ সংখ্যার অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে আউল মতবাদ অনুযায়ী স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা (এবং মাতৃপক্ষের প্রতিনিধি নির্ধারিত অংশভোগী ওয়ারিশ) এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের নির্ধারিত অংশ অক্ষুন্ন থাকবে এবং কন্যা, সহোদর ও বৈমাত্রেয়ী বোনের অংশ হতে পূর্ণ সংখ্যার অধিক অংশ কর্তন করতে হবে।

উদাহরণ-১		উদাহরণ-২	
ওয়ারিশ	প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ – হ্রাসকৃত অংশ)	ওয়ারিশ	প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ – হ্রাসকৃত অংশ)
স্বামী	$\frac{৩}{১২}$	স্ত্রী	$\frac{৩}{২৪}$
পিতা	$\frac{২}{১২}$	পিতা	$\frac{৪}{২৪}$
মাতা	$\frac{২}{১২}$	মাতা	$\frac{৪}{২৪}$
কন্যা	$(\frac{৬}{১২}-\frac{১}{১২})=\frac{৫}{১২}$	দুই কন্যা	$(\frac{১৬}{২৪}-\frac{৩}{২৪})=\frac{১৩}{২৪}$
$১-(\frac{৩}{১২}+\frac{২}{১২}+\frac{২}{১২}+\frac{৬}{১২})=-\frac{১}{১২}$		$১-(\frac{৩}{২৪}+\frac{৪}{২৪}+\frac{৪}{২৪}+\frac{১৬}{২৪})=-\frac{৩}{২৪}$	

উদাহরণ-৩		উদাহরণ-৪	
ওয়ারিশ	প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ – হ্রাসকৃত অংশ)	ওয়ারিশ	প্রাপ্য অংশ (নির্ধারিত অংশ – হ্রাসকৃত অংশ)
স্বামী	$\frac{৩}{১২}$	স্বামী	$\frac{৬}{১২}$
মাতা	$\frac{২}{১২}$	দুই বৈপিত্রেয় ভাই	$\frac{৪}{১২}$
দুই কন্যা	$(\frac{৮}{১২}-\frac{১}{১২})=\frac{৭}{১২}$	দুই সহোদর বোন	$(\frac{৮}{১২}-\frac{৬}{১২})=\frac{২}{১২}$

[১৯] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-129.

রাদ মতবাদ (Doctrine of Return)[20]

নির্ধারিত অংশভোগীদের মধ্যে নির্ধারিত অংশ বন্টনের পরও কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকলে এবং কোনো অবশিষ্টাংশভোগী না থাকলে উক্ত অবশিষ্টাংশ নির্ধারিত অংশভোগীদের মধ্যে পুনরায় প্রাপ্যতার নির্ধারিত হার অনুযায়ী বন্টন করতে হবে। তবে এর নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম রয়েছে, যথা:

(ক) অন্য কোনো ওয়ারিশ থাকলে স্বামী ও স্ত্রী উক্ত অতিরিক্ত অবশিষ্টাংশের অংশ পাবে না।

(খ) পিতা, সহোদর বা বৈমাত্রেয় দুই ভাই, অথবা এক ভাই ও দুই বোন, অথবা চার বোনের সাথে এক কন্যা থাকলে, মাতা উক্ত অতিরিক্ত অবশিষ্টাংশের অংশ পাবে না। অতিরিক্ত অংশ পিতা ও কন্যার মধ্যে তাদের প্রাপ্যতার হার অনুযায়ী বন্টিত হবে।

(গ) সহোদর বোন থাকলে বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন উক্ত অতিরিক্ত অবশিষ্টাংশের অংশ পাবে না। সহোদর বোন অতিরিক্ত সমুদয় অংশ পাবে। তবে বৈমাত্রেয়ী বোন থাকলে তাদের সাথে অতিরিক্ত অংশ পাবে।

পিতা=১/৫ মাতা=১/৫ কন্যা=৩/৫	স্বামী=৪/১৬ পিতা=৩/১৬ কন্যা=৯/১৬	মাতা=৪/২৪ পিতা=৫/২৪ কন্যা=১৫/২৪ দুই ভাই= শূন্য	স্ত্রী=৫/৪০ পিতা=৭/৪০ মাতা=৭/৪০ কন্যা=২১/৪০	মাতা=১/৪ কন্যা=৩/৪ ভাই=শূন্য
পিতা=১/৪ কন্যা=৩/৪				

[20] Mulla Principles of Mahomedan Law, by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, p-128 & Muslim Law of Inheritance: by Al-Haj Mahomed Ullah, p-88.